গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ
January, ১৯৫৯

সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
অশান্ত সেন

প্রচ্ছদ পরিচিতি
শেক্‌সপীয়রের নাটকের প্রথম ফোলিও সংস্করণে মুদ্রিত
কবির চিত্র এবং কবির হস্তলিপি

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণে
লক্ষ্মী প্রেস
১/৭বি/২ প্যারীমোহন সুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

নিবেদন

ছাত্র-ছাত্রী তথা সাধারণ পাঠকদের আগ্রহ ও প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে মনে রেখেই যথাসম্ভব পাঠযোগ্য একখানি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা ছিলো। এই গ্রন্থটি তার বাস্তবায়িত রূপ। বাংলা সাম্মানিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও প্রশ্নাবলীর দিকে নজর রেখেই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও এর প্রারম্ভিক অধ্যায়ে ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি সামগ্রিক ও কালানুক্রমিক রূপরেখা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সর্বস্তরের পাঠকের অনুসন্ধিৎসার কথা মনে রেখে।

গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রধান ও পাঠ্যতালিকাভুক্ত কবি-লেখকদের যাবতীয় রচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে আগ্রহী পাঠকদের আরো বিশদভাবে অনুশীলনে উৎসাহিত করতে।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানে প্রকাশক শ্রী সুনীল ভট্টাচার্য ও সুমন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একনিষ্ঠ ভূমিকা পালনে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। এ ছাড়া অশেষ ঋণ আমার সহকর্মী অধ্যাপক শ্রী ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রী বারীন্দ্র বসুর কাছে, যাঁরা নানা মূল্যবান পরামর্শে সর্বদাই আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে; এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে মার্জনাপ্রার্থী। গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ সংশোধন ও পরিমার্জনের কথা মনে রেখে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবর্গের কাছ থেকে সকল প্রকার মতামত আহ্বান করছি। যাদের কথা ভেবে এই পুস্তক পরিকল্পিত তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই শ্রম সার্থক; সেই কামনা নিয়েই শেষ করলাম।

ইতি

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া ॥

নিবেদক

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পরিমার্জিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোলো। প্রথম সংস্করণের মতো এটিও ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-অনুরাগী পাঠকসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় ও রুচিকর বলে মনে হবে এই আশা নিয়েই দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ। গতবারের মতো এবারও সকল শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের মতামত প্রত্যাশা করি যাতে করে ভবিষ্যৎ সংশোধন—সংযোজনের কাজটি আরো উপযোগী হতে পারে।

প্রকাশকদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ; তাঁদের নিরন্তর তাগিদ ব্যতীত এই সংস্করণটি হয়তো ছাপাখানার মুখই দেখতো না। এছাড়া ধন্যবাদ আমার কলেজের সহকর্মী অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বারীন্দ্র বসু, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, যাঁরা নানা সূত্রে ও জিজ্ঞাসায় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সবশেষে বলতে চাই আমার সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের কথা যাদের আগ্রহে আমি দ্বিতীয় সংস্করণের ভাবনাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি।

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া ॥
জানুয়ারী ১৯৫৯ ॥

বিনীত
গ্রন্থকার ॥

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস : একটি সামগ্রিক রূপরেখা

ইংরাজী সাহিত্যের একটি সামগ্রিক, কালানুক্রমিক রূপরেখা বাদ দিয়ে বিভিন্ন যুগ ও সে সব যুগের প্রধান রচনাগুলি নিয়ে কোনো আলোচনা সম্ভব বা সঙ্গত নয়। এই অধ্যায়ে তাই অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ (Anglo-Saxon Age) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

অ্যাংলো স্যাক্সন যুগ :

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অ্যাঙ্গল্‌স্ (Angles) স্যাক্সন্‌স্ (Saxons) ও জুট্‌স্ (Jutes) উপজাতীয়দের জার্মান স্বদেশভূমি থেকে গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপভূমিতে আগমন ও বসতিস্থাপনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিলো পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে (আনুমানিক ৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে) এবং শতাধিক বৎসর কি তারও বেশী সময় ধরে চলেছিলো বসতি স্থাপনের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়া। কোথাও কোথাও ব্রিটনরা (Britons) সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও মোটের ওপর অ্যাংলো-স্যাক্সন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। দ্বীপভূমির নতুন নাম হয় ইংলণ্ড—অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের নামানুসারে। জার্মান-অধ্যুষিত ইংলণ্ডের 'খ্রীস্টীয়করণ' (Christianisation) শুরু হয় আইরিশ মিশনারীদের উদ্যোগে, আর এ কাজে রোমের প্রতিনিধি রূপে আসেন সন্ত অগাস্টাইন ৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী একশ বছর সময়ে (আনুমানিক ৭০০ খ্রীস্টাব্দ) এই ধর্মান্তরকরণের কাজটি সমাপ্ত হয়। ইংরাজী সাহিতের ইতিহাসের এটিই উদ্বোধনী মুহূর্ত। আর এই সময়ই নর্দাম্বিয়ান (Northumbrian), মার্সিয়ান (Mercian), ওয়েস্ট স্যাক্সন (West-Saxon) ও কেণ্টিশ (Kentish) উপভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য উপজাতীয়দের ভাষা 'ওল্ড' ইংলিশে চিহ্নিত হতে থাকে।

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের কাব্য ও গদ্যসাহিত্য দ্বীপভূমিতে খ্রীস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে নরম্যানদের বিজয় (Norman Conquest, 1066), এই সময় সীমার মধ্যেই রচিত। এর মধ্যে অনেক রচনার সঠিক তারিখ ও রচয়িতার পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির প্রামাণিকতা বিষয়ে সংশয় আছে। মোটের ওপর, ইংরাজী সাহিত্যের জন্মলগ্নে এ' এক আলো-আঁধারি গোধূলী পর্ব। ধর্মান্তরিত জার্মান জাতিগোষ্ঠীভুক্ত পরদেশে বসতিস্থাপনকারী অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সাহিত্যে খ্রীস্টধর্মের আদর্শ ও গুণাবলীর সংগে সমন্বয় ঘটেছিলো তাদের পূর্বতন অখ্রীস্টানসুলভ রোমাঞ্চপ্রিয়তা, বিষণ্ণতাবোধ ও মন্ময়তার। কাব্য-

সাহিত্যের তুলনায় গদ্য রচনায় ছিলো অধিকতর শৃঙ্খলা। বিশেষ করে রাজা আলফ্রেড (Alfred)-এর দরবারকে কেন্দ্র করে গদ্যচর্চার এক বিশিষ্ট যুগের সূচনা হয়েছিলো।

অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে যেমন, ইংরাজীতেও তেমনি কবিতা গদ্যের পূর্ববর্তী। উপজাতি আগন্তুকদের সামাজিক জীবন ছিলো গোষ্ঠীনির্ভর। গোষ্ঠী বা 'cyn' (>kin) কে দুর্যোগ দুর্বিপাকে যিনি রক্ষা করতেন সেই 'cyning' (king) বা গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য ও গোষ্ঠীর প্রবক্তা তথা তার ঐতিহ্যের বাহক ছিলেন কবি। ভোজসভায় যখন মিলিত হতেন সকলে, পানপাত্রে ঢালা হতো মাধ্বী, তখন হার্পে ঝঙ্কার তুলে গান বাঁধতেন কবি, বীরত্বের, বিজয়ের কিম্বা বিষাদের গাথা। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা ছিলো মৌখিক রীতির (oral)।

অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'বিওউলফ্' (Beowulf), তিন সহস্রাধিক লাইনের একটি মহাকাব্যোপম রচনা। বিওউলফ্ নামক এক জার্মান উপজাতীয় বীরের এক দানব ও পরে এক ভয়ানক ড্রাগনের, সংগে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বীরত্বপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী। এ বীরগাথা অ্যাঙ্গল্স্‌রাই নিয়ে এসেছিলো তাদের জার্মান স্বদেশভূমি থেকে। গেয়াট (Geat) দেশের বীর বিওউল্ফ্-এর কীর্তিকলাপ নিয়ে রচিত এই কাব্যে বিবৃত কাহিনীর ঘটনাস্থল ডেনমার্ক-স্ক্যানডিনেভিয়া অঞ্চল। বর্তমানে প্রচলিত ও অনুসৃত 'বিওউল্ফে'র পাণ্ডুলিপি আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দের হলেও মূল কবিতা তার বহু আগের রচনা। এর রচয়িতা আমাদের অজ্ঞাত।

বর্ণনামূলক ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাকাব্যের কিছু লক্ষণযুক্ত অন্য কয়েকটি কবিতার নাম 'বিওউল্ফ্,-এর পরে পরেই উল্লেখ করা যায় ; যেমন, 'উইডসিথ' (Widsith)—১৫০ চরণের খণ্ড কবিতা : 'দি ব্যাট্‌ল্ অব ফিন্‌সবার' (The Battle of Finnsburh)—বিওউল্ফে বর্ণিত ফিন্ আখ্যানের ভিত্তিতে রচিত ৪৮ চরণের খণ্ডাংশ ; 'দি ব্যাট্‌ল্ অব ব্রানানবার' (The Battle of Brunanburh) —৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা এবং 'দি ব্যাট্‌ল্ অব ম্যালডন' (The Battle of Maldon)—৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে ম্যালডনে নর্থমেন আক্রমণকারীদের সংগে যুদ্ধের বীরত্ব বিষয়ক রচনা।

এক্সেটার ক্যাথিড্রালে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহে সাতটি সংক্ষিপ্ত লিরিকধর্মী কবিতা পাওয়া গেছে। এগুলিকে ব্যক্তিগত শোকগাথা (Persoral Elegies)-র পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে 'ডিওরস্ ল্যামেণ্ট' (Deor's Lament), দি সিফেয়ারার' (The Seafarer), 'দি ওয়াণ্ডারার' (The Wanderer) 'দি রুইন' (The Ruin) এবং 'উল্ফ্ অ্যাণ্ড এয়াড্‌ওয়াকার' (Wulf and Eadwacer) উল্লেখের দাবী রাখে।

খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে দু'টি নাম অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যে স্মরণীয়—কিডমন্ (Caedmon) ও কিনেউল্ফ্ (Cynewulf)। কিডমন্ ছিলেন হুইট্‌বি গীর্জার একজন যাজক যিনি দৈবী শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'জেনেসিস' (Genesis), 'এক্সোডাস্' (Exodus), 'ড্যানিয়েল' (Daniel) ও 'ক্রাইস্ট অ্যান্ড সেটান' (Christ and Satan)—এই চারটি কবিতা কিডমন-এর রচিত বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। অন্যদিকে কিনেউল্ফ্ নামে প্রকৃত কোনো কবির পরিচয় জানা না থাকলেও তাঁর স্বাক্ষরিত চারটি কবিতা পাওয়া গেছে 'ক্রাইস্ট' (Christ), 'এলেনি' (Elene) 'ফেট্‌স্ অব দ্য অ্যাপোস্‌টলস্' (Fates of the Apostles) ও 'জুলিয়ানা' (Juliana)। অন্য চারটি রচনা—"দ্য ড্রিম অব দ্য রুড্ (The Dream of the Rood) অ্যানড্রিয়াস (Andreas), গুথল্যাক (Guthlac) এবং "দ্য ফিনিক্স" (The Phoenix) কিনেউল্ফীয় ধারার অনুবর্তী বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে প্রথম কবিতাটি অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত ও ক্রুশ-প্রতীককে আশ্রয় করে খ্রীস্টধর্মের মরমী দিকের এক চমৎকার উন্মোচন। শেষোক্ত 'দ্য ফিনিক্স' পশু-পাখীদের রূপককাহিনী অবলম্বনে ধর্মীয় ভাবনা প্রচারের এক সার্থক নিদর্শন।

রাজা আলফ্রেড ছিলেন অ্যাংলো-স্যাক্সন গদ্যের জনক। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ একজন অনুবাদক তথা সৃজনকর্মের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল্ (The Anglo Saxon Chronicle)-এর মতো ঐতিহাসিক কোষগ্রন্থের নিয়মিত রচনা শুরু হয়। আলফ্রেড নিজে অনুবাদ করেছিলেন পোপ গ্রেগরির "কিউরা প্যাস্টোরালিস" (Cura Pastoralis) এবং 'কনসোলেসান অব ফিলজফি" (Consolation of Philosophy)। এ ছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুদিত হয়েছিলো বোথিয়াস (Boethius)-এর হিস্টোরিয়া একলেসিয়াস্‌টিকা (Historia Ecclesiastica)। অরোসিয়াস (Orosius)-এর 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি' (Universal History)-ও আলফ্রেড অনুবাদ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের অপরাপর গদ্যলেখকদের মধ্যে ছিলেন এইলফ্রিক (Aelfric) ও উল্‌ফ্‌স্টান (Wulfstan) দুজনেই খ্রীস্টান সন্ন্যাসী। এইলফ্রিক-বিরচিত 'ক্যাথলিক হোমিলিজ' (Catholic Homilies) এবং 'লাইভ্‌স্ অব দি সেন্ট্‌স্' (Lives of the Saints) ধর্মবাণী প্রচারের অভিপ্রায়ে সহজ ভাষায় কথোপকথনের রীতিতে লিখিত। লাতিন ব্যাকরণও অনুবাদ করেছিলেন এই যাজক গদ্যনির্মাতা। এইলফ্রিকের গদ্য যেখানে সাবলীল ও ঋজু, উল্‌ফ্‌স্টানের গদ্য সেখানে আবেগমণ্ডিত ও জমকালো। উল্‌ফ্‌স্টানের উল্লেখযোগ্য রচনা 'সার্মন টু দ্য ইংলিশ (Sermon to the English)। এই রচনাটিতে ড্যানিশ আক্রমণ ও তার ভয়াবহ অরাজকতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন উল্‌ফ্‌স্টান।

অ্যাংলো নরম্যান যুগ :

নবম শতকের মধ্যভাগ থেকেই স্ক্যানডিনেভীয়দের আক্রমণে ফাটল ধরতে শুরু করেছিলো অ্যাংলো-স্যাক্সন আধিপত্যে। এই সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রাজা আলফ্রেড। কালক্রমে সে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১০১৪ সালে স্ক্যানডিনেভীয় রাজা ক্যানিউট ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন হন। অবশ্য স্ক্যানডিনেভীয় শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক হেস্টিংসের যুদ্ধে জয়লাভ করে নরম্যান্ডির ডিউক উইলিয়াম ইংলণ্ডে কায়েম করেন ফরাসী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আধিপত্য, সূচিত হয় ইংরাজী সাহিত্যে মধ্যযুগীয় পর্বের, যার বিস্তৃতি এলিজাবেথীয় নবজাগরণের সময়সীমা পর্যন্ত।

নরম্যানদের যুদ্ধজয় ও নবজাগরণের মধ্যবর্তী পর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম জিওফ্রে চসার (Geoffrey Chaucer) : খ্রীঃ ১৩৪০—১৪০০। চসার-পূর্ব মধ্যযুগীয় ইংরাজী সাহিত্যে কবিতাই ছিলো প্রধান ও জনপ্রিয় মাধ্যম। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আশ্রিত কবিতা, ধর্মীয় ও প্রচারমূলক কবিতা, রোমান্স ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এই সময়কার রচনাগুলিকে। উরস্টারশায়ারের জনৈক পাদ্রী লয়োমন (Layamon)-এর সুদীর্ঘ রচন 'ব্রুট' (Brut) ব্রিটেনের প্রাচীন ইতিহাসের ইতিবৃত্ত। জিওফ্রে অব মনমাউথ (Geoffrey of Monmonth)-এর 'হিস্টোরিয়া রেগুম ব্রিটেনি' (Historia Regum Britanniae)-র ওয়েস (Wace)-কৃত ফরাসী সংস্করণ অবলম্বনে লিখিত। ধর্মীয় প্রচারমূলক রচনার শ্রেণীতে উল্লেখ করা যায় জনৈক অরম্ (Orm) লিখিত 'অরমূলাম' (oimulum)। এছাড়া রূপকধর্মী 'দ্য আউল অ্যাণ্ড দি নাইটিঙ্গেল (The Owl and the Nightingale) এবং 'পার্ল' (Pearl) ও নীতিমূলক রচনা 'পিউরিটি' (Purity) ও 'পেসেন্স (Pa ience) এই শ্রেণীভুক্ত। 'স্যার গাওয়েইন অ্যাণ্ড দি গ্রীন নাইট' (Sir Gawain and the Green Knight) এই যুগের রোমন্সগুলির মধ্যে ছিলো সর্বাধিক শিল্পসম্মত। প্লট নির্মাণে, চরিত্র-চিত্রণে ও অনুপ্রাস নির্ভর কাব্যশৈলীর বিচারে এই অজ্ঞাত পরিচয় কবি ছিলেন প্রকৃতই প্রতিভাশালী।

দ্বাদশ শতকে রচিত 'অ্যানক্রেন রিউল' (Ancrene Riwle) চসার-পূর্ব যুগের প্রধান গদ্য রচনা। স্বেচ্ছাব্রতে ব্রতী তিন খ্রীস্টিয় সাধ্বীর জন্য লিখিত ও পরে সাধারণের ব্যবহারের প্রয়োজনে পরিমার্জিত এই ধর্মীয় নির্দেশিকা উল্ফস্টানের গদ্যের ধারারই অনুসারী। একই ধারাবাহিকতায় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো বাইবেলের স্বীকৃত সংস্করণ (Authorised Version)।

চসার : চসার (১৩৪০—১৪০০)-এর সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ফরাসী এবং ইতালীয় রচনা সমূহের অনুবাদক রূপে, শিক্ষানবীশের ভূমিকায়। এই দুই

অনুবাদ পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা 'দি বুক অব দি ডাচেস্' (The Book of the Duchesse) 'দি রোমান্স অব দি রোজ' (The Romaunt of the Rose) 'দি হাউস অব ফেম' (The House of Fame), 'দি পার্লামেণ্ট অব ফাউলস্' (The Parliament of Foules) ও 'দি লিজেণ্ড অব গুড উইমেন' (The Legende of Good Women)। তবে চসারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দ ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্' (The Canterbury Tales)। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় জীবনের এক অসামান্য দর্পণ এই গল্প সংগ্রহ। বোক্কাচিওর গল্পমালার ছকে লেখা এই রচনা সামগ্রিক পরিকল্পনার নিরিখে অসম্পূর্ণ হলেও রসবোধ, জীবনস্পৃহা, বাস্তবতাবোধ ইত্যাদির গুণে অবিস্মরণীয়।

চসারের সমকালীন ও অনুগামীরা : চসারের সমসাময়িকদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'পিয়ার্স প্লাউম্যান' (Piers Plowman) নামক স্বপ্ন-রূপক (Dream Allegory)-এর রচয়িতা উইলিয়াম ল্যাংল্যাণ্ড (William Langland) ও 'কনফেসিও অ্যামানটিস্' (Confessio Amantis)-এর কবি জন গাওয়ার (John Gower)-এর। গদ্যলেখকদের মধ্যে ছিলেন স্যার জন ম্যাণ্ডেভিল (Sir John Mandeville), জন উইক্লিফ (John Wycliffe) এবং বিখ্যাত গদ্য রোমান্স Morte d' Arthur-এর লেখক স্যার টমাস ম্যালোরি (Sir Thomas Malory)। এছাড়া স্কটিশ কবি রবার্ট হেনরিসন, উইলিয়াম ডানবার, গেভইন ডগলাস প্রমুখ ছিলেন চসারের অনুগামী। অন্যান্য কবিদের মধ্যে নাম করা যায় জন লিডগেট, টমাস ওক্লিভ ও স্টিফেন হসের।

মধ্যযুগে নাটকের ক্রমবিবর্তন : এই মধ্যযুগীয় পর্বেই লক্ষ্য করা গিয়েছিলো নাটকের ক্রমবিকাশের ধারা। চার্চের অভ্যন্তরে যে নাট্যচর্চার সূত্রপাত তা' কালক্রমে চার্চের পরিধি ছাড়িয়ে এসে গেলো পথে কিম্বা হাটে-বাজারে। তার নিয়ন্ত্রণও চলে এলো ধর্ম যাজকদের কাছ থেকে সাধারণ জীবিকানির্বাহকারী নাট্যামোদী ও সংগঠকদের হাতে। ধর্মীয় প্রার্থনার অঙ্গ বা সূত্র হিসেবে গীর্জার ভেতরে যে নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রয়াস তা'ই কালক্রমে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে চক্রাকারে অভিনীত হোতো। চলমান দৃশ্যসজ্জায় বিভিন্ন ইতিবৃত্ত—বাইবেলের নতুন ও পুরনো নিয়মের ঘটনা সমূহ—পরিবেশন করত বাণিজ্যিক সংঘগুলি। 'মিস্ট্রি (Mystery) নাটকের তিনটি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ড 'চক্র'বা cycle'-এর খোঁজ পাওয়া গেছে। এরই সমকালীন 'মিরাকল' (Miracle) নাটকগুলি, কুমারীমাতা মেরী ও অপরাপর সন্তদের অলৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত হয়ে ছিলো এই নাটক। পরবর্তী পর্যায়ে নাট্যরূপকের ছাঁদে এলো 'মর্যালিটি' (Morality)—একদিকে পাপ আর অন্যদিকে পুণ্যের দ্বন্দ্ব ও পাপের পরাজয়ের ও পুণ্যের বিজয়ের নিশ্চিত পরিণতি। 'এভ্রিম্যান (Everyman, 1510) মর্যালিটি

নাটকের সেরা নিদর্শন। 'মর‍্যালিটি' ও এলিজাবেথীয় কমেডির রূপান্তর-পর্বে সংক্ষিপ্ত প্রহসনধর্মী এক ধরনের নাটকের প্রচলন করেছিলেন হেনরি মেডওয়াল এবং জন হেউড। এই মধ্যবর্তী নাটিকার নাম ছিলো 'ইণ্টারলুড্‌স্' (Interludes), প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলা নাটকের উদ্ভবের আদিপর্বেও অনুরূপ ধর্মীয় তথা লৌকিক শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যাত্রা, পাঁচালী, তরজা ইত্যাদির পথ-ধরেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাট্যচর্চা বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। Mystery Miracle-Morality-Interlude-এর পর্যায়গুলি অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ নাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটলো ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। নিকোলাস উডল (Nicholas Udall)-এর 'Ralph Roister Doister (1551)' ও স্যাকভিল ও নর্টন (Sackville and Norton)-এর 'Gorboduc' (1562) ছিলো যথাক্রমে প্রথম কমেডি ও প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক।

চসার পরবর্তী পর্বের গদ্য ঃ চসার-পরবর্তী তথা মধ্যযুগীয় ইংরাজী সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে গদ্যশৈলীর চর্চা ও মান উন্নয়নের কাজে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন স্যার টমাস মোর (Thomas More) ও কতিপয় লেখক, অনুবাদক যেমন, উইলিয়াম টিনডেল (William Tyndale), হিউ ল্যাটিমার (Hugh Latimer), জন ফিশার (John Fisher) প্রমুখ। মোর। রচিত 'ইউটোপিয়া' (Utopia)-য় আমরা পেয়েছিলাম এক কল্পিত কল্যাণ রাষ্ট্রের ছবি। টিনডেল ও অন্যান্যরা অনুবাদ করেছিলেন 'বাইবেল' : রচনা করেছিলেন ধর্মীয় বাণী তথা উপদেশমালা ইত্যাদি। রিফর্মেশান আন্দোলনের সংগে এইসব রচনার ছিলো প্রত্যক্ষ যোগ।

প্রথম এলিজাবেথের যুগ ঃ

এলিজাবেথের যুগ শেক্সপীয়ারের যুগ, নবজাগরণের যুগ। এই যুগের প্রেক্ষাপট ও মানসমণ্ডল স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। এলিজাবেথীয় সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ শেক্সপীয়ারের, রচনা সমূহের বিশদ আলোচনাও আছে একই পরিচ্ছেদে। এলিজাবেথীয় যুগে কাব্যসাহিত্যে প্রধান দুটি নাম এডমণ্ড স্পেনসার (Edmund Spenser) ও ফিলিপ সিডনী (Philip Sidney)। দি শেপার্ডস ক্যালেণ্ডার (The Shepherd's Calender)-এর মতো প্যাস্টোরাল (Pastoral) কাব্য ও 'অ্যামোরেটি' (Amoretti) নামক চতুর্দশপদী কবিতা সংকলন ছাড়াও স্পেনসারের কবি খ্যাতি মূলতঃ রূপকধর্মী মহাকাব্য 'দি ফেয়ারি কুইন' (The Faerie Queene, 1590)-এর জন্য। এক জটিল ও বিপুলায়তন রচনা 'The Faere Queene, যার পরিকল্পিত বারোটি সর্গের মধ্যে দু'বারে প্রকাশিত হয়েছিলো মোট ছ'টি সর্গ। ল্যাতিন কবিতার দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্ব অ্যারিওস্টো এবং ট্যাসোর অনুবর্তী স্পেনসার বীরগাথা ও রূপকের মিশ্রণে এক দুরূহ মহাকাব্য নির্মাণ

করেছিলেন যার কেন্দ্রে গ্লোরিয়ানা, যিনি রাণী এলিজাবেথেরই প্রতীকি রূপ আর যাঁর সন্ধানে ব্রতী রাজা আর্থার।

ওয়াএট এবং সারে চতুর্দশপদী কবিতাকে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন। এঁদের সনেটগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো 'টটেল্‌এ্‌ মিসেলানি' (Tottel's Miscellany) নামে ১৫৫৭ সালে প্রকাশিত এক মিশ্রসংকলনে। স্যার ফিলিপ সিডনী তাঁর 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা' (Astrophel and Stella, 1591) নামক ১০৮ খানি সনেটের সংকলিত-গুচ্ছে পেত্রার্কীয় এই কাব্যরূপকে এক উজ্জ্বল আসন দিয়েছিলেন। সিডনীর অপর রচনা 'আর্কেডিয়া' (Arcadia) একটি প্যাস্টোরাল রোমান্স যাতে মধ্যযুগীয় শৌর্য-বীর্য ও প্রেমের মহিমা এক চিত্রোপম, গীতিময় ভাষায় তুলে ধরেছিলেন সিডনী।

এলিজাবেথীয় যুগের গদ্যলেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon)। লাতিন ও ইংরাজী, উভয় ভাষাতেই পারদর্শী বেকনের ইংরাজী রচনাগুলির মধ্যে তাঁর 'প্রবন্ধাবলী' (Essays), 'দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং' (The Advancement of Learning) ও 'দি নিউ অ্যাটলান্টিস' (The New Atlantis) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরস অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্যগঠন, আলোচিত বিষয়সমূহের উপযোগিতা, প্রখর বাস্তবজ্ঞান ইত্যাদি বেকনের রচনার প্রধান আকর্ষণ। অপরাপর গদ্যকারদের মধ্যে ছিলেন রজার অ্যাস্চাম (Roger Ascham), জন লিলি (John Lyly), রিচার্ড হুকার (Richard Hooker) প্রমুখ।

এই গ্রন্থের শেক্সপীয়ার পরিচ্ছেদে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের বিশেষ জনপ্রিয়তা ও বিভিন্ন নাট্যশালার প্রসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। অকস্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ প্রত্যাগত তরুণ নাট্যকারেরা, যেমন, পিল (Peele), গ্রীন (Greene) লজ (Lodge) ন্যাশ (Nashe), কিড্‌ (Kyd) ও মারলো (Marlowe) নাট্যচর্চার এক উদ্দীপক বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন যা শেক্সপীয়ারের বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয়েছিলো। এঁরা পরিচিতি লাভকরেছিলেন 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভা' (University Wits) নামে। এই নাট্যকার-সম্প্রদায়ের মধ্যে মারলো ছিলেন, সর্বাধিক খ্যাতিমান। তাঁর নাট্যচতুষ্টয়—'ট্যামবারলেইন' (Tamburlaine), 'ডক্টর ফস্‌টাস্‌' (Doctor Faustus) 'দি জিউ অব মাল্টা' (The Jew Malta) ও 'এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' (Edward II)—ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিড্‌ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর সেনেকা-রীতির ট্র্যাজেডি-নাটক 'দি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি (The Spanish Tragedy)-র সূত্রে।

বেন জনসন ও অপ্রধান নাট্যকারগণঃ শেক্সপীয়ারের সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় বেন জনসন (Ben Jonson)-এর নাম। ধ্রুপদী নাট্যকারদের অনুসরণে ব্যঙ্গাত্মক ও বাস্তবনিষ্ঠ কমেডি-নাটক রচনায় জনসন

ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্লটাস ও টেরেন্সের নাট্যাদর্শে প্রাণিত জনসন যে নতুন স্বাদের কমেডি লিখতে চাইছিলেন তার একটি রূপরেখা পাওয়া গিয়েছিলো এভ্‌রিম্যান ইন হিজ হিউমার',-এর ভূমিকা তথা Prologue-এ :

"...deeds and language such as men do use,/And persons such as comedy would choose/When she would show an image of the times/ And sport with hnman follies, not with crimes." 'কমেডি অব হিউমারস' (Comedy of Humours) নামে বিশেষ এক জাতের কমেডি উপহার দিয়েছিলেন জনসন যার প্রধান আকর্ষণ ছিলো তীব্র শ্লেষ, বিচিত্র নাগরিক চরিত্রসমূহ ও বাস্তব সমাজচিত্র। 'এভ্‌রিম্যান ইন হিজ হিউমার' (Every Man in his Humour, 1598) 'ভল্‌পোনে' (Volpone, 1605), 'দ্য অ্যালকেমিস্ট' (The Alchemist 1610) এবং 'বার্থোলোমিউ ফেয়ার' (Bartholomew Fair, 1614), জনসনের কয়েকটি পরিচিত নাটক। প্রায় একই সময়ের অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যে নামোল্লেখ করা যায় ফ্রান্সিস বোমন্ট (Francis Beaumont) ও জন ফ্লেচার (John Fletcher), জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman), জন মার্স্টন (John Marston) ও টমাস ডেকার (Thomas Dekker)-এর।

জ্যাকোবীয় যুগ :

শেক্সপীয়ার-পরবর্তী ইংরাজী নাটকে এক ধরনের অবনমন তথা অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। শেক্সপীয়ারের বিশালতা, চিন্তন ও মননের বিস্তার, চরিত্রচিত্রণে মহিমময়তা ইত্যাদির বদলে আমরা পেলাম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, স্থূল হাস্য-পরিহাস, শঠতা, তঞ্চকতা, হিংসা, হত্যালীলা ইত্যাদি। এই অবক্ষয় তথা 'Decadence'-এর লক্ষণ নজরে পড়ে জন ওয়েবস্টার (John Webster)-এর 'দি ডাচেস্ অব মাল্‌ফি' (The Duchess of Malfi, 1614), টমাস মিড্‌লটন (Thomas Middleton) এর 'দি চেঞ্জলিং' (The Changeling, 1621) প্রভৃতি নাটকে। এই প্রসঙ্গে আর এক নাট্যকার জন ফোর্ড (John Ford)-এর উল্লেখ করা যায়।

মেটাফিজিক্যাল কবিসম্প্রদায় : এলিজাবেথ তথা শেক্সপীয়ারের যুগের আর এক প্রভাবশালী কবি ছিলেন জন ডান (John Donne) যাঁর কবিকৃতির স্বতন্ত্র উল্লেখ অপরিহার্য। স্পেনসার ও তাঁর অনুগামী কবিদের প্রথাসর্বস্ব রোমান্টিকতা ও চিত্রকল্পের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে ডানের প্রেম ও ঈশ্বরবিষয়ক কবিতাগুলি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলো। চিত্রকল্পের অভিনবত্ব, আবেগ ও যুক্তির ঐক্যবিধান, বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের প্রকাশ, কথ্যভঙ্গীর আদলে এক চমকপ্রদ ভাষা ও আঙ্গিকের ব্যবহার, চিন্তার গভীরতা ইত্যাদি ছিলো ডান ও তাঁর অনুগামী 'মেটাফিজিক্যাল' (Metaphysical) কবিসম্প্রদায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য। ড্রাইডেন (Dryden) তাঁর 'ডিসকোর্স অব স্যাটায়ার' (Discourse of Satire)-এ ১৬৯৩

সালে ডানের কবিতাপ্রসঙ্গে 'মেটাফিজিক্যাল' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর অনেক পরে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে ড. স্যামুয়েল জনসন (Samuel Johnson) ডান, কাউলে (Cowley) প্রমুখ কয়েকজন কবির রচনা প্রসঙ্গে শব্দটিকে সম্প্রসারিত করেন। অ্যান্ড্রু মার্ভেল (Marvell) জর্জ হার্বার্ট (Herbert), হেনরি ভন (Vaughan) ও রিচার্ড ক্রুশ (Crashaw) ছিলেন এই বৌদ্ধিক কাব্য ধারার অপরাপর প্রতিনিধি স্থানীয় কবি।

চকিত চমকের নাটকীয় রূঢ়তায় পাঠককে নাড়িয়ে দিয়ে (ধরা যাক্ 'ডানের 'দ্য সানরাইজিং'-এর সেই প্রথাবিরোধী প্রারম্ভিক লাইনটি—(Busy old fool, unruly Sun'…), সম্পূর্ণ বিপরীত ও বেমানান দুটি বস্তুর মধ্যে বেয়াড়া ধরনের সাদৃশ্য সন্ধান করে (স্মরণীয়, ডানের কবিতা 'আ ভ্যালিডিকশন : ফরবিডিং মোর্নিং'—এ প্রেমিক ও প্রেমিকাকে একটি কম্পাসের দুটি পায়ের সঙ্গে তুলনা করা), লিরিক কবিতায় যুক্তি-তর্কের প্রখর পারম্পর্য আমদানি করে (ভাবুন তো মার্ভেলকৃত 'টু হিজ কয় মিস্ট্রেস' কবিতায় 'If-But-Therefore'-এর 'সিলোজিস্‌ম্'), রোমান্টিক ও আদর্শায়িত নারীবিগ্রহের প্রেমপূজার পেত্রার্কীয় ধারাকে বাতিল করে দিয়ে মেটাফিজিক্যাল কবিরা ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে যুক্ত করলেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

এলিজাবেথীয় তথা জ্যাকবীয় (রাজা প্রথম জেমসের শাসনাধীন যুগ : (১৬০৩-২৫) যুগের পরবর্তী সময়কাল সাধারণভাবে মহাকবি মিলটনের যুগরূপে চিহ্নিত। ১৬৬০-এ রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন (Restoration) পর্যন্ত এই যুগের সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে যদিও মিলটনের অধিকাংশ স্মরণীয় রচনা Restoration-এর পরেই প্রকাশিত হয়েছিলো। মিলটনের যুগের প্রেক্ষিত ও তাঁর সমস্ত রচনার বিশদ বিবরণ এই বইয়ের স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আছে। তাই মিলটন বাদে অন্যান্য কবি-লেখকদের প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা হোলো।

ক্যারোলাইন যুগ :

১৬২৫ থেকে ১৬৪৯—অলোচ্য যুগপর্বের এই ভাগকে 'ক্যারোলাইন' (Caroline) যুগও বলা হয়ে থাকে রাজা প্রথম চার্লসের নামের সূত্রে। গৃহযুদ্ধ-লাঞ্ছিত এই যুগে রাজার সমর্থকবৃন্দ পরিচিত ছিলেন 'ক্যাভালিয়ের্স' (Cavaliers) নামে। আর এই সময়ে রাজসভার সংগে সম্পর্কিত একদল কবি—রিচার্ড লাভলেস (Lovelace), জন সাকলিং (Suckling), রবার্ট হেরিক (Herrick) এবং টমাস ক্যারিউ (Carew)—প্রেম ও বীর্যবত্তা বিষয়ক কবিতা রচনা করে Cavalier কবিগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ডানের অনুসারী 'মেটাফিজি-ক্যাল' কবিরা—হার্বার্ট, ভন, মার্ভেল ও ক্রুশ—এই যুগেই কাব্যরচনায় নিয়োজিত ছিলেন।

মিলটনের যুগে গদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশ হয়েছিলো এলিজাবেথীয়

যুগের ধারাবাহিকতায়। ধর্মবাণী, প্রচার পুস্তিকা সহ নানাবিধ রচনা যেমন পাওয়া গিয়েছিলো, তেমনি গদ্যশৈলীরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিলো। 'রিলিজিও মেডিচি' (**Religio Medici**) ও 'আর্ন বেরিয়াল' (**Urn Burial**)-এর লেখক স্যার টমাস ব্রাউন (**Browne**) ছাড়াও গদ্যকারদের মধ্যে ছিলেন টমাস হব্স্ (**Hobbes**), জেরেমি টেইলার (**Taylor**) ও ক্ল্যারেনডন (**Clarendon**)।

নাটকের দিক থেকে দেখলে শেক্সপীয়ার-উত্তর এই কমনওয়েলথ্ ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার যুগ মোটের ওপর ফলপ্রসূ ছিলো না। ম্যাসিঞ্জার (**Massinger**) এলিজাবেথীয় নাট্যধারারই অনুবর্তী ছিলেন ; আর ফোর্ড (**Ford**) ওয়েবস্টার ও টার্নারের জ্যাকোবীয় ট্র্যাজেডীর ধারাকেই সম্প্রসারিত করেছিলেন। অবশেষে ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে নাট্যশালাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগ ঃ

দ্বিতীয় চার্লসের রাজমুকুট ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন হোলো ইংলণ্ডে ১৬৬০-এ। পিউরিটান মূল্যবোধ ও নিয়মনিষ্ঠা-শাসিত অর্গলাবদ্ধ সমাজমানস বাঁধভাঙ্গা আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো। নাট্যশালাগুলি খুলে গেলো : কফি-হাউসের আড্ডাও জমে উঠ্‌তে থাক্‌লো। অবশ্যই এই আনন্দ-কোলাহলে ইন্দ্রিয়াতিশয্য তথা রুচিহীনতার কলুষ যথেষ্টই ছিলো ; যদিও পিউরিট্যানিজম্-এর অচলায়তনে অবরুদ্ধ সমাজমানসের এই নব প্রবৃত্তিকে এক নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার সূচক বলেও মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়েছিলো ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক বিতর্ক ও ষড়যন্ত্রে। চার্লসের উত্তরসূরী রাজভ্রাতা জেমসের সিংহাসন লাভ বানচাল করতে বোনা হয়েছিলো চক্রান্তের কূটজাল। ড্রাইডেন (**Dryden**) এই নিয়েই লিখেছিলেন রাজনৈতিক রূপক-কাব্য 'অ্যাবসালোম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল' (**Absalom and Achitophel, 1681**)।

এই যুগের সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ঘটেছিলো ব্যঙ্গাত্মক কাব্য ও পরিহাস বিদ্রূপমুখর কমেডি-নাটকে, বিশ্লেষণ, যুক্তিপ্রাখর্য, বস্তুনিষ্ঠা, প্রজ্ঞাধর্মী মনন ইত্যাদি ছিলো ড্রাইডেনের যুগের সাহিত্যের সামান্য লক্ষণ। কল্পনাপ্রবণতা, গীতিকবিতার উচ্ছ্বাস, মহাকাব্যের বিস্তার—এ সমস্ত এই যুগের মেজাজের সংগে আদৌ মানানসই ছিলো না।

ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) এই যুগের প্রধান কবি ও নাট্যকার। তাঁর কবিতা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে রচিত মননশীল ব্যঙ্গাত্মক রচনা। শানিত ভাষায়, নির্দিষ্ট কাব্যকাঠামোয় যুক্তি ও পরিমিতি বোধের শৃংখলায় ড্রাইডেন তাঁর কাব্যগুলিকে নিপুণ সংহতি দান করেছেন। তাঁর বিখ্যাত রূপকাশ্রয়ী ব্যঙ্গকাব্য 'অ্যাবসালোম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাপর রচনাগুলির মধ্যে ছিলো রাজনৈতিক কবিতা 'দি মেডাল' (**The Medal**) এবং

অপেক্ষাকৃত স্থূল ও ব্যক্তিগত রোষে পূর্ণ ব্যঙ্গরচনা 'ম্যাক্‌ফ্লেক্‌নো' (Macflecknoe)।

রেস্টোরেশন যুগের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিলো ইথারেজ (Etherege), কনগ্রীভ (Congreve), উইচারলি (Wycherley), ভ্যানব্রাগ (Vanbrugh), ফার্কার (Farquhar) প্রমুখ নাট্যকারদের সরস ও বাকচাতুর্যপূর্ণ কমেডিগুলিতে। অভিজাত নারী-পুরুষদের প্রণয়-দ্বন্দ্ব, আমোদ-প্রমোদ, চলন-বলন ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিবরণ ছিলো এই সমস্ত কমেডির উপাদান। সমকালীন সমাজজীবনের সরল লিপিচিত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রসমূহ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, এই 'কমেডি অব ম্যানার্স' (Comedy of Manners) কে দান করেছিলো অসামান্য উপভোগ্যতা। অবশ্য রেস্টোরেশান যুগের কদর্যতা ও স্থূলতা এই জাতের কমেডিগুলিতে অভিব্যক্তি লাভ করায় নাটকগুলি সম্পর্কে অনেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেন। জর্জ ইথারেজ রচিত 'দি ম্যান অব মোড' (The Man of Mode, 1676)-ই এই বিশেষ গোত্রের কমেডির সূত্রপাত করেছিলো। উইলিয়াম কনগ্রীভ এই কমেডিকে দিলেন স্থায়িত্ব। চরিত্রচিত্রণের কৃতিত্বে ও সরস তথা চাতুর্যমণ্ডিত সজীবতায় কনগ্রীভের 'দি ওল্ড ব্যাচিলার' (The Old Bachelor), 'দি ডাবল ডিলার' (The Double Dealer), 'দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্লড' (The Way of the World) ইংরাজী নাটকের ইতিহাসে পেলো স্থায়ী আসন। উইচারলি একই নাট্যপ্রকরণে উপহার দিয়েছিলেন চারখানি কমেডি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লাভ্ ইন এ উড্' (Love in a Wood) ও 'দি কানট্রি ওয়াইফ্' (The Country Wife)। একই প্রসঙ্গে নাম করা যায় ভ্যানব্রাগের 'দি রিল্যাপ্স্' (The Relapse) ও 'দি প্রোভোক্‌ড্ ওয়াইফ্' (The Provok'd Wife) এবং ফার্কারের 'দি রিক্রুটিং অফিসার' (The Recruiting Officer) ও 'দি বোকস্ স্ট্র্যাটাজেম' (The Beaux Stratagem)।

এলিজাবেথীয় ট্রাজেডির অনুকরণে প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে আবেগের আতিশয্য ও ভাষার আড়ম্বরতায় পূর্ণ এক ধরনের ট্র্যাজেডি (Heroic Tragedy) লেখা হয়েছিলো রেস্টোরেশানের যুগে। ড্রাইডেনের 'আওরংজেব' (Aurang-zebe) ও 'অল ফর লাভ' (All for Love) ছাড়া টমাস অটওয়ে (Otway) রচিত 'ভেনিস প্রিজার্ভড্' (Venice Preserv'd)-এর মতো নাটক উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

এই যুগের অন্যান্য কবি লেখকদের মধ্যে ছিলেন পিউরিটানদের বিরুদ্ধে লেখা আগ্রাসী ব্যঙ্গকাব্য 'হুডিব্রাস' (Hudibras)-এর রচয়িতা স্যামুয়েল বাট্‌লার (Butler), বাইবেল আশ্রয়ী গদ্য রূপক 'দি পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' (The Pilgrim's Progress)-এর লেখক জন বুনিয়ান (Bunyan) ও দুই কড়চা লেখক (Diarists)—স্যামুয়েল পেপিস (Pepys) ও জন ইভ্‌লিন (Evelyn)।

অষ্টাদশ শতক ॥ পোপের যুগ ঃ

কবি ম্যাথু আর্নল্ড (Arnold) অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডকে অভিহিত করেছিলেন 'গদ্য ও যুক্তির যুগ' (Age of Prose and Reason) হিসেবে। এই শতকের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার পোপ (Pope)-এর যুগ 'আগাস্টান এজ' (Agustan Age) রূপেও চিহ্নিত হয়ে থাকে। স্থিতিশীল ও স্বচ্ছন্দ অভিজাত শাসনের অধীন ইংলণ্ডে এ সময়ে সর্বপ্রকার গদ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিলো। রাজনৈতিক তথা অন্যান্য বিশ্লেষণী রচনা, সংবাদ ও সাময়িকপত্রের প্রকাশনা, উপন্যাসের ক্রমবিস্তার ইত্যাদি স্বভাবতই এ যুগকে 'গদ্যের যুগ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। যুক্তিনিষ্ঠা, নিয়মের অনুশাসন, আবেগাতিশয্য বর্জন, সুষম পরিমিতিবোধ কেবলমাত্র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনচর্যার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভার্জিল (Virgil), হোরেস (Horace), ওভিড (Ovid), সিসেরো (Cicero) প্রমুখ মহাপ্রতিভাধর কবি লেখকদের রচনা ও জীবনাদর্শসমৃদ্ধ সম্রাট অগাস্টাস (Augustus)-এর 'ক্ল্যাসিক্যাল' যুগের সংগে সাদৃশ্য থাকায় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগকে 'নব্য-ক্ল্যাসিকাল' তথা 'অগাস্টান' যুগ বলে অভিহিত করা হয়। প্রজ্ঞাবাদী মনন ছিলো এ যুগের সাহিত্যের মৌল প্রেরণা। 'কল্পনা (Imagination) কে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া হয়েছিলো 'যুক্তি' (Reason) ও সাধারণ 'বুদ্ধিবৃত্তি' (Common Sense)-র কাছে।

এই পর্বের গদ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন জোনাথন সুইফ্‌ট্ (Swift), জোসেফ অ্যাডিসন (Addison), রিচার্ড স্টিল (Steele) ও ড্যানিয়েল ডেফো (Defoe)।' পরিশীলিত ও ঋজু শ্লেষাত্মক গদ্যরচনায় ব্যঙ্গলেখক সুইফ্‌ট্ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অনন্য ব্যঙ্গ রূপক 'এ টেল অব এ টাব্' (A Tale of a Tub, 1704) ও বহুপরিচিত, বিধ্বংসী রচনা 'গালিভার্স ট্রাভেলস্' (Guiliver's Travels, 1726) সুইফ্‌ট্‌কে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে। টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া'র আদলে, জনৈক নাবিক ক্যাপটেন লেমুয়েল গালিভারের সমুদ্রযাত্রার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে চারখণ্ডে সুইফ্‌ট্ ধর্ম-রাজনীতি বিজ্ঞান-দর্শনের কু-ফলগুলি, মানুষের দম্ভ ও বিচ্যুতিকে যেভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন তাতে করে কেউ কেউ সুইফ্‌ট্‌কে ঘোর মানববিদ্বেষী বলে রায় দিয়েছেন।

'ট্যাটলার' (Tatler) ও 'স্পেকটেটর' (Specator), এ দুটি সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করে এ যুগের গদ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন অ্যাডিসন ও স্টিল। সরস ও সাবলীল গদ্যে লেখা অ্যাডিসনের প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি ঐ দুই সাময়িক পত্রের পাতায় এক ভিন্ন স্বাদুতার জন্ম দিয়েছিলো। এভাবেই পাঠকেরা মুগ্ধচিত্তে স্পেক্‌টেটরের প্রত্যেক সংখ্যায় মিলিত হতেন স্যার রজার ডি কভারলি, স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রিপোর্ট প্রমুখ চরিত্রের সংগে। বিভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধাদি রচনায় স্টিল ছিলেন অ্যাডিসনেরই

সঙ্গী। যদিও অ্যাডিসনের মতো নিপুণ শিল্পরীতি স্টিলের আয়ত্তে ছিলো না। এছাড়া 'রেস্টোরেশন কমেডি'র অনুকরণে স্টিল কয়েকটি কমেডি-নাটকও রচনা করেছিলেন। তবে স্টিলের লেখা 'দ্য ফিউনারাল' (The Funeral, 1701) এবং 'দ্য কনশাস লাভার্স' (The Conscious Lovers, 1722) ছিলো সম্ভ্রান্ত মধ্যশ্রেণীর নীতিবোধের দর্পণ। রঙ্গ-ব্যঙ্গর পরিবর্তে এ ধরনের নাটকে প্রাধান্য ছিলো করুণরসের। গার্হস্থ্য জীবনের শুভাশুভ, নীতিবোধ, অতিনাটকীয়তা ইত্যাদি ছিলো এই 'Sentimental Comedy'-র বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে এই ধারায় জন্ম নিয়েছিলো Comedie lasmoyante' বা 'tearful comedy' স্টিলের নাট্যভাবনার অনুসারী হিউ কেলি (Hugh Kelly)-র 'ফলস ডেলিকেসি', (False Delicacy, 1768) যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'রবিনসন ক্রুসো' (Robinson Crusoe, 1719)-র লেখক ডেফো রাজনৈতিক তথা সাংবাদিকতার লক্ষণধর্মী বিচিত্র গদ্যরচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাস্তবধর্মীতা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, বলিষ্ঠ গদ্যরীতি ছিলো ডেফোর রচনার আকর্ষণ। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ক্যাপটেন সিঙ্গলটন' (Captain Singleton, 1720), 'মল ফ্ল্যান্ডার্স' (Moll Flanders), 'রোক্সানা' (Roxana) প্রভৃতি। সমুদ্র যাত্রা, ভ্রমণ-রোমাঞ্চ, জলদস্যুতার নানা ঘটনার বিবরণে ডেফোর উপন্যাসগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাস-শিল্পের অন্যতম সূচনাকারী হিসেবে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই যুগের মধ্যমণি পোপ। ধ্রুপদী সাহিত্যদর্শনের সাধনায় পোপ ছিলেন একনিষ্ঠ। ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায়, কাব্যরূপের সুষম গঠনে, বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততায় পোপ তাঁর যুগের কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম জীবনের নিসর্গ বিষয়ক রচনা, 'প্যাস্টোরাল্‌স' (Pastorals, 1709) ও 'উইন্ডসর ফরেস্ট' (Windsor Forest, 1713) বাদ দিলে পোপের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছিলো 'ব্যঙ্গ-মহাকাব্য' (Mock Heroic) 'দি রেপ অব দি লক্' (The Rape of the Lock, 1712)-এ। সমকালীন অভিজাত সমাজের কপটতা ও অনাচারকে যে নিখুঁত পারিপাট্যে তুলে ধরেছেন পোপ তা এককথায় অদ্বিতীয়। নির্বুদ্ধিতা, বিশেষতঃ পণ্ডিতম্মন্য আত্মাভিমানী ব্যক্তিদের নির্বোধ আচরণকে নির্মল ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করেছিলেন পোপ তাঁর আর একটি রচনা 'দি ডানসিয়াড' (The Dunciad, 1728)-এ। পোপের অপরাপর কাব্যের মধ্যে নাম করা যায় 'অ্যান এসে অন ম্যান' (An Essay On Man) ও হোরেসের অনুকরণে রচিত 'এপিস্‌ল্‌স' (Epistles)। উপভোগ্য ব্যঙ্গাত্মক পত্র-কবিতা হিসাবে এই শ্রেণীভুক্ত 'Epistle to Dr. Arbuthnot' (1736) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তীক্ষ্ণতা, ভারসাম্য ও শানিত বুদ্ধির দীপ্তি ছিলো পোপের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—উপন্যাসের ক্রমবিস্তার, রোমান্টিকতার পূর্বাভাষ :

ইংরাজী সাহিত্যে ড্যানিয়েল ডেফোকে উপন্যাসের সূচনাকার রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য ডেফোর কাহিনীগুলি ঘটনার বিবরণে এত সমাকীর্ণ ও নৈতিকতার আদর্শে শাসিত যে সেগুলিকে সঠিক অর্থে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত বলা চলে না। সেদিক থেকে দেখলে স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Richardson)-কৃত 'প্যামেলা' (Pamela, 1740)-ই প্রথম ইংরাজী উপন্যাস। এটি জনৈক সাধ্বী পরিচারিকার নৈতিক দৃঢ়তার এক সরলরৈখিক কাহিনী। একটি 'পত্র-উপন্যাস' (Epistolary Novel) যাতে সততা ও ধর্মপরায়ণতার জয়ের কথা বলা হয়েছে। রিচার্ডসনের পরবর্তী উপন্যাস 'ক্ল্যারিসা' (Clarissa)-ও পত্রাকারে লিখিত : সদবংশীয় ক্ল্যারিসার গৃহত্যাগ ও সুদর্শন, খলস্বভাব লাভলেসের নিগ্রহে মৃত্যুর করুণ কাহিনী। জনৈক আদর্শ ভদ্রলোক স্যার চার্লসকে নিয়ে লেখা রিচার্ডসনের তৃতীয় উপন্যাস 'স্যার চালর্স গ্র্যাণ্ডিসন' (Sir Charles Grandison)-ও একটি 'পত্র-উপন্যাস'। তাঁর পিউরিটান নীতিবোধের জন্য তিরস্কৃত হলেও রিচার্ডসন চরিত্র সৃষ্টি ও উপন্যাসের গঠনরীতির ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

রিচার্ডসনের রক্ষণশীলতা ও হৃদয়াবেগ বিব্রত করেছিলো হেনরি ফিলডিং (Fielding) কে। প্যামেলা উপন্যাসকে ব্যঙ্গ করে ফিলডিং লেখেন 'জোসেফ অ্যান্ড্রুজ (Joseph Andrews, 1742)। Cervantes-এর রীতির অনুকরণে ফিলডিং' রিচার্ডসনের উপন্যাসের কাহিনীকে সম্পূর্ণ উল্টে এক লঘু তরল ব্যঙ্গধর্মী রচনা উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'দ্য হিস্ট্রি অব জোনাথন ওয়াইল্ড দি গ্রেট' (The History of Jonathan Wild the Great, 1743) এক তস্করের জীবনকাহিনী। ফিলডিংয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'টম জোন্স" (Tom Jones, 1749) এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত। মহাকাব্যোপম এক ব্যাপক প্রেক্ষাপটে ও সময়ের এক বিস্তীর্ণ সীমায় রচিত হয়েছে এই অসামান্য জীবনকাহিনী। অসংখ্য চরিত্র ও বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য রূপায়ণে ফিলডিং অষ্টাদশ শতকের সামাজিক জীবনকে দিয়েছেন সজীব অভিব্যক্তি। ফিলডিংয়ের সর্বশেষ উপন্যাস 'অ্যামেলিয়া' (Amelia, 1751) করুণরসের আধিক্য ও কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রের আদর্শায়নের কারণে তেমন সফল হতে পারে নি। ফিলডিং এই শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার রূপে সমাদৃত হয়ে থাকেন। জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণে, সরসতার মাধুর্যে, সুপরিকল্পিত অথবা জটিল কাহিনী-বিন্যাসে ফিলডিং একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পমান নির্ধারণ করেছিলেন। অতি সঙ্গত কারণেই তিনি তাঁর উপন্যাসকে অভিহিত করেছিলেন **'Comic epic in prose'** নামে।

ষোড়শ শতকে স্পেনে যে পিকারেস্ক (**Picaresque**) আখ্যান-এর সূত্রপাত

হয়েছিলো ডেফো ও ফিলডিং সেই ধারায় ঠগ বা অসাধু কোনো চরিত্রের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে উপন্যাস রচনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখান। ফিলডিংয়ের সমসাময়িক টোবিয়াস স্মলেট (Smollett) এই ধারার একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। দুর্গম সামুদ্রিক অভিযানের পটভূমিতে লেখা স্মলেটের উপন্যাসগুলিতে নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসার এক স্থূল অথচ রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ পাই আমরা। তাঁর 'রোডেরিক র‍্যানডম' (Roderick Random) এক 'পিকারেস্ক' নায়কের কীর্তিকলাপ তথা সুন্দরী নারসিসাকে বিবাহের কাহিনী। 'পেরেগ্রিন প্রিক্‌ল্' (Peregrine Prickle) ও 'ফার্ডিন্যান্ড কাউন্ট ফ্যাদম' (Ferdinand Count Fathom) একই গোত্রজ রচনা। হামফ্রে ক্লিংকার' (Humphrey Clinker)-এ স্মলেট রিচার্ডসনীয় পত্র-উপন্যাসের প্রকরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই উপন্যাসে সার্ভেন্টেস এর প্রভাবে কিঞ্চিৎ সরসতার স্বাক্ষর মেলে।

দুঃসাহসিক 'ট্রিস্‌ট্রাম শ্যানডি (Tristram Shandy)-র লেখক লরেন্স স্টার্ন (Sterne) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ঔপন্যাসিক যিনি যুক্তি পারম্পর্য পরিহার করে কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে এক অত্যাশ্চর্য অসংলগ্নতা দেখান যা' মানবমনের গূঢ় জটিলতাগুলিকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবে। নতুন গঠন-কৌশলে নির্মিত এই কমেডি মানুষের মনোজগতের যথাযথ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রথাগত আঙ্গিক থেকে দূরে সরে এসেছিলো। উপন্যাসের স্থানে স্থানে কালো কিম্বা সাদা কিম্বা তারকাচিহ্নিত পাতা দেখা যায়। স্টার্ন ছিলেন আধুনিক চৈতন্য-প্রবাহ উপন্যাস আন্দোলনের আদি পুরুষ।

এই সময়কার অপরাপর উপন্যাসলেখকদের মধ্যে ছিলেন অলিভার গোল্ডস্মিথ (Goldsmith), ফ্যানি বার্নি (Burney) এবং 'গথিক' (Gothic) ঔপন্যাসিকেরা যেমন, হোরেস ওয়ালপোল (Walpole), অ্যান রাডক্লিফ (Radcliffe), এম জি. লুইস (Lewis) ও উইলিয়াম বেক্‌ফোর্ড (Beckford)। শেষোক্ত উপন্যাস-কারেরা রহস্য ও ভয়াবহতা অবলম্বনে রোমাঞ্চকর যে কাহিনীগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি রোমান্টিক যুগের অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তার পূর্বাভাস বহন করে এনেছিলো। ওয়ালপোলের দি ক্যাসল অব অটরান্টো (The Castle of Otranto) লুইসের 'দি মঙ্ক' (The Monk) এবং বেকফোর্ডের 'ভাথেক' (Vathek) এই শ্রেণীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা। মধ্যযুগীয় 'গথিক' স্থাপত্যের মতোই ওয়ালপোল প্রমুখের উপন্যাসগুলিতে (এগুলিকে বলা হয়ে থাকে 'tales of error') মধ্যযুগীয় দুর্গ বা প্রাসাদ এবং মধ্যযুগের স্বপ্ন ও অতিপ্রাকৃত রহস্য এক রোমহর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো যা' থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো কোলরিজ-এর বিখ্যাত গা-ছমছম করা কবিতাগুলি—'The Rime of the Ancient Mariner, Christabel', কিম্বা তারও পরে এমিলি ব্রন্টির সাড়া জাগানো জটিল মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস ' Wuthering Heights'.

রোমান্টিক বিস্ময়বোধ ও নিসর্গপ্রীতি এই পর্বের কয়েকজন কবির রচনায় এক

নতুন অনুভবের জন্ম দিয়েছিলো যার চূড়ান্ত পরিণতি পরবর্তী যুগের রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনে। পোপের যুগ্ম-পয়ারের স্থলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্পেনসারীয় স্তবকে লেখা জেমস টমসন (Thomson)-এর নিসর্গ-কাব্য 'দি সিসনস্' (The Seasons) এই নতুন কাব্যধারার সূত্রপাত করেছিলো। এর সার্থক প্রসার ঘটে উইলিয়াম কলিন্স (Collins) [এঁর বিখ্যাত নিসর্গ-কবিতা Ode to Evening] এবং উইলিয়াম কাউপার (Cowper)-এর কবিতায়। কাউপার তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'The Task'-এ নিজেকে 'লেক-কবি'দের (Lake Poets) পূর্বসূরীরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। সমসাময়িক আর এক কবি টমাস গ্রে (Gray) ছিলেন এক অপরূপ বিষণ্ণতার কবি। রোমান্টিক কবিমনের বেদনার্ত সংবেদন অভিব্যক্ত হয়েছিলো তাঁর সুখ্যাত কবিতা 'An Elegy Written on a Country Churchyard (1750)-এ। মধ্যযুগ তথা প্রাচীন গ্রীস ও স্ক্যানডিনেভিয়ার সংগে গ্রে'র ছিলো এক আত্মিক যোগ। রোমান্টিক কাব্যাদর্শের পূর্বসূরীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবার্ট বার্নস্ (Burns) ও উইলিয়াম ব্লেক (Blake)। ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস, প্রকৃতিপ্রেম, কল্পনার অতুল ঐশ্বর্য এবং অবহেলিত মানুষদের প্রতি মমত্ববোধ—রোমান্টিকতার অন্তর্লোকের এ' সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বার্নসের কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। তাঁর 'The Jolly Beggars'-এর মতো বিদ্রোহী কবিতা, John Anderson my' Jo-র মতো অসংখ্য গান, 'Tam O Shanter'-এর মতো ঝোড়ো কবিতা বার্নসের আবেগ ও অনুভূতির আন্তরিকতার পরিচায়ক। ব্লেক ছিলেন এক অতীন্দ্রিয়বাদী, দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন কবি যিনি বস্তুজগতের দুঃসহ পীড়ন থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত করার প্রয়াসে ব্রতী হন। তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হোতো ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বে, শুদ্ধ ও উজ্জ্বল শক্তিপ্রবাহের মতো এক আশ্চর্য জীবন। 'সংস্ অব ইনোসেন্স্' (Songs of Innocence) এবং 'সংস্ অব এক্সপিরিয়েন্স' (Songs of Experience) কাব্য দুটিতে শিশুর সরলতা ও পবিত্রতা তথা পার্থিব সকল জটিলতার বন্ধনছেদের কথা বলেছেন ব্লেক। 'প্রফেটিক বুকস্' (Prophetic Books) রচনাটিতে ব্লেক এক গূঢ় ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রতীক আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন সাধারণের অগম্য এক শিল্প।

এই যুগের গদ্যসাহিত্যে আধিপত্যকারী উপস্থিতি ছিলো ড. স্যামুয়েল জনসন (Johnson) এর। ধ্রুপদী শিল্পরীতির অনুরাগী এই পণ্ডিত ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাঁর 'অভিধান' (Dictionary)। এছাড়া শেক্সপীয়ার-এর রচনাবলীও সম্পাদনা করেন জনসন ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে। জনসনের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'দি লাইভ্স অব দি পোয়েট্স্' (The Lives of the Poets) যাতে কাউলে থেকে গ্রে পর্যন্ত কবিদের জীবন ও কাব্যের ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। 'The Rambler' ও The Idler' নামে দু'টি সাময়িকপত্রও সম্পাদনা করেছিলেন জনসন। অন্যান্য গদ্যকারদের মধ্যে নাম করা যায় অলিভার গোল্ডস্মিথ (Goldsmith), জেমস

বসওয়েল (Boswell), এডমন্ড বার্ক (Burke), এডওয়ার্ড গিবন (Gibbon) প্রভৃতির। ভাষার ঐশ্বর্য ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্যে জনসন, বার্ক প্রমুখের গদ্য ছিলো সমূহ উজ্জ্বল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কমেডি নাটকে দুই প্রতিভাধর নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো—গোল্ডস্মিথ ও শেরিডান (Sherican)। এই শতকের প্রথমার্ধে এক ধরনের ভাবসর্বস্ব 'Sentimental Comedy'-র প্রচলন হয়েছিলো। রিচার্ড স্টিলের 'The Funeral' (1701) ও 'The Conscious Lovers' (1722)-এর মতো আবেগসর্বস্ব, অতি-নাটকীয়, নীতি-প্রচারমূলক কমেডি (যাকে বলা হয়ে থাকে 'tearful comedy')-র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় গোল্ডস্মিথ ও শেরিডান রেস্টোরেশান কমেডির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে এক সরস ও সজীব কমেডি পরিবেশন করেন যা ছিলো সমস্ত অশালীনতা থেকে মুক্ত। গোল্ডস্মিথের 'শি স্টুপ্স্ টু কনকার' (She Stoops to Conquer, 1773), এবং শেরিডানের 'দি রাইভ্যাল্স্' (The Rivals, 1744) ও 'দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল' (The School for Scandal 1777) এই নাটকের অতি জনপ্রিয় উদাহরণ।

রোমান্টিক যুগ ঃ

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যে যুক্তি ও শৃঙ্খলার ধ্রুপদী অনুশাসনের পাশাপাশি কিভাবে রোমান্টিকতার লক্ষণগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্ব তথা রীতির বিরুদ্ধে দ্রোহ, নিসর্গপ্রেম, দরিদ্র ও নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সহানুভূতি, অতীতচারিতা, অতিপ্রাকৃতের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এক বৃহত্তর সাহিত্য-আন্দোলনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছিলো।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth) ও কোলরিজ (Coleridge)-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত কাব্য-সংকলন 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্' (Lyrical Ballads) সেই রোমান্টিক আন্দোলনের সূচক। এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত মুখবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ নতুন প্রজন্মের কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা ও কাব্যশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে মতামত তথা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন। এক অপার বিস্ময়বোধ, সৌন্দর্যপিপাসা, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রীতি, কল্পলোকের প্রতি আসক্তি এবং সর্বোপরি কাব্যভাষা ও প্রকরণের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের নিয়মশৃঙ্খল থেকে মুক্তি—এই সবই ছিলো রোমান্টিক কাব্য তথা অন্যতর সাহিত্যের উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য।

রোমান্টিক যুগের সাহিত্য তথা রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যুগপ্রভাব ও প্রেক্ষিত বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বর্তমান অধ্যায়ে তাই এই যুগপর্বের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা উপস্থিত করা হোলো। অগ্রজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজের কথা বলা হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনা

ও কোলরিজের অতিপ্রাকৃতের রহস্য রোমান্টিক কাব্য সাহিত্যের দুই স্থায়ী আকর্ষণ। অনুজ কবিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বায়রন (Byron), শেলী (Shelley) ও কীট্‌স্‌ (Keats)। গাথাকাব্য ও ব্যঙ্গকাব্য রচনায় বায়রনের সাফল্য ছিলো প্রশ্নাতীত। শেলীর কাব্যের মূলে সুর মানবিক দুঃখ-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা-লালিত এক অবিচল আদর্শবাদের সুর। মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, প্রেম ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর আকুতি শেলীর কাব্যকে এক স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৌন্দর্য ও মনোরমতাকে কীটসের কবিমন যেভাবে উপভোগ ও প্রকাশ করেছে তেমনটি রোমান্টিক কাব্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। গ্রীক পুরাণ ও বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ গ্রাহ্য প্রকৃতি জগত, এ' দুয়ের প্রতি কীটসের ছিলো দুর্বার আকর্ষণ। চিত্রকল্পের কারুকাজে, গীতিমাধুর্যে, সৌন্দর্য ও নিত্যতার দ্বন্দ্বদর্শনে কীটসের কবিতা এক বিস্ময় ভাণ্ডার। এই যুগের অপরাপর কবিদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে রবার্ট সাদি (Southey), টমাস ক্যাম্পবেল (Campbell), টমাস মুর (Moore), জন ক্লেয়ার (Clare) প্রমুখের।

কাব্য সাহিত্যের তর্কাতীত প্রাধান্যের এই যুগে উপন্যাসলেখকদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ওয়াল্টার স্কট ও জেন অস্টেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে প্রসিদ্ধি দান করেছিলেন স্কট। তিনি ছিলেন রোমান্সের পূজারী, যদিও বাস্তবজীবন তাঁর অগোচর ছিলো না। স্কটের উপন্যাস বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা আছে।

এ যুগের অপর প্রধান উপন্যাসকার অস্টেন (Austen)। তাঁর উপন্যাসগুলি সহজ পারিবারিক জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। অস্টেনের উপন্যাসের নারী ও পুরুষেরা প্রাণবন্ত, সাধারণ সামাজিক মানুষ। রহস্য রোমাঞ্চ কিম্বা সামাজিক আলোড়নের কোনো চিহ্ন অস্টেনের উপন্যাসে নেই। পর্যবেক্ষণ ও বিদ্রূপাত্মক উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে অস্টেন তাঁর সমকালীন ইংলণ্ডের নির্দিষ্ট অংশের চমৎকার সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন। সাধারণভাবে, আধা-গ্রাম আধা-শহরের সমাজ-বাস্তব, মধ্যশ্রেণী ও ভদ্রজনদের এক বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি মেলে অস্টেনের উপন্যাসে। পারিবারিক জীবনযাপন ও সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ছিলো অস্টেনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু।

অস্টেনের সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস, (Pride and Prejudice, 1813)। প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে এই রচনায় জটিল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিলনান্তক পরিণতির দিকে। বেনেট পরিবারের পঞ্চকন্যার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ এলিজাবেথ ও জনৈক বিত্তবান ও আত্মসচেতন যুবক ডার্সির প্রেম ও ব্যক্তিত্ব-দ্বৈরথের এই কাহিনী অস্টেনের উপন্যাসগুলির এক মৌলিক ও পৌনঃপুনিক ছককে মেলে ধরে। আবেগ ও যুক্তিবুদ্ধির ভারসাম্যে এ প্রেমের পূর্ণতা ও পারস্পরিক বোঝা-

পাঠকের মাঝে তার স্থায়িত্ব। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হোলো—'সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি' (Sense and Sensibility), 'নর্দানজার অ্যাবে' (Northanger Abbey), 'ম্যান্সফিল্ড পার্ক' (Mansfield Park), 'এমা' (Emma) এবং 'পার্সুয়েশন' (Persuasion)। Sense and Sensibilty (1811) ম্যারিঅ্যান ও এলিনর এই দুই বোনের প্রণয় ও বিবাহের বিষয় নিয়ে লেখা অস্টেন-কাহিনী। যার মূল ছকটি পূর্বে আলোচিত 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' এর মতোই। ম্যারিঅ্যান সৌন্দর্যপ্রেমী, সংবেদনশীল ; সে সুবেশ সুঠাম জন উইলোবি'র প্রতি দারুণভাবে প্রণয়াসক্ত হয়। জন ম্যারিঅ্যানকে প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ করলে ম্যারিঅ্যান এক শান্ত অথচ উদার এবং তার চাইতে বয়সে ঢের বড় কর্ণেল ব্র্যানডনকে বিয়ে করে। সে বোঝে নিছক আবেগ মণ্ডিত সংবেদন মানুষকে শান্তি ও সুখ দেয় না। এলিনর তার আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে শেষাবধি তার প্রণয়ী এডওয়ার্ডকে জীবনসঙ্গী রূপে পায়। 'Pride and Prejudice'-এর এলিজাবেথের মতো ম্যারিঅ্যান ও তার বিপ্রতীপ চরিত্র এলিনর অস্টেনের মুখ্য নারী চরিত্রসমূহের বোধ ও বিবেচনা, আত্মমর্যাদা ও সংযম, যুক্তি ও আবেগের বৈশিষ্ট্যগুলি চিনিয়ে দেয়। 'Mansfield Park' (1814)-এর নায়িকা এক শান্ত, দরদী নারী—ফ্যানি প্রাইস, যে এলিজাবেথ বেনেটের মতো প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না ও বাক্‌চাতুর্যে পটিয়সী নয়। অস্টেনের এ' উপন্যাসের কাহিনী সিন্ডেরেলার গল্পের মতো। ধীর ও নম্র ফ্যানি বিরক্তি ও নিরানন্দ দিনযাপনের গ্লানি কাটিয়ে কিভাবে এডমান্ডের সান্নিধ্যে খুঁজে পায় শান্তি ও আনন্দের ঠিকানা তা-ই এ' উপন্যাসের বিষয়। 'Emma' (1816) উপন্যাসের নামচরিত্র এমা উডহাউস অস্টেনের নারীচরিত্রগুলির, উল্লেখযোগ্য নায়িকাদের অন্যতম। পালিতা কন্যাসমা হ্যারিয়েটের জন্য জীবনসঙ্গীর সন্ধানে বেরিয়ে এমা কিভাবে ধাক্কা খেতে থাকে, কিভাবে তার অহমিকা ও অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় চূর্ণ হয় এবং সে অর্জন করে যথার্থ জ্ঞান ও মর্যাদা, অস্টেন তা' দেখিয়েছেন চমৎকার ব্যঙ্গ-পরিহাসে। 'Persuasion (1818) অস্টেনের সর্বাধিক জটিল রচনা, যদিও সামাজিক কমেডি উপন্যাস হিসাবে এটি অতি-সুলিখিত। এ' উপন্যাসের অ্যান ইলিয়টের চরিত্রেও সিন্ডেরেলার লক্ষণগুলি স্পষ্ট। অ্যানের প্রণয়কাহিনী অস্টেন-রচিত শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক হৃদয়স্পর্শী প্রেমকাহিনী। পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারের চাপে অ্যান তার প্রণয়ী ফ্রেডেরিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। তারপর যৌবনের উত্তাপ শেষ হয়ে যাবার পর অ্যান-ফ্রেডেরিকের আবেগ ও আকর্ষণের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং পরিশেষে তারা বিবাহবন্ধনে মিলিত হয়। Northanger Abbey ১৮১৮ তে প্রকাশিত হলেও এটি অনেক আগের রচনা। অ্যান র‍্যাডক্লিফ্ প্রমুখের গথিক নভেলের প্রতি তদ্‌কালীন পাঠকদের বিশেষ আসক্তিকে বিদ্রূপ করে লেখা এ' উপন্যাস এক ধরনের 'burlesque'।

এই যুগের অপ্রধান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টমাস লাভ পীকক

(Peacock), উইলিয়াম হ্যারিসন এইনস্‌ওয়ার্থ (Ainsworth) এবং জেমস ফেনিমোর কুপার (Cooper)। এদের মধ্যে পীকক ছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্য ও রীতির অনুরাগী ও রোমান্টিক মনোভঙ্গীর বিরোধী।

উপন্যাস বাদে সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদির ক্ষেত্রেও রোমান্টিক যুগ যথেষ্ট উর্বর ছিলো। কোলরিজের শেক্সপীয়ার বিষয়ক বক্তৃতামালা এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য-অন্বেষা 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' (Biographia Litararia, 1817) এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। এছাড়া উইলিয়াম হ্যাজলিট (Hazlitt)-এর সৎ পেশাদারী সমালোচনা ও 'The Round Table Talk-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাদি, শেলীর 'The Defence of Poetry' প্রভৃতির নাম করা যায় এ প্রসঙ্গে।

বিচিত্র স্বাদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় এ যুগে সকলকে মোহিত করেছিলেন চার্লস্‌ ল্যাম্ব (Lamb)। দুঃখময় পারিবারিক জীবন ও ক্লান্তিকর কেরানী জীবনের হতাশা থেকে মুক্তিলাভের তীব্র আকুতি নিয়ে ল্যাম্ব সহজ ভাষায়, হাসি ও অশ্রুকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। প্রধানতঃ আত্মজৈবনিক এইসব রচনা Elia নামের জনৈক চরিত্রের মুখচ্ছদের আড়াল থেকে আমাদের শুনিয়েছেন ল্যাম্ব। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো 'The Essays ol Elia' (1823) এবং The Last Essays of Elia' (1833) নামে দুটি সংকলনে।

ল্যাম্বের বিষয় বৈচিত্র্য, তাঁর আন্তরিক ভঙ্গী, কাব্যমন্ডিত স্মৃতিমেদুর গদ্যশৈলী ও প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে এক সাবলীল আত্ম-উন্মোচন 'familiar essayist' রূপে তাঁকে অনন্য আসন দিয়েছে। অ্যালবার্টের মন্তব্য স্মরণীয়—

"No essayist is more egotistical than Lamb; but no egotist can be so artless and yet so artful, so tearful and yet so mirthful, so pedantic and yet so humane".

'ড্রিম চিল্ড্রেন', 'দ্য সুপারঅ্যানুয়েটেড ম্যান', 'সাউথ সি হাউস' প্রভৃতি ল্যাম্বের নিবিড় আত্মজৈবনিক গদ্যের রসঘন উদাহরণ।

অপরাপর গদ্যকারদের মধ্যে ছিলেন টমাস ডি. কুইন্সি (De Quincey); কবি কোলরিজের মতো অহিফেনাসক্ত লেখক ডি কুইন্সি তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেও তাঁর ভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রেই ছিলো স্থূল ও রীতি পল্লবিত। তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল Confession of an Opium-Eater (1821)-এর ওপর। ডি কুইন্সির সংগে আরও উল্লেখ করা যায় ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যানডর (Landor), লেই হান্ট (Hunt) এবং উইলিয়াম কবেট (Cobett)-এর নাম।

ভিক্টোরীয় যুগ :

রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ সমাজ তথা সাহিত্যে বিচিত্রমুখী পরিবর্তনের ও বিস্তারের যুগ। নানাবিধ সামাজিক সংস্কার, নৈতিকতার উন্নততর মান, সামাজিক সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিকাশ এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান তথা শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ভিক্টোরীয় যুগের লক্ষণীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

ঐ যুগের কাব্য এবং গদ্য, উভয় সাহিত্যেই বহু প্রতিভার সম্মেলন ঘটেছিলো। কাব্যের ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় যুগমানসকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন অ্যালফ্রেড টেনিসন (Tennyson)। যদিও কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ কিম্বা আন্দোলন তাঁকে কখনো প্রভাবিত করে নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনিসন ছিলেন এ একজন উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী (Liberal Imperialist)। ভিক্টোরীয় যুগের সংঘাত সংকটে, বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্বে যিনি আতঙ্কিত বোধ করতেন। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে টেনিসন 'Poet Laureate' মনোনীত হন। তাঁর কবিতা লেখার শুরু সতেরো বছর বয়সে যদিও প্রথম উল্লেখনীয় সংকলন 'Poems (1833) যাতে 'The Lady of Shalott' এবং 'The Lotos-Eaters' প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৮৪২-এ তাঁর কবিতার দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো 'Morte d Arthur', 'Ulysses' ও Locksley Hall' কবিতাগুলি। ঘনিষ্ঠ সুহৃদ আর্থার হ্যালাম (Hallam)-এর মৃত্যুজনিত মানসিক যন্ত্রণাবোধকে টেনিসন শোকগাথা (Elegy)-র আকার দিয়েছিলেন তাঁর বহুখ্যাত 'ইন মেমোরিয়াম' (In Memoriam, 1850) এ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা আর্থার ও তার গোলটেবিলের বীরদের নিয়ে লেখা গাথাকাব্য 'Idylls of the King' (1855)। বিষয়বস্তু তথা চিন্তনের গভীরতা ও স্বকীয়তা না থাকলেও টেনিসন কাব্যশিল্পের সুষমা ও পরিমিতিবোধের জন্য সর্বদাই প্রশংসিত।

রবার্ট ব্রাউনিং (Browning) ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যাকাশে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মননের প্রজ্ঞা, নাটকীয় প্রসাদগুণ, গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ছন্দের অসংলগ্ন উচ্ছলতা ব্রাউনিংয়ের কবিতাকে, দিয়েছিলো এক স্বতন্ত্র আসন। একেবারে প্রথম পর্বের রচনা যেমন 'Pauline', 'Paracelsus', 'Strafford' ও 'Sordello' বাদ দিলে তাঁর কবিতা ও নাটকের মোট আটখানি গ্রন্থ একত্রে সংকলিত হয়েছিলো 'Bells and Pomegranates (1845) নামে। Dramatic Lyrics 1842) এবং 'Dramatic Romances and Lyrics (1845) ব্রাউনিংয়ের কবি-প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর বহনকারী। 'নাটকীয় একোক্তি' বা 'dramatic monologue' নামক যে বিশেষ কাব্যরীতি ব্রাউনিং উদ্ভাবন করেছিলেন তার উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিলো এই সংকলন দুটিতে। একটি চরিত্রকে ঘনীভূত সংকটের মুহূর্তে অসাধারণ দক্ষতায় বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে নাটকীয়ভাবে উদ্ঘাটন করে-

ছিলেন ব্রাউনিং এই বিশেষ ধরনের একোক্তির মাধ্যমে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Men and Women' ও ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Dramatis Personae' ছিলো এই ধরনের নাটকীয় একোক্তির সংকলন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় অবিস্মরণীয় কয়েকটি monologue-এর নাম করা যেতে পারে—'Fra Lippo Lippi Andrea del Sarto', 'The Last Ride Together', 'My Last Duchess', Caliban upon Setebos প্রভৃতি। ব্রাউনিং-এর সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ কাব্যগ্রন্থ The Ring and the Book (1818-69)। ব্রাউনিংয়ের কাব্যদর্শনের কেন্দ্রে ছিলো এক গভীর আস্তিক্যবোধ। একদিকে প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস, অন্যদিকে প্রেম ও সততার বিশ্বাসে লালিত বলিষ্ঠ জীবনবাদ।

এ' যুগের অপর খ্যাতিমান কবি ম্যাথু আর্নল্ড (Arnold) ভিকটোরীয় যুগের অস্থিরতা ও নৈরাশ্যের কবি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যান্ত্রিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সর্বগ্রাসী অবক্ষয় আর্নল্ডের কবিতায় নিঃসীম বেদনার ছায়াপাত ঘটিয়েছিলো। তাঁর বিখ্যাত প্যাস্টোরাল শোকগাথা 'The Scholar Gipsy' ও বিষাদবিধুর 'Dover Beach' এ কবি বিশ্বাসের বিনষ্টি ও তার বিধ্বংসী পরিণতির কথা বলেছেন। আর্নল্ডের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'Thyrsis' ও মার্গারিট বিষয়ক প্রেমের কবিতাগুলি স্মরণযোগ্য। কবিতা ছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানাদিক দিয়ে আর্নল্ড গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন 'Culture and Anarchy' (1869) এবং 'Literature and Dogma' (1873)। আর্নল্ডের কাব্যের বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য লক্ষ্য করা যায় আর্থার হিউ ক্লাফ্ (Clough) ও এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড্ (Fitzgerald)-এর রচনায়। শেষোক্ত জনের একমাত্র জনপ্রিয় কীর্তি পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়ৎ' (Rubaiyat)-এর অনুবাদ।

ভিকটোরীয় যুগের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতা ও বাণিজ্যিক মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের রূপে 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' (pre-Raphaelite) কাব্য তথা শিল্প আন্দোলনের জন্ম। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ডি. জি. রসেটি (Rossetti), হলমান হান্ট (Hunt) এবং মিলে (Millais), এই তিন চিত্রকর গঠন করেছিলেন 'প্রি-র‍্যাফেলাইট ভ্রাতৃসঙ্ঘ' (Pre-Raphaelite Brotherhood)। র‍্যাফায়েল-পূর্ব জিওত্তো বোত্তিচেল্লি ও ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর আদর্শ তথা প্রকরণকে পুনরুজ্জীবিত করে অকৃত্রিম, বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণের কথা বলেছিলেন এই কবি শিল্পীরা। চিত্রকর রসেটি ছিলেন এই কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। বর্ণময় সৌন্দর্যের নিখুঁত কারুকার্যে ভাস্বর, চিত্ররূপময় কবিতা রসেটির—The Blessed Damozel' 'Rose Mary' প্রভৃতি। ক্রিস্টিনা রসেটি ও উইলিয়াম মরিস (Morris) এই কাব্য-আন্দোলনের অপর দুই শরিক।

ভিক্টোরীয় কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অপরাপর কবিদের মধ্যে সুইনবার্ন

(Swinburne)-এর নাম অবশ্য স্মরণীয়। তাঁর Atalanta in Calydon (1861) গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে রচিত। 'Poems and Ballads (1866) ইন্দ্রিয়পরতা তথা দেহবাদী প্রেমের দুঃসাহসিক কবিতামালার সংকলন। সুইনবার্ন ছাড়া এ' যুগের কবিতার আলোচনায় উল্লেখের দাবী রাখে কভেনট্রি প্যাটমোর (Patmore), ফ্রান্সিস টমসন (Thompson) টমাস হার্ডি (Hardy) হেনরি লংফেলো (Longfellow), ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়ৎ'-এর অনুবাদক কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (Fitzgerald) প্রভৃতির নাম।

মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান (Whitman) এই সময়পর্বের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'Leaves o Grass' (1855) অলংকার বর্জিত ভাষায় 'vers libr'-এ লেখা এক অসামান্য সংকলন। জীবনের বৃহৎ ও মৌলিক বিষয়গুলিকে এক গভীর প্রত্যয়ে বিধৃত করেছিলেন হুইটম্যান। মাটি ও প্রকৃতির রূপাবর্ত অনুপুঙ্খ, দেশ ও কালের সীমাকে ছাড়িয়ে এক গভীর মানবচেতনা। ইংরেজ সংবোধ হুইটম্যানের কাব্যভাবের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছে।

ভিক্টোরীয় সাহিত্যে উপন্যাসের ছিল অগ্রবর্তী আসন। ধারাবাহিক প্রকাশনা, গঠনশৈলী বিষয়ে সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে এ যুগের অধিকাংশ উপন্যাসই ছিলো বহুায়তন, বহু চরিত্র, ঘটনা ও আবেগাতিশয্যে ভারাক্রান্ত। দ্রুত শিল্পায়ন তথা যান্ত্রিক উৎপাদনের যুগে ইংলণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তব ও তার সমস্যাগুলিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন চার্লস ডিকেন্স (Dickens), উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে (Thackeray) জর্জ এলিয়ট (Eliot), শার্লট ও এমিলি ব্রণ্টি (Bronte), জর্জ মেরেডিথ (Meredith) টমাস হার্ডি (Hardy) প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা।

এঁদের মধ্যে ডিকেন্স সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, সৃজনশীল ও মানবিক হৃদয়ানুভূতি সম্পন্ন জীবনশিল্পী। তার রচনাগুলি পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের অন্যত্র। অভিজাত বংশীয় থ্যাকারে (১৮১১-১৮৬৩) পাবলিক স্কুল ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নের পর কিছুকাল আইনচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্যারিসে চিত্রকলার অনুশীলনেও কয়েক বছর কাটান। ১৮৩৭-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করতে থাকেন। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (Vanity Fair, 1847-48) দুই বিপরীত নারী চরিত্র রেবেকা ও অ্যামেলিয়ার বৃত্তান্ত সমূহ অবলম্বনে, বহু বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনাবলীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের নামকরণেই তার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। অভিজাত শ্রেণীর আমোদ-প্রমোদ, কৃত্রিমতা-কপটতার এক বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র উপস্থিত করেছেন থ্যাকারে। 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এর ধারা অব্যাহত থেকেছে তাঁর পরবর্তী 'দ্য হিস্ট্রি অব পেন্ডেনিস' (The History of Pendenis, 1848-50)-এ। অংশতঃ আত্মজৈব-নিক এ' উপন্যাসে পল মল গেজেটের সম্পাদক ক্যাপটেন শ্যানডন এর মতো অনেক

মজাদার চরিত্রের উপস্থিতি। এখানে খোলাখুলি ভাবেই থ্যাকারে ফিল্ডিংয়ের প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। 'দ্য হিস্ট্রি অব হেনরি এসমণ্ড' (The History of Henry Esmond, 1852) একটি বিশালায়তন ও জটিল ঐতিহাসিক উপন্যাস। স্বচ্ছন্দ ও পরিশীলিত শৈলীতে লেখা এ' উপন্যাসে রাণী অ্যানের যুগ চমৎকারভাবে চিত্রিত। এর কাহিনীবৃত্ত এক ক্যাথলিক পরিবারকে নিয়ে ; এর প্রেক্ষাপট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অনেক সমালোচকের ভাষ্যে এটিই থ্যাকারের সর্বোত্তম সৃষ্টি। 'দি নিউকাম্‌স্‌' (The Newcomes, 1853-55) ও 'দি ভার্জিনিয়ান্‌স্‌' (The Virginians, 1857-59) থ্যাকারের অপর দুটি উপন্যাস।

জর্জ এলিয়টের ছদ্মনামে উপন্যাস রচনা করতেন যে মেরি অ্যান ইভান্স, মনোবিশ্লেষণ তথা ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্কের নানান জটিলতা উন্মোচনে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিষয় নির্বাচনে, চরিত্রের গূঢ়তা চিত্রণে, উচ্চ মানবিক বোধ ও সরসতার মাধুর্যে তাঁর উপন্যাসগুলিতে এক স্বাতন্ত্র্য ও পটুত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন জর্জ এলিয়ট। 'অ্যাডাম বিড' (Adam Bede, 1859) ইংলণ্ডের সাধারণ গ্রামজীবনের এক অসামান্য ছবি তুলে ধরেছিলো। 'দি মিল অন দি ফ্লস' (The Mill on the Floss, 1860) ছিলো অংশতঃ আত্মজৈবনিক ট্র্যাজেডি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন 'সাইলাস মারনার' (Silas Marner, 1861) গ্রামজীবনের অনবদ্য রূপায়ণ, হাস্যরস ও বিষাদের সহাবস্থান সেখানে। পরিণতিতে কিছুটা অতিনাটকীয়। এলিয়টের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে নাম করা যায় 'রোমোলা' (Romola, 1863) ও 'ড্যানিয়েল ডেরোণ্ডা' (Daniel Deronda, 1876)-র।

ব্রণ্টি সিস্টারদের মধ্যে 'জেন আয়ার' (Jane Eyre, 1847)-খ্যাত শার্লট ও 'উদারিং হাইটস্‌' (Wuthering Heights, 1847)-খ্যাত এমিলিই সমধিক পরিচিত। এই উপন্যাসের নায়ক হিথক্লিফ নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসা, দুর্মর আবেগ ও আত্মনিগ্রহের এক অত্যাশ্চর্য সমাহার। জটিল মনস্তত্ত্ব ও প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের সংস্থানে 'উদারিং হাইটস্‌' এক আলোড়নকারী রচনা। 'অ্যাগনেস গ্রে' (Agnes Grey, 1847)-র লেখিকা অ্যান (Anne) সাহিত্য পাঠক মহলে তেমন পরিচিত ছিলেন না। 'জেন আয়ার' এক সহজ, সজীব প্রেমকাহিনী, যদিও প্লটের দুর্বলতা ও অতিনাটকীয়তা নজর এড়ায় না। 'শার্লি' (Shirley, 1849) ও 'ভিলেট' (Vilette, 1853) শার্লটের অন্য দু'টি উপন্যাস। এমিলি ব্রণ্টি-র 'উদারিং হাইটস্‌' ইংরাজী উপন্যাস-সাহিত্যে প্রকৃতই এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় স্থাপিত। মানবমনের দুঃসহ আবেগ-আকাঙ্ক্ষার এক তীব্র ও বিস্ময়কর উপাখ্যান এমিলির এই রচনা। হিথ্‌ক্লিফের দমনপ্ত আবেগ ও ক্যাথেরিনের প্রতি তার আকর্ষণকে কেন্দ্র করে এমিলি যে বিপর্যয় ও বিনাশের কাহিনী রচনা করেছিলেন এই উপন্যাসে তা আসলে যাজক পিতার কঠোর শাসনে অবরুদ্ধ তাঁর ব্যক্তিগত আবেগতৃষ্ণার প্রতিরূপ।

একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ মেরেডিথ তাঁর উপন্যাসগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর দর্শনচিন্তা তথা প্রজ্ঞাবাদী মননকে প্রকাশ করার কাজে। এক ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় প্রকৃতিচিন্তা তাঁর উপন্যাসগুলির ভিত্তিভূমি। কবিসত্তার সংবেদনশীলতার স্পর্শ অনুভব করা যায় সেগুলিতে। প্রথম উপন্যাস 'দ্য অরডিল অব রিচার্ড ফিভেরেল' (The Ordeal of Richard Feverel, 1859) মেরেডিথের প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী। গদ্যশৈলীর বিশিষ্টতার জন্য চিহ্নিত এই উপন্যাস এক অভিজাত বংশীয় যুবকের কাহিনী। 'ইভান হ্যারিংটন' (Evan Harrington, 1861) 'রোডা ফ্লেমিং' (Rhoda Fleming, 1865), 'ভিক্টোরিয়া' (Vittoria, 1867) এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব হ্যারি রিচমণ্ড' (The Adventures of Harry Richmond, 1821) হয়ে মেরেডিথ তার উপন্যাস শিল্পের শীর্ষে পৌঁছান 'দ্য ইগোয়িস্ট, (The Egoist, 1879)-এ। ভাষার পরিণতি, চরিত্রচিত্রণের নিবিড়তা ও বৈশদ্য, হাস্যরসের বিশিষ্টতা ইত্যাদি কারণে এই উপন্যাসটি মেরেডিথকে অমরত্ব দিয়েছে। এর পরে মেরেডিথ 'ডায়ানা অব দি ক্রসওয়েজ' (Diana of the Crossways, 1885), 'ওয়ান অব আওয়ার কনকারারস' (One of Our Conquerors, 1891) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

আর এক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত করেন কবি হিসেবে। ভিক্টোরীয় সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের এক যুগসন্ধিক্ষণে হার্ডির অসামান্য কাহিনীগুলি পাঠক হৃদয়কে মথিত করেছিলো। তাঁর উপন্যাসগুলিতে মানুষকে দেখানো হয়েছে এক প্রতিস্পর্ধী, অমোঘ শক্তির শিকাররূপে। গ্রীক নিয়তির মতো কোনো এক দুর্জ্ঞেয় ভবিতব্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেমকে নিয়ে যায় নৈরাশ্যের বালুচরে। হার্ডির উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রেরা এই 'Immanent Will'-এর অপ্রতিরোধ্য নিষ্ঠুরতায় ছিন্নভিন্ন। তাঁর কাহিনীর পাত্র পাত্রীরা সকলেই মাটির কাছাকাছি বাস করা সাধারণ মানুষ—যাদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি প্রকৃতই আন্তরিক। হার্ডির বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিলো গ্রাম্য পরিবেশে ; আর তাঁর উপন্যাসগুলির ঘটনাস্থল বা পটভূমি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (হার্ডির Wessex)—গ্রাম কিম্বা তার সমীপবর্তী কোনো ছোট শহর। হার্ডির প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' (Far From the Madding Crowd, 1874) পল্লীর পটভূমিকায় রচিত একটি ট্র্যাজি-কমেডি। এই উপন্যাসে সার্জেন্ট ট্রয় এবং গ্যাব্রিয়েল ওকের মধ্য দিয়ে দু'ধরনের প্রেমের বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন হার্ডি। স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর ট্রয় এবং শান্ত ও নিঃস্বার্থ গ্যাব্রিয়েল পরস্পরের প্রতিমুখী চরিত্র। উপন্যাসের শেষে গ্যাব্রিয়েল-বাথসেবার মিলনপীড়ন-হতাশা থেকে উত্তরণ। ১৮৭৮-এ প্রকাশিত 'দি রিটার্ন অব দি নেটিভ' (The Return of the Native) সর্বশক্তিমান নিয়তির সামনে মানুষের অসহায়তার বৃত্তান্ত। গম্ভীর, রহস্যাবৃত ঘনঘোর এগডন হিথ সেই নিয়তির

বিপুল বিনাশের বধ্যভূমি যেন। আবেগতাড়িত ইউস্টেসিয়া-ও তার প্রতি আসক্ত উইলডেভ, এগডনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার শিকার। এ' কাহিনীর প্রত্যাগত নায়ক ক্লিম ইওব্রাইটও শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ে পথভ্রষ্ট, ছন্নছাড়া। হার্ডির পরবর্তী উল্লেখনীয় রচনা, দি মেয়র অব ক্যাস্টারব্রিজ, (The Mayor of Casterbridge 1886) এক শক্তিশালী অথচ দৈবলাঞ্ছিত মানুষের পতন ও বিনাশের মর্মস্পর্শী কাহিনী। আর এক ট্র্যাজেডি 'দ্য উডল্যাণ্ডার্স' (The Woodlanders, 1887) পল্লীর পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপায়ণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হার্ডির শেষ দুই অসামান্য রচনা 'জুড দ্য অব্‌স্‌কিওর' (Jude the Obscure, 1895) এবং 'টেস অব দি ডি' আরবারভিল স্‌' (Tesse of the D'urberviles 1891)। 'Jude the Obscure হার্ডির' নিজের ভাষায়, দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের কাহিনী—the war waged' between the flesh and the spirit.' বাসনাসর্বস্ব অ্যাবাবেলার প্রতি জুডের আসক্তি, পরে স্যু'র প্রাণবন্ত প্রেমের টানে আকৃষ্ট হওয়া, শেষে আবার অ্যারাবেলার কাছে ফিরে গিয়ে মদ্যপানের নেশায় আত্মহননকে বেছে নেওয়া—সব মিলিয়ে হার্ডির এক শ্বাসরোধী কাহিনী 'জুড, দ্য অব্‌স্‌কিওর' 'টেস' হার্ডির আর এক ভাগ্যবিড়ম্বিত চরিত্র, নির্যাতিত নিষ্ঠুর বিনাশের এক অবিশ্বাস্য নজির এই নারী। নর-নারীর সম্পর্ক তথা যৌনতা এবং ধর্মসংক্রান্ত বিতর্ক-মূলক প্রসঙ্গ থাকায় এ'দুটি উপন্যাস বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলো প্রকাশকদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় 'টেস্‌' পরিবেশিত হয়েছিলো সংক্ষেপিত আকারে। মানব-জীবনের এমন পরিণত উদ্ঘাটন হার্ডির উপন্যাসে এর আগে যেমন দেখা যায় নি, টেস ও স্যু'-র মতো কিম্বা জুডের মতো চরিত্রেরও সাক্ষাৎ পূর্বোল্লেখিত উপন্যাস-গুলিতে আমরা পাই নি।

এ যুগের অন্যান্য উপন্যাস লেখকদের মধ্যে স্মরণীয় বেঞ্জামিন ডিসরায়েলি (Disraeli), অ্যান্টনি ট্রোলোপ (Trollope), চার্লস্‌ কিংসলে (Kingsley), ন্যাথানিয়েল হথর্ণ (Hawthorne), রবার্ট লুই স্টিভেনসন (Stevenson) প্রমুখ। মার্ক টোয়েন (Twain) নামধারী স্যামুয়েল ক্লিমেন্স (Clemens)-ও তাঁর 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইযার' (The Adventures of Tom Sawyer, 1876) এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব হাক্‌ল্‌বেরি ফিন' (The Adventures of Huckleberry Finn, 1885)-এর জন্য এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। এঁদের মধ্যে স্টিভেনসন তাঁর রোমান্সধর্মী কাহিনীগুলির জন্য বিশেষ পরিচিত। স্টিভেনসন রচিত 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড (Treasure Island, 1883), 'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ড. জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, 1886) 'কিড্‌ন্যাপড্‌' (Kidnapped, 1886) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো।

উপন্যাস ও ছোটোগল্প বাদে বিভিন্ন বিষয় ও স্বাদের গদ্যরচনায় ভিক্টোরীয় যুগের লেখকেরা নিজ নিজ বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন। টমাস কার্লাইল (**Carlyle**), জন রাস্কিন (**Ruskin**), টমাস মেকলে (**Macaulay**), ম্যাথু আর্নল্ড (**Arnold**), র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়ালডো এমার্সন (**Emerson**), ওয়ালটার পেটার (**Pater**) প্রমুখ নাম গদ্যলেখকদের এক্ষেত্রে স্মরণীয়। কার্লাইল ছিলেন মুখ্যতঃ জার্মান সাহিত্য ও দর্শনের ভাবধারায় লালিত এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যিনি ভিক্টোরীয় যুগের বাণিজ্যিক অগ্রসরতা, বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক আদর্শবাদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। 'সার্টার রিসার্টাস' (**Sartor Resartus, 1833-34**) কার্লাইলের বৃহৎ দর্শন গ্রন্থ। জার্মান রোমান্টিকদের প্রভাবে রচিত অত্যন্ত জটিল এই গ্রন্থে একজন কল্পিত জার্মান অধ্যাপক তাঁর 'বস্ত্র দর্শন' (**Philosopy of clothes**) বিষয়ক ধারণা উদ্ঘাটিত করেছেন। এর পরে ইতিহাস ও সমকালীন ঘটনাবলী অবলম্বনে বেশ কয়েকটি রচনা উপস্থাপিত করেছিলেন কার্লাইল—যার মধ্যে 'দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন' (**The French Revolution, 1837**) ও 'পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' (**Past and Present, 1843**) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৮৩৭ সালে প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি ভাষণ একত্রে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'অন হিরোজ, হিরো-ওয়ারশিপ এ্যান্ড দি হিরোইক্‌ ইন হিস্ট্রি' (**An Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, 1841**) নামে।

রাস্কিন ভিক্টোরীয় গদ্যে আর এক বিদ্রোহী কণ্ঠ। একাধারে শিল্পসমালোচক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সমাজসংস্কারক রাস্কিন সংকীর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থবুদ্ধি, সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশার পাশাপাশি বেন্থাম দর্শনের অমানবিকতা এবং আন্তরিকতা বর্জিত শিল্পকলাচর্চার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন সোচ্চারে তার শিল্পবিষয়ক রচনার মধ্যে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'মডার্ন পেইণ্টার্স' (**Modern Painters, 1843 60**), 'দি সেভেন ল্যাম্পস অব আর্কিটেকচার' (**The Seven Lamps of Architecture, 1849**) ও 'দি স্টোনস্‌ অব ভেনিস' (**The Stones of Venice, 1851-53**) উল্লেখযোগ্য। রাস্কিনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয় 'আনটু দিস লাস্ট' (**Unto this Last, 1860**) ও 'মুনেরা পালভেরিস' (**Munera Pulveris, 186?63**) গ্রন্থদ্বয়ে। এক সৌন্দর্যবোধ ও কল্যাণকামিতা ছিলো রাস্কিনের সমস্ত রচনার উৎস স্বরূপ। রাজনীতিক ও গদ্যকার মেকলে বিবিধ প্রবন্ধ আলোচনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। **The Edinburgh Review**-তে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্য ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে লিখিত। তাঁর প্রবন্ধাবলী যথেষ্ট জ্ঞানগর্ভ কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সেগুলি পক্ষপাতদুষ্ট কিম্বা তথ্যগত ভুলের শিকার। মেকলের গদ্যরীতিও স্বচ্ছন্দ ও চিত্তাকর্ষক নয়। চারখণ্ডে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড' (**History of England**) মেকলের মৃত্যুকালে

অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমসাময়িক কালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মেকলের এই কীর্তি কালক্রমে তার গুরুত্ব হারিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার তাত্ত্বিক রূপরেখা এসেছিল এই লর্ড মেকলেরই কাছ থেকে।

কবি ম্যাথু আর্নল্ডের সাহিত্য সমালোচকরূপে খ্যাতি উল্লেখনীয়। তাঁর 'এসেন্স ইন ক্রিটিসিসম' (Essays in Criticism, 1864 and 88) বিস্তৃত পঠন-পাঠন ও বিচক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। আঞ্চলিকতা, জাতিগত দম্ভ, বর্বরতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আর্নল্ড গ্রীক সমাজ ও স্বাধীনতার আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব কিছুই তাঁর সাবলীল ও বিশ্লেষণী গদ্যের প্রাণদ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে নাম করা যায় তাঁর 'কালচার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি' (Culture and Anarchy, 1869) ও 'লিটারেচার অ্যাণ্ড ডগমা' (Literature and Dogma, 1873)-র।

এমারসন সমস্ত অর্থেই বলতে গেলে কার্লাইলের অনুগামী। এক সুউচ্চ আদর্শবোধ এবং সৎ আন্তরিকতার আলোকে উজ্জ্বল তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী। এমার্সনের গদ্যরীতিও স্বচ্ছন্দ ও মাধুর্যপূর্ণ। ওয়ালটার পেটার তাঁর সৃজনী-চিন্তাকে নিবেদিত করেছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের তন্ময় সাধনায়। 'শিল্পের জন্যই শিল্প' (Art for art's sake) ছিলো পেটার ও তাঁর অনুগামী কবি সাহিত্যিকদের শুদ্ধবাদী আন্দোলনের মর্মবাণী। 'স্টাডিজ ইন দি হিস্ট্রি অব দি রেনেসাঁ' (Studies in the History of the Renaissance, 1873) তাঁর প্রথম শিল্পনিবন্ধাবলীর সংকলন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য 'ইমাজিনারী পোর্ট্রেট্স্' (Imaginary Portraits, 1871) এবং 'অ্যাপ্রিসিয়েশনস্' (Appreciations, 1889)

আলোচিত গদ্যকারেরা ছাড়াও ভিক্টোরীয় যুগে গদ্যরচনার ইতিবৃত্তে অন্যান্য স্মরণীয় নামগুলি নিম্নরূপ—জন হেনরি নিউম্যান (Newman), জেমস এ্যাণ্টনি ফ্রাউড (Froude), টমাস হেনরি হাক্সলি (Huxley) চার্লস ডারউইন (Darwin) এবং অ্যাডিংটন সাইমণ্ডস (Symonds)।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘ রাজত্বের অবসান হলো ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। অবসান হোলো রাজনৈতিক সুস্থিতির। ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও ধ্বংস হোলো বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিত্যনব অনুসন্ধান ও প্রশ্নজিজ্ঞাসার চাপে। বোয়ার-যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদ তথা ভিক্টোরীয় আত্মসন্তুষ্টির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে গেলো। সামাজিক সচেতনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিবর্তন সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে বীতরাগ এবং এক নৈতিক অবক্ষয়ের বোধ ভিক্টোরীয় যুগের মূল্যবোধের কাঠামোটিকেই ভেঙেচুরে দিলো।

হার্ডির উপন্যাস ও আর্নল্ডের কবিতায় এবং স্যামুয়েল বাটলারের ব্যঙ্গরূপক

'Erewhon' গ্রন্থে ভিক্টোরীয় আমলের অন্তর্বিরোধ, নৈরাশ্য, যান্ত্রিক সভ্যতার সমৃদ্ধির অন্তরালে কপটতা ও শূন্যতার পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। ওয়ালটার পেটারের শিল্পসর্বস্বতার আদর্শে অনুপ্রাণিত Aesthetic Movement-ও ছিলো ভিক্টোরীয় হিতবাদ, নীতিবাহুল্য ও উত্তুঙ্গ আশাবাদের বিরুদ্ধে এক শুদ্ধবাদী প্রতিক্রিয়া। নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড (Wilde) এবং কবিদের মধ্যে আর্নেস্ট ডাউসন (Dowson) ও লায়োনেল জনসন (Johnson) এই 'decadents রূপে চিহ্নিত লেখকগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এঁরা ১৮৯১-তে Rhymers' Club নামে একটি সাহিত্যআড্ডাব পত্তন করেন যার সঙ্গে স্বল্প দিনের জন্য ইয়েটস (Yeats)-ও যুক্ত ছিলেন।

ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘ শাসনকাল মূলতঃ নগরনির্ভর জীবনধারা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ তথা শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিব পোষণ-প্রতিষ্ঠার যুগ। কাব্য-কবিতার পাশাপাশি এ'যুগের সমাজ-মানস প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে যা' সামাজিক জীবনবৃত্তে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর গুরুত্ব ও আধিপত্যের ফলশ্রুতি। তবে রোমান্টিক যুগপর্বের মেজাজ ও লক্ষণগুলি একেবারে অন্তর্হিত হয়েছিলো ভিক্টোরীয় সাহিত্যে তা' ঠিক নয়। এ যুগেব কাব্যের মধ্যমণি টেনিসনেব রচনায় রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতিপ্রেম ও নিসর্গসৌন্দর্য, কল্পনাশক্তির সূক্ষ্ম কারুকাজ, চিত্রোপম বাকপ্রতিমা ও ছন্দের মাধুর্য সবই ছিলো। অপরাপর প্রধান কবিদের মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ড, যাঁকে F. L. Lucas চিহ্নিত করেছিলেন 'Our last great neo-classic' বলে, ছিলেন প্রেম, প্রকৃতি, বিষন্নতার এক দুরাকাঙ্ক্ষী, বিপন্ন কবি-ব্যক্তিত্ব। 'Memorial Verses'-এ তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন— 'Laid us as we lay at birth/On the cool flowery lap of earth'-প্রকৃতির সৌন্দর্যেব শান্ত ও গম্ভীর অনুপুঙ্খগুলি যেভাবে আর্নল্ডের অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে তা'তে কি আমাদের ওয়ার্ড্‌স্‌ ওয়ার্থ ও কীট্‌সের কথা মনে পড়ে না? ধরা যাক্‌ তাঁব 'The Forsaken Merman'-এর এই পংক্তিগুলি:

"Sand-strewn caverns cool and deep,
Where the winds are all asleep
Where the spent lights guiver and gleam,
Where the salt weed sways in the stream...

কিম্বা 'A Southern Night'-এর এই জ্যোৎস্নাবিধোত প্রশান্তি—

"The Sandyspits, the shore-lock'd lakes.
Melt into open moonlit sea ,
The soft Mediterranean breaks
At my feet, free."

রোমান্টিক ভাবনার প্রসঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যগুলি ভিক্টোরীয় সাহিত্যে নানাভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। এমিলি ব্রন্টির এক ও অদ্বিতীয় 'Wuthering Heighs' সর্বকালের ও ভাষার সেরা রোমান্টিক উপন্যাসগুলির অন্যতম নয়? উদ্দাম প্রেম ও প্রতিহিংসার, প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতের ভয়ঙ্কর টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা এ কাহিনী ও তার মুখ্যচরিত্র হিথক্লিফ্ রোমান্টিকতার এক দুর্জ্ঞেয় প্রতিভূ। বায়রনের কাব্য থেকে উঠে আসা এক জটিল জিজ্ঞাসা।

ভিক্টোরীয় যুগের আর এক কবি ও উপন্যাসকার টমাস হার্ডি, রোমান্টিক ভাবাদর্শ যাঁকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিলো। হার্ডির কবিতায় ও উপন্যাসে নিসর্গ প্রকৃতি এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্যলোক নানাভাবে মানবজীবনের হাসি-কান্নার সঙ্গে গূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছে। হার্ডির ওয়েসেক্সের প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক চিত্রপট, এগডন হিথের পরাবাস্তব রহস্যময়তা ইত্যাদি রোমান্টিকতার এক আশ্চর্য বাতাবরণ তৈরী করে হার্ডির রচনায়।

১৮৪৮-এ Pre-Raphaelite Brotherhood প্রতিষ্ঠা, ১৮৫০-এ স্বল্পায়ু মুখপত্র 'The Germ'-এর প্রকাশনা এবং পরবর্তী বছরগুলিতে চিত্রকলা ও কবিতার ক্ষেত্রে এক বর্ণময়, সজীব চিত্ররূপময়তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 'প্রি র‍্যাফেলাইট' কবি-শিল্পীরা রোমান্টিকতার ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন যার বীজ ছিলো কীট্সের ইন্দ্রিয়ময় কাব্যসংবেদনে। এই ধারারই অনুবর্তন লক্ষ করা যায় ইয়েট্সের প্রাথমিক পর্বের কাব্যচর্চায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে পেটার ওয়াইল্ড প্রমুখের যে নন্দনবাদী আন্দোলন তা'ও কি রোমান্টিকতার এক শুদ্ধ ও পরিশীলিত রূপ নয়? কিম্বা যদি ধরি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলিতে জর্জীয় কবিদের কথা? সেও তো রোমান্টিক কবিসম্প্রদায়ের বিষয় ও প্রকরণের অনুকরণ। এলিয়ট-পাউণ্ডদের আবির্ভাব পর্যন্ত রোমান্টিক ভাব-ভাবনার রেশ ইংরাজী কাব্য-উপন্যাসে নানা সুরে অনুরণিত হয়েছে। এমনকি ডিকেন্সের মতো জীবনবাদী ও বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিকও রোমান্টিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলিতে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে ছিলো। এই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিলো সমস্ত ধরনের বইয়ের চাহিদা। পেশা হিসাবে সাহিত্য রচনা ও ব্যবসায় হিসাবে প্রকাশনা শিল্পে এসেছিলো এক স্বর্ণযুগ। একদিকে যেমন জনপ্রিয় পাটোয়ারী সাহিত্যের রমরমা ছিলো লক্ষ্য করবার মতো অন্যদিকে শিক্ষার প্রসারের ফলে জাগ্রত হয়েছিলো সমাজ-বিবেক, শিল্পায়নের কুফল গুলি সম্পর্কে শিল্পী-সাহিত্যিকরা ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সামাজিক সমস্যাগুলির উদঘাটনে ও সমালোচনায় নাটক হয়ে উঠেছিলো এক জোরালো প্রচার মাধ্যম। বিশ শতকের উপন্যাসেরও সামাজিক তথা মনস্তাত্ত্বিক

বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার ক্ষেত্রেও রোমাণ্টিক চর্বিতচর্বণ পরিত্যাগ করে এক নতুন রূপারোপের চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। এলিয়ট (Eliot) বিদ্রোহ করেছিলেন জর্জীয় (Georgian) কবিদের কবিতার বিরুদ্ধে। তিনি, তাঁর সাহিত্যগুরু এজরা পাউণ্ড (Pound) এবং হিল্ডা ডুলিট্‌ল্‌ (Doolittle) প্রমুখ কয়েকজন যুক্ত ছিলেন চিত্রকল্পের এক অভিনব আন্দোলনের সঙ্গে, যা 'ইমেজিসম' (Imagism) নামে পরিচিত হয়েছিলো। নাটক, উপন্যাস ও কবিতা—সাহিত্যের এই তিন প্রধান শাখাতেই রীতি ও প্রকরণের ক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিলো পুরোদমে। নাট্যরচনার দিক থেকে দেখলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ একেবারেই ফলবতী হয় নি। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ঐ শতকের দ্বিতীয়ভাগে নাট্যানুশীলনের মন্দাভাব কেটে যেতে থাকে। ষাটের দশক থেকে টি. ডব্লু. রবার্টসন (Robertson) এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেনরি আর্থার জোনস্‌ (Jones) ও এ. ডব্লু. পিনেরো (Pinero) থিয়েটারে যান্ত্রিক অতিনাটকীয়তা পরিহার করে বাস্তবতার সূচনা করেন। গঠন কৌশল ও সংলাপে এঁরা যথেষ্ট মুন্সীয়ানার ছাপ রেখেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে এঁরা নাটক লিখেছিলেন এভাবেই ইংলণ্ডে 'প্রবলেম প্লে' (Problem Play)-র সূত্রপাত। রবার্টসনের 'সোসাইটি' (Society, 1865) ও 'কাস্ট' (Caste, 1767) জোনসের 'সেইণ্টস্‌ এ্যাণ্ড সিনার' (Saints and Sinner, 1884), 'দি ক্রুসেডার্স' (The Crusaders, 1893), এবং পিনেরোর 'দি সেকেণ্ড মিসেস ট্যানকোয়েরি' (The Second Mrs, Tanquer y, 1893)-র নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের শেষ দশকে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। তিনি তাঁর সংলাপের পরিশীলিত চাতুর্যে ও শৈলীর পারিপাট্যে রেস্টোরেশন কমেডির বিশিষ্ট লেখক কনগ্রিভের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। 'সালোমে' (Salome, 1892) বাদে ওয়াইল্ডের জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিলো কয়েকটি লঘু কমেডি নাটক যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় 'দ্য ইমপর্টেন্স অব বিয়িং আরনেস্ট' (The Importance of Being Earnest, 1895)।

ইতোমধ্যে, নরওয়ের মননশীল নাট্যকার হেনরিক্‌ ইবসেন (Ibsen, 1828—1906)-এর ঝোড়ো প্রভাব এসে পড়েছিলো ইংলণ্ডে। সামাজিক সমস্যার নানাবিধ জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল অথচ সরস ও চিত্তাকর্ষক ইবসেনের নাটকগুলি লণ্ডনের থিয়েটার মহলে এক উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো। সাংবাদিক ও নাট্য-সমালোচক এবং বার্নার্ড শ (Shaw)-র সুহৃদ উইলিয়াম আর্চার (Archer)-কৃত ইবসেনের কয়েকটি নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনীত হয় ১৮৮০ ও তার পরবর্তী সময়ে। আর শ স্বয়ং লেখেন 'দি কুইণ্টএসেন্স অব ইবসেনইজম্‌' (The Quintessence of Ibsenism, 1891) নামে একটি গ্রন্থ যা ইবসেনের নাট্যাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে

বিস্তৃততর করে তোলে। এইভাবে রবার্টসন-জোন্স-পিনেরোর বাস্তবসচেতনতা ইবসেনের মননশীলতার প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে শ, গল্স্‌ওয়ার্দি (Galsworthy) ও গ্র্যানভিল-বার্কার (Granville-Barker)-এর বিশ্লেষণী লেখনীতে এক বিস্ময়কর নাট্য-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। জন্মলাভ করে প্রচার বা প্রোপাগান্ডার লক্ষণ-যুক্ত ভাবধারা প্রধান নাটক বা 'drama of ideas'।

বার্নার্ড শ এই নাট্যধারার প্রাণপুরুষ এবং এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিতর্কিত চিন্তানায়ক। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভাববাদী তথা রোমান্টিক চিন্তাভাবনাকে ছত্রখান করে তাঁর নাটককে তিনি করে তুলেছিলেন সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যার ও তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের বাহন। সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরে বার্নার্ড শ'র নাটকে যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল এক বিবর্তনবাদী দর্শন। মানুষ থেকে মহামানবে উত্তরণের এক চমকপ্রদপ্রক্রিয়া। বিশ্লেষণ, ফেবীয় সমাজবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, 'Creative Evolution'-এর অভিনব বৌদ্ধিক দর্শন, এসব ছাপিয়ে শ'-র নাটকে প্রধান আকর্ষণ ছিলো সরস, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও বিতর্ক-মূলক হাস্য-পরিহাস। তাঁর নাট্যপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এই এই গ্রন্থের 'আধুনিক যুগ' শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

জন গল্স্‌ওয়ার্দির নাটকে সমাজমনস্কতা ও সংস্কারপ্রবণতা ছিলো প্রকট। দরিদ্র, দুর্বল ও সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিতদের প্রতি এক আন্তরিক সহানুভূতি এবং মানবিক কল্যাণকামিতা গলস্‌ ওয়ার্দির নাটকগুলির জনপ্রিয়তার মুখ্য কারণ ছিলো। বার্নার্ড শ'র নাট্যাদর্শ ও সমাজচিন্তার প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যদিও শ কিম্বা গ্র্যানভিল-বার্কারের মতো গল্স্‌ওয়ার্দির নাটক বুদ্ধিপ্রধান ছিলো না; ছিলো আবেগ ও অনুভূতি-নির্ভর যা পাঠক ও দর্শকদের হৃদয়কে বেদনাবোধে আর্দ্র করতে পারতো। মঞ্চ পরিকল্পনা, অভিনয়কৌশল ও চরিত্রচিত্রণে গলস্‌-ওয়ার্দির বোধ ও দক্ষতা ছিলো প্রশ্নাতীত। 'দি সিলভার বক্স' (The Silver Box 1906) তাঁর প্রথম নাটক। এরপর 'স্ট্রাইফ' (Strife ,1909)-এ একটি সামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব—শ্রমিক ও মালিকের সংঘাত, ধর্মঘট ইত্যাদি—তুলে ধরেছিলেন গল্স্‌ওয়ার্দি। 'জাস্টিস' (Justice, 1910)-এ এক তরুণ, দুর্বলচিত্ত করণিকের ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সামাজিক বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে জোরালো প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। 'দি স্কিন গেম' (The Skin Game, 1920) ছিলো সুবিধাভোগী সামাজিক উচ্চপদস্থদের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা। গল্স্‌ওয়ার্দির অপর একটি নাটক 'লয়ালটিজ' (Loyalties, 1922)। নাট্যকার গল্স্‌ওয়ার্দি সাহিত্য রচনা শুরু করেন উপন্যাস দিয়ে। তাঁর 'দি ম্যান অব প্রপার্টি' (The Man of Property, 1906) ছিলো ১৯২২-এ অমনিবাস সংস্করণে প্রকাশিত পারিবারিক উপন্যাস 'দি ফরসাইট সাগা' (The Forsyte Saga)-র

প্রথম ভাগ। ১৯২৯ সালে ফরসাইট পরিবারের ইতিবৃত্ত নিয়ে গলস্‌ওয়ার্দির দ্বিতীয় উপন্যাস, **A Modern Comedy** প্রকাশিত হয়।

এই সময়ের অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যে স্মরণীয় গ্র্যানভিল-বার্কার এবং জেমস ব্যারি (Barrie)-র নাম। রয়াল কোর্ট থিয়েটার ও স্যাভয় থিয়েটারের সংগে যুক্ত অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক গ্র্যানভিল-বার্কার সমসাময়িক সমস্যাবলী নিয়ে কতিপয় বাস্তববাদী নাটক রচনা করেছিলেন যেগুলি তেমন পরিচয় লাভ করতে পারে নি। নাম করা যেতে পারে 'দি ম্যারিয়িং অব অ্যান লিটে' (**The Marrying of Ann Leete, 1899**) 'ওয়েস্ট' (**Waste, 1907**), 'দি ম্যাড্রাস হাউস' (**The Madras House, 1910**) এবং 'দি সিক্রেট লাইফ' (**The Secret Life, 1913**) -এর। অন্যদিকে ব্যারি ছিলেন একেবারে ভিন্ন গোত্রের নাট্য রচয়িতা। উদ্ভট কল্পনা, আবেগ এবং বেদনার্দ্র কৌতুকপরতার মিশ্রণে ব্যারি দর্শকদের মোহিত করেছিলেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'দি প্রফেসরস লাভ স্টোরি' (**The Professor's Love Story, 1894**), 'কোয়ালিটি স্ট্রীট' (**Quality Street, 1902**), 'মেরি রোজ' (**Mary Rose, 1904**), 'পিটার প্যান' (**Peter pan, 1904**), 'হোয়াট এভ্‌রি ওম্যান নোজ' (**What Every Woman Knows, 1908**) প্রভৃতি।

বিশ শতকের গোড়ায় ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অন্য দুটি আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয়। এর প্রথমটি **Repertory Movement** বলে খ্যাত। পেশাদারী মঞ্চগুলির একচেটিয়া প্রভাব থেকে নাটককে মুক্ত করতে এবং নতুন ধরনের নাটকের উপযোগী দর্শকমণ্ডলী গড়ে তুলতেই এই নাট্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিলো। বিভিন্ন এলাকায় নাট্য-প্রযোজনা সম্প্রসারিত করা ও নতুন নাট্যকারদের উৎসাহিত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এই সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম জন এরভিন (**Ervine**), স্ট্যানলি হাফটন (**Houghton**), অ্যালান মঙ্কহাউস (**Monkhouse**) প্রমুখদের। লণ্ডন ছাড়াও লিভারপুল ও বার্মিংহামে রিপার্টরী নাট্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রিপার্টরী আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশী মনোযোগ দাবী করে থাকে আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্য-আন্দোলন। ডাব্‌লিনের অ্যাবে থিয়েটার ছিলো এই প্রয়াসের প্রাণকেন্দ্র। লণ্ডন থেকে দূরে নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী এই নাট্যচর্চার মস্তিষ্ক-স্বরূপ ছিলেন কবি ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স্‌ (**Yeats**), যাঁর সঙ্গে যোগ দেন জন মিলিংটন সিঞ্জ (**Synge**) ও লেডি গ্রেগরী (**Lady Gregory**)। ইয়েট্‌স্‌ ছিলেন মূলতঃ কবি এবং নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্বের বিশেষ স্বাক্ষর মেলে না। লেডি গ্রেগরী কয়েকটি কমেডি এবং ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও সাংগঠনিক কাজে ও প্রেরণা সৃষ্টিতেই তাঁর অবদান ছিলো বেশী। সিঞ্জ-ই ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে এই আইরিশ নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইয়েট্‌স্‌-এর পরামর্শমতো সুশিক্ষিত এই নব্যযুবক ফরাসী দেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে। আপন

মাতৃভূমির অন্তর্গত সমুদ্রশাসিত অ্যারান দ্বীপপুঞ্জে একেবারে সাধারণ কৃষিজীবী, সমুদ্রজীবী মানুষদের মাঝে বাস করেছিলেন। সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরীতি ও ভাষার নানাবিধ উপাদান। কৃষক ও মৎস্যজীবী মানুষদের সরল, অনাড়ম্বর, সংস্কারশাসিত জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রণে, সাবলীল ও ব্যঞ্জনাময় ভাষার ব্যবহারে, সুউচ্চ হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তিতে এবং অনুভবের মরমী-স্পর্শে প্রোজ্জ্বল কল্পনাপ্রবণতায় সিঙ্গের নাটকগুলি এককথায় তুলনাহীন। আইরিশ কৃষকজীবনভিত্তিক কমেডি 'দি শ্যাডো অব দি গ্লেন' (The Shadow of the Glen, 1903) সিঙ্গের প্রথম নাটক ও একটি একাঙ্কিকা। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে রচিত অপর একটি একাঙ্ক নাটক 'রাইডার্স টু দি সি' (Riders to the Sea, 1904) এক বৃদ্ধার বেদনাবিধুর জীবনের অসমান্য ট্র্যাজেডি। এক অপূর্ব ছন্দময় গদ্যে কবিতার মতোই সিঙ্গ তুলে ধরেছেন সমুদ্রের বিধ্বংসী রূঢ়তার মুখোমুখি মানুষের করুণ অস্তিত্ব ও তার যন্ত্রণার ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ থেকে প্রতীকী উত্তরণ। উপকথাভিত্তিক নাটক 'দ্য ওয়েল অব দি সেইন্টস্' (The Well of the Saints, 1905) এক উদ্ভট কমেডি। 'দি টিংকার্স ওয়েডিং' (The Tinker's Wedding, 1907)-ও দু' অঙ্ক সম্পূর্ণ কমেডি নাটক। 'দি প্লেবয় অব দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' (The Playboy of the Western World, 1907) পুরাকাহিনী ভিত্তিক অংশত ব্যঙ্গাত্মক কমেডি এবং সিঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা বলে স্বীকৃত। আইরিশ পুরাণ অবলম্বনে রূপায়িত 'ডেয়াড্রে অব দি সরোজ' (Deirdre of the Sorrows, 1910) সিঙ্গের শেষ নাটক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংরাজী নাটকের ক্ষেত্রে বাস্তবতন্ত্রী ধারা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। শ' এবং গলস্‌ওয়ার্দি তখনো তাঁদের লেখনী সচল রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আবেগপ্রবণতা, কাব্যিকতা, রোমান্টিক কল্পনা ইত্যাদি থিয়েটারে এক নতুন ঝোঁকের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে ব্যারির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। আর এক উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রতিভা সিন ও কেসি (Sean O' Casey) যিনি তাঁর নাটকে ভয়াবহ বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যের ছন্দ, সংবেদনশীলতা ইত্যাদিকে চমৎকারভাবে মিশিয়েছিলেন। সরস কমেডি ও দুঃখময় ট্র্যাজেডি—উভয় ক্ষেত্রেই ও'কেসি সাফল্য লাভ করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ইংলণ্ড-আয়ারল্যাণ্ডের যুদ্ধ নিয়ে ডাবলিনের বস্তিজীবনের পটভূমিকায় লেখা 'দি শ্যাডো অব গানম্যান' (The Shadow of Gunman, 1923) ও' কেসির প্রথম নাটক। একই পটভূমিতে রচিত 'জুনো অ্যান্ড দি পেকক' (Juno and the Paycock, 1924) এক শক্তিশালী, জীবনানুগ ট্র্যাজেডি। তাঁর অপর নাটক দি 'সিলভার ট্যাসি' (The Silver Tassie)-তেও অসামান্য সততায় ও' কেসি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে এক যন্ত্রণার অপরূপ নাট্যালেখ্য রচনা করেছেন। সিঙ্গের মতোই এক গভীর সহানুভূতি ও মমতায় ও' কেসি ডাবলিনের বস্তিজীবনের দুঃখ-আনন্দ, সরসতা—তিক্ততাকে এক কাব্যমণ্ডিত ভাষায়

মূর্ত করে তুলেছিলেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকেও ও' কেসি অনেকগুলি নাটক লেখেন। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়পর্বে নাট্যরচয়িতাদের মধ্যে আর উল্লেখ করা যায় নোয়েল কাওয়ার্ড (Coward), সমারসেট মম (Maugham) এবং মার্কিন দেশীয় ইউজিন ও' নিল (O Neill), এর নাম। নট ও প্রযোজক কাওয়াডা লঘু কমেডি-নাটক লিখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নাট্যকার হিসাবে। আই, ইল লিভ ইট টু ইউ' (I'll Leave It to You, 1920) এবং 'দ্য ইয়ং আইডিয়া' (The Young Idea, 1923) ছিলো সেই ধরনের নাটক। পরে বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গধর্মী ও চমকপ্রদ সংলাপসমৃদ্ধ জনপ্রিয় নাটকও রচনা করেন কাওয়ার্ড এবং এগুলিই তাঁকে পরিচিত করে তোলে, যেমন, 'দি ভরটেক্স' (The Vortex, 1924) 'বিটার সুইট' (Bitter Sweet, 1929), 'ক্যাভালকেড' (Cavalcade, 1931), 'প্রেজেন্ট লাফটার' (Present Laughter, 1943) প্রভৃতি। ১৯০৪ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে সমারসেট মম কমপক্ষে ত্রিশটি নাটক লিখেছিলেন যার মধ্যে বেশীরভাগই মহাযুদ্ধের পরে লেখা। 'এ ম্যান অফ অনার' (A Man of Honour, 1903) এর মতো একটি বাস্তবধর্মী ট্র্যাজেডি নাটক দিয়ে শুরু করে বেশ কয়েকটি কমেডি লেখে ১৯২১-এ মম লিখেন তাঁর সেরা নাটক—'দি সার্কেল' (The Circle)—'কমেডি অব ম্যানার্স'-এর গোত্রজ নাটক। ইউজিন ও' নিল এক প্রতিভাধর নাট্যকার যিনি গুরুত্ব সহকারে ধর্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানচিন্তার নানা বিষয় নিয়ে খুব স্বকীয় রীতি ও কল্পনায় তাঁর নাটকগুলি লিখেছিলেন। ইংরাজীতে 'একস্প্রেশনিস্ট' নাট্যধারার অগ্রগণ্য নাট্যকার এই ও' নিল যাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'দ্য এমপারার জোনস' (The Emperor Jones, 1920), 'মোর্নিং বিকামস্ ইলেকট্রা' (Mourning Becomes Electra, 1931) ও 'ডেজ উইদাউট এন্ড' (Days Without End, 1934)।

সিঞ্জের নাটকে কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলো। আইরিশ নাট্য-আন্দোলনের শিরোমণি ইয়েটস্‌ও মঞ্চে কাব্যভাব ও রূপকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। একই সময়ে স্টিফেন ফিলিপস্ (Phillips) এবং গর্ডন বটমলে Bottomley)-ও এরই অব্যবহিত পরে জন ড্রিঙ্কওয়াটার (Drinkwater) এবং একাঙ্কিকা রচনায় বিশেষ পারদর্শী লর্ড ডানসেনি (Dunsany) কাব্য নাটকের প্রচলন করেন। তবে 'পদ্য-নাটক' তথা 'verse play'-র পুনরুজ্জীবনের কৃতিত্ব মুখ্যতঃ কবি টি. এস. এলিয়টের। রোমান্টিক ভাবপ্রবণতার বিরোধী বেশ কয়েকটি নাটকে এলিয়ট ঈর্ষণীয় খ্যাতি লাভ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এবং যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে। ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত এলিয়ট এই নাটকগুলিতে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এক অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' (Murder in the Cathedral, 1935), 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' The Family Reunion, 1939) এবং 'দি ককটেল পার্টি' (The Cocktail

Party, 1949) সেই তত্ত্বের নাট্যায়িত অভিজ্ঞান। এলিয়টের মননশীলতার পরিচয় আছে তাঁর অন্য দু'টি নাটকেও—'দি কন্‌ফিডেনশিয়াল ক্লার্ক' ('The Confidential Clerk, 1953) ও 'দ্য এল্‌ডার স্টেট্‌স্‌ম্যান' (The Elder Statesman, 1958)। ডব্লু. এইচ. অডেন (Auden) ও ক্রিস্টোফার ইশারউড (Isherwood) যুগ্মভাবে তিনটি পদ্য-নাটক লিখেছিলেন। সমকালীন জীবনের ব্যঙ্গচিত্র হিসাবে সেগুলি স্মরণীয়—'দি ডগ বিনিথ দি স্কিন' (The Dog Beneath the Skin 1935), 'দ্য অ্যাসেণ্ট অব এফ সিক্স' (The Assent of F6, 1936) এবং 'অন দি ফ্রণ্টিয়ার' (On the Frontier, 1938)। আরো সাম্প্রতিককালে পদ্য-নাটক রচনায় সর্বাধিক সফল ক্রিস্টোফার ফ্রাই (Fry)। তাঁর নাটকে কাব্যের আনন্দ ও মিষ্টতা এক নতুন দীপ্তির সন্ধান দেয় আমাদের। ফ্রাইয়ের 'দি লেডি'জ নট ফর বার্নিং' (The Lady's Not for Burning, 1949) এবং 'এ ফিনিক্স টু ফ্রিকোয়েণ্ট' (A Phoenix Too Frequent 1946) বিশেষ সফল নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশকে বেশ কয়েকজন বিতর্কিত ও চমকপ্রদ নাট্য প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় 'অ্যাবসার্ড' (Absurd) নাটকের রচয়িতা স্যামুয়েল বেকেট (Beckett), 'লুক্‌ ব্যাক্‌ ইন্‌ অ্যাঙ্গার' (Look Back in Anger, 1956) খ্যাত অসবোর্ন (Osborne), আর্নল্ড ওয়েসকার (Wesker), হ্যারল্ড পিনটার (Pinter) প্রমুখেরা। বেকেটের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা 'ওয়েটিং ফর গোডো' (Waiting for Godot) আধুনিক আত্মধ্বংসকারী সমাজের কিম্ভূত অর্থহীনতার এক অভিনব নাট্যরূপ। অসবোর্নের 'লুক্‌ ব্যাক্‌ ইন্‌ অ্যাঙ্গার, এক রাগী যুবকের ক্রোধের প্রকাশ। ওয়েস্‌কার খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁর ত্রয়ী-নাটক (trilogy plays) 'চিকেন সুপ্‌ উইথ্‌ বার্লি' (Chicken Soup With Barley, 1959) 'রুট্‌স্‌' (Roots, 195) এবং আ' অ্যা'ম টকিং অ্যাবাউট' জেরুজালেম (I'm Talking About Jerusalem, 19 0) -এর জন্য। সর্বব্যাপী ছদ্ম-সংস্কৃতির কুফলের বিরুদ্ধে সমাজবাদী ভাবাদর্শের সমর্থনে এই নাটকগুলিতে ওয়েস্‌কার ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছিলেন। পিনটার একজন সফল কমেডি লেখক যাঁর ছোটো আকারের নাটকগুলি কিন্তু যথেষ্ট মঞ্চসফল। নাম করা যেতে পারে 'দি বার্থডে পার্টি' (The Birthday Party, 1958) এবং 'দি কেয়ারটেকার' (The Caretaker, 1960)-এর।

ভিক্‌টোরীয় যুগের শেষভাগ থেকে বর্তমান শতকের প্রথম পঞ্চাশ যাট বছরে এতো বেশী সংখ্যক নাট্যকার এসেছেন এবং এতো বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক নাটকের অগ্রগতি হয়েছে যে এই পরিক্রমায় স্থানাভাবহেতু প্রত্যেকের অবদান নিয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব হলো না। কেউ কেউ হয়তো বা

অনবধানতাবশত বাদ পড়েও থাকতে পারেন। ভিক্টোরীয় যুগে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ ও ব্রণ্টিদের হাতে যে উপন্যাসশিল্প ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিলো, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে সেই উপন্যাসই অপরাপর সাহিত্যরূপ যথা নাটক ও কবিতা ইত্যাদিকে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বে ছাপিয়ে গিয়েছিলো। ঔপন্যাসিকেরা এই শিল্পের স্বকীয়তা সম্পর্কে ক্রমেই আরো সচেতন হয়ে উঠছিলেন। গঠনকৌশল কিংবা কাহিনীবিন্যাসের রীতি বিষয়ে, চরিত্রচিত্রণের পদ্ধতি বিষয়ে অনেক বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছিলো। দার্শনিক ভাবনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদির বাহন হিসেবেও উপন্যাসকে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ পর্যবেক্ষণের মতো সাংবাদিকতার ঢংয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। কারোর কারোর কাছে নান্দনিক উৎকর্ষের প্রশ্নটিই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

এই পর্বের উপন্যাসে ফরাসী ও রুশ দেশীয় লেখকদের প্রভাবও ছিলো উল্লেখ করার মতো। ফ্লবেয়ার, জোলা, মোঁপাসাঁ এবং সর্বোপরি বালজাক ছিলেন 'প্রকৃতিবাদী' (Naturalistic) রচনাশৈলীর পথপ্রদর্শক এবং বাস্তবজীবনের হুবহু চিত্রণে ও গঠনরীতিতে আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসে এঁদের প্রভাব যথেষ্ট। এছাড়া দস্তয়েভস্কি ও টলস্টয় এর রচনা থেকে ইংরেজ উপন্যাসকারেরা উৎসাহিত হয়েছিলেন মানব প্রকৃতির অন্বেষণে ও বিস্তৃত-পরিসর জীবনের উপলব্ধিতে।

বর্তমান শতকের একেবারে গোড়ায় ঔপন্যাসিকরূপে আমরা যাদের পাই তাদের মধ্যে গলস্‌ওয়ার্দির কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে আর্নল্ড বেনেট (Bennett) ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ (Wells)-এর নাম। বেনেট এক সহানুভূতিশীল, নিরপেক্ষ লেখক যিনি সাধারণ মানুষদের জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ বিবরণ আমাদের কাছে পেশ করেছেন তাঁর 'দ্য ওল্ড ওয়াইভ্‌স্‌ টেল' (The Old Wives' Tale, 1908), 'রাইসিম্যান স্টেপ্‌স্‌' ('Riceyman Steps, 1923) প্রভৃতি উপন্যাসে। বিভিন্ন বিষয়ে অবিরাম লিখেছেন ওয়েল্‌স্‌ এবং তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলো বৈজ্ঞানিক রোমান্সগুলি—'দি টাইম মেশিন' (The Time Machine, 1895), 'দ্য ইনভিজিবল্‌ ম্যান' (The Invsiible Man, 1897), 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্‌' (The War of The Worlds, 1898) প্রভৃতি। ১৯০৫-এ প্রকাশিত 'কিপ্‌স্‌' (Kipps) থেকেই ওয়েলসের রচনার মোড় ফেরে। তিনি সমকালীন সমাজ-বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন এবং এক সহজ কৌতুকপরতায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলেন 'টোনো-বাঙ্গে' (Tono-Bungay, 1909) 'দি হিস্ট্রি অব মিঃ পলি' (The History of Mr. Polly, 1910) ইত্যাদি উপন্যাসে। তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং রচনাকৌশল ছাড়াও চরিত্র নির্মাণে ও রসবোধে ওয়েল্‌স্‌ এক উত্তীর্ণ জীবনশিল্পী।

জাতিতে পোলিশ জোসেফ কনরাড (Conrad) ছিলেন সর্ব অর্থেই এক বিশ্ব-নাগরিক ও আধুনিক জীবনের জটিলতা ও মানবচৈতন্যের ভাষ্যকার। সমুদ্রযাত্রা ও তার দুঃসাহসিক ও রহস্যময় অভিজ্ঞতাগুলিকে নিয়েই কনরাডের অসামান্য কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। ভাষার সম্পদ ও ঐশ্বর্যে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসাধারণত্বে, প্রকৃতি ও মানুষের সংগ্রামের চিরন্তনতায় কনরাডের উপন্যাস উদ্ভাসিত। হার্ডির মতো এক ট্র্যাজিক বিপন্নতা কনরাডে থাকলেও বিনাশ ও সংকটের ঘোর দুর্যোগের মাঝেও মানুষের সাহস, সহনশীলতা ও বিশ্বস্ততার মূল্যবান মুহূর্তগুলি উজ্জ্বল কনরাডের উপন্যাস-গল্পে। তার সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাসগুলি হলো 'দি নিগার অব দি নার্সিসাস, (The Nigger of the Narcissus, 1897), 'লর্ড জিম' (Lord Jim, 1900), 'নস্ট্রোমো' (Nostromo, 1904) 'দি শ্যাডো লাইন' (The Shadow Line, 1917), দ্য অ্যারো অব গোল্ড' (The Arrow of Gold, 1919) প্রভৃতি। ছোটোগল্প রচনাতেও কনরাড তাঁর জীবনবীক্ষা, গদ্যরীতি ও চরিত্রনির্মাণের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পর্বের উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর উল্লেখের দাবী রাখেন জর্জ মূর (Moor), জর্জ গিসিং (Gissing) এবং স্যামুয়েল বাটলার। এঁদের মধ্যে বাটলারের 'Erewhon'-এর কথা ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে। এর শেষ ভাগ, ('Erewhon Revisited' 1901) এবং 'দ্য ওয়ে অব অল ফ্লেশ' (The Way of All Flesh, 1903)বাটলারের অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। মুর এক জটিল ও মননশীল লেখক যার গদ্যশৈলী ছিলো নিপুণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। বাস্তবতা আর অতীন্দ্রিয়বোধের এক মিশ্রণ পাওয়া যায় মুরের উপন্যাসগুলিতে। নাম করা যায় তাঁর 'কনফেশন্‌স্‌ অব এ ইয়ং ম্যান' (Confessions of a Young Man, 1888), 'এসথার ওয়াটার্স', (Esther Waters, 1894), 'দি ব্রুক কেরিথ' (The Brook Kerith, 1916) ইত্যাদি রচনার। গিসিংয়ের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি বস্তিবাসী মানুষদের জীবনের নিখুঁত চিত্রায়ন। যদিও কোনো গভীর মমত্ববোধ বা সংস্কারস্পৃহা এইসব রচনায় নেই। গিসিংয়ের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদান-সমূহ খুব স্পষ্ট। তাঁর গঠনশৈলী ও সংলাপ প্রশংসনীয় নয় এবং এক ধরনের বিরস-নৈরাশ্যে পীড়িত তাঁর জীবনদৃষ্টি। 'ডেমস' (Demos, 1886), 'নিউ গ্রাব স্ট্রিট' (New Grub Street, 1898), 'দি প্রাইভেট পেপার্‌স্‌ অব হেনরি রাইক্রফ্‌ট' (The Private Papers of Henry Ryecroft, 1903) প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস সম্ভবত গিসিংকে স্মরণীয় করে রাখবে।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বের উপন্যাসচর্চায় সর্বাধিক আলোচিত নাম ডি. এইচ লরেন্স। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার পীড়নের বিরুদ্ধে লরেন্স তাঁর উপন্যাসে ঘোষনা করেছিলেন এক প্রতিবাদ। এক স্বাভাবিক আদিমতার দিকে, সহজাত প্রবৃত্তি ও উদ্দাম আবেগের দিকে তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে

দিয়ে কৃত্রিম, নিষ্ফল জীবনের বন্দীশালা থেকে মানুষ মুক্ত হবে। শুষ্ক বুদ্ধি-বৃত্তির পরিবর্তে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও আবেগের শিহরণকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন লরেন্স। দেহবাদ তথা নর-নারীর যৌন সম্পর্ক লরেন্সের উপন্যাসে বারবার এসেছে। তাঁর কয়েকটি রচনা অশ্লীলতার দায়ে নিন্দিত ও নিষিদ্ধও হয়েছে। তবু লরেন্সের জীবনদর্শন ও উপন্যাসে তাঁর অভিব্যক্তিকে শেষ বিচারে বোধহয় নীতির নিরিখে গর্হিত বলে রায় দেওয়া যাবে না। লরেন্স অবশ্য তাঁর আবেগ কিংবা ভাব-ভাবনার তাড়নায় এতখানি মগ্ন থেকেছেন তাঁর বিষয় ও চরিত্রের রূপদানে যে উপন্যাসের গঠনগত দিকগুলি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়েছে। এক ধরনের প্রকরণগত শৈথিল্য লরেন্সের রচনায় নজরে পড়ে যদিও শেষাবধি ঐসব ত্রুটি জীবন-বোধের প্রগাঢ়তা ও প্রকাশভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ততায় পাঠকের মনে থাকে না। 'দি হোয়াইট পিকক' (The White Peacock, 1911) এবং 'দি ট্রেসপাসার' (The Trespasser, 1912)-এর আংশিক সাফল্যের পর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'সন্স্ এ্যান্ড লাভার্স' (Sons and Lovers, 1913) লরেন্সকে খ্যাতির পাদপীঠে নিয়ে আসে। মায়ের আকর্ষণ ও প্রভাবে যে পল মোরেল জৈবিক বাসনা ও শুদ্ধ প্রেমের পরস্পর বিরোধিতায় অবরুদ্ধ অস্তিত্বের মাঝে মাথা কুটে মরে, শিল্পীসত্তায় ও বৃহত্তর জীবনবৃত্তে তার মুক্তি আসলে লরেন্সেরই জীবনভাষ্য। নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ও দেহজ সম্পর্ক নিয়ে লেখা 'দি রেইনবো' (The Rainbow, 1915) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এটির শেষাংশ 'উইমেন ইন লাভ' (Women in Love) নামে প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। ১৯২৩-এ বেরোয় 'ক্যাঙ্গারু' (Kangaroo); মহাযুদ্ধকালে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের উপাদানসমূহ অবলম্বনে। মেক্সিকো ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এরপর লরেন্স লেখেন 'দি প্লিউমড্ সারপেন্ট' (The Plumed Serpent, 1926)। ১৯২৮-এ এ 'লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার' (Lady Chatterley's Lover) বেরোলে অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই উপন্যাসে খোলাখুলিভাবে নর-নারীর জৈবিক প্রেম ও তার বলিষ্ঠতার ছবি তুলে ধরেছিলেন লরেন্স। রক্ষণশীলতার আবরণ ছিঁড়ে স্বাভাবিক ও পৌরুষ-দৃপ্ত এক প্রেমসম্পর্ককে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন লরেন্স। কঠিন আত্মানুসন্ধানে ব্রতী লরেন্সের কাছে এই সৎ ও সম্পূর্ণ প্রেমই ছিলো জীবনের শুদ্ধতার প্রতীক। উপন্যাস ছাড়াও ছোটোগল্পে ও কবিতায় লরেন্স তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে সর্বাপেক্ষা আলোচিত প্রসঙ্গ এক ভিন্ন রীতির মনো-বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস—'স্ট্রিম অব কনশাসনেস্' (Stream of Consciousness) উপন্যাস। জেমস জয়েস্ (Joyce), ভার্জিনিয়া উল্ফ্ (Woolf) এবং ডরোথি রিচার্ডসন (Richardson) এই নব্য রীতির প্রতিনিধি ছিলেন। উইলিয়াম জেমস্ (James) তাঁর 'Principles of Psychology' (1890) গ্রন্থে 'চৈতন্য-

প্রবাহ' (Stream of Consciousness) বলতে চিন্তাচেতনার এক নিরন্তর প্রবাহ-মানতার কথা বলেছিলেন। অনুরূপ ধারণা ছিলো বের্গসঁ (Bergson)-এর 'elan vital'-এর তত্ত্বে। জয়েস, উল্‌ফ্‌ প্রমুখেরা এই 'চৈতন্য প্রবাহ'কে আধুনিক সৃজনশীল গদ্যে এক মনোবিশ্লেষণী, অন্তর্মুখী রীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন যা মানবমনের অন্তর্লীন অনুভব, অর্ধচেতন চিন্তা ও অনুষঙ্গ ইত্যাদিকে এক স্বয়ংক্রিয় আত্মকথনের ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। পূর্বসূরীদের মধ্যে 'ট্রিসট্রাম শ্যাণ্ডি' (Tristram Shandy 1767)-র লেখক লরেন্স স্টার্ন (Sterne), জর্জ মেরেডিথ, এবং 'দি পোট্রেট অব এ লেডী' (The Portrait of a Lady, 1801) খ্যাত হেনরি জেম্‌স্‌। এঁদের মধ্যে জেম্‌স্‌ উপন্যাসের গঠন ও রীতি প্রসঙ্গে বিশেষ সচেতন ছিলেন। এছাড়া মেরেডিথ ও জেম্‌সের রচনায় অন্তর্মুখীনতার অনেক নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এই আধুনিক উপন্যাসরীতির সঙ্গে সমকালীন মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা ও ধারণার নিকট সম্পর্ক ছিলো। ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের মনো-বিকলন ও অবচেতন মানসের নানাবিধ তত্ত্ব এই নব্যরীতির অনুসারী লেখকদের প্রভাবিত করেছিলো। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'এ পোট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' (A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916)-এ এই রীতির প্রথম প্রকাশ দেখা গেলেও তাঁর 'ইউলিসিস' (Ulysses, 1922) গ্রন্থেই জয়েস চৈতন্যপ্রবাহ রীতির এক বিস্ময়কর শিখরে পৌঁছন। ডাবলিন শহরের জনৈক লিওপোল্ড ব্লুমের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মানস-বৃত্তান্তের এই জটিল বিবরণ স্থান ও কালের সীমা উত্তীর্ণ। এই গদ্যরীতি শেষ পর্যন্ত তাঁর 'ফিনেগানস্‌ ওয়েক' (Finnegan's Wake, 1939) উপন্যাসে এক অনধিগম্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসে 'চৈতন্যপ্রবাহ' রীতি অনেক বেশী অর্থপূর্ণ নিশ্চয়-তায় প্রতিভাত। তাঁর বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা, শিল্পবোধ, গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাস ইত্যাদি জয়েসের চাইতে উল্‌ফের রচনাগুলিকে বেশী পাঠযোগ্য করেছে। আপাত-সরল কাহিনীর কাঠামোর অন্তরালে তিনি মানুষের অন্তর্জীবনের অপসৃয়মানতাকে আভাসিত করেছেন। 'দি লাইটহাউস' (The Lighthouse, 1927) উল্‌ফের সেরা উপন্যাস। এছাড়া উল্লেখ করা যায় 'জেকব্‌স্‌ রুম' (Jacob's Room, 1922), 'মিসেস ড্যালোওয়ে' (Mrs. Dalloway, 1925) এবং 'দ্য ওয়েভ্‌স্‌' (The Waves, 1931)। ডরোথি রিচার্ডসন তাঁর বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ পিলগ্রিমেজ (Pilgrimage, 1915-1938) উপন্যাসে 'চৈতন্যপ্রবাহ' রীতির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ করেছিলেন।

অলডাস্‌ হাক্সলি (Huxley) ও ই. এম. ফরস্টার (Forster) একই সময় পর্বের অন্য দুই প্রথিতযশা উপন্যাসকার। আধুনিক সমাজজীবনের মরুময় ও নিরানন্দ স্বরূপটি বিশ্লেষণী ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে উদ্ঘাটন করেছেন হাক্সলি। বৈদগ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ। ক্রোম ইয়ালো (Crome

Yellow, 1921), অ্যান্টিক হে' (Antic Hay, 1923) প্রভৃতি রচনাব শ্লেষ-কটূতার পর হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' (Point Counter Point, 1928) রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিক্রিয়া। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (Brave New World, 1932) উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার নিয়ন্ত্রিত এক ভয়াবহ উল্টোকল্পরাজ্য (Dystopia)। হাক্সলির অন্যান্য বচনা—'আইলেস ইন গাজা' (Eyeless in Gaza, 1936). 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' (Time Must Have a Stop, 1941) এবং 'এপ অ্যান্ড এসেন্স' (Ape and Essence, 1949)। মাত্র পাঁচটি উপন্যাস লিখেছিলেন ফরস্টার। তার মধ্যে সর্বজন-স্বীকৃত রচনা দুটি—হাওয়ার্ডস্ এন্ড' (Howards End, 1910) এবং 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' (A Passage to India, 1924) ফরস্টার মূলত নীতিবাদী এবং আধুনিক জীবনের বিশৃংখলার মাঝে ব্যক্তিমানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবিত। চরিত্রের অন্তর্লোকের উদ্ভাসে, গল্প বলার আকর্ষণে ও নির্মাণকৌশলেব ত্রুটিহীনতার কারণে ফরস্টাব এ'শতকের উপন্যাস-ইতিহাসে স্মরণীয় নাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণেব অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প-উপন্যাসের চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন এ' যুগের অন্যতম শীর্ষপ্রতিভা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Hemingway)। এই মার্কিন গল্পলেখক-ঔপন্যাসিককে খ্যাতিমান করেছিলো The Sun Also Rises (1926) তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য র চনা 'A Farewell to Arms' (1929)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জনৈক ফ্রেডেরিক হেনরী ও ইতালীতে কর্মরতা জনৈকা সেবিকা ক্যাথেরিনের প্রণয় কাহিনী, যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে বর্ণিত; স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত For Whom the Bell Tolls' (1940) ; জনৈক বৃদ্ধ ধীবরের সমুদ্রের সঙ্গে এক সাহসী সংগ্রামের অবিস্মরণীয় রূপক-কাহিনী 'The Old Man and the Sea' (1952)।

তিরিশ দশক ও তার পরবর্তী সময়কালে আরো অনেক ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করেছেন। এদেব মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখ না করলে বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইভলীন ওয়াফ্ (Waugh) তাঁর 'ভাইল বডিজ' (Vie Bodies, 1930) এবং 'দি লাভ্ড্ ওয়ান' (The Loved One, 1943) উপন্যাসে সরস ও শ্লেষাত্মক রচনার সার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন। ওয়াফেরই সমসাময়িক গ্রাহাম গ্রীন (Greene) এই সময়কার সর্বাপেক্ষা পরিচিত ঔপন্যাসিক। পরিবেশ নির্মাণে ও পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বর্ণনায় গ্রীনের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। মানুষের নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিবেক দংশনের কথা আছে এই ক্যাথলিক লেখকের রচনায়। গ্রীনের প্রধান উপন্যাসগুলি হলো—'ব্রাইটন রক' (Brighton Rock, 1938), 'দি পাওয়ার অ্যান্ড দি গ্লোরি' (The Power and the Glory, 1940), 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' (The Heart of the Matter, 1948) ইত্যাদি। জর্জ অরওয়েল (Orwell) রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা ও সর্বহারা মানুষদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতাবোধ ছিল সুবিদিত। প্রথম দিকে 'কিপ দ্য অ্যাসপিডিসট্রা ফ্লাইং' (Keep the Aspidistra Flying, 1936) ও 'দি রোড টু উইগ্যান পায়ার' (The Road to Wigan Pier, 1937)-এর মতো পর্যবেক্ষণ নির্ভর, তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাসের পর ওরওয়েল 'অ্যানিমাল ফাম' (Animal Farm, 1945) নামে একটি ব্যঙ্গরূপক লেখেন যাতে সাম্যবাদী আদর্শের অবনমন বিধৃত হয়েছে। 'নাইনটিন' এইটি-ফোর (Nineteen Eighty-Four, 1949)-এ লেখক এক ভয়াবহ ও তিক্ত ভবিষ্যৎ চিত্রিত করেছেন একনায়কতন্ত্রী শাসনাধীন ব্রিটেনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব প্রজন্মের অপর এক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সি. পি স্নো (Snow)। যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজ সমাজের ক্রমবিকাশের চেহারাটা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি লিউইস এলিয়ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে। স্ট্রেঞ্জার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স (Strangers and Brother, 1940), দি মাস্টার্স (The Masters, 1951) এবং 'দি নিউ মেন' (The New Mes, 1954) স্নো-র কয়েকটি পরিচিত উপন্যাস। পঞ্চাশ দশকের অপরাপর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উইলিয়াম গোলডিং (Golding), লরেন্স ডুরেল (Durell), অ্যাঙ্গাস উইলসন (Wilson), কিংসলে অ্যামিস (Amis), জন ওয়েন (Wain) এবং আইরিস মুরডক (Murdoch)।

ভিক্টোরীয় যুগ-সংক্রান্তিপর্বে ওয়াল্টার পেটারের কলাকৈবল্যবাদের অনুসারী কবি ও নাট্যকারেরা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার উৎস ছিলো প্রি-র‍্যাফে-লাইট কাব-শিল্পীদের প্রেরণা। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবিদের মধ্যে লায়োনেল জনসন ও আর্নেস্ট ডাউসনের নাম ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে এড়িয়ে এই নন্দনবাদী প্রয়াস স্থায়ী হতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে এক রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সারল্য ও বাস্তবতার সন্ধান, নিসর্গপ্রীতি, রোমান্টিক কবিদের অনুকরণ ইত্যাদি ছিলো এই নতুন কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালের এই কবিতা 'জর্জিয়ান' (Georgian) কবিতা নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

১৯১২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত হ্যারল্ড মনরো (Monro)-র 'পোয়েট্রি বুকশপ' থেকে পাঁচ খণ্ডে 'জর্জিয়ান' কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো। এই কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন রুপার্ট ব্রুক (Brooke), এডমান্ড ব্লানডেন (Blunden), ডব্লু এইচ ডেভিস (Davies), ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার (dela Mare), জন মেস্‌ফিল্ড (Masefield), ডব্লু. ডব্লু. গিব্‌সন (Gibson), লেসলে অ্যাবারক্রম্বি (Abercrombie) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ডি লা মেয়ার তার কবিতায় স্বপ্নময়তা ও অতিপ্রাকৃত কুহকসৃষ্টির জন্য কোল্‌রিজের গোত্রভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। মেস্‌ফিল্ডের প্রথম পর্বের কবিতা সামুদ্রিক অভিযানের রোমাঞ্চ নিয়ে। তাঁর পরবর্তী কবিতায় বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিলো। ব্লানডেন মূলতঃ

ছিলেন গ্রামজীবনের শান্ত মাধুর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কবি। ছন্দের সূক্ষ্মতা ও পর্যবেক্ষণের যথার্থতা তাঁর কাব্যের বড় আকর্ষণ। ডেভিসের কবিতায় ওয়ার্ডস ওয়ার্থের প্রকৃতিপ্রেমের সহজ স্বাভাবিকতা চোখে পড়ে। তাঁর কবিতা বর্ণময় ও চিত্রোপম। অ্যাবারক্রম্বি আবেগ ও চিন্তনের চমৎকার ভারসাম্য ও ছন্দকুশলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। র‍্যালফ হজসন (Hodgson) ছিলেন এই গোষ্ঠীর অপর এক প্রতিশ্রুতিবান কবি।

বিশ শতকের প্রারম্ভে দার্শনিক মনের কবি ছিলেন রবার্ট ব্রিজেস (Bridges) যিনি ১৮৭৩ থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে কাব্যরচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর গীতি[illegible] প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক ধ্বনিমাধুর্যে ছন্দের দক্ষ প্রয়োগেও শিল্পসৌন্দর্যে [illegible] সেব কবিতার তুলনা হয় না। [illegible] দার্শনিকধর্মী রচনা ছাড়াও ব্রিজেস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'দি টেস্টামেন্ট অব বিউটি' (The Testament of Beauty, 1929) রচনার জন্য।

বিশ শতকের কবিতার [illegible] ডব্লিউ. বি. ইয়েটস এবং টি. এস. এলিয়ট [illegible] ইয়েটস কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার প্রতি [illegible] এক [illegible] টেকনিকের [illegible] ছিলেন তিনি [illegible] ইয়েটসের [illegible] কেবল [illegible] এক [illegible] আকুতি ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী এক [illegible] প্রতিবাদ। এলিয়ট [illegible] কবিতা [illegible] সবচেয়ে [illegible] কবিতায় এক [illegible] দীপ্ত, চমক সৃষ্টিকারী রূপ দিয়েছিলেন। [illegible] এক [illegible] চেহারা ফরাসী প্রতীকবাদী কবিরা এবং ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিরা ও মহাকবি দান্তে ছিলেন এলিয়টের প্রধান প্রেরণা। প্রথম দিকের সংশয়বাদী জীবনের ক্লেদ ও নৈরাশ্য বিষয়ক কবিতাগুলি [illegible] ক্রমশ [illegible] থেকে [illegible] তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষপর্বে এলিয়টের কবিতায় ঈশ্বরবাদ সংশয় ও আধ্যাত্মিক [illegible] মহিমময়তা এক [illegible] মাত্রা লাভ করেছিলো। ইয়েটস ও এলিয়টের রচনাসমূহের বিশদ আলোচনা এই বইয়ের পরবর্তী প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। এখানে অপরাপর কবিদের উল্লেখ করা হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা একদল তরুণ কবিকে সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করেছিলো যাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজন রুপার্ট ব্রুক, উইলফ্রেড ওয়েন (Owen) এবং সিগফ্রিড সাসুন (Sassoon) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জুলিয়েন গ্রেনফেল (Grenfell), সি. এইচ সর্লি (Sorley), এডমান্ড ব্লানডেন (Blunden) এবং লরেন্স বিনিয়ন (Binyon)-এরও নাম করা যেতে পারে। ব্রুকের কাছে এই মহাযুদ্ধের আগুন এক শুদ্ধির আগুন তথা মুক্তির মহিমা। জর্জীয় ঐতিহ্যানুসারী ব্রুক-এর কবিতায় শোনা গিয়েছিলো কর্তব্য ও দেশপ্রেমের মহান বাণী। এক রোমান্টিক ভাবালুতায় বাস্তবের রূঢ়তা আচ্ছন্ন হয়েছিলো যেন। অন্যপক্ষে ওয়েন

তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস ও নিষ্ঠুরতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়েন নিজেই বলেছিলেন **'I am not concerned with Poetry, My subject is War, and the pity of War. The Poetry, is in the pity.'** ওয়েন-এর **'Strange Meeting', 'Futility'** প্রভৃতি কবিতায় এক করুণ বিনষ্টির গভীর ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কবি ওয়েনের মতো যুদ্ধফেরত, পঙ্গু কবি সাসুনও মহাযুদ্ধের বীভৎস রক্তক্ষয় ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। অনেক সমালোচক অবশ্য সাসুনের কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতার মর্মস্তুদ চিত্রায়নের মাঝে একধরনের যান্ত্রিকতার কথা বলেন। 'কাউণ্টার অ্যাটাক্' **(Conter-attack, 1918)** ও 'ওয়ার পোয়েম্স' **(War Poems, 1919)** সাসুনের যুদ্ধ বিষয়ক কবিতার সংকলন।

জি. এম হপ্কিন্স **(Hopkins)** নিছক কালবিচারে ভিক্টোরীয় যুগের কবি ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশিত হয় ব্রিডেসের উদ্যোগে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে। হপ্কিন্সের কবিতায় সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনার এক অনুপম ভাবলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর ছন্দবৈচিত্র্য—**'Sprung rhythm'** ও **'Counterpointing'**—এলিয়ট, ওয়েন প্রমুখ কবিদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো।

মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট **(Frost)** এলিয়টের মতো ইংলণ্ডে এসে ইংরাজী কবিতার জগতে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন। **'A Boy's Will (1913), 'North of Boston' (1914)** ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ও পাউন্ড, এডওয়ার্ড টমাস প্রমুখের সাহচর্য ফ্রস্টকে পরিচিতি দিয়েছিলো। ১৯১৫-তে ফ্রস্ট নিজভূমে ফিরে যান এবং তাঁর কবিসত্তাকে দেন উজ্জ্বল পরিণতি। তাঁর **'Mountain Arrival' (1916); 'New Hampshire' (1923), 'West—Running Brook (1928), A Further Range' (1936), 'A witness Tree' (1942)** ইত্যাদি কাব্যসংকলন ইংরাজী ভাষার কাব্যসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। সহজ ও স্বাভাবিক বিষয় ও সাধারণ সংলাপধর্মী ভাষা ও ভঙ্গিতে লেখা ফ্রস্টের কবিতা মনকে সাবলীল ভাবে ছুঁয়ে যায়।

ঔপন্যাসিক লরেন্স কবিতা রচনাতেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। উপন্যাসের মতো তাঁর কবিতাও এক আবেগতাড়িত মানসের মর্মবেদনা ও সংবেদনশীলতার পরিচয়বাহী। ১৯১০ থেকে শুরু করে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে অজস্র চমকপ্রদ কবিতা লরেন্স আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বর্তমান শতকের ত্রিশ দশকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকটের আলোড়িত সময়ে কবি হিসাবে আমরা পেয়েছিলাম ডব্লু-এইচ অডেন **(Auden)**, স্টিফেন স্পেনডার **(Spender)**, সিসিল ডে লুইস **(Day Lewis)** এবং লুই ম্যাকনিস্ **(Macneice)**-কে। দারিদ্র্য, বেকারী, ফ্যাসিবাদী

শক্তির আস্ফালন ও সোভিয়েত বিপ্লবের মহান আদর্শের প্রেরণা ইত্যাদির পটভূমিতে এই কবিরা এক অনুপ্রাণিত প্রজন্ম ও তার প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনাকে তাঁদের কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট প্যার্টি ও স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে এঁরা অগ্রণী ছিলেন। অডেন ছিলেন এই কবিগোষ্ঠীর নেতা ও প্রেরণাস্থল। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'দ্য অরেটর্‌স্' (The Orators, 1932), 'লুক্ স্ট্রেঞ্জার' (Look Stranger, 1936), 'অ্যানাদার টাইম (Another Time, 1940) প্রভৃতি। স্পেন্ডারের কবিতা তুলনায় অনেক অন্তর্মুখী ও অনুভূতি-নির্ভর। ডে লুইসের কবিতাতে বামপন্থী মতাদর্শের পাশাপাশি প্রকৃতিচেতনা ও লিরিকের লক্ষণগুলি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকনিস্ অডেন-গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাঁর ভাষা ব্যবহার ও শৈলী বিষয়ে মনোযোগ তাঁকে এক স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে। আধুনিক কাব্যের ইতিহাসে অডেন-গোষ্ঠীভুক্ত কবিরা ওয়েন ও এলিয়টের ধারায় এক ভিন্ন বোধ ও বিশ্বাসের কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবিতার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম ডিলান টমাস (Thomas) —নিও রোমান্টিকতার প্রবক্তা ও বুদ্ধিবাদের ঘোর বিরোধী। এই পর্বের দুই প্রতিষ্ঠিত কবি জর্জ বার্কার (Barker) ও ডেভিড গ্যাসকয়নে (Gascoyne) ; আর জনপ্রিয়তার নিরিখে স্মরণীয় জন বেট্‌জিম্যান (Betjeman)-এর নাম। এ ছাড়া লিখেছেন বা লিখে চলেছেন টেড হিউজ (Hughes), থম্ গান (Gunn), ফিলিপ লার্কিন (Larkin), জর্জ ম্যাকবেথ (Macbeth)। হিউম্-এর ইমেজিস্ট আন্দোলন, পাউন্ডের 'ভরটিসিস্‌ম্, ইয়েট্‌সের 'সিম্‌বলইজ্‌ম্', এলিয়ট প্রমুখের 'ক্ল্যাসিসিস্‌ম্' ইত্যাদি হয়ে এভাবেই আধুনিক ইংরাজী কবিতার দিগন্ত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এলিজাবেথের যুগ : উইলিয়ম শেক্সপীয়ার

এলিজাবেথীয় যুগের সামগ্রিক পরিচয় :

রাণী এলিজাবেথের শাসনকাল (১৫৫৮—১৬০৩) ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকৃতই এক স্বর্ণযুগ। কবিতা, গদ্য ও সর্বোপরি নাটকের ক্ষেত্রে এলিজাবেথের যুগ সামগ্রিক অনুশীলন ও উৎকর্ষের যুগ। অবশ্য সাহিত্য আলোচনার সুবিধার্থে যে যুগবিচার তা, সর্বদা রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ইতিহাসের সাল-তারিখ মেনে হয় না। এলিজাবেথীয় সাহিত্যের পর্যালোচনায় আমরা তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল বলে চিহ্নিত করে থাকি ১৫৮০ থেকে ১৬২০, এই বছরগুলিকে। এলিজাবেথের সিংহাসন লাভের অনেক বছর পর থেকে তাঁর শাসন অবসানেরও কিছুকাল পর পর্যন্ত।

রোমক চার্চের কর্তৃত্ববিরোধী রিফর্মেশন আন্দোলন এবং প্রথম চার্লসের শাসনাধীন ইংল্যাণ্ডে গৃহবিবাদজনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা—এই দুয়ের মধ্যবর্তী এলিজাবেথীয় যুগ ছিলো আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা ও শান্তির যুগ। সংস্কারপন্থী প্রোটেস্টান্ট ও পোপের অনুগামী ক্যাথলিকদের মধ্যেকার বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ যেমন এই সময়ে প্রশমিত হয়েছিলো, তেমনি রাজা ও পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব-সংঘাত রাজনৈতিক তথা সামাজিক জীবনের সুস্থিতির ক্ষেত্রে কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি। আর এই সুস্থিতি সব প্রকার সাহিত্যিক তথা বৌদ্ধিক চর্চার পক্ষে ছিলো অপরিসীম সহায়ক। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব ছিলো না এমন নয়। চার্চ ও যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে পিউরিটানদের লড়াই এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানাবিধ অসন্তোষ তথা ভূস্বামী ও বণিকদের অর্থ-নৈতিক সংকট সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ ইত্যাদি সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ডের উত্তরণের ভিত্তিকে প্রস্তুত করছিলো।

চতুর্দশ শতকে ইতালীতে সূচিত ইউরোপীয় নবজাগরণ (Renaissance)-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছিলো ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে। ধ্রুপদী শিল্প-সাহিত্যের অনুশীলন, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার নতুন নতুন দিকচিহ্ন, রোমাঞ্চকর নৌ-অভিযান, বাণিজ্য তথা উপনিবেশের সম্প্রসারণ ইত্যাদি এক নবজাগ্রত জাতিসত্তার, এক নতুন বিশ্ববীক্ষার জন্ম দিয়েছিলো। ইংরেজী ভাষাও উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলো ফরাসী, লাতিন ও গ্রীক ভাষার প্রভাবে। বিদ্যোৎসাহী মানবতন্ত্রী (humanist) বহুমুখী জ্ঞানচর্চার ফলে এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে তরঙ্গায়িত হয়েছিলো ইউরোপীয় নবজাগৃতির জোয়ার। কলম্বাস ও তাঁর পরবর্তী সমুদ্র-অভিযাত্রীরা, কোপারনিকাস, কেপ্‌লার, গালিলিও-র মতো বিজ্ঞানীরা, দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাচিওর মতো কবি-সাহিত্যিকেরা রচনা করেছিলেন এই নবজাগরণের ভিত্তিভূমি

ও পরিমণ্ডল। এলিজাবেথীয় সাহিত্যে এই নবজাগরণ বা মানবতাবাদ (Humanism) এর ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছিলো।

ধ্রুপদী সাহিত্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ও পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি রোমান্টিকতারও উন্মেষ হয়েছিলো এলিজাবেথীয় সাহিত্যে। দূরবর্তী, বিস্ময়কর ও সুন্দরের অনুসন্ধান যথার্থই এক রোমান্টিক অন্বেষণ, এলিজাবেথীয় সাহিত্যের সকল বিভাগেই যার উপস্থিতি নজরে পড়ে। স্পেনসার ও সিড্‌নীর কবিতায়, শেক্‌সপীয়ার ও মারলো-র নাটকে রোমান্টিকতার এই লক্ষণ খুবই স্পষ্ট।

১৫৮০-র পরবর্তী বছরগুলিতে রাজনৈতিক সুস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিলো জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐক্যের ধারণা। ১৫৮৮-তে জাতীয় নৌবাহিনীর হাতে পরাক্রান্ত স্পেনের নৌবহর পর্যুদস্ত হবার পর এই জাতীয়তাবোধ আরো বিস্তার লাভ করে। ফলতঃ এলিজাবেথের আমলে বে-আইনী ঘোষিত ক্যাথলিকদের বিদ্রোহ জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনায় চাপা পড়ে যায়। স্প্যানিশ আর্মাডার পরবর্তী এই জাতীয় ঐক্যের দশকই ছিলো শেক্‌সপীয়ার-এর নাট্যকার জীবনের প্রথমার্ধের প্রেক্ষাপট। এই রাজনৈতিক ভারসাম্য তথা জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই নতুন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত যার পরিণতি পূর্বোল্লিখিত গৃহবিবাদ-জনিত অস্থির পরিস্থিতিতে। শেকসপীয়ারের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলিতে ও রোমান্টিক কমেডিসমূহে সুস্থিতি ও ভারসাম্যের উজ্জ্বলতা সহজলক্ষ্য। কিন্তু তাঁর নাট্যকার জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ট্র্যাজেডিগুলি নতুন সংকট ও সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটটিকেই মনে করিয়ে দেয়। এই পর্বের কমেডিধর্মী নাটকগুলিও ক্রমবর্ধমান সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছিলো।

কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বলা যায় চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet) এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) প্রচলন। পেত্রার্ক-প্রবর্তিত চতুর্দশপদী কবিতাকে ইংরাজী সাহিত্যের চৌহদ্দির ভেতরে নিয়ে আসেন ওয়াএট (Wyatt) এবং সারে (Earl of Surrey) এবং পরে সিডনী, স্পেনসার ও সর্বোপরি শেক্‌সপীয়ার এই সনেটরীতি গ্রহণ, অনুশীলন ও পরিমার্জনা করেন। পেত্রার্কীয় সনেটরীতি শেক্‌সপীয়ারের হাতে এক নতুন রূপ ও ব্যঞ্জনা লাভ করে।

নানাবিধ ধর্মীয় বিতর্ক এবং সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চাকে কেন্দ্র করে ইংরাজী গদ্যও এলিজাবেথীয় যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলো। টমাস মোর (More) ও রজার অ্যাস্‌চাম (Ascham)-এর হাতে যে গদ্যের সূচনা তা পরিণত হয়েছিলো রিচার্ড হুকার (Hooker) ও ফ্রান্সিস বেকন (Bacon)-এর গদ্যশৈলীতে। এলিজাবেথীয় গদ্যের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন জন লিলি (Lyly) যাঁর বিখ্যাত রচনা "ইউফুয়িস" (Euphues, ১৫৭৯ ও ১৫৮০)-এর

দুরূহ ও পীড়াদায়ক গদ্যরীতি পরবর্তী পর্যায়ের ইংরাজী গদ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো।

এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে সবচাইতে জমজমাট ও বর্ণময় ছিলো নাট্যশালাগুলি। "কার্টেন" (Gurtain), "থিয়েটার" (Theatre) ও "গ্লোব" (Globe)-এর মতো রঙ্গমঞ্চগুলি প্রত্যেক বিকেলে ভরে উঠ্‌তো নানা শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগমে। এলিজাবেথীয় নাটকের প্রবাদপুরুষ শেক্‌সপীয়ার ছাড়াও ছিলেন টমাস কিড্ (Kyd) ও ক্রিস্টোফার মারলো (Marlowe) সহ আরো অনেক প্রতিভাধর নাট্যকার। ধ্রুপদী নাট্যকারদের মধ্যে প্লটাস (Plautus), টেরেন্স (Terence) ও সেনেকা (Seneca) এলিজাবেথীয় নাট্যামোদীদের খুব প্রিয় ছিলেন। 'ইউনিভার্সিটি উইট্‌স্' (University Wits) বলে খ্যাত পিল (Peele), গ্রীন (Greene), লজ (Lodge), কিড্ ও মারলো যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন, উইলিয়ম শেক্‌সপীয়ার (Shakespeare) তাকেই নিয়ে গেলেন জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের স্বর্ণশিখরে।

এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে আর একটি বিশেষ উল্লেযোগ্য ঘটনা ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস্-এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাইবেলের স্বীকৃত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের (Authorized Version of the Bible) প্রকাশ। এই ইংরেজী বাইবেলের প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিলো অপরিসীম।

উইলিয়াম শেক্‌সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬)

জীবনবৃত্তান্ত : নানাপ্রকার তথ্যের অনিশ্চয়তা ও জটিলতার কারণে ইংরাজী সাহিত্যের সর্বকালের সর্বজনবন্দিত কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্‌সপীয়ারের জীবনকাহিনী অনেকাংশেই অনুমাননির্ভর। জন ও মেরী শেক্‌সপীয়ারের তৃতীয় সন্তান উইলিয়ামের জন্ম ১৫৬৪-র এপ্রিলে, স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-আভন শহরে। দস্তানা নির্মাণ ও খামারের কাজ সহ নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত জন ছিলেন একজন পৌর-প্রতিনিধি। কৃষিজীবী পরিবারের কন্যা মেরী আর্ডেনের সঙ্গে জন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে। স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের অবৈতনিক গ্রামার স্কুলে উইলিয়ামের প্রাথমিক শিক্ষা। ১৫৭৭-এ স্কুল ছাড়িয়ে এনে তাকে পৈতৃক ব্যবসায় লাগানো হয়, কারণ এই সময় থেকেই জনের আর্থিক অবস্থা ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী হতে থাকে। ১৫৮২-তে আঠারো বছর বয়সী উইলিয়াম নিকটবর্তী শটারি গ্রামের জনৈক রিচার্ড হ্যাথাওয়ের কন্যা অ্যানকে বিবাহ করেন। এরপর কিছুকাল একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থেকে অবশেষে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আর্থিক পরিস্থিতির চাপে উইলিয়াম চলে আসেন লণ্ডন শহরে।

লণ্ডনের মতো বিশাল শহরে ছ' বছরেরও বেশী সময় ধরে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক

কঠিন সংগ্রামে রত ছিলেন তরুণ উইলিয়াম। অনেক শ্রমসাধ্য কাজ এমনকি রঙ্গশালার বাইরে অতিথিদের ঘোড়া সামলাবার মতো কাজও করেন তিনি এই সময়। অবশেষে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি মিললো অভিনেতারূপে, লণ্ডন শহরের রঙ্গমঞ্চে। এরপর তিনি লর্ড চেম্বারলেইনের অভিনেতৃ-সংঘের (Lord Chamberlain's Company of Actors) সদস্যরূপে গৃহীত হন। এঁদের প্রধান অভিনয়স্থল ছিলো 'থিয়েটার' 'কার্টেন', গ্লোব' ও 'ব্ল্যাকফ্রায়াস' (Blackfriars)। অবশ্য অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক রচনার সূত্রে এই সময় থেকেই শেকস্‌পীয়ার জনপ্রিয়তা এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় উচ্চতায় উঠতে থাকেন। ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রথম জেমসের আমলে শেকস্‌পীয়ারের খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর দলের নতুন নামকরণ হয় 'The King's Company', যে দল শেকস্‌পীয়ারের অবদানের সূত্রে এলিজাবেথীয় নাটকের ইতিহাস পরিণত হয় কিংবদন্তীতে।

১৬১০ খ্রীস্টাব্দে শেকস্‌পীয়ার লণ্ডন ছেড়ে ফিরে আসেন স্ট্র্যাটফোর্ডে। বাস করতে থাকেন 'নিউ প্লেস' নামের এক সুবৃহৎ অট্টালিকায় যেটি তিনি কিনেছিলেন অনেক আগেই, ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর শেষ পর্বের নাটকগুলি এখানেই লেখা হয়েছিলো। লণ্ডন ত্যাগ করার পর তাঁর সংগে তাঁর নাটকের সহকর্মীদের যোগাযোগ ছিল ১৬১৩ পর্যন্ত। ঐ বছরই 'অষ্টম হেনরী' নাটক অভিনয়কালে গ্লোব থিয়েটার আগুনে ভস্মীভূত হয়। এর ঠিক তিন বছর পরেই মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে শেকস্‌পীয়ারের মৃত্যু হয় ১৬১৬-র ২৩শে এপ্রিলে।

শেকস্‌পীয়ারের কাব্য ও নাটকের পর্যালোচনা ঃ

শেকস্‌পীয়ারের জীবন বৃত্তান্তের নানা ঘটনা নিয়ে যেমন অনিশ্চয়তা ও সংশয় রয়েছে তেমনি বিতর্ক রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনার সময়কাল, কিছু রচনার প্রামাণিকতা, মারলোর কাছে তাঁর ঋণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে। শেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলির যাবতীয় পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁর নিজের দ্বারা মুদ্রিত এইসব রচনার কোনো সংস্করণ না থাকায় এ জাতীয় বিতর্কের কখনো সংশয়াতীত নিরসন হবে বলে মনে হয় না। তাঁর জীবদ্দশায় যদিও ষোলোটি নাটকের কোয়ার্টো (Quarto) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো তবুও সেগুলিকে লেখক কর্তৃক অনুমোদিত স্বীকৃত সংস্করণ বলে গ্রাহ্য করা হয় না। শেকস্‌পীয়ারের রচনাসমূহের প্রথম ফোলিও (First Folio) সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬২৩-এ নাট্যকারের দুই সহকর্মী জন হেমিঞ্জেস (Heminges) এবং হেনরি কনডেল (Condell)-এর যুগ্ম সম্পাদনায়। এই প্রথম স্বীকৃত সংস্করণে 'পেরিক্লেস' (Pericles) ছাড়া অন্য সমস্ত নাটক স্থান পেয়েছিলো। অবশ্য এই নাটকগুলির রচনাকালের কোনো উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়নি এবং নাটকগুলি রচনার ধারাবাহিকতার ক্রমানুযায়ী সাজানোও ছিলো না।

মোটামুটিভাব চব্বিশ বছর (১৫৮৮ থেকে ১৬১২) মেয়াদী শেক্সপীয়ারের কাব্য তথা নাট্যচর্চার সময়কালকে আলোচনার সুবিধার্থে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। এই চারটি পর্ব ও প্রতি পর্বের অন্তর্গত রচনাসমূহের একটি সারণী নীচে দেওয়া হোলো :

রচনাপর্ব ও সময়কাল		পর্বভুক্ত রচনা ও রচনাকাল
প্রথম পর্ব : ১৫৮৮—১৫৯৪	ক. ঐতিহাসিক নাটক :	ষষ্ঠ হেনরী (Henry VI. 3 parts 1591-92) তৃতীয় রিচার্ড (Richard III, 1592-93)
	খ. ট্র্যাজেডি :	টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস (1594) [Titus Andronicus] রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট (1594) [Romeo and Juliet]
	গ. কমেডি :	দি কমেডি অব এররস (1593) (The Comedy of Errors) টু জেন্টেলমেন অব ভেরোনা (1594) [Two Gentlemen of Verona] লাভস্ লেবারস লস্ট (1594) [Love's Labour's Lost] টেমিং অব দ্য শ্রু (1594) [Taming of the Shrew]
	ঘ. আখ্যানধর্মী কাব্য	ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস্ (1593) [Venus and Adonis] দি রেপ অব লুক্রিস (1594) [The Rape of Lucrece] দ্বিতীয় রিচার্ড (1596) [Richard II,]
দ্বিতীয় পর্ব ১৫৯৪—১৬০০	ক. ঐতিহাসিক নাটক :	রাজা জন (King John. 19596) চতুর্থ হেনরী (Henry IV, 2 parts, 1597-98) পঞ্চম হেনরী (Henry V, 1597-98) জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar, 1599)
	খ. কমেডি :	এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম (A Midsummer Night's Dream, 1596) দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস (The Merchant of Venice, 1596) মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং (Much Ado About Nothing, 1598)

রচনাপর্ব ও সময়কাল		পর্বভুক্ত রচনা ও রচনাকাল
		দি মেরি ওয়াইভস অব উইণ্ডসর (The Merry Wives of Windsor, 1600) অ্যাজ ইউ লাইক ইট (As you Like It, (1600)
	গ. কবিতা :	সনেটগুচ্ছ (1609)
তৃতীয় পর্ব : ১৬০০—১৬০৮	ক. ট্র্যাজেডি :	হ্যামলেট (Hamlet 1601) ওথেলো (Othello 1604) রাজা লীয়ার (King Lear, 1605) ম্যাকবেথ (Macbeth, 1606) অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা (Antony and Cleopatra, 1606-07)
	খ. কমেডি :	টুয়েলফথ নাইট (Twelfth Night, 1601) ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা (Troilus and Cressida, 1602) অল'স ওয়েল দ্যাট এণ্ডস ওয়েল (All's Well That Ends Well, 1602) মেজার ফর মেজার (Measure For Measure, 1604)
চতুর্থ পর্ব : ১৬০৮—১৬১২	ক. ঐতিহাসিক নাটক :	করিওলানাস (Coriolanus 1608) টিমন অব এথেন্স (Timon of Athens, 1608) পেরিক্লেস (Pericles 1608) অষ্টম হেনরী (Henry VIII, 1612)
	খ. কমেডি	সিমবেলিন (Cymbeline, 1610) দ্য উইন্টার্স টেল (The Winter's Tale, 1610) দি টেমপেস্ট (The Tempest 1611)

শেকসপীয়ারের ঐতিহাসিক/ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক :

নাট্যরচনার বিভিন্ন পর্বে শেকস্‌পীয়ার ইংল্যান্ড এবং রোমের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে বেশ কয়েকটি নাটক লেখেন। এই সমস্ত নাটক, যেমন 'তৃতীয় রিচার্ড', 'দ্বিতীয় রিচার্ড',' 'চতুর্থ হেনরী'-র দুটি ভাগ, 'পঞ্চম হেনরী' এবং 'জুলিয়াস সিজার', 'করিওল্যানাস' ও 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' চরিত্র-চিত্রণ, নাট্যনির্মাণকৌশল ও ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ ব্যবহারে শেকস্‌পীয়ারের প্রশ্নাতীত দক্ষতা ও তাঁর কবিকল্পনার উজ্জ্বল উদাহরণ স্বরূপ। এইসব নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য শেকস্‌পীয়ার প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিলেন হলিনশেড (Holinshed)-এর 'Chronicles-এর ওপর এবং গ্রীক জীবনীকার প্লুতার্ক (Plutarch) এর 'Lives,-এর টমাস নর্থ কৃত অনুবাদের ওপর। অন্যান্য সূত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এডওয়ার্ড হল (Hall)-এর 'Chronicle', রবার্ট ফেবিয়ান (Fabyan)-এর 'New Chronicles of England and of France' এবং জন স্টো (Stow)-র 'The Annales of England'। প্লট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কখনই শেকসপীয়ার অভিনবত্বের সন্ধান করেন নি। এক্ষেত্রেও তাই সহজলভ্য ঐতিহাসিক বিবরণই তাঁকে কাহিনী ও চরিত্রের কাঠামো সরবরাহ করেছে। কিন্তু যেভাবে শেকসপীয়ার দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাসকে নাট্যের সুনির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বিধৃত করেছেন, সাধারণ জনজীবন ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন রাজতন্ত্রের ভালোমন্দকে পরিস্ফুট করেছেন তা' এককথায় বিস্ময়কর। নীচের ক্রমিক আলোচনা থেকে শেকস্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলির আরো বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক :

ষষ্ঠ হেনরী (৩ ভাগ): ক্রনিকল (Chronicle) নাটকের লক্ষণযুক্ত এই নাটকের তিনটি ভাগ অভিনীত হয় ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে। ১৬২৩-এর প্রথম ফোলিও সংস্করণে তিনটি অংশই একত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম অংশে রাজা ষষ্ঠ হেনরীর শাসনকালে ফ্রান্সে ফরাসী ও ইংরেজদের যুদ্ধ এবং ইংরেজদের বিতাড়িত হওয়ার কাহিনী আছে। ইংল্যান্ডে অভিজাত সামন্তপ্রভুদের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের কথাও এই অংশে রয়েছে। নাটকের দ্বিতীয়ভাগে রাজা হেনরীর বিবাহ, ইয়র্কের সামন্তগোষ্ঠীর চাতুরী, জ্যাক কেডের বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সেণ্টআলবনসের যুদ্ধ (১৪৫৫) পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সিংহাসন লাভের প্রশ্নে ইয়র্কের ডিউকের কাছে হেনরীর নতিস্বীকার; অতঃপর রানী মার্গারেটের বিদ্রোহ ঘোষণা, ১৪৭১-এর যুদ্ধ এবং গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ডের হাতে হেনরীর মৃত্যু। অধিকাংশ সমালোচক এই নাটকে মারলো, কিড্, পিল, গ্রীন, লজ ও ন্যাশের হস্তক্ষেপ

লক্ষ্য করেছেন এবং এই নাটকের লেখক শেকসপীয়ার কি'না এমন সন্দেহও ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয় রিচার্ড : শঠ, ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারী রাজা তৃতীয় রিচার্ডকে নিয়ে লেখা এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির কাহিনীও হলিনশেডের বৃত্তান্ত থেকে গৃহীত। গ্লস্টারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও খল ডিউক রিচার্ডের সিংহাসন অধিকার, তার দমন-পীড়ন ও ঘৃণিত শাসনকাল এবং পরিশেষে মৃত্যু, এই কাঠামোর মধ্যে স্থান পেয়েছে ভাই ক্ল্যারেন্সের বিরুদ্ধে রিচার্ডের নিষ্ঠুর চক্রান্ত, রিচার্ড কর্তৃক ক্ল্যারেন্স এবং হেস্টিংস, রিভার্স ও গ্রের হত্যা, বাকিংহামের বিদ্রোহ ও রিচমণ্ডের পক্ষ সমর্থন, রিচমণ্ডের আক্রমণ এবং রিচার্ডের পরাজয় ও মৃত্যু। নিষ্ঠুর ও ক্ষমতালিপ্সু তৈমুর লঙ কে নিয়ে লেখা মারলোর নাটক 'ট্যামবারলেন' (Tamburlaine, 1587)-এর সংগে শেকস্‌পীয়ারের আলোচ্য নাটকের সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম ফোলিও সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির আগে বিভিন্ন সময়ে এই নাটকের ছ'টি কোয়ার্টো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো।

দ্বিতীয় রিচার্ড : হলিনশেড-নির্ভর এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজিক নাটকেও মারলোর প্রভাব চোখে পড়ে। রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের সংগে হেনরি বলিংব্রোকের দ্বন্দ্ব, রিচার্ড কর্তৃক বলিংব্রোকের নির্বাসন, বলিংব্রোকের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ, রিচার্ডের আত্মসমর্পণ, সিংহাসনচ্যুতি ও ঘাতকের হাতে মৃত্যু, এই কাহিনীর সংগে মারলোর 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' (Edward II, 1591) নাটকের মিল স্পষ্ট। রাজমুকুট হারানোর যন্ত্রণাবোধ যেভাবে রিচার্ডের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এবং যেভাবে রিচার্ডের জটিল মনোজগতের বিপরীতে শেকস্‌পীয়ার চিত্রিত করেছেন বলিংব্রোকের চরিত্রকে, তাতে করে শেকসপীয়ারের নাট্য প্রতিভার উৎকর্ষে আমাদের চমৎকৃত হতে হয়।

রাজা জন : শেকস্‌পীয়ারের এই নাটকটিকে ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত 'The Troublesome Reign of King John' নাটকটির পরিমার্জিত রূপ বলে মনে করা হয়ে থাকে। অবশ্য পূর্বতন নাটকটিতে যে জোরালো ক্যাথলিক-বিরোধী সুর ছিলো শেকস্‌পীয়ারের নাটকে তা বহুলাংশে প্রশমিত। এই নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রে শেকস্‌পীয়ার সবত্র নিখুঁত থাকেন নি এবং রাজা জনকেও বীরত্বের মহিমায় চিত্রিত করেন নি। এখানে রানী এলিয়েনর (Eleanor) এর সংগে জনের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারের মা কন্সটান্সের (Constance) দ্বন্দ্ব, রাজপুত্র আর্থারের করুণ পরিণতি, বিবিধ রাজনৈতিক জটিলতা এবং কন্সটান্সের গভীর দুঃখবোধ আমাদের আকর্ষণ করে। সর্বোপরি এই নাটকের Bastard Faulconbridge চরিত্রের প্রাণপূর্ণ সজীবতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২ ভাগ) : এই নাটকের দুটি ভাগে শেকস্‌পীয়ার রাজনৈতিক [illegible] সংগে কমেডির রসবোধের প্রশংসনীয় সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সাধারণভাবে মনে

করা হয়ে থাকে যে এই নাটকের প্রথম ভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং দ্বিতীয়ভাগ তা এক সম্প্রসারিত রূপ। নাটকের প্রথম ভাগে রাজা চতুর্থ হেনরীর বিরুদ্ধে Percy-দের বিদ্রোহ এবং শ্রুসবেরি (Shrewsbury)-র যুদ্ধে রাজার সেনাবাহিনীর হাতে হেনরি পার্সি বা হটস্পারের (Hotspur) পরাজয়-এর কাহিনী রয়েছে। আর এখানেই বিখ্যাত শেকস্‌পীয়ার চরিত্র স্যার জন ফলস্টাফের আবির্ভাব। তার আচরণে ও সংলাপে কমেডির বাঁধভাঙা উচ্ছৃঙ্খলতা যেভাবে ধরা পড়ে তাতে করে ফলস্টাফই হয়ে দাঁড়ায় এ নাটকের সর্বাপেক্ষা বর্ণময় চরিত্র। নাটকের দ্বিতীয়ভাগে আর্চবিশপ স্ক্রুপ (Scroop) ও অন্যান্যদের বিদ্রোহ, চতুর্থ হেনরীর মৃত্যু ও রাজপুত্র হল (Hal)-এর পঞ্চম হেনরীরূপে সিংহাসন লাভ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরই পাশাপাশি ফলস্টাফের অট্টহাস্যকর ক্রিয়াকলাপও উপস্থাপিত হয়েছে। ফলস্টাফের চরিত্র নির্মাণে ও নাটকের বিভিন্ন অংশে পূর্বতন মর‍্যালিটি (Moratity) নাটকের প্রভাব লক্ষণীয়।

পঞ্চম হেনরী : এটিই এই পর্যায়ের শেষ নাটক। রাজা পঞ্চম হেনরীর শাসন, ফ্রান্সের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ও আজিনকোর্টের যুদ্ধ (Battle of Agincourt, 1415) ইত্যাদি এই নাটকের বিষয়ভুক্ত। রাজা পঞ্চম হেনরীর চরিত্রটি যতখানি কেতাবী আদর্শসম্পন্ন ততখানি আকর্ষণীয় নয়। গঠনগত উৎকর্ষের কারণে এই নাটক এলিজাবেথীয় থিয়েটারে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো। এছাড়া কিছু কিছু অংশে আলংকারিক ভাষাশৈলী উল্লেখের দাবী রাখে।

অষ্টম হেনরী : নাট্যকারজীবনের শেষপর্বে লিখিত এই নাটকে দ্বিতীয় কোনো লেখকের অংশগ্রহণের প্রশ্নে অধিকাংশ সমালোচক জন ফ্লেচার (Fletcher)-এর নাম করে থাকেন। এই নাটকে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিশেষতঃ কিছু নাটকীয় মুহূর্ত ও দৃশ্যাবলীসহ টিউডর শাসনের অবসান ও রাজকন্যা এলিজাবেথের জন্মের বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। প্রথমা পত্নী ক্যাথেরিন (Katherine)-এর সংগে হেনরীর বিচ্ছেদ ও অ্যান বোলিন (Anne Boleyn)-এর প্রতি অনুরাগ, ক্যাথেরিনের বিচার, গর্বোদ্ধত কার্ডিনাল উলসি (Cardinal Wolsey)-র পতন ও মৃত্যু, আর্চবিশপপদে টমাস ক্র্যানমার (Cranmer)-এর আসীন হওয়া ও রাজার পক্ষ সমর্থন ইত্যাদি ঘটনা যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে করে নাটকের গঠনগত সুষমিতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলা যেতে পারে। তবে এ নাটকের বড় গুণ এর প্রাণবন্ত নাট্য-শক্তি।

রোমের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক :

জুলিয়াস সিজার : প্রাচীন রোমের মহাপ্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক জুলিয়াস সিজারকে নিয়ে লেখা এ' এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রিচার্ডের তুলনায় অনেক বেশী মহিমামণ্ডিত এই ঐতিহাসিক চরিত্রের আড়ালে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির গভীর উপাদানসমূহ শেকস্‌পীয়ারের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্লুতার্কের জীবনীমালা থেকে সংগৃহীত সিজার, ব্রুটাস ও মার্ক অ্যান্টনী ও তৎকালীন

রোমের বৃত্তান্তসমূহ অবলম্বনে নির্মিত এই নাটকে শেকস্‌পীয়ার ব্যক্তিগত নীতি ও আদর্শ-বোধের সংগে বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রিক আদর্শের সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এ' নাটকের নায়ক সিজার নন, ব্রুটাস। ব্রুটাস চূড়ান্ত আদর্শবাদী। এই অতিরিক্ত আদর্শপরায়ণতা, যা কোনো এক ব্যক্তির জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ, তা' এক দেশপ্রেমী রাজনীতিকের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে মারাত্মক অভিশাপে। ব্রুটাসের সেই ভবিতব্য। অনেকটা হ্যামলেট ও কিছুটা ওথেলোর মতো ব্রুটাস তার যাবতীয় সদ্‌গুণেরই শিকারে পরিণত। সিজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও একনায়কতন্ত্রী মনোভাবে অসন্তুষ্ট ক্যাসিয়াস (Cassius) ও ক্যাসকা (Casca) ব্রুটাসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সিজার-বিরোধী এক চক্রান্ত গড়ে তোলে। চক্রান্তকারীদের হাতে সিজার নিহত হন। অতঃপর মার্ক অ্যাণ্টনী, অক্টেভিয়াস সিজার ও লেপিডাস সম্মিলিতভাবে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের মোকাবিলা করেন। ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের দ্বন্দ্ব, ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়া (Portia)-র মৃত্যু ও অবশেষে ফিলিপ্পির যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের আত্মহনন—এইভাবেই নাটকের যবনিকা পড়ে।

করিওল্যানাস ঃ এক গর্বোদ্ধত রোমক সেনাপ্রধানের পতনের কাহিনী নিয়ে রচিত এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। কেইয়াস মার্সিয়াস (Caius Marcius) নামে এক সেনাপ্রধান তাঁর সামরিক পরাক্রমে ভলসিয়ানদের (Volscians) শহর করিওলি (Corioli) দখল করে এবং নতুন নাম নেয় করিওল্যানাস। কিন্তু তাঁর আভিজাত্যবোধ ও দম্ভ তাকে সাধারণ রোমবাসীদের প্রচণ্ড রোষের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নির্বাসনদণ্ড ধার্য হয় করিওল্যানাসের। ভলসিয়ান সেনাপ্রধান অফিডিয়াস (Aufidius)-এর সাহায্যে সে রোমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণে তৎপর হয়। অনেক চেষ্টার পর তাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়। ভলসিয়ানদের অনুকূলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে করিওল্যানাস ভলসিয়ানদের শহর অ্যাণ্টিয়াম (Antium)-এ ফিরে যায়। এখানে অফিডিয়াস তাকে বিশ্বাসহন্তারূপে অভিযুক্ত করে এবং করিওল্যানাসকে হত্যা করা হয়। অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও করিওল্যানাস কল্পনা ও বোধের অভাবে ট্র্যাজিক পরিণতির সম্মুখীন হয়।

টিমন অব এথেন্স ও পেরিক্লেস॥ গ্রীক ইতিহাসের উপাদান :

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের (৪৩১—৪০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) সমকালীন এথেন্সের ঘোর মানববিদ্বেষী টিমন-কে নিয়ে লেখা শেকস্‌পীয়ারের এই ট্র্যাজেডি তাঁর চার প্রধান ট্র্যাজেডির অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিলো। বন্ধুদের অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ ও স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণকারী টিমন চূড়ান্ত নৈরাশ্য ও মানববিদ্বেষকেই মূর্ত করে তুলে-ছিলেন তাঁর চরিত্রে। এদিক থেকে তাকে ক্রোধান্ধ রাজা লীয়ারেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলে গণ্য করা যায়। বন্ধু ও চাটুকারদের শঠতা ও প্রতারণায় ক্ষিপ্ত এথেন্সের

বিত্তশালী ও মহৎ নাগরিক টিমন সর্বস্বান্ত হয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। ঘোর মানববিদ্বেষী টিমন তাঁর তিক্ততা উদ্গীরণ করেন অ্যালসিবিয়াডেস (Alcibiades), এপম্যানটাস (Apemantus) ও ফ্লেভিয়াস (Flavius)-এর সংগে তাঁর কথোপকথনে। এথেন্সবাসীরা পরে সংকটাপন্ন অবস্থায় টিমনের সাহায্য চাইলে টিমন তাদের আত্মঘাতী হবার পরামর্শ দেন। নাটকের শেষে সমুদ্র-তীরে টিমনের সমাধি আবিষ্কৃত হলে তাব প্রস্তরগাত্রে তীব্র মানববিদ্বেষের অসহনীয় বাণীরূপ খোদিত রয়েছে দেখা যায় টিমনেব সমাধিলিপির আকারে। প্লুতার্কের 'Lives of Antonius and Alcibiades' এবং লুসিয়ানের "Timon, or the Misanthrope" গ্রন্থ থেকে শেকসপীয়ার গ্রীক ইতিহাসের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 'Timon' নামের একটি নাটকের কেবলমাত্র পাণ্ডুলিপি-অস্তিত্বের কথাও সমালোচকরা বলে থাকেন।

১৬৬৪-র দ্বিতীয় ফোলিও সংস্করণে 'পেরিক্লেস' শেকস্পীয়ার-রচনাবলীব অন্তর্ভুক্ত হয। প্রথম ফোলিও-র সম্পাদকেরা সম্ভবতঃ এই নাটকটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন এবং ১৬০৯-এ প্রকাশিত এই নাটকেব কোয়ার্টো সংস্করণ-টিকে অনুমোদন করেন নি। গ্রীক রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লেসকে নিয়ে লেখা এই রোমান্সধর্মী নাটকের উৎস ছিলো জন গাওয়ারের কবিতা 'কনফেসিও আমানটিস' (Confessio Amantis)। টায়ার (Tyre)-এর রাজপুত্র পেরিক্লেস রাজা অ্যাণ্টিওকাস (Antiochus) -এর রোষদৃষ্টি এড়াতে রাজ্য ছেড়ে সমুদ্রযাত্রায় বের হন। জাহাজডুবি হলে পেরিক্লেস পেণ্টাপোলিস (Pentapolis)-এ আশ্রয় নেন এবং রাজকন্যা থাইসা (Thaisa)-র পাণিগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে সমুদ্রপথে টায়ারের উদ্দেশে পাড়ি দেন পেরিক্লেস ও থাইসা। জাহাজেই থাইসা একটি কন্যা, মারিনা (Marina)-র জন্ম দেন। এরপর অচেতন থাইসাকে মৃত ভেবে একটি সিন্দুকে ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রে। সিন্দুকটি এফিসাস (Ephesus) এ পৌঁছোলে সেরিমন (Cerimon) নামে এক চিকিৎসক থাইসাকে পুনর্জীবিত করে তোলে। ইতোমধ্যে পেরিক্লেস ও মারিনা টারসাসে (Tarsus) পৌঁছন ও সেখানে ক্লেয়ন (Cleon) ও তার স্ত্রী ডাইওনাইজা (Dioniza)-র কাছে মারিনাকে রেখে যান পেরিক্লেস। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ডাইওনাইজা মারিনাকে হত্যার চক্রান্ত করেন। এদিকে একদল জলদস্যু মারিনাকে অপহরণ করে মাইটিলেন (Mitylene)-এর একটি বারাঙ্গনাগৃহে বিক্রী করে দেয়। মারিনার স্বর্গীয় সারল্য ও শুদ্ধতায় ঐ বারাঙ্গনাগৃহেব নিষ্ঠুর রক্ষক ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ চমৎকৃত হন। মারিনা মুক্তিলাভ করে। পেরিক্লেস তার কন্যাব মৃত্যু হয়েছে ভেবে শোকার্তচিত্তে মাইটিলেনে এসে মারিনাব সাক্ষাৎ পান। মারিনার সংগে লাইসিমাকাস (Lysimachus)-এর বিবাহ হয়। এফিসাসের দেবী ডায়নার মন্দিরে গিয়ে পেরিক্লেস থাইসার সংগে পুনর্মিলিত হন। 'পেরিক্লেস' প্রকৃতপক্ষে এক প্রতীক

নাটক, মারিনার হারিয়ে যাওয়া ও তাকে ফিরে পাওয়াকে কেন্দ্র করে মৃত্যু ও নবজন্মের ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। তবে এর আখ্যানভাগ বহুবিধ ঘটনার ঘনঘটায় অত্যন্ত জটিল এবং স্পষ্টতঃই কিছু অংশে দ্বিতীয় কোনো লেখকের (সম্ভবত জর্জ উইলকিনস্‌) অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

শেকস্‌পীয়ারের কমেডি ঃ

"কমেডি" সাধারণভাবে বিনোদনধর্মী রচনা, সরস সংলাপ ও ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে যা পরিণতি লাভ করে আনন্দজনক সমাপ্তিতে। প্রাচীন গ্রীসে দেবতা ডায়োনিসাস (Dionysus)-এর বাৎসরিক উৎসবকে কেন্দ্র করেই কমেডির উদ্ভব। গ্রীক নাট্যকার মিনান্দার (Menander) ও রোমান নাট্যকারযুগল প্লটাস ও টেরেন্স (Plautus and Terence) ছিলেন ধ্রুপদী কমেডির জনক। প্রথম স্বীকৃত ইংরেজী কমেডি নাটক নিকোলাস উডল (Nicholas Udall)-এর 'Ralph Roister Doister (1553)' ছিলো প্লটাস ও টেরেন্স অনুসৃত। এরও পূর্ববর্তী পঞ্চদশ শতকের মর‍্যালিটি নাটকগুলিতে ধর্মীয় নীতিবাদী প্রচারের মধ্যে Vice বা Devil -এর চরিত্রকে আশ্রয় করে রঙ্গব্যঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো।

শেক্সপীয়ারের পূর্বসূরীদের মধ্যে জন লিলি ও রবার্ট গ্রীন কমেডি নাটকের সূত্রপাত ঘটান তাঁদের রোমান্সধর্মী রচনার মাধ্যমে। শেক্সপীয়ারের হাতে এই নাটক জনপ্রিয়তা ও নাট্যোৎকর্ষের শির্ষবিন্দু স্পর্শ করে। ইতালীয় ও ফরাসী রোমান্সের অনুকরণে লিলি ও গ্রীন তাঁদের কমেডি নাটকগুলি রচনা করেছিলেন এবং সংলাপ রচনায় ও প্লট নির্মাণে তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। লিলি ও গ্রীনের এই নাট্যধারাকে চূড়ান্তভাবে বিকশিত করেন শেক্সপীয়ার। তাঁর বিভিন্ন-ধর্মী কমেডি নাটকগুলি এই নাট্যধারারই বৈচিত্র্যপূর্ণ, উজ্জ্বল উদাহরণ।

শেক্সপীয়ারের লঘুচপল রোমান্টিক কমেডিগুলিতে নীতিমূলক প্রচার কিম্বা সামাজিক অসঙ্গতি সমূহের প্রতি শ্লেষাত্মক অঙ্গুলি নির্দেশ চোখে পড়ে না; ধ্রুপদী স্যাটায়ারধর্মী কমেডির থেকে তাঁর কমেডিনাটকগুলি স্বতন্ত্র। তাঁর কমেডির জগৎ বর্ণময় ও রূপকথাধর্মী এবং প্রেমের মহিমামণ্ডিত এক জগৎ। আর্ডেনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদশোভিত বনানী কিম্বা কোনো জনবিরল দ্বীপ রচনা করে এই জগতের অনাবিল প্রেক্ষাপট। সংগীত, কাব্য, মোহময় নিসর্গ গড়ে তোলে উপযুক্ত আবহ। সংলাপের বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা ছাপিয়ে ওঠে ঘটনার ওঠাপড়াকে।

শেক্সপীয়ারের প্রথম পর্বের কমেডিগুলি পরীক্ষাধর্মী এবং এগুলির ওপর প্লটাস ও টেরেন্সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কমেডিগুলি অনেক পরিণত ও প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। এই পর্বের কয়েকটি নাটক—ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা", "অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল" এবং 'মেজার ফর মেজার' প্রবলেম কমেডির লক্ষণযুক্ত। এগুলিকে 'ডার্ক কমেডি' (Dark Comedy) রূপেও অভিহিত করা হয়। শেক্সপীয়ারের শেষ পর্বের তিনটি কমেডি—'সিমবেলিন', 'দ্য উইন্টার্স

টেল' এবং 'দি টেমপেস্ট' আর এক ধরনের কমেডির উদাহরণ। ট্র্যাজিক ঘটনার বিপর্যয়কর পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত নাটকের মিলনান্তক কাহিনী নাট্যায়িত হয়েছে। সে কারণে সমালোচকরা শেষ পর্বের এই নাটকগুলিকে 'ট্র্যাজি-কমেডি' (T agi-Comedy), এই অভিধা দিয়েছেন।

শেক্সপীয়ারের কমেডি নাটকগুলির পর্বভিত্তিক আলোচনা নীচে দেওয়া হোলো:

প্রথম পর্ব: The Comedy of Errors ; Two Gentlemen of Verona ; Love's Labour's Lost ; The Taming of the Shrew.

দি কমেডি অব এররস্ : Menaechmi থেকে এই নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন শেক্সপীয়ার। হুবহু একরকম দেখতে দুই যমজ ভাই—দুজনেরই নাম অ্যান্টিফোলাস (Antipholus) এবং তাদের দুই ভৃত্য—দুজনে একইরকম দেখতে এবং দুজনেরই নাম ড্রোমিও (Dromio) কিভাবে বিচিত্র ভুল বোঝাবুঝি ও জটিল বিভ্রমের মধ্য দিয়ে তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হোলো তাই নিয়েই এ' নাটক। এটি শেক্সপীয়ারের সংক্ষিপ্ততম নাটক।

টু জেন্টেলমেন অব ভেরোনা: প্রেম ও বন্ধুত্ব, তা'র সংকট ও সংকট নিরসনের কাহিনী নিয়ে রচিত এই কমেডি নাটকের উৎস হিসেবে স্প্যানীয় (Spanish ভাষায় লিখিত জর্জ ডি মনটিমেয়র (Jorge de Montemayor)-এর রোমান্স Diana Enamorada-র নাম করা যায়। দুই বন্ধু ভ্যালেনটাইন (Valentine) ও প্রোটিয়াস (Proteus) ভেরোনার দুই ভদ্রজন। প্রোটিয়াস ভালবাসে জুলিয়াকে আর ভ্যালেনটাইন প্রেমে পড়ে মিলানের ডিউককন্যা সিলভিয়ার। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রোটিয়াস সিলভিয়ার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং ভ্যালেনটাইনের বিরুদ্ধাচরণ করে। নির্বাসিত ভ্যালেনটাইন এক দস্যুদলের পাণ্ডায় পরিণত হয়। ইতোমধ্যে প্রেমিকের খোঁজে জুলিয়া বালকের ছদ্মবেশে মিলানে আসে ও প্রোটিয়াসের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়। সিলভিয়া তার পানিপ্রার্থী থুরিও (Thurio)-কে এড়াতে ভ্যালেনটাইনের সন্ধানে মিলান ত্যাগ করে। সে দস্যুদের কবলে পড়লে প্রোটিয়াস তাকে রক্ষা করে। ভ্যালেনটাইনও উপস্থিত হয়। নাটক শেষ দুই প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলনে। জুলিয়ার প্রেমের নিষ্ঠা ও থুরিওর বিরুদ্ধে ভ্যালেনটাইনের বীরত্ব প্রদর্শন মিলনান্তক পরিণতির দিকে নিয়ে যায় নাটককে। শেক্সপীয়ারের রোমান্টিক কমেডি নাটকে নারী চরিত্রসমূহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জুলিয়া ও সিলভিয়া পরবর্তী নাটকগুলির নারীচরিত্র যথা পোর্শিয়া ও রোজালিণ্ডের পূর্বসূরী।

লাভস লেবারস লস্ট: কাহিনীর উদ্ভাবন ও গ্রন্থনে এ' নাটকে শেক্সপীয়ার যথেষ্ট নিজস্বতা ও মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। সমকালীন অভিজাত সমাজ নিয়ে লেখা এবং দরবারী দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশে নিবেদিত এই নাটকে 'কমেডি অব ম্যানার্স'-এর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। নাভারের রাজা ও তিন রাজপুরুষ তিন বছরের নারীসঙ্গ

বর্জনের ও উপবাসের ব্রতে ব্রতী হয়। ফরাসী রাজকন্যা ও তার সঙ্গিনীরা ইতোমধ্যে সফরে এলে রাজন্যবর্গের ব্রত ভঙ্গ হয়। রাজা ফার্ডিনাণ্ড রাজকন্যার প্রেমাসক্ত হন এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণও প্রেম নিবেদনের পালা শুরু করেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাজকন্যা ও তার সহচরীরা প্রেমপর্বে সাময়িক বিরতি ঘোষণা করেন। বাকচাতুর্য, আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণ, নাটকীয় ভারসাম্য ও বেশ কিছু সমকালীন ঘটনার উল্লেখ ইংগিত করে যে এ নাটক বিশেষ ও পরিশীলিত দর্শকদের জন্যই রচিত হয়েছিলো।

দি টেমিং অব দ্য শ্রু : কিছুটা প্রহসনধর্মী (farcical) এই কমেডি নাটককে ১৫৯৪ সালে প্রকাশিত একটি বিতর্কিত নাটক 'The Taming of a Shrew'-পরিমার্জিত রূপ বলে মনে করা হয়। এছাড়া অ্যারিওস্টো (Ariosto) লিখিত 'Suppositi'-র জর্জ গ্যাসকয়েন (Gascoigne) কৃত অনুবাদ 'Supposes' থেকে বিয়াঙ্কার প্রেমকাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন শেক্সপীয়ার। ভেরোনা শহরের জনৈক পেত্রুচিও (Petruchio) পদুয়াবাসী ধনী ব্যাপতিস্তা (Baptista)-র বড় মেয়ে অতি মুখরা ক্যাথারিনাকে বিবাহ করতে মনস্থ করে। প্রেম নিবেদন পর্বের প্রাথমিক আক্রমণ প্রতিহত করে পেত্রুচিও কিভাবে দজ্জাল ক্যাথারিনাকে বশ করতে সক্ষম হয় তাই নিয়েই হাস্য-পরিহাসে জমজমাট এই নাটক। এরই সংগে রয়েছে ক্যাথারিনার বোন বিয়াঙ্কা ও লুসেনশিও (Lucentio)-র প্রণয় কাহিনী। পুরুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের কাছে নারীর সমর্পণের রহস্য নিয়ে এক মজাদার নাটক 'The Taming of the Shrew'।

দ্বিতীয় পর্ব : রোমাণ্টিক কমেডির স্বর্ণশিখর : A Midsummer Night's Dream ; The Merchant of Venice ; Much Ado About Nothing ; The Merry Wives of Windsor ; As You Like It ; Twelfth Night.

এ মিডসামার নাইটস ড্রিম : বাস্তব আর কল্পনা, প্রকৃতি আর অতিপ্রাকৃত মিলেমিশে রচনা করেছে এ' নাটকের আবহ। প্রেম, নৃত্য-গীত ও মদির প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে আদর্শ রোমাণ্টিক কমেডির খুবই নিকটবর্তী এখানে শেকস্‌পীয়ার। চার তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা, হার্মিয়া (Hermia), হেলেনা (Helena), লাইস্যানডার (Lysander) এবং ডেমেট্রিয়াস (Demetreus) কে নিয়ে যে প্রেমপর্ব তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে পরীদের মায়াবী জগৎ, ডিউক থিসিয়াস (Theseus) ও রাণী হিপোলাইটা (Hippolyta)-র বিবাহ। এথেন্সের নিকটবর্তী অরণ্যের আশ্রয়ে শেকস্‌পীয়ার যে ফ্যানটাসির সুরম্য শিল্পকীর্তি নির্মাণ করেছেন তা' এককথায় রূপকথার মতোই বিস্ময়কর। এই নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র তাঁতি বটম (Bottom)। মঞ্চের প্রথাগত ভাঁড় নয় বটম কিন্তু হাস্যরসের আকর্ষক উৎস

নাটকে যেভাবে প্রেমকাহিনী, পরীদের জগৎ, ডিউকের বিবাহ ও বটমের কার্যকলাপ ইত্যাদিকে গ্রথিত করা হয়েছে তা' প্রশংসনীয়।

দি মার্চেন্ট অব ভেনিস : ভেনিস শহরের যুবক ব্যাসানিও (Bassanio) ও তার বন্ধু ধনী ব্যবসায়ী অ্যান্টোনিও (Antonio) ছাড়া এই নাটকের অন্যান্য পাত্র-পাত্রীরা হোলো ইহুদি কুসীদজীবী শাইলক (Shylock), শাইলক-কন্যা জেসিকা (Jessica), ধনীদুহিতা পোর্শিয়া, ব্যাসানিওর বন্ধু গ্রাসিয়ানো (Gratiano), লরেঞ্জো (Lorenzo), শাইলক ভৃত্য গোবো (Gobbo) প্রমুখ। ব্যাসানিও-পোর্শিয়ার হৃদয়-বিনিময় ও বিবাহের মূল কাহিনী সুন্দরভাবে যুক্ত করা হয়েছে শাইলকের নিষ্ঠুরতা ও লরেঞ্জো-জেসিকার প্রণয় পর্বের সংগে। এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ শাইলকের সংগে অ্যান্টোনিওর চুক্তির শর্তবিষয়ক নাট্যোৎকণ্ঠা (dramatic suspense) এবং আইনজীবীর ভূমিকায় পোর্শিয়ার সুচতুর তার্কিক ব্যাখ্যা ও সংকটের নিরসন। শাইলকের চরিত্রে মারলোর 'The Jew of Malta' নাটকের Barabas-এর প্রতিফলন আছে। আর বিষম চুক্তির কাহিনীসূত্র শেকস্‌পীয়ার পেয়েছিলেন Giovanni Fiorentino-র Il Pecarone (The Simpleton) থেকে।

মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং : শেকস্‌পীয়ারের এই কমেডির উৎস হিসেবে ইতালীয় লেখক ব্যান্ডেলো (Bandello)-র 'Novelle' এবং অ্যারিওস্টোর 'Orlando Furioso'-র উল্লেখ করা হয়। আরাগনের যুবরাজ ডন পেড্রো (Don Pedro)-র সংগী ক্লডিও (Claudio) ও মেসিনার গভর্নর লিওনাটো (Leonato)-র কন্যা হিরো (Hero)-র প্রেম ও বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে ডন জন। এর পাশাপাশি যুবরাজের অন্য এক সহচর বেনেডিক (Benedick) ও হিরোর সম্পর্কিত বোন বিয়াত্রিচ (Beatrice)-এর প্রণয় কাহিনী এই দুই যুবক-যুবতীর তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের কারণে অত্যন্ত আকর্ষক। এছাড়া এ নাটকে রয়েছে ডগ্‌বেরি (Dogberry) ও ভার্জেস (Verges)-এর মতো অবিস্মরণীয় বিদূষক চরিত্র, বিশেষ করে ডগ্‌বেরির কথার ভুলভ্রান্তি (malapropism) তো হাস্যরসের ভাণ্ডার। খলনায়কের চক্রান্তে বিষাদান্তক পরিণতির অভিমুখী মূল প্রেমকাহিনী কিভাবে পার্শ্ব-কাহিনীর সংগে যুক্ত ও তার দ্বারা প্রভাবিত হোলো তা'ই এ কমেডির নাট্যসুমিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দি মেরি ওয়াইভস অব উইণ্ডসর : স্যার জন ফলস্টাফের প্রেমের মজাদার ঘটনা নিয়ে লেখা এই নাটক প্রধানতঃ ক্যারিকেচারধর্মী (Caricaturistic)। উইণ্ডসরের দুই ভদ্রজন ফোর্ড (Ford) ও পেজ (Page)-এর স্ত্রীদের প্রেমপত্র পাঠায় ফলস্টাফ। ফলস্টাফের দুই বিতাড়িত অনুচর স্বামীদের এ বিষয়ে সাবধান করে আর অন্যদিকে দুই স্ত্রী—Mrs Ford ও Mrs. Page-র খপ্পরে পড়ে নাকাল হয় ফলস্টাফ। নাটক শেষ উইণ্ডসর অরণ্যে এক চমকপ্রদ ও মজাদার পরিস্থিতিতে

যেখানে ফলস্টাফের সকল কীর্তিই উদ্ঘাটিত। এই নাটকে পেজ-দুহিতা অ্যানের প্রেমকাহিনী নিয়ে একটি পার্শ্ব নাট্যক্রিয়া রয়েছে।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট : অল্প কয়েকটি দৃশ্য বাদে এই কমেডির নাট্যক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে আর্ডেন অরণ্যে। শীতের তীব্রতা, ঋতুচক্রের পরিবর্তন ইত্যাদি সত্ত্বেও আর্ডেন অরণ্য এক সুন্দর, প্রাকৃতিক স্বপ্নজগৎ। রোমান্সের অবিসংবাদিত লীলাভূমি। রাজ্য হতে আপন ভ্রাতার চক্রান্তে নির্বাসিত ডিউক সিনিয়ার ও তাঁর সংগীরা আশ্রয় নেন এই আর্ডেন অরণ্যে। ডিউক-কন্যা রোজালিণ্ড (Rosalind) সিংহাসনলোভী ফ্রেডেরিক (Frederick)-এর মেয়ে সিলিয়া (Celia)-কে নিয়ে চলে আসে এই অরণ্যে। জনৈক স্যার রোলাণ্ড (Rowland)-এর ছেলে অর্লাণ্ডো (Orlando) ও তার শত্রুভাবাপন্ন ভাই অলিভার (Oliver) ও আসে আর্ডেন অরণ্যে। প্রেম এ' নাটকের মূল বিষয়। রোজালিণ্ড-অর্লাণ্ডোর রোমাণ্টিক প্রেমের সমান্তরালভাবে সিলিয়া-অলিভারের কিছুটা স্থূল প্রেমসম্পর্ক এবং টাচস্টোন (Touchstone) ও অড্রি (Audrey)-র নিতান্ত জৈবিক প্রেম বিভিন্নধর্মী প্রেমের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী তুলে ধরেছে। এছাড়াও রয়েছে মেষপালকদের সহজিয়া প্রেম ও বিবাহের বৃত্তান্ত সিলভিয়াস (Silvius) ও ফিবি (Phebe)-র আখ্যানে। দুই বিপরীতধর্মী বিদূষকরূপে বিষণ্ণচিত্ত জ্যাকুইস (Jaques) ও পেশাদার বিদূষক টাচস্টোন অনবদ্য চরিত্রচিত্রণ। অনেকগুলি গান রয়েছে এই নাটকে। এই গানগুলি কমেডির রোমাণ্টিকতা ও গীতিধর্মীতা (lyricism)-কে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। নাটক শেষ হয়েছে ডিউক সিনিয়ারের রাজ্যে তথা দরবারে প্রত্যাগমনের মধ্য দিয়ে। টমাস লজ (Lodge)-এর 'Rosalynde' এই নাট্যকাহিনীর উৎস।

টুয়েলফথ্‌ নাইট : শেকস্‌পীয়ারের পরিণত রোমাণ্টিক কমেডিগুলির অন্যতম এ' নাটক কবিকল্পনার এক অমৃতফল। এর দ্বিতীয় নামটি—'হোয়াট ইউ উইল'—এক অমল আনন্দ-উচ্ছলতার ইঙ্গিতবাহী। জাহাজডুবি, ছদ্মবেশ ধারণ, রোমাণ্টিক প্রেম ও বন্ধুত্ব, অনাবিল হাস্য-পরিহাস, বাকচাতুর্য এবং সর্বোপরি সঙ্গীত—যাবতীয় শেকস্‌পীয়রীয় উপাদান এই কমেডি নাটকে উপস্থিত। দুই যমজ ভাই-বোন সেবাস্টিয়ান (Sebastian) ও ভায়োলা (Viola) ইলিরিয়া (Illyria)-র নিকটবর্তী সমুদ্রে জাহাজডুবির পরে পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে। ভায়োলা সিজারিও (Cesario) নামে এক যুবকের ছদ্মবেশে ডিউক অরসিনো (Orsino)-র বালক-ভৃত্যরূপে ডিউকের প্রণয় ও বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে ধনী কাউণ্টেস অলিভিয়া (Olivia)-র কাছে যায়। অলিভিয়া সিজারিও-র প্রেমে পড়ে যখন সিজারিওবেশী ভায়োলা অরসিনোর প্রেমে কাতর। ইতোমধ্যে সেবাস্টিয়ান ও তার উদ্ধারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন অ্যাণ্টোনিও (Antonio) ইলিরিয়ায় পৌঁছায়। স্যার অ্যান্ড্রু অ্যাগুচিক্‌ (Andrew Aguecheek) নামে অলিভিয়ার জনৈক প্রত্যাখ্যাত পানিপ্রার্থী সিজারিওকে ডুয়েলে আহ্বান করলে অ্যাণ্টোনিও তাকে সেবাস্টিয়ান

ভেবে উদ্ধার করে। এরই মধ্যে অ্যান্টোনিওকে পুরনো এক অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে অলিভিয়া সেবাস্টিয়ানকে সিজারিও ভেবে প্রেম নিবেদন করে ও তাদের বিবাহও সম্পন্ন হয়। অরসিনো অলিভিয়া সমীপে এলে অলিভিয়া সিজারিও তথা ভায়োলাকে স্বামী বলে ভুল করে। আবার অ্যান্টোনিও সিজারিওকে সেবাস্টিয়ান বলে মনে করে। এই সময় সেবাস্টিয়ান আসে। জটিলতা দূর হয়। অরসিনো ও ভায়োলা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই নাটকের হাস্যরসের প্রধান পরিবেশক অপ্রধান চরিত্রেরা—অলিভিয়ার খুল্লতাত স্যার টোবি বেলচ্ (Toby Belch), তার বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু, অলিভিয়ার স্টুয়ার্ড (Steward) ম্যালভোলিও (Malvolio), অলিভিয়ার দাসী মারিয়া (Maria) এবং ভাঁড়রূপী ফেস্টে (Feste)। Barnabe Riche-এর 'Farewell to the Military Profession' (1581)-এ বর্ণিত একটি কাহিনী (Apolonius and Silla)-কে এই নাটকের উৎস বলে মনে করা হয়। এছাড়া Cinthio-র 'Hecatommithi' ও Sidney-র 'Arcadia' গ্রন্থগুলির কাছে শেকস্‌পীয়ার কাহিনীর ঋণ বিষয়েও বিতর্কমূলক মতামত পাওয়া যায়।

তৃতীয় পর্ব: 'প্রবলেম কমেডি' বা 'ডার্ক কমেডি' -Troilus and Cressida ; All's Well That Ends Well ; Measure For Measure শেকস্‌পীয়ারের প্রধান ট্র্যাজেডিগুলির ঠিক সমসাময়িক এই তিনটি কমেডি নাটককে একটি বিশেষ বন্ধনীভুক্ত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিক্ততা ও নৈরাশ্য এবং নাটকীয় পরিহাস এই নাটক তিনটিকে রোমান্টিক কমেডির বর্ণচ্ছটা থেকে এক অন্ধকার ও রূঢ় পরিবেশে নিয়ে এসেছে। নিছক আঙ্গিকগত কারণে এগুলিকে হয়তো ট্র্যাজেডির পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না, কিন্তু ইতোপূর্বে আলোচিত কমেডিগুলির সংগে এদের উল্লেখনীয় পার্থক্য রয়েছে।

ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা: মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নানাভাবে পাওয়া যায় ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রেমকাহিনী। অবরুদ্ধ ট্রয় নগরীর যুদ্ধবৃত্তান্তকে প্রেক্ষাপটে রেখে শেকস্‌পীয়ার এ' নাটকে যে প্রেমের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তা অনেকটাই জৈবিক বাসনাজাত। ক্রেসিডার প্রেমও ভঙ্গুর। যে ট্রয়লাসকে পরিত্যাগ করে ধরা দেয় ডায়োমিডের (Diomede) বাহুবন্ধনে। হেকটর (Hector), অ্যাকিলিস (Achilles) ও ইউলিসিস (Ulysses) প্রমুখ বীরেরা এ' নাটকে যোদ্ধৃবেশে উপস্থিত। কিন্তু প্রকৃত বীরত্বব্যঞ্জক কিছু ঘটে না এখানে। অহংকার, স্থূল আবেগ, বিশ্বাসহীনতা, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি এ' নাটকের পরিবেশকে করে তোলে তিক্ত ও নিরানন্দ।

অলস ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল: বোকাচ্চিও-র 'Giletta of Narbon, গল্পের উইলিয়াম পেণ্টার (Painter) কৃত অনুবাদ (Palace of pleasure'-এর অন্তর্ভুক্ত) শেকস্‌পীয়ারের এই নাটকের কাহিনীর ভিত্তি। এই কমেডির নাট্যকাহিনী লোককথাধর্মী। হেলেনা (Helena)-র ফ্রান্সের রাজার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়

করা ও তার পুরস্কারস্বরূপ তাকে ইচ্ছামতো স্বামী নির্বাচনের সুযোগদান এই কাহিনীর একটি অংশ। এর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে কিভাবে হেলেনা তার স্বামীকে ফিরে পাবার আশায় স্বামীর প্রেমিকা ডায়ানা (Diana)-র শয্যায় বার্ট্রাম (Bertram) -এর সংগে মিলিত হয় ও তার আংটিটি সংগ্রহ করে শর্তপূরণের তাগিদে। খুবই অদ্ভুত এবং আপত্তিকর এই প্রেমকাহিনী। তবে হেলেনার বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছতা ও বহুমুখিতা বিশেষ আকর্ষণীয়।

মেজার ফর মেজার: সিনথিও-র 'Hecatommithi'—নির্ভর জর্জ হোয়েটস্টোন (Whetstone)-এর নাটক 'Promos and Cassandra' (1578) শেকস্‌পীয়ারের এই রচনার কাহিনীসূত্র। ভিয়েনার ডিউক পোল্যান্ড যাত্রার অছিলায় তাঁর সহযোগী অ্যাঞ্জেলো (Angelo) কে শাসনভার দিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। ক্লডিও (Claudio) নামক এক যুবক অবৈধ প্রেমসম্পর্ক-নিরোধক আইনের আওতায় ধরা পড়ে ও তার মৃত্যুদণ্ড হয়। তার বোন ইসাবেলা (Isabella) তাকে রক্ষা করতে আবেদন জানালে অ্যাঞ্জেলো তাকে নারীত্বের সম্মান বিসর্জন দিয়ে ভাইয়ের জীবনভিক্ষা করতে প্রস্তাব দেয়। ইসাবেলা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কারারুদ্ধ ক্লডিও জীবনলাভের জন্য মিনতি জানাতে থাকে বোনের কাছে। ছদ্মবেশী ডিউক ঘটনাটি জানতে পেরে ক্লডিও-র মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ইসাবেলার স্থলে অ্যাঞ্জেলোর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকা মারিয়ানা (Mariana) কে পাঠানো হয় অ্যাঞ্জেলোর কাছে। তবু অ্যাঞ্জেলো ক্লডিওর প্রাণনাশের নির্দেশ দিলে ডিউক ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন। অ্যাঞ্জেলোকে ক্ষমা করা হয় ও সে মারিয়ানার সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ডিউক স্বয়ং বিবাহ করেন ইসাবেলাকে। ইসাবেলা চরিত্রের আকর্ষণ ও নাটকের নীতিকথাধর্মী চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমেডি নাটকের শেষপর্ব: Cymbeline ; The Winter's Tale ; The Tempest : ট্র্যাজেডির প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটকগুলি শেষ হয়েছে মিলনান্ত পরিণতিতে, যদিও বিপর্যয়কর নানা ঘটনায় পূর্ণ শেকস্‌পীয়ারের নাট্যকার জীবনের অন্তিমপর্বে লেখা এই নাটকগুলি। সাধারণভাবে এগুলি রোমান্সধর্মী ও প্রেমবিষয়ক। প্রতিটি নাটকেই অনিশ্চয়তা ও দুর্বিপাকের ছায়াপাত ঘটেছে। পুরাণ, লোকগাথা ও ম্যাজিক স্থান পেয়েছে অনেক বেশী গুরুত্বসহ।

সিমবেলিন: এই নাটকে হলিনশেড থেকে নেওয়া ব্রিটিশ ইতিহাসের বৃত্তান্তের সংগে নাট্যকার মিশিয়ে দিয়েছেন বোক্কাচ্চিও-র Decameron-এর একটি কাহিনীকে। 'পেরিক্লেস' নাটকের মতো জটিল 'সিমবেলিন'-এর নাট্যকাহিনী। রূপকথার একটি ছাঁদ গল্পে আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। রাজা সিমবেলিন-এর দুহিতা ইমোজেন (Imogen) গোপনে বিবাহ করেন লিওনেটাস (Leonatus) কে। ইমোজেনের বিমাতা চেয়েছিলেন তার পুত্র ক্লোটেনের (Cloten) সংগেই ইমোজেনের যেন বিবাহ

হয়। তিনি এই গোপন সংবাদ রাজার গোচরে আনেন। লিওনেটাস নির্বাসিত হয়। রোমে লিওনেটাস ইয়াকিমো (Iachimo)-র সংগে বাজি ধরে যে ইয়াকিমো ইমোজেলর অনুরাগও আনুকূল্যের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারলে সে তাকে ইমোজেন প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দিয়ে দিবেঃ ইমোজেন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইয়াকিমো কৌশলে ইমোজেনের ঘরে প্রবেশ করে ও সংগৃহীত প্রমাণ পাঠিয়ে দেয় লিওনেটাসকে। লিওনেটাস তার ভৃত্য পিসানিও (Pisanio) কে নিয়োগ করে ইমোজেনকে হত্যা করতে। পিসানিও ইমোজেনকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরিয়ে অরণ্যে ছেড়ে আসে। সেখানে ইমোজেন নির্বাসিত বেলারিয়াস (Bellarius) ও সিমবেলিনের দুই অপহৃত পুত্রের সাক্ষাৎ পায়। রোমান সৈন্যবাহিনী ব্রিটেন আক্রমণ করলে ইমোজেন রোমান সেনাপ্রধানের হাতে ধরা পড়ে ও তার ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়। যুদ্ধে প্রথমে সিমবেলিন বন্দী হলেও বেলারিয়াস ও সিমবেলিনের হৃতপুত্রেরা এবং লিওনেটাস বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে সিমবেলিনকে মুক্ত করেন। রোমান সেনাপতি ও ইমোজেন বন্দী হয়। রাজা ইমোজেনকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সে ইয়াকিমোর থেকে জানতে চায় তার অঙ্গুরীয় ইয়াকিমোর আয়ত্ত হোলো কিভাবে। ইয়াকিমো তার প্রতারণার কথা স্বীকার করে। লিওনেটাস ইমোজেনকে ফিরে পান। রাজা সিমবেলিন ফিরে পান তার দুই হারানো পুত্রকে। পাপাচারী ক্লোটেন এবং প্রতারক ইয়াকিমোর চক্রান্ত নস্যাৎ করে ইমোজেনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা খুবই উদ্দীপক ও দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিমাতার প্ররোচনা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দুরাচার রূপকথাধর্মী গল্পের আদলে গড়ে ওঠা এ' নাটকে ট্র্যাজেডির উপাদান যোগ করে। বিমাতার আত্মহত্যা ও ক্লোটেনের মুণ্ডচ্ছেদ, ক্ষমা প্রদর্শন ও পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নাটক।

দ্য উইণ্টার্স টেল ঃ রবার্ট গ্রীনের গদ্য-রোমান্স 'Pandosto' (1588) এই নাটকের কাহিনীসূত্র। 'সিমবেলিন' নাটকের কোনো কোনো অংশে যে নাট্যপ্রক্রিয়াগত স্থূলতা দেখা যায় এ' নাটকে তেমনটা নেই। সময় (Time) ও স্থান (Place)-এর ঐক্য (Unity) শেকস্‌পীয়ার লঙ্ঘন করেছেন দারুণ প্রত্যয়ের সংগে। নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্ক (Act) সিসিলিকে কেন্দ্র করে এবং এই তিন অঙ্ক মিলে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকই গড়ে উঠেছে বলা চলে। নাটকের পরবর্তী কাহিনীস্থল বোহেমিয়া (Bohemia) যেখানে চতুর্থ অঙ্কের শুরু ষোলো বছরের ব্যবধানে। সিসিলির রাজা লিওনটেস (Leontes) বিনা কারণেই রাণী হার্মিওন (Hermione) কে সন্দেহ করতে থাকেন যে রাণী বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনেস (Polixenes)-এর প্রতি অনুরক্ত। লিওনটেস বিষপ্রয়োগে পলিক্সেনেসকে হত্যার চক্রান্ত করলে পলিক্সেনেস পালাতে সক্ষম হয়। হার্মিওন বন্দী হন ও বন্দীদশায় একটি কন্যার জন্ম দেন। অ্যাপোলো (Apollo)-র ঘোষণাও হার্মিওন সম্পর্কে লিওনটেসকে সন্দেহ মুক্ত করতে সক্ষম হয় না। হার্মিওনের কন্যাকে পলিক্সেনেসের অবৈধ সন্তান মনে করে জনৈক অ্যাণ্টিগোনাস (Antigonus) কে নিয়োগ করেন লিওনটেস শিশু

কন্যাটিকে হত্যায়। শিশুকন্যা পারডিটা (Perdita)-কে বোহেমিয়ার সমুদ্রতীরে রেখে আসে অ্যাণ্টিগোনাস এবং সে নিজে একটি ভালুকের হাতে নিহত হয়। এই ঘটনাসূত্রই নাটকের দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে প্রথমার্ধকে যুক্ত করে। পারডিটা মেষপালকদের কাছে বড় হয় এবং পলিক্সেনেস পুত্র ফ্লোরিজেল (Florizel)-এর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। বাবার রোষদৃষ্টি এড়াতে ফ্লোরিজেল, পারডিটা ও মেষপালক চলে আসে লিওনটেসের রাজ্যে। পারডিটার পরিচয় প্রকাশ পেলে লিওনেটাস উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। হার্মিওনের প্রতি অবিচারের কারণে ক্ষোভে-দুঃখে কাতর হন তিনি। অ্যাণ্টিগোনাস-পত্নী পউলিনা (Paulina) ইতোপূর্বে হার্মিওনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলো হার্মিওনকে রাজার ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করতে। এখন সেই হার্মিওনকে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত করে। পলিক্সেনেসও পারডিটা-ফ্লোরিজেলের সম্পর্ক সানন্দে অনুমোদন করে। প্রথম তিন অঙ্কে যা' ছিলো সার্থক ট্র্যাজেডি তা-ই এক চমকপ্রদ, মিলনান্ত পরিণতিতে শেষ হয়। লিওনটেসের ঈর্ষাপরায়ণতা ও শুদ্ধপ্রাণা হার্মিওনকে হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ওথেলো-দেসদিমোনার কাহিনীকে মনে পড়িয়ে দেয়। তবে অন্য দুটি নাটকের মতো শেষপর্বের এই নাটকটিতেও হতাশা, ঈর্ষা, হত্যার চক্রান্ত ও শঠতা থেকে শেকস্‌পীয়ার সারল্য ও শুদ্ধতার জগতে ফিরে এসেছেন। বোহেমিয়ার স্বপ্নরাজ্যে যে ফ্লোরিজেল-পারডিউটার প্রণয়কাহিনীর সূচনা সিসিলিতে এসে তারই সার্বিক আনন্দঘন সমাপ্তি, নতুন আশা ও ভালোবাসায়।

দি টেমপেস্ট : এটি শেকস্‌পীয়ারের একমাত্র নাটক যেখানে ধ্রুপদী নাট্য-ঐক্যের নীতি (Classical Unities) মেনে চলা হয়েছে। দূরবর্তী কোনো এক জনবিরল দ্বীপে, একটি দিনের সময়সীমায় এ নাটকের সমস্ত ঘটনা সীমাবদ্ধ। রোমান্সধর্মী ও কাব্যসুষমামণ্ডিত এ এক অত্যাশ্চর্য নাটক। মিলানের যাদুকর ডিউক প্রস্পেরো (Prospero)-নিয়ন্ত্রিত এক স্বগীয় দ্বীপভূমিতে সংঘটিত এ' নাট্যকাহিনী আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সিংহাসনলিপ্সু ভ্রাতা অ্যাণ্টোনিও কর্তৃক ডিউক প্রস্পেরো কন্যা মিরাণ্ডা (Miranda) কে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রাকালীন এসে পড়েন এক আশ্চর্য দ্বীপে, যে দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী এক বিচিত্র দানব ক্যালিবান (Caliban)। ডাকিনী সাইকোর‍্যাক্স (Sycorax) কে নির্বাসিত করা হয়েছিলো এই দ্বীপে ; ক্যালিবান সেই সাইকোর‍্যাক্সেরই পুত্র। এই দ্বীপে প্রস্পেরো ও মিরাণ্ডা বাস করেন দীর্ঘ বারো বছর। প্রস্পেরো জাদুবলে নামিয়ে আনেন নানান বায়বীয় সত্তা, এরিয়েল (Ariel) যাদের দলপতি। বারো বছর এভাবে কাটার পর সমুদ্রযাত্রী অ্যাণ্টোনিও, তার সহচর নেপলস্‌রাজ অ্যালনসো (Alonso) ও রাজপুত্র ফার্দিনান্দ (Fardinand)-এর জাহাজটিকে যাদুবলে ডুবিয়ে দেন প্রস্পেরো। যাত্রীরা রক্ষা পায় কিন্তু ফার্দিনান্দ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। এদিকে ফার্দিনান্দ ও মিরাণ্ডা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও প্রণয়াসক্ত হয়। প্রস্পেরোর নির্দেশমতো এরিয়েল অ্যাণ্টোনিও ও অ্যালনসোর ওপর নানাবিধ পীড়ন চালায়। অ্যাণ্টোনিও তার দোষ স্বীকার করে। প্রস্পেরো ও ফার্দিনান্দ তাদের সঙ্গে পুন-

মিলিত হন। যাদুবলে ডুবে যাওয়া জাহাজটিকে পুনরুদ্ধার করা হয়। প্রস্পেরো তাঁর যাদুবিদ্যা পরিহার করেন এবং দ্বীপ ত্যাগ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ক্যালিবান আগের মতোই একা থেকে যায় যাদু-দ্বীপে। প্রস্পেরোর কল্যাণী জাদু, যা 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাকিনীমায়ার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, পুনরুজ্জীবন ঘটায় স্খলিত ও পথভ্রষ্টদের। আর পুনরুজ্জীবনের পর সকলেই ফিরে আসেন সভ্যজীবনে, মানবসমাজে। একটি জার্মান নাটক থেকে নির্বাসিত জাদুকর ও তার কন্যার কাহিনী এবং বারমুডায় স্যার জর্জ সমার্স (George Somers)-এর জাহাজডুবির বিবরণ থেকে এই নাটকের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন শেকস্‌পীয়ার।

শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি : সাধারণভাবে বলতে গেলে 'ট্র্যাজেডি' নাট্যাকারে লিখিত বিষাদান্ত রচনা যার সমাপ্তি ঘটে থাকে বীর ও সংগ্রামী কোনো নায়কচরিত্রের গৌরবজনক মৃত্যু তথা বিনাশে। 'কমেডি'-র মতোই প্রাচীন গ্রীসে উদ্ভূত এই নাট্যরূপ প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক আলোচনা করেন অ্যারিস্টটল (Aristotle) তাঁর বিখ্যাত 'পোয়েটিকস্‌' (Poetics) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা, স্বরূপ, নাট্য-উপাদান, ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্র, কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, আবেগমোক্ষণ (Catharsis) ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ অ্যারিস্টটল উপস্থাপিত করেছিলেন তা ছিলো প্রধান গ্রীক নাট্যকারত্রয়ী অ্যাসকাইলাস (Aeschylus), সফোক্লিস (Sophocles) এবং ইউরিপিডিস (Euripides)-এর ট্র্যাজেডিনাটকের অভিজ্ঞতালব্ধ। মোটের উপর 'ট্র্যাজেডি' বলতে অপ্রতিরোধ্য নিয়তি (Fate)-র বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ কোনো এক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে তার পরিসমাপ্তি, এটাই ছিল অ্যারিস্টটলের বক্তব্য। পূর্ণাঙ্গ নাটকের আকারে বিধৃত এই মহত্ত্বপূর্ণ জীবন কাহিনী 'দয়া' (Pity) ও 'ভীতি' (Fear) এই আবেগযুগলকে মথিত করবে এবং অতিরিক্ত আবেগময়তার মোচন ঘটাবে। এই মোচন তথা 'Purgation' ছিলো গ্রীক ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-নাটকের সূত্রপাত ষোড়শ শতকে। কমেডির তুলনায় এই নাট্যধারার সংগে দেশীয় ঐতিহ্য অর্থাৎ 'মিরাকল' (Miracle) ও 'মর‍্যালিটি' (Morality)-র সংযোগ কম ছিলো বলা যায়। অন্যপক্ষে ইতালীয় ও ফরাসী নাট্যাদর্শের প্রভাব ইংলণ্ডে ট্রাজেডির উদ্ভবের এই পর্যায়ে ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে সেনেকা (Seneca) ও তার অতিনাটকীয় ভাবাবেগপ্রধান ট্র্যাজেডি নাটকগুলি ছিলো শেকস্‌পীয়ার-পূর্ব থিয়েটারে অতি জনপ্রিয় ও নাট্যরচয়িতাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি বলে চিহ্নিত 'গর্বোডাক' (Gorbodue, 1562) ছিলো সেনেকার নাট্যরীতির অনুকরণে লিখিত একটি 'revenge' নাটক। হত্যা, হিংসা, রক্তপাত ও প্রতিহিংসা অবলম্বনে গড়ে ওঠা এই নাটক পূর্ণ ছিলো স্থূল আবেগমন্থনকারী ঘটনা ও দীর্ঘ আড়ম্বরযুক্ত সংলাপে। টমাস কিড (Thomas Kyd)-এর 'The Spanish Tragedy' (1592) এই জাতীয় নাটকের

রীতি ও অভিনয়যোগ্যতাকে এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো এবং পরবর্তী অনুরূপ নাটকে, বিশেষতঃ মারলো ও শেকস্‌পীয়ারের ক্ষেত্রে, কিডের নাটক হয়েছিলো পথনির্দেশক। মারলোর 'The Jew of Malta' (1592) ও শেকস্‌পীয়ারের 'Titus Andronicus' (1594) এই ধারারই অনুবর্তন। এছাড়া শেকস্‌পীয়ারের বিখ্যাত 'Hamlet' (1601) নাটকে কিডের প্রভাবও উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডি ও নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডে প্রচলিত ও জনপ্রিয় সেনেকার ট্র্যাজেডি এবং 'মিরাকল' ও 'মর‍্যালিটি' নাটকের দেশজ উপাদানসমূহ সব এসে মিলিত হয়েছিলো যুগন্ধর ও মানবতন্ত্রী নাট্যকার শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি নাটকগুলিতে। অবশ্যই ধ্রুপদী নাট্যরীতির নিয়মনীতির অনুশাসন শেকস্‌পীয়ারের নাট্যপ্রতিভার সৃজনশীলতার পক্ষে সহায়ক ছিলো না এবং শেকস্‌পীয়ার তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলির ক্ষেত্রে কোনো ধরাবাঁধা সূত্র বা ছক মেনে চলেন নি। তাঁর নাটকে প্রতিস্পর্ধী দৈবী শক্তির অমোঘতা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি কেন্দ্রীয় চরিত্রের দুর্বলতা বা ভ্রান্তি কিভাবে খ্যাতি ও বীর্যবত্তার উত্তুঙ্গ শীর্ষাসন থেকে ট্র্যাজেডির নায়ককে টেনে নামিয়ে এনেছে বিপর্যয় ও বিনাশের মধ্যে তাকেও চিত্রিত করেছেন তিনি। এভাবেই ব্যক্তিচরিত্রই নিয়তির অপ্রতিরোধ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের প্রসঙ্গে তাই আমরা 'Character is Destiny' এই মন্তব্য শুনে থাকি। ওথেলোর ঈর্ষাপরায়ণতা, ম্যাকবেথের অসীম উচ্চাভিলাষ হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, লিয়ারের অন্ধ ক্রোধ এবং অ্যান্টনির প্রেমোন্মাদনা—এ সবই বিত্তশালী, প্রতিপত্তিবান আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গেছে অনিবার্য ধ্বংসের পথে। নবজাগরণের বিশ্বদৃষ্টির কেন্দ্রে ছিলো মানুষ। তার স্পৃহা, প্রচেষ্টা, উদ্দীপনা ও শক্তি উন্মোচিত করেছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের নব নব দিগন্ত। মারলোর দিগ্বিজয়ী ট্যামবারলেইন ও অসীম জ্ঞানলিপ্সু ফসটাস-এর মতো শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডির নায়কচরিত্রেরাও নবজাগরণের মানবতাবাদী চিন্তাচেতনার জয়পতাকা তুলে ধরেছিলেন শূন্যে যদিও তার দূরতম দার্শনিক মেরুবিন্দুস্থিত নৈরাশ্য হয়েছিলো তাদের পরিণতি। আর এই ফলাফলের দায়ভার নবজাগরণের যুগে কেবলমাত্র দৈবী শক্তির ওপর চাপিয়ে মানুষকে সমস্ত দায়িত্বমুক্ত বলে ঘোষণা করাও সম্ভবপর ছিলো না। তাই শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিসমূহে আমরা অসীম শক্তিধর ও সম্ভাবনাময় মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের চিরাচরিত দ্বন্দ্বের কাঠামোয় সংকটাপন্ন ও পরিশেষে চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখি। নাটক শেষ হয় নায়কের মৃত্যুতে যখন সমস্ত বিশৃঙ্খলার পর এক নতুন ভারসাম্য তথা শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

প্রখ্যাত শেকস্‌পীয়ার-সমালোচক এ. সি. ব্র্যাডলি 'হ্যামলেট'-ম্যাকবেথ'-'ওথেলো' এবং 'কিং লিয়ার'কে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির (Great Tragedies) পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আই. এ. রিচার্ডস এই তালিকায় 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' ও 'করিওল্যানাস' কে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। শেকস্‌পীয়ারের প্রথম ট্র্যাজেডিনাটক

'টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস' স্পষ্টতই সেনেকার 'revenge tragedy'-র অনুকরণে রচিত। একই সময়ে লিখিত আর একটি ট্র্যাজেডি 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' সর্বকালের স্মরণীয় প্রেমকাহিনী। ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের করুণ কাহিনী, যদিও একে শেকস্‌পীয়ারের প্রতিনিধিত্বমূলক ট্র্যাজেডিনাটক বলা চলে না। বিশ্বখ্যাত ট্র্যাজেডি চতুষ্টয়—Hamlet, Othello, King Lear ও Macbeth এবং রোমক ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত অবিস্মরণীয় Antony and Cleopatra, ১৬০১ থেকে ১৬০৮—এই সময়কালের মধ্যে রচিত হয়েছিলো। ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা ও তিক্ততার সংগে ট্র্যাজেডি রচনার এই বিশেষ সময়কালের যোগাযোগের কথা বলে থাকেন অনেক সমালোচক। হ্যামলেটের অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, নারীবিদ্বেষ, যৌনব্যভিচার, উন্মত্ততা থেকে ওথেলোর হঠকারিতা ও ঈর্ষা তথা লিয়ারের ক্রোধান্ধতা, ম্যাকবেথের ক্রূরতা, অ্যাণ্টনির সর্বনাশা আকর্ষণ ও স্পৃহা হয়ে শেকস্‌পীয়ার এসে পৌঁছেছিলেন টিমনের সর্বগ্রাসী মানববিদ্বেষে। আর এই অন্ধকারের অতল গর্ভ থেকেই তাঁর ফিরে যাওয়া ক্ষমাসুন্দর ও অলৌকিক সদর্থক আলোর জগতে। তাঁর শেষ পর্বের রোমান্সধর্মী কমেডি নাটকগুলিতে।

এখানে শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে ইতোপূর্বে সারণীবদ্ধ ক্রম-অনুযায়ী :

টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস : হত্যা, পাল্টা হত্যা, বীভৎস হিংসার এই নাটক সেনেকার Thyestes ও Troades-এর ধাঁচে রচিত। রোমান সেনাধ্যক্ষ টাইটাস (Titus) এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গথদের (Goths) বিরুদ্ধে যুদ্ধে টাইটাসের পুত্রেরা নিহত হয়। যুদ্ধে ধৃত গথদের রানী ট্যামোরা (Tamora)-র জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রতিশোধবশে হত্যা করে টাইটাস। ট্যামোরার পুত্রেরা ও অ্যারন (Aaron) নামে ট্যামোরার প্রণয়ী টাইটাস-কন্যা ল্যাভিনিয়া (Lavinia)-র ওপর নৃশংস নিপীড়ন চালালে প্রতিহিংসাপরায়ণ টাইটাস ট্যামোরার পুত্রদের হত্যা করে নরমাংস পরিবেশন করে ট্যামোরাকে। অবশেষে সে কন্যা ল্যাভিনিয়াকেও হত্যা করে তাকে তার লজ্জাকর জীবনের হাত থেকে অব্যাহতি দিতে। এইভাবে এক ভয়াবহ রক্তস্নান শেষ করে টাইটাস। সেনেকার নাটকের ভয়াবহতা ও শ্বাসরোধকারী আবেগমন্থন এ'ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ।

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট : নিয়তিলাঞ্ছিত রোমাণ্টিক প্রেমের কাহিনী নিয়ে এ' নাটক। ভেরোনা শহরের দুই চিরশত্রু পরিবার মণ্টেগু (Montagues) ও ক্যাপুলেট (Capulets)। মণ্টেগু পরিবারের তরুণ রোমিও (Romeo) প্রথম দর্শনেই অনুরক্ত হয় ক্যাপুলেট-কন্যা জুলিয়েট (Juliet)-এর প্রতি। তারা গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদিকে বন্ধু মার্কুশিও (Mercutio) ও ক্যাপুলেট পরিবারভুক্ত টাইবাল্ট (Tybalt)-এর বিবাদ ও অসিযুদ্ধের মধ্যে এসে পড়ে রোমিও। ঘটনাচক্রে টাইবাল্ট রোমিও কর্তৃক নিহত হয়। রোমিও নির্বাসিত হয়। ক্যাপুলেট রাজপরিবারের সংগে সম্পর্কিত জনৈক কাউণ্ট প্যারিসের (Count Paris) সংগে

জুলিয়েটের বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জুলিয়েট গররাজী হয় কিন্তু ক্যাপুলেট পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন জনৈক যাজকের পরামর্শমতো জুলিয়েট বিষাক্ত পানীয় সেবন করে বিবাহের পূর্ব রাত্রে, যার ফলশ্রুতিস্বরূপ সে আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীনভাবে দীর্ঘসময় পড়ে থাকতে পারবে। এদিকে যাজক নির্বাসিত রোমিওকে সংবাদ পাঠায় জুলিয়েটকে উদ্ধার করতে। রোমিওর কাছে ভুল খবর যায় যে জুলিয়েট মৃত। সে ফিরে আসে সংগে প্রাণঘাতী বিষসহ। কাউন্ট প্যারিসকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধে রত হয় রোমিও এবং হত্যা করে কাউন্টকে। মৃতপ্রায় জুলিয়েটকে শেষ চুম্বন করে বিষপানে আত্মহত্যা করে রোমিও। জুলিয়েট চেতনা ফিরে পাবার পর মৃত রোমিওকে দেখতে পায় ও ছুরিকাঘাতে আত্মবিসর্জন দেয়। এরপর মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট পরিবারের শত্রুতার অবসান হয়। ঘটনাচক্রে দুটি তরুণ প্রাণের অকৃত্রিম ও আবেগময় প্রেমের করুণ পরিণতি নিয়েই এই নাটক। এই ট্র্যাজেডির গভীরতা সম্পর্কে তাই সংশয় আছে। প্রেমের মহত্ত্ব ও আত্মনিবেদনের গরিমাই এ' নাটকের মর্মবস্তু। আর্থার ব্রুক (**Arthur Brooke**)-এর কবিতা **'The Tragical History of Romeus and Juliet'**-কে শেকস্‌পীয়ারের সূত্র বলে মনে করা হয়।

হ্যামলেট : রাজপুত্র অ্যামলেথ তথা হ্যামলেটের কাহিনীর উৎস ছিলো ঐতিহাসিক স্যাক্সো গ্রামাটিকাস (**Saxo Grammaticus**)-এর **'Historia Danica'** গ্রন্থ। **Belleforest**-এর ফরাসী **'Histoires Tragiques'**-এ এই লোককাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকেই শেকস্‌পীয়ারের প্রাথমিক সূত্র বলে মনে করা হয়, যদিও বিতর্কিত নাটক **'Ur-Hamlet'** (এটি কিডের রচনা বলে অনুমান করা হয়)-এর সংগে শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডির যোগাযোগের কথাও বলা হয়ে থাকে। ডেনমার্কের যুবরাজ তরুণ হ্যামলেট তার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে উচ্চ-শিক্ষা স্থগিত রেখে দেশে ফেরে ও দেখে তার খুল্লতাত ক্লডিয়াস (**Claudius**) সিংহাসনে আসীন এবং অতি দ্রুততায় রাণী গারট্রুড (**Gertrude**)-এর সংগে ক্লডিয়াসের বিবাহও সম্পন্ন হয়েছে। হ্যামলেটের মৃত পিতার প্রেত (**Ghost**) তার মৃত্যুর রহস্য জানায় পুত্রকে ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাকে প্ররোচিত করে। মাতা গারট্রুডের সংগে খুল্লতাতের অবৈধ প্রেমসম্পর্ক ও তাদের যৌথ ষড়যন্ত্রে পিতার মৃত্যুর ঘটনা হ্যামলেটকে বিহ্বল করে তোলে। সে ক্লডিয়াসের সন্দেহ এড়াতে আত্ম-রক্ষার্থে অপ্রকৃতিস্থতার ভান করতে থাকে। বিষণ্ণতা ও তিক্ততায় হ্যামলেটের অন্তর পূর্ণ হয়। এমনকি সে তার প্রেমিকা পলোনিয়াস (**Polonius**)-কন্যা ওফেলিয়া (**Ophelia**)-র সংগে যারপরনাই দুর্ব্যবহার করতে থাকে। প্রেত বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা যাচাই করতে রাজার উপস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যার এক অনুরূপ নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে হ্যামলেট। ক্লডিয়াসের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়ে। এরপরেই মাতা গারট্রুডের ঘরে উত্তেজনাকর এক মুহূর্তে পর্দার আড়ালে আড়ি পেতে থাকা পলোনিয়াসকে ক্লডিয়াস ভেবে তরবারির আঘাতে হত্যা করে হ্যামলেট। রাজা ক্লডিয়াস হ্যামলেট হত্যার পরিকল্পনা করে ইংলণ্ডে পাঠান হ্যামলেটকে। সমুদ্রপথে

জলদস্যুদের হাতে পড়ে ঘটনাচক্রে হ্যামলেট ফিরে আসে ডেনমার্কে। শুনতে পায় ওফেলিয়ার আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ। ইতোমধ্যে পলোনিয়াস-পুত্র লেয়ারটেস (Laertes) পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলে রাজা ক্লডিয়াস এক তরবারি যুদ্ধের আয়োজন করেন। লেয়ারটেস এক বিষমাখানো তরবারির আঘাতে হত্যা করে হ্যামলেটকে, যদিও এর আগে সে নিজে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং হ্যামলেট ছুরিকাঘাত করে ক্লডিয়াসকে। হ্যামলেটের জন্য নির্দিষ্ট বিষপানীয় পান করে গারট্রুডও ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

সিংহাসনলিপ্সা, চক্রান্ত, হত্যা, প্রতিহিংসা, অপ্রকৃতিস্থতা, অবৈধ প্রেমসম্পর্ক প্রেতের উপস্থিতি, নায়কচরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব—সব মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল শেকস্‌পীয়ারের এই বহু বিতর্কিত ট্র্যাজেডির নাট্যকাহিনী। এক ভয়ানক আত্মিক সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত হ্যামলেট-মানস প্রকৃতপক্ষে এক সর্বকালীন সংকটের প্রতিরূপ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে তার বিলম্ব ও দ্বিধা, গারট্রুডের আচরণে সমগ্র নারীজাতির প্রতি তার বিতৃষ্ণা যার ফলশ্রুতি ওফেলিয়াকে বর্জন, তার বিষণ্ণচিত্ততা ও অপ্রকৃতিস্থতা ইত্যাদি হ্যামলেট চরিত্রকে শেকস্‌পীয়ার তথা বিশ্বনাট্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। রেনেসাঁ জ্ঞানচর্চার উত্তুঙ্গ বিশ্বাসবোধ একসময় হ্যামলেটকে প্রাণিত করেছিলো এ কথাগুলি বলতে—'**What a piece of work is man !...**' প্রেম ও বিশ্বাসের বিনষ্টি সেই হ্যামলেটকে নারী-বিদ্বেষের অভিব্যক্তি যোগায়—'**Frailty, thy name is woman !**' সবশেষে হ্যামলেট রূঢ় জীবন বাস্তবের ঘোর কৃষ্ণপক্ষে উপনীত হয়—'**...Yet what is this quintessence of dust !**' ক্লডিয়াস ও গারট্রুডের মৃত্যুতে পৃথিবী পাপমুক্ত হবে এমন কোনো আশা থাকে না হ্যামলেটের। শেকস্‌পীয়ারের এই ট্র্যাজেডি নাটক এভাবেই এক বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হয়। এলিয়টের ভাষায় '**Mona Lisa of literature !**'

ওথেলো : প্রেম, ঈর্ষা ও ভাগ্যবিড়ম্বনার এক চিরস্মরণীয় কাহিনী এই ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু। ভেনিসের সেনেটর ব্রাবানশিও (**Brabantio**)-র কন্যা ডেসডিমোনা স্বামীত্বে বরণ করে কৃষ্ণকায় বীর সেনানায়ক ওথেলোকে। ওথেলো তরুণ ক্যাসিও (**Cassio**)-কে তার লেফ্‌টেনান্টরূপে নিযুক্ত করলে ঐ পদের আর এক প্রার্থী ইয়াগো (**Iago**) রুষ্ট হয় এবং প্রতিশোধ চরিতার্থ করার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমে চক্রান্তের জাল বুনে ক্যাসিওকে পদচ্যুত করে ইয়াগো। পরে ক্যাসিওর মারফৎ ডেসডিমোনাকে অনুরোধ জানায় ক্যাসিওর হয়ে ওথেলোর কাছে দরবার করতে। অন্যদিকে সুচতুরভাবে ইয়াগো ওথেলোর মনে ডেসডিমোনার আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এরপরে তারই কুশলী আয়োজনে ডেসডিমোনাকে ওথেলোর দেওয়া একটি রুমাল পাওয়া যায় ক্যাসিওর কাছে। দারুণ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ওথেলো শ্বাসরোধে হত্যা করে সরলমনা ডেসডিমোনাকে। নির্দোষ ক্যাসিওকে হত্যা করতে ইয়াগো নিযুক্ত করে তার অনুচর রোডেরিগো (**Roderigo**)-কে। রোডেরিগো

ব্যর্থ হয় এবং ইয়াগোর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। ওথেলো তীব্র অনুশোচনায় আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়। বিবেচনা ও বিচক্ষণতার অভাব কিভাবে মহৎ চরিত্রের মহিমময়তাকে খর্ব করে ও তাকে দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত করে ওথেলোর চরিত্র তারই উদাহরণ। চতুর ও চক্রান্তকারী ইয়াগো ম্যাকিয়াভেলির নীতির দ্বারা পরিচালিত এক খলচরিত্র (Villain) যার ভয়ংকর পরিকল্পনার রহস্যজাল ভেদ করা মহৎ প্রাণ ওথেলোর সাধ্যাতীত ছিলো। কোল্‌রিজ (Coleridge) ইয়াগো চরিত্রে দেখেছিলেন 'motiveless malignity।' আধুনিক ভাষ্যকারেরা ইয়াগোকে স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনিক (cynic) চরিত্ররূপে চিহ্নিত করেছেন। ওথেলো মূলতঃ রোমান্টিক প্রেমিক যে ইয়াগোর প্ররোচনায় বিসর্জন দিয়ে বসে তার বিচারক্ষমতা। ডেসডিমোনা সারল্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। ওফেলিয়ার মতোই তার পরিণতি অকালমৃত্যুতে যে মৃত্যু আদৌ তার প্রাপ্য ছিলো না।

কিং লীয়ার ঃ অশীতিপর রাজা লীয়ারের ট্র্যাজেডি অশাসিত আবেগ ও অদূরদর্শিতাপ্রসূত। ভাগ্যবিড়ম্বিত লীয়ার ও তাঁর তিনকন্যার কাহিনী পুরাণে ও লোককথায় প্রচলিত ছিলো। দ্বাদশ শতকে Geoffrey of Monmouth কথিত এই কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো হলিনশেডের বৃত্তান্তে ও স্পেনসারের Faerie Queene কাব্যে। এছাড়া একই বিষয়ে একটি লেখকপরিচিতিহীন নাটকেরও সন্ধান পাওয়া যায় যেটি শেকস্‌পীয়ার তাঁর অন্যতম সূত্ররূপে ব্যবহার করেন। বৃদ্ধ রাজা লীয়ার তাঁর তিন কন্যা—আলবেনির ডিউকপত্নী গনেরিল (Goneril), কর্নওয়ালের ডিউকপত্নী রেগন (Regan) এবং সর্বকনিষ্ঠা কর্ডেলিয়া (Cordelia)-র মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে দেবার প্রস্তাব দেন। আর এই বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে স্থির হয় তিন কন্যার প্রত্যেকে বৃদ্ধ পিতার প্রতি তার ভালবাসার কথা ব্যক্ত করবে। গনেরিল ও রেগন সাড়ম্বর বাকচাতুর্যে লীয়ারকে চমৎকৃত করে ও পুরস্কারস্বরূপ উভয়েই রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করে। কর্ডেলিয়া এজাতীয় চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণায় আতিশয্য পরিহার করে এবং পিতার প্রতি কর্তব্য অনুযায়ী ভালবাসার কথা ব্যক্ত করে। প্রিয় কর্ডেলিয়ার প্রতি দারুণ ক্রোধে অন্ধ লীয়ার তাকে নির্বাসিত করেন এবং ফ্রান্সের রাজা বিনা পণেই কর্ডেলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। এরপরের কাহিনী হৃদয়হীনা গনেরিল ও রেগনের হাতে বৃদ্ধ লীয়ারের অসম্মান ও পীড়নের করুণ কাহিনী। বিতাড়িত রাজা তাঁর পেশাদার বিদূষককে নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় ছিন্নবস্ত্র পরিধানে ক্রোধে-অভিমানে উন্মত্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ান ঝড়ঝঞ্ঝায় উত্তাল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। নাটকে লীয়ার-কাহিনীর সমান্তরালে রয়েছে গ্লস্টার (Earl of Gloucester) ও তার দুই পুত্র এডগার (Edgar) ও এডমণ্ডের (Edmund) কাহিনী। অবৈধ পুত্র এডমণ্ডের চক্রান্তে নিগৃহীত, নিষ্ঠুর কর্ণওয়ালের হাতে দৃষ্টিশক্তিরহিত গ্লস্টারকে আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনে উন্মাদের ছদ্মরূপধারী পিতৃপরিত্যক্ত এডগার। একইভাবে উন্মাদ রাজা লীয়ারও আশ্রয় পান স্নেহশীলা কর্ডেলিয়ার কাছে। এডমণ্ডের প্রতি প্রণয়াসক্ত গনেরিল ও রেগন নিয়তির নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; গনেরিল

রেগনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতিনী হয়। এডমন্ড ও আলবেনি পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর হাতে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হলে লীয়ার ও কর্ডেলিয়া কারারুদ্ধ হন। কর্ডেলিয়াকে ঝোলানো হয় ফাঁসিতে। প্রিয়তম কন্যার প্রাণহীন দেহ নিয়ে হাহাকারে ফেটে পড়েন রাজা লীয়ার। তীব্র মনোবেদনায় মৃত্যু হয় তাঁর। ঐশ্বর্য ও রাজগরিমার দম্ভ কিভাবে লীয়ারের দৃষ্টি ও বিবেচনাবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং কিভাবে দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর চেতনা তা নিয়েই এক অবিস্মরণীয়, সর্বকালীন ট্র্যাজেডি 'কিং লীয়ার'। এই নাটকের গঠনে লীয়ার-কাহিনী ও গ্লস্টার-কাহিনীর নিপুণ গ্রন্থনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শেকস্‌পীয়ার। হিংসা, অবৈধ প্রণয়, মনোবিকার, ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি পরিচিত শেকস্‌পীরীয় প্রসঙ্গও এসেছে এ' নাটকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঝড়ের দৃশ্যগুলি (Storm scenes) এবং গ্লস্টারের চক্ষু-উৎপাটিত করার রক্তমন্থনকারী দৃশ্যটি।

ম্যাকবেথ ঃ অমিতবীর্য সেনানায়ক ম্যাকবেথের নির্মম ঘাতকে রূপান্তরিত হওয়ার এক অসামান্য ট্র্যাজেডি এ নাটক।. নিজের দুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অতিপ্রাকৃত শক্তির সমর্থন এবং পত্নী লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনা কিভাবে এক সর্বজনবন্দিত বীর সামন্ত নায়ককে পরিণত করল সর্বজননিন্দিত, চক্রান্তকারী, রক্তলোলুপ শাসকে তারই নাট্যায়ন এ' ট্র্যাজেডি নাটকে। স্কটল্যাণ্ড-রাজ ডানকান (Duncan)-এর দুই কীর্তিমান সেনাধ্যক্ষ ম্যাকবেথ (Macbeth) ও ব্যাঙ্কো (Banquo) যুদ্ধজয়শেষে ফেরার পথে সাক্ষাৎ পায় তিন ডাকিনীর (Three Witches)। তারা ম্যাকবেথের রাজশিরোপালাভের ও ব্যাঙ্কোর সন্তানদের রাজা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে অন্তর্হিত হয়। ম্যাকবেথ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। লেডি ম্যাকবেথ অকম্পিতচিত্তে মোকাবিলা করে ম্যাকবেথের কল্পনাপ্রসূত ভয় ও দ্বন্দ্বকে ; ম্যাকবেথকে বাধ্য করে তাদের গৃহে আশ্রয়প্রার্থী রাজা ডানকানকে হত্যা করতে। ডানকান সৎ ও আদর্শ রাজার প্রতিরূপ। নিদ্রিত ডানকানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে ম্যাকবেথ। রাজমুকুট নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশে বিনিদ্র ম্যাকবেথ আততায়ী নিয়োগ করে ব্যাঙ্কো ও তার পুত্র ফ্লিয়ান্স (Felance) কে হত্যা করতে। ব্যাঙ্কো নিহত হয়, কিন্তু ফ্লিয়ান্স পালাতে সক্ষম হয়। বিখ্যাত ভোজসভার দৃশ্যে (Banquet Scene) ব্যাঙ্কোর রক্তাপ্লুত প্রেতমূর্তি তাড়না করে ম্যাকবেথকে। ভীতসন্ত্রস্ত ম্যাকবেথ পুনরায় ডাকিনী ও তাদের রাণীর শরণাপন্ন হয়। তাদের প্ররোচনায় সে নৃশংসভাবে হত্যা করে ম্যাকডাফের (Macduff) পরিবার-পরিজনদের। নাটক তার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায় লেডি ম্যাকবেথের করুণ মনোবিকারজনিত মৃত্যুতে। অনুশোচনা ও আত্মপীড়নের শিকার ম্যাকবেথ তবু টিঁকে থাকে এক অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি। ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী দারুণ পরিহাসের মতো চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনে যখন ম্যাকডাফ এবং ডানকানপুত্র ম্যালকম (Malcom) পরিচালিত সৈন্যদল বিরনাম অরণ্যের এক একটি বৃক্ষশাখার আড়ালে মুখ ঢেকে আক্রমণ করে ডানসিনেন।

অযোনিজ ম্যাকডাফ হত্যা করে অত্যাচারী ম্যাকবেথকে। **Nemesis** এইভাবে ধ্বংস করে নীতিহীন, বিবেকহীন উৎপীড়ক ম্যাকবেথকে যার অন্তিম মুহূর্তগুলি অমরত্ব লাভ করে শেকস্‌পীয়ারের অসামান্য চিত্রকল্পে। অন্যায় উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে যে আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব তাঁর কল্পনা ও তা' থেকে উৎসারিত ভয়ভীতিকে কণ্ঠরুদ্ধ করে ; তার শোচনীয় বেদনা ও করুণ পরিণতি এ' নাটককে উত্তীর্ণ করে এক প্রগাঢ় বিশ্ববীক্ষার স্তরে।

অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা : প্লুটার্কের 'Life of Antonius'-এর নর্থ-কৃত অনুবাদ অবলম্বনে নির্মিত এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিনাটক। রানী ক্লিওপেট্রার সম্মোহক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট জগদ্বিখ্যাত রোমক বীর মার্ক অ্যান্টনির (Mark Antony) মর্মান্তিক পরিণতি এ নাটকের বিষয়বস্তু। ক্লিওপেট্রার প্রতি আসক্তি অ্যান্টনিকে রাজনীতি তথা রাষ্ট্রশাসনে বিমুখ করে তোলে। অনুরাগের প্রাবল্যে বুঝি বা রাজ্যপাট ভেসে যায়। পত্নী ফুলভিয়া (Fulvia)-র মৃত্যু ও কিছু রাজনৈতিক কারণে ক্লিওপেট্রো-সঙ্গ ত্যাগ করে অ্যান্টনি ফেরে রোমে। অক্টেভিয়াস সিজারের (Octavius Caesar) বোন অক্টেভিয়া (Octavia) কে বিবাহ করে অ্যান্টনি ঘরোয়া বিবাদ কিছুটা প্রশমিত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই সুস্থিতি স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হয়। অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরে যায়। অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে মিশরীয় নৌবহরের পলায়নের পর পরাস্ত হয় অ্যান্টনি। ক্লিওপেট্রার মৃত্যুসংবাদ ভুলক্রমে তার কাছে পৌঁছলে নিজ তরবারির ওপরে পতিত হয় অ্যান্টনি। ক্লিওপেট্রার বাহুবন্ধনেই আহত অ্যান্টনির মৃত্যু হয়। ক্লিওপেট্রাও আত্মহননের পথে অনুসরণ করে মৃত প্রেমিককে। নাট্যচরিত্র হিসেবে রোমিও ও জুলিয়েটের মতো অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা উভয়েই এ নাটকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। যাদুকরী ক্লিওপেট্রার মোহময় কুহকরূপের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে রোমের সর্বশক্তিমান ত্রিশক্তি (triumvirate)-র অন্যতম বীর মার্ক অ্যান্টনি কিভাবে গ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হলেন তা নিয়েই এই অমর ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী। গোত্রের বিচারে অবশ্য এ নাটক শেকস্‌পীয়ারের প্রধান ট্র্যাজেডি-চতুষ্টয়ের থেকে স্বতন্ত্র।

শেকস্‌পীয়ারের নাটক : কিছু বিশিষ্ট প্রসঙ্গ :

একটি জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে শেকস্‌পীয়ারের যে কোনো নাটকেরই প্রাথমিক শর্ত ছিলো তার মঞ্চসাফল্য এবং পেশাদার নাট্যকার তথা অভিনেতা হিসাবে দর্শকরুচির নাড়ীর গতি তিনি সঠিক বুঝেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে নিছক বাণিজ্যিক সাফল্যের বানিয়া মনোভাবই ছিল শেকসপীয়ারের প্রেরণা। তবে ধ্রুপদী সাহিত্যরীতির খুঁটিনাটি কিম্বা দর্শনতত্ত্বের গূঢ় ধারণার প্রতি প্রত্যক্ষ কোনো আনুগত্য তিনি দেখান নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীনদের থেকে এই কারণে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ; নাট্যরচনায় তাঁর কৃতিত্ব তাই সহজাত ; অ্যাকাডেমিক ও টেকনিকসর্বস্ব নয়, সাবলীল ও

মানবিক গুণান্বিত। তাঁর বিভিন্নধরনের নাটকের কিছু উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য নীচে তালিকাবদ্ধ করা হোলো :

(ক) শেকস্‌পীয়ারের নায়ক-নায়িকারা সকলেই খ্যাতকীর্তি ও অভিজাত। তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক ও ট্র্যাজেডিগুলিতে নায়কেরা এবং কমেডি নাটকগুলিতে নায়িকারা সাধারণভাবে আধিপত্য করেছে। হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার, ম্যাকবেথ, অ্যাণ্টনি, জুলিয়াস সিজার, টিমন, তৃতীয় রিচার্ড—সকলেই জন্ম ও কর্মসূত্রে অসাধারণ। অন্যদিকে কমেডি নাটকে পোর্শিয়া, রোজালিণ্ড, বিয়াট্রিচ, ভায়োলা, মিরাণ্ডা ইত্যাদি সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া, সুন্দরী এবং সর্বোপরি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও বাক্‌পটুত্বের অধিকারিণী। অবশ্যই ব্যতিক্রম হিসাবে ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি-নাটকে লেডি ম্যাকবেথ, ক্লিওপেট্রা, জুলিয়েট, ডেসডিমোনা, ওফেলিয়া প্রমুখের উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, কমেডিনাটকে স্মরণীয় অ্যাণ্টোনিও, শাইলক, অর্লাণ্ডো, প্রস্পেরো প্রমুখ পুরুষচরিত্র। মোটের ওপর নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রচিত্রণে শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভার বিস্তার ও বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে।

(খ) শেকস্‌পীয়ার যেমন ধ্রুপদী নাট্যকলার স্থান, কাল ও কার্য সংক্রান্ত ঐক্য-সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করেছেন, তেমনি ট্র্যাজেডিনাটকে কমেডি তথা হাস্যরসাত্মক উপাদান না মেশানোর অ্যারিস্টটলীয় নির্দেশও তিনি মানেন নি। 'ম্যাকবেথ' নাটকে অপ্রকৃতিস্থ মালবাহক (Porter)-এর এক দীর্ঘ উক্তি, 'হ্যামলেটে' কবর-খননকারীদের (Grave-diggers) কথোপকথন, 'কিং লীয়ারে' রাজ-বিদূষকের (Fool) ভাঁড়ামো এবং 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রায়' জনৈক গ্রাম্যব্যক্তির উপভাষায় বিধৃত মজাদার সংলাপ ইত্যাদি শেকসপীয়ারের 'Comic relief'-এর উদাহরণ যা' ট্র্যাজেডির ঘনত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ করে নি। মানবজীবনে হাসি ও অশ্রু, ট্র্যাজেডি ও কমেডির সহাবস্থান। জীবনশিল্পী শেকস্‌পীয়র তাই সাহিত্যতত্ত্বের খাতিরে জীবন সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। সমালোচক জনসনের ভাষায় শেকস্‌পীয়ার নাটক রচনা করেছন 'মানবজীবনের মিশ্র সূত্রে' (mingled yarn)।

(গ) নাট্যদ্বন্দ্ব (Conflict) নাটকের, বিশেষত ট্র্যাজেডির প্রাণ। শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিতে এ' দ্বন্দ্ব যতখানি বাহ্য তার চাইতে অনেক বেশী চরিত্রের অন্তর্গত। ঈর্ষা, দ্বিধা বা সংশয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অন্ধ ক্রোধ, অদম্য বাসনা ইত্যাকার বিচ্যুতির শিকার তাঁর নায়কচরিত্রেরা এক দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বের মারক দংশনে দষ্ট ও বিক্ষত। বাহ্যিক দ্বন্দ্ব এখানে তুলনায় গুরুত্বহীন। পূর্বনির্ধারিত নিয়তি (Predestined-fate) আর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free Will)-এ দুয়ের টানাপোড়েনের মাঝে নব-জাগরণের অনুপ্রাণিত মানবাত্মার আর্তি ও হাহাকার যেভাবে শেকস্‌পীয়ার তাঁর প্রধান ট্র্যাজেডিসমূহে প্রকাশ করেছেন তা' এককথায় অদ্বিতীয়। বিচ্যুতির কারণে সমুচ্চমহিম ব্যক্তিত্বের স্খলন, তার অনিঃশেষ যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার শেষ কেবল মৃত্যুতে, এবং স্খলিতের মৃত্যুর পর এক নতুন শৃঙ্খলার সূচনা—এই নিয়েই এক 'moral

pattern' লক্ষ্য করা যায় শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিনাটকে। শেকস্‌পীয়ারের নাট্যকারজীবনের অন্তিমপর্বের নাটকগুলিতেও ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে পুনর্মিলনের প্রশান্তিতে। এভাবেই ট্র্যাজিক নাট্যপর্বের নৈরাশ্যের অবসান ইতিবাচক স্নিগ্ধতায়।

(ঘ) কাহিনী নির্মাণের স্বকীয়তা তথা উদ্ভাবনের চাইতে প্রচলিত ও পরিচিত কাহিনীকে নাট্যায়িত করায় বেশী আগ্রহী ছিলেন শেকস্‌পীয়ার। প্লুতার্ক, হলিনশেড প্রমুখ প্রখ্যাত ইতিবৃত্তকারদের রচনা থেকে কিম্বা কোনো খ্যাতকীর্তি পূর্বসূরীর (যেমন প্লটাস) কাছ থেকে সংগৃহীত আখ্যানভাগকে তাঁর নাটকে নতুনভাবে বলতেন তিনি। তাঁর অনেকগুলি নাটকে একটিমাত্র কাহিনীবৃত্ত, যার পাশাপাশি কোনো উপবৃত্ত নেই। একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে; যেমন, 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' প্রভৃতি। আবার অনেক নাটকে একটি 'মূলবৃত্ত' main plot-এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে এক বা একাধিক 'উপবৃত্ত' বা sub-plot রয়েছে, যেগুলি মূল কাহিনীর তাৎপর্যকে বৈচিত্র্য ও বিস্তার দিয়েছে। 'কিং লীয়ার' নাটকে যেমন রাজা লীয়ার ও তাঁর তিন কন্যার প্রাচীন কাহিনীর পাশাপাশি চলেছে গ্লস্টার ও তার দুই পুত্রের উপকাহিনী। উপকাহিনী তুলনা ও প্রতিতুলনায় মূল কাহিনীর ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত ও সর্বজনীন করে তুলেছে। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকেও প্রেমের বিচিত্র রূপ দেখাতে চারজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে উপস্থিত করা হয়েছে। রোজালিণ্ড ও অরল্যাণ্ডোর মূল রোমাণ্টিক প্রণয়কাহিনীর সমান্তরালভাবে সিলিয়া-অলিভার, ফিবি-সিলভিয়াস এবং অড্রি-টাচস্টোনের বিভিন্নধর্মী প্রেমসম্পর্ককে আনা হয়েছে এবং সবকটি কাহিনীকে গ্রথিত করা হয়েছে নিপুণ দক্ষতায়।

(ঙ) পেশাদার বিদূষক ও বিদূষকধর্মী অন্যান্য চরিত্র শেকস্‌পীয়ার নাট্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। টাচস্টোন, ফেস্টে ও লীয়ারের Fool-এর মতো বর্ণময় বিদূষকদের পাশাপাশি আমরা পাই ডগবেরি, ভার্জেস, বটম প্রমুখ নির্বোধ মনোরঞ্জন-কারীদের। পেশাদার বিদূষকেরা সকলে যথেষ্ট চতুর ও কথার মারপ্যাঁচে দারুন ওস্তাদ। সমালোচনা ও দার্শনিক মন্তব্য ইত্যাদির সমাহারে এরা শুধু অভিজাতদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিই চিনিয়ে দেয় নি, অনেকক্ষেত্রেই নাট্যক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাস্য-পরিহাসের অনাবিল উৎসরূপে এরা উপস্থিত থেকেছে ট্র্যাজেডি বা কমেডি নির্বিশেষে।

(চ) ভাষাতাত্ত্বিকদের নিরন্তর গবেষণার বিষয় শেকস্‌পীয়ারের ভাষাশৈলী। শব্দভাণ্ডারের বিপুলত্বে ও বৈচিত্র্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। উপমা ও চিত্র-কল্পের দৃপ্ততা, বাগ্‌বিধি ও প্রচলিত শব্দবন্ধের আশ্চর্য ব্যবহার, নতুন শব্দ সৃষ্টি ইত্যাকার সৃজনধর্মিতা আমাদের মুগ্ধ করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষ ভাষা-রীতির মাধ্যমে কোনো একটি চরিত্রকে একক ও প্রাণবন্ত করে তোলার শেকস্‌পীরীয়

শৈলী। তাঁর বিখ্যাত শাইলক চরিত্রের Old Testament-গন্ধী শব্দব্যবহার ও বাক্যনির্মাণপ্রণালী ইত্যাদি এই বিশিষ্টতার উদাহরণ। 'ম্যাকবেথ' নাটকে Witch-দের ভাষা প্রসঙ্গেও এই কথা বলা যায়।

নবজাগরণ (Renaissance) ও শেকস্‌পীয়ার ঃ

'নবজাগরণ' বা Renaissance বলতে চতুর্দশ শতকের ইউরোপে, প্রথমে ইতালী ও পরে অন্যান্য দেশে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে সারস্বতচর্চার যে বিচিত্রমুখী উন্মেষ, তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ষোড়শ শতকে এলিজাবেথীয় শাসনপর্বে ইংলণ্ডে এই 'নবজাগরণ' এবং তারই অনুবর্তী 'মানবতন্ত্রে'র (Humanism) প্রভাব লক্ষ্য করা যায় শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে।

ধ্রুপদী শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চা যে প্রাণিত সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলো চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তাই ইংলণ্ডে মিলটনের যুগ অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিকশিত ও বিস্তৃত হয়েছিলো। কনস্তান-তিনোপলের পতন ও গ্রীক পণ্ডিতবর্গের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে বিতাড়িত হওয়া থেকে শুরু করে, গ্রন্থ মুদ্রণের আরম্ভ, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ইত্যাদি নানা যুগান্তকারী ঘটনার ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের অচলায়তন ভেঙেচুরে গিয়েছিলো।

কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলেও'র জ্যোতির্বিদ্যাচর্চা ও টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাব খণ্ডন তথা নতুন বিশ্ববীক্ষার প্রতিষ্ঠা, ইরাসমাস ও টমাস মোরের মানবতন্ত্রী ভাবনার আবির্ভাব, 'The Prince'-রচয়িতা মেকিয়াভেলীর কুটনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের পথনির্দেশ প্রভৃতি ছিলো নবজাগরণের একেকটি মাইলফলক। এরই সঙ্গে গ্রীক ও লাতিন ভাষার সাহিত্য-শিল্প, বিজ্ঞান-দর্শনের ব্যাপক অনুশীলন ইউরোপ তথা ইংলণ্ডের মন ও মননে এক যুগান্তর এনেছিলো। ইতালীতে পেত্রার্ক, বোক্কাচিও, দ্যাভিঞ্চি, ফ্রান্সে মঁতায়েন, ইংলণ্ডে সিড্‌নী, স্পেনসার, মারলো ও সর্বোপরি শেকস্‌পীয়ার এই নবজাগরণ ও তার মানবতন্ত্রী ভাবনার সার্থক প্রতিনিধি।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ও কবিতায় নবজাগরণের যেসকল চিহ্ন বর্তমান, সেগুলি সংক্ষেপে, সূত্রাকারে উল্লেখ করা হোলো ঃ

(১) প্রাচীন রোমান নাট্যকার সেনেকার রক্তমন্থনকারী "revenge" নাটক ইতালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছিল নবজাগরণের সময়পর্বে হত্যা-হিংসা-প্রতিহিংসার আবেগসংবেগে শিহরণ সৃষ্টিকারী এই নাটকের যথেষ্ট প্রভাব শেক্‌স্‌পীয়ার-পূর্ববর্তী নাটকেই পড়েছিল (উদাহরণ, কিড্‌-রচিত 'The Spanish Tragedy')। প্রতিহিংসার স্পৃহাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা সেনেকার নাটকে যথেচ্ছ রক্তপাত, উন্মাদনা ও অপ্রকৃতিস্থতার মতো উত্তেজনাকর বিষয় স্থান পেত। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'টাইটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাস' ও 'হ্যামলেট'-এ সেনেকার বিষয় ও রীতির প্রভাব লক্ষণীয়।

(২) প্রাচীন ধ্রুপদী কমেডি রচয়িতাদের মধ্যে প্লটাস ও টেরেন্স এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'দ্য কমেডি অব এররস'-এ প্লটাসের প্রহসন-নাটক **'Menaechmi'**-র কাহিনীর স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রাচীন ও ধ্রুপদী জ্ঞানচর্চার এই উন্মেষের যুগে শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস থেকে কাহিনী ও চরিত্রের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। যথা, 'জুলিয়াস সিজার', 'টিমন অব অ্যাথেন্স,' 'অ্যাণ্টনী অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি।

(৪) নাটক ছাড়াও **'Venus and Adonis'** ও **'The Rape of Lucrece'**-এর মতো কাব্যেও শেক্‌স্‌পীয়ার ধ্রুপদী উৎসের থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন স্পেনসার ও মারলোর ধারার অনুসরণে।

(৫) পেত্রার্ক নবজাগরণ যুগের ইতালীতে যে 'সনেট' প্রবর্তন করেছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়ার ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। যদিও পেত্রার্কের রূপ-রীতি থেকে সরে এসে সনেটের এক স্বতন্ত্র চেহারা ও মেজাজ দিয়েছিলেন শেক্‌স্‌পীয়ার, তবু যুবকবন্ধুর প্রতি এক আশ্চর্য ভালোবাসার যে কাহিনী তাঁর সনেটগুচ্ছে পাই সেই পুরুষে-পুরুষে বন্ধুত্বের আবেগনাট্য তো নবজাগরণেরই ফসল।

(৬) 'নবজাগরণ' ও মানবতন্ত্রী আন্দোলনের যুগ জন্ম দিয়েছিলো এক মানবকেন্দ্রিক জীবনবীক্ষার। শেক্‌স্‌পীয়ার নাটকেও সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে মানুষ। তার মহত্ব ও নীচতা, মমত্ব ও নিষ্ঠুরতা, দোষ-ত্রুটি-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় কিছু নিয়েই সেই মানুষ সজীব হয়ে উঠেছে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে। নবজাগরণের বহুবিচিত্র অভীপ্সা ও মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের এমন উদ্ঘাটন অন্য কারোর রচনায় এভাবে কখনো হয় নি।

(৭) মারলোর **'Dr. Faustus'**-এ যেমন নবজাগরণ-পর্বের দ্বন্দ্বসমূহ ফস্‌টাসের পতন ও বিনাশের মধ্য দিয়ে চমৎকার ধরা পড়েছিলো, তেমনি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও নবজাগরণের আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতার হাহাকার ও শূন্যতাবোধ দেখা যায়। ধরা যাক্‌, 'হ্যামলেট' নাটকের কথা। একদিকে মানুষকে মানবতন্ত্রী ভাবনায় উত্তোলন করা হোলো উচ্চ আদর্শে—**'What a piece of work is man'**; আর অন্যদিকে সংশয়-দ্বন্দ্ব-হতাশা—**'Man is nothing but the quintessence of the dust.**

(৮) প্রাচীন গ্রীক কবিদের অনুকরণে রাখালিয়া (**Pastoral**) কাব্যাদর্শের প্রয়োগ করেছিলেন নবজাগরণের কবি-নাট্যকারেরা। শেকস্‌পীয়ার তাঁর **'As You Like It'**-এ সেই 'প্যাস্টোরাল' ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছিলেন সার্থকভাবে।

শেকস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছ :

ষোড়শ শতকের শেষ দশকে ইংলণ্ডে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিলো যে 'সনেট' তার প্রাণপ্রতিষ্ঠাও শেকস্‌পীয়ারের হাতে। ১৫৯৩ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সনেটগুলি লিখিত হয়েছিলো এবং এগুলি কবির স্বহস্ত লিখিত ব্যক্তিগত

দলিলরূপে তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর বলয়েই আবদ্ধ ছিলো। ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে জনৈক প্রকাশক **Thomas Thorpe (T.T.)** এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, যদিও কিভাবে এইসব অমূল্য রচনার পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রকাশকের হস্তগত হয়েছিলো সে রহস্য আজও অজানা। এই প্রকাশনার উৎসর্গপত্রে জনৈক **W.H**-এর উল্লেখ ছিলো যাকে থর্প বলেছিলেন **'the only begetter of these ensuing sonnets**। এই **W.H.**-এর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে, সনেটগুচ্ছের বিন্যাস, এইসব পাণ্ডুলিপির প্রামাণিকতা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক হয়েছে।

শেকস্‌পীয়ারের মোট ১৫৪টি সনেটকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম থেকে ১২৬-তম সনেট পর্যন্ত প্রথম ভাগ কোনো এক সুঠাম যুবাবন্ধুর উদ্দেশে রচিত। অবশিষ্ট ২৮টি কবিতা এক রহস্যময়ী কৃষ্ণবর্ণা নারীর প্রতি সমর্পিত। যুবাবন্ধুর প্রতি কবির দুর্মর অনুরাগ, সংশয় ও ঈর্ষা-লাঞ্ছিত কবিমনের ব্যাকুলতা, বিরহ ও মৃত্যুচিন্তার ছায়াপাত, অমর প্রেম ও বিধ্বংসী সময়ের দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণবর্ণার প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক কবির প্রসঙ্গ—সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় আত্মজৈবনিক জীবন-নাট্যের খসড়া কাব্যরূপ যেন এই সনেটগুচ্ছ।

দান্তে ও পেত্রার্ক থেকে শুরু করে 'সনেট' নামক কাব্যরূপের এক অদ্বিতীয় বিষয় প্রেম। শেকস্‌পীয়ারের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের প্রেমের চরিত্র ও চেহারা একেবারে আলাদা। প্রেমিকা পরমেশ্বরীর উদ্দেশে দূর থেকে একতরফা প্রেমাঞ্জলি নিবেদন শেকস্‌পীয়ারের সনেটে নেই। সংশয়, সংকট আর আত্মজিজ্ঞাসার জটিল পথ বেয়ে সনেটগুচ্ছে প্রেমের আনাগোনা। এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সময়ের ধ্বংস ও নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গ, মৃত্যু ও অমরত্বের প্রসঙ্গ, প্রকৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়। আর এ সবের পরতে পরতে আভাসিত হয়েছে কাবব্যক্তিত্বের নিতান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভব। নিছক কাব্যিক অনুশীলন (**literary/ poetic exercise**) না হয়ে শেকস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছ হয়েছে এক সংবেদনশীল কবিমানসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান। আবার কখনো কখনো ব্যক্তিমনের স্তরকে অতিক্রম করে কবিতা লাভ করেছে এক সামগ্রিক ও সর্বকালীন তাৎপর্য। মোটের ওপর বলতে গেলে, কাব্যিক ও নাটকীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে, প্রথানুগমন ও প্রথার অতিক্রমণ এ দুইয়ে মিলে, শেকস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছ তাঁর নাটকের মতোই হয়েছে জটিল ও অনবদ্য।

উচ্চ বংশজাত সুদর্শন যুবাবন্ধুর প্রতি অদম্য অনুরাগ প্রথম পর্বের সনেটগুলির বিষয়। দুই পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এই নিবিড়তা নবজাগরণের যুগের ইংলণ্ডে প্রেম তথা বন্ধুত্বের স্মারক। এই বন্ধুত্বের কুৎসিত নগ্নতা (হয়তো বা সমকামিতা) আমরা দেখেছিলাম মারলোর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি দ্বিতীয় এডওয়ার্ড (**Edward II**)-এ রাজা ও তার সঙ্গী গেভ্‌স্‌টন (**Gaveston**)-এর সম্পর্কে। বন্ধুর সৌন্দর্যের প্রশংসায়, তাকে অক্ষয় করে রাখার প্রতিশ্রুতিতে, তার

চিন্তায় নিজেকে ভুলে যাওয়ার আনন্দে ঝলমল করেছে কবিতাগুলি। ওরই মাঝে কালো মেঘের মতো এসেছে কোনো এক প্রেয়সীকে কেন্দ্র করে যুবাবন্ধুব সঙ্গে কবির মানঅভিমানের পালা। এসেছে বার্ধক্য ও অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গও। তবু তাঁর অবিসংবাদিত প্রেমকে চিরভাস্বর করে রাখার উদ্দেশ্যে নিরন্তর যুদ্ধ করেছেন সর্বগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে—

"Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come.

১ থেকে ১৪নং সনেট পর্যন্ত কবি তাঁর সুদর্শন যুবাবন্ধুকে পীড়াপীড়ি করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তার সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখতে। ১০ নং সনেটের শেষ দুই পংক্তি এ বিষয়ে কবিব উৎকণ্ঠাকে প্রকাশ করেছে—

—'Make thee another self, for love of me.
That beauty still may live in thine or thee.

১৫ নং সনেটে কবি প্রথম সময়েব বিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে যুবাবন্ধুর সৌন্দর্যকে তাঁর কবিতায় শাশ্বত করে রাখার সংকল্প ঘোষণা করলেন—'...all in war with Time, for love of you / · I engraft you new.' জৈবিক প্রক্রিয়ায় উত্তবসুরীর জন্মদানে অমরত্ব সুনিশ্চিত হয় না। সে নিশ্চয়তা কেবলমাত্র কবিতায় সম্ভব কারণ কবিতা সময়ের সকল চক্রান্তের নাগালেব বাইরে—'So long as men can breathe, or eyes can see,/So long lives this, and this gives life to thee' (সনেট ১৮)। সময়েব সন্ত্রাস ও দৃঢ়প্রত্যয়ী কবিব প্রতিরোধ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে শেকস্‌পীয়াবের সনেটে। ১৯, ৫৫, ৬০, ৬৩ ও ৬৪ নং সনেটগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

সময় যখন চূড়ান্তভাবে মানববিনাশী, তখন কবি প্রেমকে সেই বিনাশের প্রতিস্পর্ধী এক অবিনশ্বর শক্তিরূপে চিত্রিত করেছেন। সনেট ২৯ ও ৩০-এ প্রেমের সান্ত্বনা ও আশ্বাসদায়ী ক্ষমতার কথা আছে। সনেট ১১৬ তে সর্বশক্তিমান প্রেমের রূপটিকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রেম এখানে ধ্রুব আলোকবর্তিকা যা নৌযাত্রীকে সর্বদা সঠিক দিক নির্দেশ করে। প্রেম অনড় থাকে চিরকাল ; বেঁচে থাকে পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত। শেকস্‌পীয়ার-পূর্ব সনেটের ইতিহাসে প্রেমের এমন রূপ ও ব্যাখ্যা আমরা পাই নি।

১২৭ নং সনেট থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাগুলি বহু-আলোচিত 'dark lady' বিষয়ক। এই কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী না হলেও তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। এই 'dark lady'-র পরিচয় নিয়েও অনেক বিতর্ক হয়েছে। এই নারী হয়তো Mary Fitton ; কিম্বা কোনো রক্তমাংসের মানবীই নয় সে। কবি তার প্রতি আকৃষ্ট ও তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কাব্যের এই 'black beauty' নারীসুলভ মদিরতা ও রহস্যময়তাকে ইঙ্গিত করে। ১৪৭ নং সনেটে শেকস্‌পীয়ার এই নারীর হাতে প্রতারিত হবার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

'...I have sworn thee, and thought thee bright,
Who art as black as hell, as dark as night'.

এই পর্বের চিত্রকল্পসমূহ কবির মেজাজ ও কবিতার বিষয়াবলীর সঙ্গে মানানসই-ভাবেই অনেক বেশী অন্তর্মুখী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আবেগের তীব্রতা, অনুভূতির নিজস্বতা ও বৈচিত্র্য, চিত্রকল্প তথা শব্দানুষঙ্গের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, কাব্যশৈলীর বিভিন্নতা ইত্যাদি শেকস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছকে এক অসামান্য লিরিক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটকের প্রসাদগুণ।

সবশেষে শেকস্‌পীয়ারের সনেটের গঠন প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা দরকার। পেত্রার্ক-প্রবর্তিত প্রথম আট্ পংক্তির Octave ও শেষ ছয় পংক্তির Sestet, এমন বিভাজন শেকস্‌পীয়ারের সনেটে নেই। তার পরিবর্তে আমরা পাই চার পংক্তির তিনটি স্তবক—Quatrain—যার পরে আসে পরস্পর মিলযুক্ত দুই পংক্তি বা Couplet। সামগ্রিক গঠন তাই সূচিত করা যায় এইভাবে—ক খ ক খ, গ ঘ গ ঘ, ঙ চ ঙ চ, ছ ছ। Octave ও Sestet-এর মধ্যেকার কিছুটা যান্ত্রিক ছেদের পরিবর্তে এই সাবলীলতা শেকস্‌পীয়ারের বিষয়বস্তুর পক্ষে অনেক বেশী সহায়ক হয়েছে। এ ছাড়া তরল ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার, পদের মধ্যে ও শেষে মিলের প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে শেকস্‌পীয়ার ছন্দের সূক্ষ্ম আকর্ষণও বৃদ্ধি করেছেন।

শেকস্‌পীয়ারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

অ্যান্টনি (Antony) : রোমক সাম্রাজ্যের তিন অবিসম্বাদিত কর্ণধারের অন্যতম মার্ক অ্যান্টনি শেকস্‌পীয়ারের অমর ট্র্যাজেডি 'Antony and Cleopatra'-র নায়কচরিত্র। মিশরীয় রানী ক্লিওপেট্রার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ও মোহগ্রস্ততা এবং রোমক সাম্রাজ্য তথা সৈনিক অনুশাসনের প্রতি দায়বদ্ধতা, এ'দুয়ের মাঝে বিভক্ত, নিষ্পেষিত ও বিধ্বস্ত অ্যান্টনি তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের আকৃষ্ট করেন। রানী ক্লিওপেট্রার প্রেমে নিমজ্জিত রোমক বীর অ্যান্টনি অবহেলা করতে থাকেন তাঁর দায়িত্বকর্তব্য। পত্নী ফুল্‌ভিয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে রোমে ফেরেন অ্যান্টনি এবং অক্‌টেভিয়াস সিজারের বোন অক্‌টেভিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। লেপিডাস্ ও অক্‌টেভিয়াসের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হয়। কিন্তু এই বোঝাপড়া দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অ্যান্টনি মিশরে ফিরে আসেন এবং অ্যাক্‌টিয়ামের যুদ্ধে অকটেভিয়াসের বাহিনীর কাছে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয় তাঁকে। পলায়নপর মিশরীয় বাহিনীর অনুসরণ করে অ্যান্টনি আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় আসেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত জয়সূচক পর্ব শেষে পুনরায় পর্যুদস্ত হতে হয় তাঁকে। এই অবস্থায় ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর ভুল সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছোলে ভগ্নমনোরথ অ্যান্টনি নিজ তরবারির আঘাতে আত্মঘাতী হন। ক্লিওপেট্রার বাহুপাশে মৃত অ্যান্টনি এইভাবে এক আবেগতাড়িত প্রেমিকরূপেই

আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। এছাড়া 'Julius Caesar' নাটকে বুদ্ধিমান ও বাক্‌পটু অন্য এক অ্যান্টনিব পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

সিজার (Caesar) : রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি জুলিয়াস সিজার এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যদিও শেকস্‌পীয়ারের 'Julius Caesar' নাটকে সিজার চরিত্রের সেই বিশালতা কিম্বা উচ্চতার সন্ধান তেমন পাওয়া যায় না। শেকস্‌পীয়ারের সিজার আত্মম্ভরী ও তোষামোদপ্রিয়; শারীরিক দক্ষতা তথা মানসিক বিচক্ষণতার নিরিখেও বিশেষ মহিমময় বলে মনে হয় না। সিজার মদগর্বী, উচ্চাভিলাষী, সন্দেহপ্রবণ ও দ্বিধাগ্রস্ত। এমনকি পত্নী ক্যালপুর্নিয়ার প্রতি সিজারের আচরণও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। আর এই গর্ব ও একনায়কসুলভ উচ্চাভিমানই সিজারের মৃত্যুর কারণ। কোনো কোনো নাটকীয় মুহূর্তে সিজার তাঁর বিরাটত্বের কিছু নিদর্শন রাখলেও মোটের ওপর তাঁকে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের নায়ক চরিত্ররূপে অভিহিত করা সঙ্গত হবে না।

ফল্‌স্টাফ (Falstaff) : স্থূলবপু, পানাসক্ত, পরিহাসপ্রিয় জন ফল্‌স্টাফ শেকস্‌পীয়ারের 'Henry IV'-এর এক বিশেষ জনপ্রিয় চরিত্র। বাক্‌পটুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য এই বৃদ্ধ নাইট আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন প্রবলভাবে। রাজপুত্র হ্যাল (Hal)-এর সঙ্গী এই আমোদপ্রিয় ফল্‌স্টাফ এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো যে জনতার দাবী অনুযায়ী ফল্‌স্টাফকে নিয়ে অপর একটি কমেডি নাটক 'The Merry Wives of Windsor' রচনা করেন শেকস্‌পীয়ার। ফল্‌স্টাফের প্রেমকাহিনী এই নাটকের বিষয়। এখানে ফল্‌স্টাফকে দেখানো হয়েছে নানা ছল-চাতুরীর শিকার হিসাবে। এ নাটকে ফল্‌স্টাফ পূর্বাপেক্ষা অনেক ম্লান।

হ্যাম্‌লেট (Hamlet) : ডেনমার্কের রাজপুত্র তরুণ ও ধীমান হ্যাম্‌লেট শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডির এক বিস্ময়কর চরিত্র। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে হ্যামলেট দেখতে পান সিংহাসনে আসীন রাজভ্রাতা ক্লডিয়াস যিনি হ্যামলেটের মা' গারট্রুডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর পিতার প্রেত হ্যাম্‌লেটকে জানায় কিভাবে ক্লডিয়াস তাঁকে হত্যা করেছিলো। হ্যামলেটকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করে প্রেতাত্মা। কিন্তু তাঁর অন্তর্মুখিতা ও আত্মজিজ্ঞাসা হ্যাম্‌লেটকে ক্রমাগত পীড়িত করে; প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নটিকে একটি গভীর দ্বন্দ্বের জটিল স্তরে নিয়ে যায়। ক্লডিয়াসের পাপাচার ও মা' গারট্রুডের ব্যভিচার হ্যাম্‌লেটকে দিশাহারা করে তোলে। ওফেলিয়ার প্রতি তাঁর আচরণও হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর। হ্যামলেট উন্মাদের বেশে ক্লডিয়াসের দৃষ্টির অগোচরে প্রেতমূর্তির কাহিনীর সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পিতার হত্যাকাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক আয়োজন করে হ্যাম্‌লেট এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। ক্লডিয়াসের মন্ত্রণাদাতা পোলোনিয়াসকে এরপর হত্যা করেন হ্যাম্‌লেট। হত্যার চক্রান্ত এঁটে ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে ইংলণ্ডে পাঠান। সেখান থেকে ঘটনাচক্রে হ্যাম্‌লেট স্বদেশে ফিরে

ওফেলিয়ার আত্মহননের সংবাদ পান। পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে অতঃপর তৎপর হয় পোলোনিয়াস-পুত্র লেয়ার্টেস। ক্লডিয়াস আয়োজিত এক সাজানো তরবারি যুদ্ধে লেয়ার্টেসের বিষমাখানো তরবারির আঘাতে হ্যাম্‌লেটের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অবশ্য ক্লডিয়াস ও লেয়ার্টেসকে হত্যা করেন। হ্যাম্‌লেট চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব অদ্যাবধি এই নাটককে যেভাবে আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রে এনেছে, তা' বিশ্বনাট্যসাহিত্যে বিরল।

ইয়াগো (Iago) বন্ধুত্বের ভেক্‌ধারী কুচক্রী ইয়াগো 'ওথেলো' নাটকের খলনায়ক। তারই চতুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয় নিষ্পাপ ডেসডেমোনা। ওথেলো ডেসডেমোনার গভীর প্রেম ও সুন্দর দাম্পত্যজীবন ধ্বংস হয় ইয়াগোর নিষ্ঠুর চক্রান্তে। ইয়াগোর সহাস্য বহিরঙ্গের আড়ালে এই কুটিল চক্রান্তকারী চরিত্রের নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন ভাষ্যকারেরা। কোল্‌রিজ ইয়াগোর মধ্যে দেখেছিলেন প্রেষণাবর্জিত বিনাশীশক্তি বা **'motiveless malignity'** আধুনিক সমালোচকেরা ইয়াগোকে এক স্বার্থান্ধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনিক (**cynic**) তথা ম্যাকিয়াভেলীয় চরিত্র বলে মত দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার মধ্যযুগের 'নীতিনাট্য' বা **Morality Play**-র **Vice** বা **Devil**-এর সঙ্গে ইয়াগোর চাতুর্যপূর্ণ অথচ আকর্ষক শয়তানির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন যা স্বতঃই ডেসডোমোনারূপী সারল্য ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে উদ্যত। ওথেলো ইয়াগোর বদলে ক্যাসিওকে তাঁর লেফ্‌টেনাণ্ট হিসেবে মনোনীত করেছিলেন; কিম্বা ডেসডেমোনার সঙ্গে ইয়াগোর পূর্বাহ্নেই ঘনিষ্ঠতা ছিলো—এ রকম কোনো কারণকে ইয়াগোর ভয়ানক নিষ্ঠুরতা ও শীতল শয়তানির যথেষ্ট ব্যাখ্যা বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয়।

জেকুয়িস্‌ (**Jaques**) **:** নির্বাসিত ডিউকের অনুগামী জেকুয়িস্‌ **'As You Like It'** নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র। মননশীলতা ও সরলতা, বিষণ্ণতা ও সহানুভূতিশীলতার আশ্চর্য সমন্বয় জেকুইসের চরিত্রে-র বৈশিষ্ট্য। পেশাদার বিদূষক টাচ্‌স্টোনের পাশে ঠিক বিপরীতধর্মী এই জেকুইস্‌ চরিত্রকে স্থাপনা করেছিলেন শেকস্‌পীয়ার। জেকুইসের বিষণ্ণ, দার্শনিক মন্তব্যগুলি 'ফরেস্ট অব আর্ডেন' নামক নিসর্গের স্বর্ণজীবনের প্রতি এক তির্যক দৃষ্টিকোণ দান করে।

রাজা লীয়ার (**King Lear**) **:** বৃদ্ধ বদ্‌রাগী রাজা লীয়ার শেকস্‌পীয়ারের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। নিজের ক্রোধ ও হঠকারিতায় কিভাবে এই রাজা তাঁর কর্তৃত্ব হারালেন, দুই অর্থলোভী কন্যার পীড়নে বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার মৃতদেহ হাতে প্রাণত্যাগ করলেন অসীম ক্ষোভ ও অভিমানে তারই মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে শেকস্‌পীয়ারের **'King Lear'** নাটক। বৃদ্ধ রাজাকে কে কত ভালবাসে তার ভিত্তিতে লীয়ার চেয়েছিলেন তাঁর রাজ্যকে ভাগ করতে তিন কন্যা গনেরিল, রেগান ও কর্ডেলিয়ার মধ্যে। কিন্তু কর্ডেলিয়ার সাদামাটা কথা অন্য দুই কন্যার চাটুকারিতার পাশে নিতান্ত ম্লান ও সাধারণ মনে হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজা কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়াকে বঞ্চিত করে রাজ্য ভাগ করে দিলেন গনেরিল ও রেগানের

মধ্যে। ফ্রান্সের রাজা বিনা পণে পাণিগ্রহণ করলেন কর্ডেলিয়ার। অতঃপর গনেরিল ও রেগানের আতিথ্য গ্রহণ করলেন রাজ্যপাটত্যাগী রাজা লীয়ার। কিন্তু কালক্রমে দুই অকৃতজ্ঞ কন্যার পীড়নে বিব্রত রাজা তাঁর ছায়াসঙ্গী বিদূষক (Fool) -কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। ক্ষোভে ও পথশ্রমে লীয়ার হারালেন মানসিক ভারসাম্য। বৃষ্টি ও তুফানের রাতে উন্মাদ লীয়ার ছুটে বেড়াতে লাগলেন প্রত্যন্ত প্রান্তরে। অবশেষে লীয়ারকে রক্ষা করতে ফরাসী বাহিনী এলো ইংলণ্ডে। লীয়ারও পুনর্মিলিত হলেন প্রিয়তমা কন্যা কর্ডেলিয়ার সংগে। ফিরে পেলেন প্রকৃতিস্থতা। কিন্তু অচিরেই ফরাসী বাহিনীর পরাজয় হলে লীয়ার ও কর্ডেলিয়া বন্দী হলেন। গ্লস্টারের জারজ পুত্র শয়তান এডমণ্ডের নির্দেশক্রমে কর্ডেলিয়াকে হত্যা করা হোলো। ট্র্যাজেডির শেষ লীয়ারের অনুশোচনাজর্জর হৃদয়ের হাহাকারে। ক্রোধান্ধ লীয়ার একসময় যে কর্ডেলিয়ার সহজ ও স্বাভাবিক ভালোবাসাকে চিনতে ভুল করেছিলেন, সেই প্রিয়তমা আত্মজার প্রাণহীন দেহ বহন করে বেদনায় বিদীর্ণ হতে হোলো তাঁকে।

• **ম্যাক্‌বেথ** (Macbeth): অন্যায় উচ্চাশার তাড়নায় সাহসী ও শ্রদ্ধেয় মানুষের কি ভয়াবহ ও করুণ অধঃপতন হতে পারে শেকস্‌পীয়ারের ম্যাক্‌বেথ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিন প্রেতিনীর ভবিষ্যৎবাণী বীর সৈনিক ম্যাক্‌বেথের মনে রাজ সিংহাসনের সুপ্ত বাসনাকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। আর তার সংগে যুক্ত হয় লেডি ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনা। ম্যাক্‌বেথের কল্পনা তাকে সন্ত্রস্ত করে তুললেও লৌহমানবী লেডী ম্যাক্‌বেথের সহায়তায় ম্যাক্‌বেথ হত্যা করে তার গৃহের অতিথি রাজা ডান্‌কান্‌কে। সেই থেকেই রক্তসমুদ্র মন্থনের শুরু। সহযোগী ব্যাঙ্কোকে হত্যা, ব্যাঙ্কো-পুত্রকে হত্যার চেষ্টা, ম্যাক্‌ডাফের পরিবার-পরিজনকে হত্যা— এইভাবেই ম্যাক্‌বেথ রূপান্তরিত হয় বিবেকহীন, ঘৃণ্য ঘাতকে। লেডী ম্যাক্‌বেথ মনোরোগের শিকার হন ; আর কল্পনাপ্রবণ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় বীর ম্যাক্‌বেথ পরিণত হন মূর্তিমান নিষ্ঠুরতায়। প্রেতিনীরা দ্বিতীয় সাক্ষাতে ম্যাক্‌বেথকে আশ্বস্ত করেছিলো যে নারীগর্ভজাত কেউ কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না, আর বিরনাম অরণ্য ডানসিনেনে না আসা পর্যন্ত তার পরাজয়ও ঘটবে না। এবারেও আশ্চর্যভাবে প্রেতিনীদের কথা ফলে যায়। ম্যালকম ও ম্যাক্‌ডাফের বাহিনী ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করে। অয়োনিজ ম্যাক্‌ডাফের হাতে নিহত হয় ম্যাক্‌বেথ। শেকস্‌পীয়ারের ম্যাক্‌বেথকে অনেক সমালোচকই 'Villain-hero' এই অভিধায় অভিহিত করে থাকেন। ম্যাক্‌বেথ অবশ্যই নিষ্ঠুরতা ও শঠতায় খলনায়কের লক্ষণযুক্ত ; কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুর পর তার সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তি—

> 'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
> Creeps in this petty pace from day to day,
> To the last syllable of recorded time…'

অথবা নিশ্চিত ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়েও নির্বিকার স্থৈর্যে পরিস্থিতির মোকাবিলা

করার মানসিকতা এক ট্র্যাজেডির শক্তিমান নায়কচরিত্রের পরিচয় জ্ঞাপন করে।

ওথেলো (**Othello**) : সহৃদয় প্রেমিক ওথেলো ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে প্রিয়তমা পত্নী ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করেছিলো। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাচক্রে রোমান্টিক প্রেমিক পরিণত হয়েছিলো অবিবেচক ঘাতকে। শেকস্‌পীয়ার তাঁর '**Othello**' নাটকে শয়তান ইয়াগোর চক্রান্তের জালে আটকে পড়া বীর ওথেলোর করুণ পরিণতি দেখিয়েছেন। ক্যাসিওর প্রতি ডেস্‌ডেমোনার দুর্বলতার কথা প্রচার করে ইয়াগো প্রথমে কান ভারি করে ওথেলোর ; পরে কৌশলে ডেসডেমোনাকে দেওয়া ওথেলোর রুমাল ক্যাসিওর হাতে যাতে পড়ে তার ব্যবস্থা করে ইয়াগো। ঈর্ষার জ্বালায় দগ্ধ হয় ওথেলো। হত্যা করে ডেসডিমোনাকে। পরে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হলে অনুশোচনায় আত্মহননের পথ বেছে নেয় ওথেলো। ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করার পেছনে নিছক ঈর্ষা কাজ করেছিলো না কি অন্য কোনো অভীপ্সাও ছিলো ওথেলোর মনে সে নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে ভেনিসের কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিক বীর ওথেলোর বিপর্যও মনের হাহাকার যা' এই ট্র্যাজেডির মূল বিষয়।

প্রস্পেরো (**Prospero**) : মিলানের নির্বাসিত ডিউক প্রস্পেরো '**The Tempest**' নাটকের প্রধান চরিত্র। প্রস্পেরো একজন জাদুকর যিনি বারো বৎসর কাল এক দূরবর্তী দ্বীপে বাস করছেন, প্রয়োগ করছেন তাঁর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার। দ্বীপভূমির একমাত্র অধিবাসী ডাকিনী সাইকোর‍্যাকস্‌-পুত্র ক্যালিবান্‌কে প্রস্পেরো বশ করেছেন ; জাদুবলে মুক্ত করেছেন অ্যারিয়েল-সহ নানা নিরাবয়ব শক্তিকে। এভাবেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে, বিকৃত ও জান্তব ক্যালিবানকে সংস্কৃত করতে প্রস্পেরো মাঙ্গলিক ইন্দ্রজালের চর্চা ও প্রয়োগ করে যেতে থাকেন। প্রস্পেরোর ষড়যন্ত্রকারী ভ্রাতা অ্যান্টোনিও, নেপলসের রাজা ও রাজপুত্র জাহাজডুবি হয়ে একই দ্বীপে এলে অ্যারিয়েলের সাহায্যে প্রস্পেরো ঐ দুর্মতিদের সংশোধন ও অনুতাপের পথে ফিরিয়ে আনেন। কন্যা মিরান্ডার সংগে রাজপুত্র ফার্ডিনান্ডের প্রণয়সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশেষে জাদুবলে প্রস্পেরো ফেরৎ আনেন ডুবে-যাওয়া জাহাজ। জাদুগ্রন্থ মাটিতে পুঁতে, জাদুদণ্ড ভেঙে ফেলে প্রস্পেরো ছেড়ে যান এই আশ্চর্য দ্বীপ।

রোমিও (**Romeo**) : রোমিও এক ভাগ্যতাড়িত প্রেমিক। জুলিয়েটের প্রতি তার প্রেম ও সে প্রেমের করুণ পরিণতি কিংবদন্তীর বিষয়। দুই শত্রুভাবাপন্ন পরিবারের বৈরীতায় রোমিও জুলিয়েটের প্রেম পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। প্রেমিক যুগলের ঘটে অপমৃত্যু। রোমিও যেহেতু নিছক ঘটনাচক্রের দুর্বিপাকের অসহায় শিকার সেহেতু তাকে শেকস্‌পীয়ারের অপরাপর ট্র্যাজিক নায়কচরিত্রগুলির সংগে তুলনা করা চলে না। তার নিজস্ব কোনো ত্রুটী নয়, কেবলমাত্র বৈরী পরিস্থিতিই রোমিওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শাইলক (**Shylock**) **ঃ** **'The Merchant of Venice'** নাটকের কুসিদজীবি হুদী শাইলক শেক্‌স্‌পীয়ারের অতি পরিচিত নাট্যচরিত্রগুলির অন্যতম। এই রিত্র চিত্রণে মার্লোর **'Jew of Malta'**-র ধনলিপ্সু বারাবাসের প্রভাব লক্ষণীয়। াইলক কিন্তু কেবলমাত্র খল ও নিষ্ঠুর-স্বভাব নয়। শেক্‌স্‌পীয়ার তাকে নিছক বধর্মী শয়তান রূপে চিত্রিত করেন নি। বণিক অ্যাণ্টোনিওর সঙ্গে শাইলকের যে ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো তার শর্তানুসারে শাইলক অ্যাণ্টোনিওর শরীর থেকে ক পাউণ্ড মাংস দাবী করে। দীর্ঘদিন ধরে খ্রীস্টানদের দ্বারা নিন্দিত ও মালোচিত এবং জনৈক খ্রীস্টান যুবকের দ্বারা কন্যা জেসিকার অপহরণের পরি পক্ষিতে শাইলকের এই দাবীকে বোধহয খুব অন্যায় বলা যায না। শাইলকের ক্ষোভ ও অন্তর্বেদনার মধ্যে ট্র্যাজেডির উপাদান বিশেষভাবে লক্ষণীয। শেকস্‌পীয়ার াঁর সমরকালের দর্শকদের কাছে শাইলককে যেভাবেই উপস্থাপিত করতে চেয়ে াকন না কেন আমাদের কাছে সে কিছু সহানুভূতি দাবী করবেই। মনে হয় শাইলক তখানি অন্যায করেছে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তার বেশী—**'more sinned gainst than sinning।'**

টাচস্টোন (**Touchstone**) **ঃ** **'As You Like It'** নাটকে ফরেস্ট অব াৰ্ডেন-এ নির্বাসন ভোগী ডিউকের সঙ্গী টাচস্টোন এক পেশাদার বিদূষক (**fool**)। াব তির্যক সরস মন্তব্য ও পেশাদারী আচরণের দক্ষতায় টাচস্টোন এক আকর্ষণীয় রিত্র। বিষণ্ণ জেকুইসের থেকে টাচস্টোনের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। টাচস্টোন আর্ডেনের নিসর্গপ্রকৃতি ও স্বাভাবিক জীবনের কঠোর সমালোচক। জেকুইসের সহানুভূতি াচস্টোনের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ও টিপ্পনীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। টাচস্টোন ডিউকের কোর্টের বৃহত্তর জীবন এবং আর্ডেনের স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত অরণ্যজীবনের ামোমন্দের একটি তুলনামূলক রেখাচিত্র ফুটিযে তোলে তার বিদূষক সুলভ সরস াঙ্গ বিশ্লেষণে। আর্ডেন প্রেম ও হৃদয় বিনিময়ের এতই অনুকূল যে টাচস্টোনও াকৃষ্ট হয় অড্রি-র প্রতি যে তার পূর্বতন প্রেমিককে ত্যাগ করে সুখভোগের আশায় াচস্টোনকে পতিত্বে বরণ করে। টাচস্টোন-এর এই প্রেম ও বিবাহ নিছকই এক ল, দেহজ সম্পর্ক। সব মিলিয়ে, আর্ডেনের প্যাস্টোরাল জীবনের এক তির্যক, সথাত্ম দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় টাচস্টোন চরিত্রে।

ক্লিওপেট্রা (**Cleopatra**) **ঃ** মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা শেকস্‌পীয়ারের এক াব নারীচরিত্র। রহস্যের কুহকে আবৃত এক রহস্যময়ী—**"a woman of finite varieties"**। ক্লিওপেট্রা নিতান্ত নবীনা নন; নন অসামান্য রূপবতীও। বু আকর্ষণে তিনি অনন্যা। ক্লিওপেট্রা তাঁর অনিবার্য দ্যুতিতে সম্মোহিত রেছেন রোমক বীর অ্যাণ্টনিকে। অ্যাণ্টনি তাঁর পরাজয় ও সর্বনাশ নিশ্চিত ানেও এই চতুরা রমণীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। উভয়েই হত্তর কর্তব্য ভুলে এক বিচিত্র প্রেমের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করেছেন। কস্‌পীয়ারের সনেটগুচ্ছে উল্লেখিত অপ্রতিরোধ্য **'dark lady'**-র মতোই দুর্বার

ক্লিওপেট্রার আকর্ষণ। অ্যাণ্টনির মৃত্যুর পর ক্লিওপেট্রার আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে ট্র্যাজিক অপচয়ের বোধ একেবারে অলক্ষ্য নয়। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য সাহিত্যে ক্লিওপেট্রা প্রকৃতই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর নারী—"a Courtesan of Genius"।

কর্ডেলিয়া (Cordelia) : রাজা লীয়ারের কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়ার মধ্যে মাধুর্য ও দৃঢ়তার এক চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ডেস্‌ডেমোনার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার সঙ্গে তাঁর চরিত্রে মিশেছে গ্রীক নারী আন্তিগোনের শক্তি ও সাহস। গনেরিল ও রেগানের শঠতা ও কপটতা কর্ডেলিয়ার মধ্যে নেই। মিথ্যা তোষামোদে বৃদ্ধ পিতাকে পরিতৃপ্ত করে রাজ্যের সেরা ভাগটি দখলে তাঁর কোনো রুচি নেই। সত্যবাদিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা এ দুই মহৎ গুণের আধার কর্ডেলিয়া। পিতার প্রতি ভালোবাসাতেও কর্ডেলিয়া সত্যবাক্য থেকে সরে আসেন না। অনেক ভাষ্যকার কর্ডেলিয়ার এই আচরণে এক ধরনের ঔদ্ধত্যের সন্ধান পেয়েছেন। লীয়ারের অহং-বোধ ও ঔদ্ধত্যের কিছু অংশ কর্ডেলিয়াতে থাকা অসম্ভব নয়। তাঁর নিজের পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারেও কর্ডেলিয়ার একরোখা মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ লোভী বার্গাণ্ডির ডিউক নয়, নির্লোভ ফরাসীরাজকেই বরমাল্য দেন কর্ডেলিয়া। এই কর্ডেলিয়াই অপ্রকৃতিস্থ পিতাকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হন এবং বৃদ্ধ পিতার প্রতি কর্তব্যপালনে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দেন। সহিষ্ণুতা, উদারতা, বদান্যতা ইত্যাকার সদ্‌গুণসমূহের প্রতিমূর্তি কর্ডেলিয়ার অকালমৃত্যু অতীব বেদনাদায়ক। যদিও তাঁর মৃত্যুতেই বৃদ্ধ লীয়ারের চমকপ্রদ পুনর্জন্ম।

ডেস্‌ডেমোনা (Desdemona) : ওথেলো-পত্নী ডেস্‌ডেমোনা নিষ্পাপ সৌন্দর্যের প্রতিরূপ যেন। ওথেলোর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁর অটুট ছিলো ঈর্ষান্ধ প্রিয়তমের হাতে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত। খলস্বভাব ইয়াগো এই পবিত্র বিশ্বাস ও সৌন্দর্যকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলো ওথেলোর প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায়। ডেস্‌-ডেমোনার হারানো রুমাল ইয়াগো সুচতুর কৌশলে ক্যাসিওর কাছে পৌঁছে দেয় এবং ওথেলোর মনে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সম্বন্ধে সন্দেহের বিষ সঞ্চার করে। এরই ফলশ্রুতি ওথেলোর হাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ডেস্‌ডেমোনার মৃত্যু। সে মৃত্যু তাই হৃদয়বিদারক ; বেদনার অসহায়তায় বিধুর।

ইসাবেলা (Isabella) : "Measure for Measure" নাটকের প্রধান নারী-চরিত্র এই ইসাবেলাকে দেখা যাবে একাধিক ভূমিকায় ও তাৎপর্যে। নাটকের শুরুতে সে এক শিক্ষানবিশ সন্ন্যাসিনী। পরে তার ওপর ভার এসে পড়লো ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত ভ্রাতা ক্লডিওর জন্য ডিউকের সহযোগী অ্যাঞ্জেলোর কাছে দরবারের। অ্যাঞ্জেলো তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে ইসাবেলাকে ভাইয়ের প্রাণের মূল্যরূপে নিজ দেহদানের শর্ত আরোপ করলে ইসাবেলা সরোষে তা প্রত্যাখ্যান করলো। অভিযুক্ত করলো ভ্রাতা ক্লডিওকে অত্যন্ত অনমনীয়ভাবে। অতঃপর ছদ্মবেশী ডিউকের পরিকল্পনামাফিক অ্যাঞ্জেলোকে জব্দ করার কাজে সামিল হোলো ইসাবেলা। নাটকের

শেষে আমরা ইসাবেলাকে পেলাম উজ্জ্বল শারীরিক শুচিতার প্রতিমূর্তিরূপে, যে শুচিতাকে সে সযত্নে রক্ষা করেছে। ডিউক ইসাবেলার প্রতি প্রেম নিবেদন করলেন। অ্যাঞ্জেলোকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য সুপারিশ করে ইসাবেলা নাটকের অন্তিম লগ্নে তুলে ধরলেন ক্ষমা ও করুণার আদর্শকে কঠোর ন্যায়বিচারের ঊর্ধ্বে।

জুলিয়েট (Juliet): ক্যাপুলেট পরিবারের কন্যা জুলিয়েট তার প্রেমিক রোমিওর মতোই নবীন মনের প্রেম ও আবেগের প্রতীক ও এক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির অসহায় শিকার। প্রথম দর্শনেই জুলিয়েটের প্রতি আকৃষ্ট হয় রোমিও এবং তাদের রোমান্টিক প্রেম তথা অভিসার পর্বে পারস্পরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা জুলিয়েটের সংলাপে খোলাখুলিভাবেই ফুটে উঠেছে। দুই পরিবারের অসূয়ায় ও আনুষঙ্গিক ঘটনাচক্রে এই দুই চিরন্তর প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মৃত প্রেমিকের দেহের পাশে বিষপানে ঢলে পড়া জুলিয়েট একনিষ্ঠ প্রেমের মহত্ত্বের নিদর্শন হয়ে থাকে।

লেডি ম্যাক্‌বেথ (Lady Macbeth): উচ্চাভিলাষী ম্যাকবেথের দ্বিধাগ্রস্ততা ও কল্পিত ভয়কে যথাযথ শাসনে এনে তাঁকে ডানকান-হত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন যে লেডি ম্যাক্‌বেথ তাঁকে গ্রীক নাটকের Clytemnestra-র সঙ্গে তুলনা করা চলে। জনৈক সমলোচক লেডি ম্যাক্‌বেথকে বলেছেন "fourth witch" যার প্রত্যক্ষ সহায়তা না পেলে ম্যাক্‌বেথ তিন ডাকিনীর ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করে তুলতে পারতেন না। লৌহকঠিন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার যে পরিচয় আমরা লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্রে পাই তা অবশ্যই নারীসুলভ নয়, কিন্তু ম্যাক্‌বেথ-পত্নী এই কাঠিন্য ও নির্দয়তা দেখিয়েছিলেন, অন্ধকারের অশুভ শক্তিকে আবাহন করেছিলেন, তাঁর স্বামীর আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করারই অভিপ্রায়ে। তিনি তাঁর স্তন্য বিষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর খরজিহ্বার প্রহারে ম্যাক্‌বেথের দ্বিধাদীর্ণ মনকে শক্ত করতে চেয়েছিলেন কারণ স্বামীর রাজসিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত শরিক হতে চেয়েছিলেন লেডি ম্যাক্‌বেথ। ম্যাক্‌বেথের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আনুগত্য ছিলো প্রশ্নাতীত, যদিও ম্যাক্‌বেথের কল্পনাপ্রবণ মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সঠিক তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। পিতৃপ্রতিম বৃদ্ধ রাজা ডানকানকে নিজে হত্যা করতে অপারগ হওয়ায় ম্যাক্‌বেথকে প্ররোচিত করেছেন সে কাজে। রাজ্যাভিষেকের পরে আয়োজিত ভোজসভায় ব্যাঙ্কোর প্রেত ম্যাক্‌বেথকে যখন পীড়িত করেছে তখনো লেডি ম্যাক্‌বেথের সক্রিয় সহায়তা পেয়েছেন ম্যাক্‌বেথ। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে, বজ্রকঠিন পৌরুষে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে লেডি ম্যাক্‌বেথ যে অস্বাভাবিকতাকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তারই অনিবার্য পরিণতি মনোবিকার ও নিঃসঙ্গ মৃত্যু।

মিরান্ডা (Miranda): নির্বাসিত ডিউক প্রস্পেরোর কন্যা, দূরদ্বীপবাসিনী মিরান্ডা যৌবন ও নিষ্পাপ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। সৌন্দর্যমণ্ডিত, ইচ্ছাপূরণের এই জাদু-দ্বীপের স্বর্গীয় পরিবেশে মিরান্ডা যেন এক অপাপবিদ্ধা বালিকা।

রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে মিরাণ্ডার প্রেম এবং সদলে জাদু-দ্বীপ ত্যাগ করে সামাজিক জীবনচক্রে ফিরে যাওয়া সে কারণে এক প্রতীকি তাৎপর্যবাহী। মিরাণ্ডারূপী শুচিতা, সারল্য ও সৌন্দর্যের এবার প্রকৃত পরীক্ষাভূমি বৃহত্তর সমাজজীবন।

পোর্শিয়া (Portia): বেলমণ্টবাসিনী পোর্শিয়া শেকস্‌পীয়ারের **'The Merchant of Venice'** কমেডির অন্যতম মুখ্য চরিত্র। সৌন্দর্যে, বুদ্ধির প্রখরতায়, বাকচাতুর্যে পোর্শিয়া এক আকর্ষণীয় চরিত্র। এই ধনীদুহিতা তাঁর ভাবী স্বামী ব্যাসানিও অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধিমান এবং অ্যাণ্টোনিওর বিচারের দৃশ্যে পোর্শিয়াই জনৈক আইনজীবির ছদ্মবেশে অতি চমকপ্রদ সওয়াল করে শাইলকের ন্যায়বিচারের দাবীকে খণ্ডন করেন। সারল্য ও উচ্ছলতার বদলে পরিণত বুদ্ধিমত্তার লক্ষণগুলি পোর্শিয়ার চরিত্রে পরিস্ফুট।

রোজালিণ্ড (Rosalind): অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসের আধার রোজালিণ্ড **'As You Like It'**-এর রোমাণ্টিক নায়িকা। এই **"comedy of dialogue"**-এর এক চতুর্থাংশ কথাই তাঁর মুখ থেকে আমরা শুনি। কথা বলতে ভালবাসে রোজালিণ্ড এবং সরস বৈচিত্র্যে পূর্ণ তাঁর কথামালা শেকস্‌পীয়ারের এ কমেডির সম্পদবিশেষ। ডিউকের কোর্টে বোন সিলিয়ার সঙ্গে তো বটেই, বিশেষ করে আর্ডেন অরণ্যে রোজালিণ্ড তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সরসতার যেসব নিদর্শন উপস্থিত করেছে তা' এককথায় অতুলনীয়। প্রেমের ক্ষেত্রে রোজালিণ্ড প্রকৃতই রোমাণ্টিক। প্রথম দর্শনেই সে অরল্যাণ্ডোর প্রেমে পড়ে এবং আর্ডেনবাসের পর্বে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে রোজালিণ্ড সে' প্রেমকে ক্রম পরিণতি দান করে। গ্যানিমিড-এর ছদ্মবেশে সিলিয়াকে সঙ্গী করে আর্ডেন অরণ্যে এসে ও বসবাস করে যেমন সাহসের পরিচয় দেয় রোজালিণ্ড, তেমনি নানা বিষয়ে ব্যবহারিক তথা সাংগঠনিক দক্ষতারও স্বাক্ষর রাখে। সিলভিয়াস-ফিবির ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ ও প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেকস্‌পীয়ারের রোমাণ্টিক নায়িকাদের মধ্যে বুদ্ধির বিবেচনায় তিনি পরিণত।

শেকস্‌পীয়ার ও বাংলা সাহিত্য

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলায় শেকস্‌পীয়ার চর্চার যে সূচনা হয়েছিলো তারই ধারাবাহিকতায় বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গশালা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে ১৮৩১-এ শেকস্‌পীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অভিনয়। সেই থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালী অভিনেতারা বিভিন্ন জায়গায় শেকস্‌পীয়ারের নাটক অভিনয় করেছিলেন, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো হিন্দু কলেজ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, হেয়ার স্কুল প্রভৃতির ছাত্রদের শেকস্‌পীয়ার অভিনয়। নাটকগুলির মধ্যে ছিলো 'দ্য মার্চেণ্ট অব ভেনিস', 'ওথেলো', 'হেনরী দ্য ফোর্থ' প্রভৃতি।

শেকস্‌পীয়ারের মূল ইংরাজী নাটকগুলির অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর কয়েকটি

নাটকের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ করা চলে, যদিও অনূদিত নাটকগুলি কখনো সেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এ' প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৩)। প্রথমটি শেকস্‌পীয়ারের 'দ্য মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র ভাবানুবাদ, যেখানে তাঁর নিজের কথাতেই, তিনি 'আখ্যানের মর্ম মাত্র গ্রহণ' করেছিলেন। হরচন্দ্র পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং দেশীয় রীতি বা প্রণালীতে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের সারবস্তু পরিবেশন করেছিলেন। 'চারুমুখ চিত্তহরা'ও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের তর্জমা, কিন্তু অবিকল ভাষান্তর নয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নান্দী, সূত্রধার ও নটী যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের নাটকে। অন্যান্য রূপান্তরিত নাটকগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'সিমবেলিন'-এর অনুবাদ 'সুশীলা—বীরসিংহ', 'দ্য টেম্‌পেস্ট'-এর ছায়াবলম্বনে 'নলিনী-বসন্ত'; হরলাল রায়ের 'ম্যাকবেথ'-এর রূপান্তর 'রুদ্রপাল' ইত্যাদির। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেছিলেন 'জুলিয়াস সিজার', গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ম্যাকবেথ' এবং দেবেন্দ্রনাথ বসু 'ওথেলো'।

উনিশ শতকের নাট্যচর্চায় শেকস্‌পীয়ার ছিলেন প্রধান প্রেরণাস্বরূপ। এইসব অনুবাদ নাটক ও বাংলা নাট্যশালার উন্মেষপর্বে শেকস্‌পীয়ারের মূল নাটকগুলির অভিনয় তারই অকাট্য প্রমাণ। মৌলিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে শেকস্‌পীয়ারের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)-এ। শেকস্‌পীয়ারের বিয়োগান্ত নাট্যরচনার রীতি অনুসরণে লেখা এ' নাটকে 'হ্যামলেটের' প্রভাব লক্ষ্য করা যায় হেমপুর রাজ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের চরিত্রচিত্রণে। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে রচিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের অপর নাটক 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক নাট্যকার মধুসূদনের ওপর শেকস্‌পীয়ারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের তেমন লক্ষণ না থাকলেও 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রচলনে তাঁর [illegible]। 'পদ্মাবতী'তেও বহিরঙ্গে শেকস্‌পীয়রীয় প্রভাব স্পষ্ট। তবে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র ও ট্র্যাজিক বেদনায় শেকস্‌পীয়ারের নাটকের সত্তাটি প্রতিষ্ঠিত। শেকস্‌পীয়ারের মতোই মধুসূদন যে একটি 'রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি' লিখতে চেয়েছিলেন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে তার উল্লেখ রয়েছে—'What a romantic tragedy it will make!' এ' নাটকের নায়কচরিত্রের মধ্যেও রাজা লীয়ারের উন্মাদনা ও আর্তি। ধরা যাক, পঞ্চম অংক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের মাঝে ভীম সিংহের যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি: 'বজ্রের কি ভয়ংকর শব্দ! একি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (ঊর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর।' এর পাশাপাশি দেখা যেতে পারে

অনুরূপ বজ্র-বিদ্যুৎ-তুফানের মধ্যে খোলা প্রান্তরে বৃদ্ধ রাজা লীয়ারের উন্মত্ত হাহাকার ও প্রক্ষোভ :

Lear—Blow, winds, and crack your cheeks. Rage, blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drenched over steeples, drowned the cocks.
You sulph'rous and thought-executing fires
Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head. [iii, ii]

এছাড়া মদনিকা ও ধনদাস চরিত্রের ধূর্ততা ও ক্রূরতায় ইংরেজ নাট্যকারের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিয়োগান্ত নাটকে 'কমিক্ রিলিফে'র ব্যবহারেও মধুসূদন শেকস্‌পীয়ারের কাছে ঋণী।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলিতেও শেকস্‌পীয়ারের নাট্যরীতি অনুসৃত। তাঁর নাটকগুলিতে শেকস্‌পীয়ারের উদ্ধৃতি প্রায়ই নজর কাড়ে। 'নীলদর্পণে'র করুণ পরিণতি এবং নিমচাঁদ চরিত্রের অন্তর্বেদনা কি শেকস্‌পীয়ারের নাটকের প্রভাব প্রসূত নয় ? দীনবন্ধুর প্রহসনধর্মী 'জামাই বারিক' নাটকের গর্বিতা স্ত্রী কামিনীর বশীভূত হওয়ার মধ্যে 'Taming of the Shrew'-র ক্যাথারিনার গল্পের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। আর 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর-বৃত্তান্তটি তো 'Merry Wives of Windsor' থেকেই গৃহীত।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেকস্‌পীয়ারের নাটকের প্রতি তার অশেষ আকর্ষণ ও ঋণের কথা তাঁর কথায়-লেখায় বারবার শুনিয়েছেন। ভাষায়, নাট্য পরিস্থিতি নির্মাণে, প্লটের গঠনে, চরিত্র-চিত্রণে ও সর্বোপরি মঞ্চসজ্জা তথা নাট্যপ্রকরণে গিরিশচন্দ্র শেকস্‌পীয়ারের একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। 'গৈরিশ' ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি শেকস্‌পীয়ারের 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' প্রয়োগের অনুরূপ ভাবনায়ই প্রাণিত। শেকস্‌পীয়ারের নাটক থেকে কখনো পুরোপুরি, কখনো আংশিকভাবে তাঁর নাটকের প্রেক্ষিত সংগ্রহ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ; যেমন 'স্বপ্নের ফুল' (A Midsummer Night's Dream), 'মনের মতন' (As You Like It) ও 'জনা' (Coriolanus) কখনো বা শেকস্‌পীয়ারের নাট্যকাঠামোকে দেশীয় কাহিনীর ছাঁচে ফেলেছেন, যেমন, 'সিরাজদ্দৌলা' (Richard II)। চরিত্রসৃষ্টিতেও নানাভাবে শেকস্‌পীয়ার প্রভাবিত করেছেন গিরিশচন্দ্রকে। 'প্রফুল্ল' নাটকের রমেশ ক্রূরতায় ইয়াগোর সঙ্গে তুলনীয় ; একইভাবে 'আনন্দ রহো'-র লীলা ও লেডি ম্যাকবেথ এবং জনা ও রিচার্ড দ্য থার্ডের মার্গারেটের মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্ণরাম ও করিম চাচার মতো চরিত্র শেকস্‌পীয়রীয় 'ভাঁড়' জাতীয় চরিত্রের আদলে নির্মিত। এছাড়া 'মুকুলচাঁদে'র বরুণচাঁদ ও 'পরপারে'-র বিশ্বেশ্বরের মধ্যে অবিস্মরণীয় ফলস্টাফকে দেখা যায় স্পষ্টই। কয়েকটি বিশেষ শেকস্‌পীয়রীয় নাট্যকৌশল গিরিশচন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন তাঁর

নাটকগুলিতে, যথা ঃ—(১) হ্যামলেটের মৃত পিতা কিম্বা জুলিয়াস সিজারের প্রেতের মতো গিরিশচন্দ্রের নাটকেও জটিল নাট্যমুহূর্তে প্রেতজাতীয় অতিলৌকিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে। উদাহরণ, 'চণ্ড' ও 'কালাপাহাড়'; (২) তাঁর অনেকগুলি চরিত্রের ক্ষেত্রে শেকস্‌পীয়ারের নাটকের মতোই ছদ্মবেশ নিয়ে স্বাভাবিক পরিচিতি লুকোনোর, বিশেষত 'Sex-concealment'-এর ব্যাপারটি রয়েছে।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ও নাট্যরীতি সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাগুলিকে। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) শেক্‌স্‌পীয়ারের 'blank verse'-এর প্রেরণায় অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতিতে লেখা। এই নাটকের দুই চরিত্র-সূর্যমল ও তার স্ত্রী তমসা শেক্‌স্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের মতো রাজ্যলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত ও চারণীর ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা উত্তেজিত। দ্বিজেন্দ্রলালের অপর এক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটকের এক অসামান্য সংঘাতজর্জর চরিত্র নূরজাহান, সার অপ্রকৃতিস্থতায়ও লেডি ম্যাকবেথের প্রতিচ্ছবি। নূরজাহানের এই অসহায় প্রলাপের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়ারের লেডি ম্যাকবেথের **sleep-walking**-এর দৃশ্যের কি পরিষ্কার সাদৃশ্য—

'উঃ, কি ক্ষমতাটাই ছিল। কি অপচয়ই করলে। নিঃশেষ করলে। কিছু নাই (হস্ত মুষ্টিবন্ধ করিয়া পরে খুলিলেন), এই দেখ।'

Lady Macbeth : **'Here's the smell of the blood still : all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, oh, oh !'**

যখন নূরজাহানের মোহমুদ্গরে বিহ্বল জাহাঙ্গীর উচ্চারণ করেন—'তোমার সাম্রাজ্য তুমি শাসন কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে এসো আমার সাম্রাজ্য—সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত', তখন কি মনে হয় না যে আমরা ক্লিওপেট্রার মোহজালে আবদ্ধ অ্যান্টনীর কথাই শুনছি ?—

come,
Let's have one other gaudy night, call to me.
All my sad captains ; fill our bowls once more ;
Let's mock the midnight bell.'

শেকস্‌পীয়ারের অবিস্মরণীয় ট্র্যাজিক নায়কদের মধ্যে লীয়ার ও হ্যামলেট দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ছায়া ফেলেছেন। তাঁর 'সাজাহান (১৯০৯) নাটকে মোগল সম্রাটের মান-অভিমান-ক্রোধে উদ্বেল চরিত্রে রাজা লীয়ারের আবেগযন্ত্রণার লক্ষণ স্পষ্ট। নূরজাহান-কন্যা লয়লার সঙ্গে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ যুবরাজ হ্যামলেটের সাদৃশ্যও নজরে পড়ার মতো। ক্ষমতালিপ্সু ও ষড়যন্ত্রকারী ঔরংজীব চরিত্রের সঙ্গে আবার তৃতীয় রিচার্ডের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘটনার তীব্র গতিবেগ, নাট্যোৎকণ্ঠা, চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বজর্জর ট্র্যাজিক সত্তা, সংলাপ ও পরিস্থিতি নির্মাণে দক্ষতায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্যসাহিত্যে শেকস্‌পীয়ারের সার্থকতম উত্তরাধিকারী।

তাঁর 'মালিনী' (১৮৯৬) নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'শেকস্পীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।' এই সময় পর্যন্ত লেখা নাটকগুলিতে শেকস্পীয়ারের প্রভাব আন্দাজ করা যায়। পরে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নাট্যরীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' তাঁর দুটি সার্থক ট্র্যাজেডি-নাটক, ভাবনার গভীরতা ও আবেগের দুর্মর গতিতে দুটিই শেকস্পীয়রের ধারায় অভিষিক্ত। বিশেষ করে বিক্রমদেব ও রঘুপতি শেকস্পীয়ারীয় আবেগধর্মে জীবন্ত। 'রাজা ও রানী'র বিক্রম-সুমিত্রা এবং কুমার-ইলার প্রণয়কাহিনী দু'টি **'Othello'** ও **'Romeo and Juliet'**-এর ছায়াবলম্বনে নির্মিত। প্রথমটিতে দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস, দ্বিতীয়টিতে বিশ্বাস ও আনুগত্য যদিও দুটিরই পরিণতি বিষাদ ও ব্যর্থতায়। রবীন্দ্রনাথের দুটি কমেডি—'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা', প্রেম ও কৌতুকের মিশ্রণে শেকস্পীয়ারের কমেডির গোত্রভুক্ত। 'চিরকুমার সভায়' শৈলবালার পুরুষের বেশ ধারণ **'As You Like It'** নাটকে রোজালিন্ডের গ্যানিমিডের ছদ্মবেশ ধারণের সঙ্গে তুলনীয়। **'The Merchant of Venice'** ও **'As You Like It'**-এ যেমন বেশ কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে উপস্থিত করে বৈচিত্র্য ও জটিলতার রসঘনত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তেমনি 'চিরকুমার সভায় অক্ষয়-পুরবালা, শ্রীশ-নৃপবালা, বিপিন—নীরবালা এবং পূর্ণ-নির্মলা এই চারজোড়া, আর 'শেষরক্ষায়' চন্দ্র-ক্ষ্যান্তমণি, বিনোদ-কমল, গদাই-ইন্দুমতী, অর্থাৎ তিনজোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িণীর উপস্থিতি নাট্যরসকে ঘনীভূত করেছে।

নাট্যরচনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে শেকস্পীয়ারের যে প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তা' ছাড়াও এক গভীর ও দূর প্রসারী প্রভাব বাংলা কাব্যে-উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছিলো উনিশ শতকের শেষভাগ ও বর্তমান শতকের প্রারম্ভে। শেকস্পীয়ারের জীবনদৃষ্টি, অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত ও পীড়িত মানবাত্মার স্বরূপ, শেকস্পীয়ারের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি, নাটক ছাড়াও মধুসূদনের মহাকাব্যে কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যা' অনুরণিত হয়েছিলো প্রগাঢ় রসচেতনায়।

জন মিলটন (১৬০৮—১৬৭৪)

মিলটনের যুগ : একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

মিলটনের যুগ সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাত ও অস্থিরতার যুগ। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সামাজিক-রাজনৈতিক ভারসাম্য রাজা প্রথম চার্লস (Charles I, 1625-49)-এর আমলে দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং রাজা ও পার্লামেণ্টের দ্বন্দ্ব চরম আকার নেয় গৃহযুদ্ধে। এই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় ১৬৪২-এ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এক দশককাল স্থায়ী হয়। রাজা প্রথম চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে এবং 'হাউস অব লর্ডস্'-এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়। একইসঙ্গে গীর্জার কর্তৃত্বের প্রশ্নে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সংস্কারপন্থী আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে এবং পিউরিট্যানইজম (**Puritanism**) জয়যুক্ত হয়। কমনওয়েলথ্ সরকার গঠন, অলিভার ক্রমওয়েলের **Lord Protector**-রূপে **'Parliament of Saints'** স্থাপনা, এক ও অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থরূপে বাইবেলের পাঠ ও চর্চা, সুনীতির দোহাই দিয়ে যাবতীয় নাট্যশালা বন্ধ করে দেওয়া, ক্রমওয়েলের মৃত্যু ও তার পরবর্তী অনিশ্চয়তা ও অবশেষে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস (**Charles II, 1660-85**)-এর সিংহাসনলাভের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন (**Restoration of Monarchy**)—এই হোলো মিলটনের যুগের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের রূপরেখা।

শেকস্‌পীয়ারের পর থেকেই নাটকের ক্ষেত্রে অবক্ষয় ও অবনমনের চিহ্নগুলি ফুটে উঠতে থাকে। সামাজিক অস্থিরতা ও পিউরিটানদের ক্রমাগত বাধাদানের ফলে থিয়েটারের মন্দা আরো তীব্র হয় এবং পরিশেষে ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে থিয়েটারগুলি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র এই অভিযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলতঃ প্রথম চার্লসের যুগে এবং কমনওয়েলথের আমলে নাটকের ক্ষেত্রটি উপেক্ষিতই পড়ে থাকে। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ও নাট্যশালা অর্গলমুক্ত হলে পর নাটক নিয়ে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

এই যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো এক স্বতন্ত্রধর্মী লিরিক কবিতার উদ্ভব যা এলিজাবেথীয় রোমাণ্টিক ও আবেগময় কাব্যিকতা থেকে ভিন্ন ছিলো। নতুন স্বাদের এই লিরিক ছিলো প্রধানত বুদ্ধিনির্ভর, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রাখর্যে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যা এলিজাবেথীয় রোমাণ্টিকতার মোহমুদ্গর ভেঙেচুরে দিয়েছিলো বলা যায়। প্রেম ও ধর্মীয় অনুভব, উভয়ই এই নতুন কবিতায় ভিন্নতর অভিব্যক্তি লাভ করেছিলো। প্রেম-বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে জন ডান (**John Donne**), অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল (**Andrew Marvell**) এবং ঈশ্বর তথা ধর্ম-বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে ডান, হার্বার্ট (**George Herbert**) ও ভন (**Henry Vaughan**)-এর নাম বিশেষভাবে

স্মরণযোগ্য। এছাড়াও অন্য এক স্বাদের, প্রেম ও যুদ্ধ বিষয়ক মধুর গীতিকবিতার (lyric) অস্তিত্ব ছিলো রাজা প্রথম চার্লসের দরবার (court)কে কেন্দ্র করে। এই 'ক্যাভালিয়ের' (Cavalier) কবিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রবার্ট হেরিক (Robert Herrick), টমাস ক্যারিউ (Thomas Carew), জন সাকলিং (John Suckling) ও রিচার্ড লাভলেস (Richard Lovelace)।

এই যুগকে সঙ্গত কারণেই বলা হয় 'the Golden Age of the English pulpit'। বিশেষ করে গদ্যের ক্ষেত্রে নীতিমূলক, প্রচারধর্মী, সাড়ম্বর ভাষারীতির অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছিলো এ সময়ে প্রধানত ধর্মীয় বিতর্ক ও সংঘাতের কারণে। গদ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য টমাস ব্রাউন (Thomos Browne) যিনি 'Religio Medici' (1642)-র মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন টমাস হব্‌স্‌ (Thomas Hobbes), জেরেমি টেইলর (Jeremy Taylor) ও টমাস ফুলার (Thomas Fuller)। ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি কিছুই এ গদ্যসম্ভারের সীমার বাইরে থাকে নি। গদ্যরীতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও ঘনবদ্ধতার লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিলো।

এই যুগের শীর্ষপ্রতিভা কবি মিলটন। যাঁর হাতে মহাকাব্যের এক স্মরণীয় পুনর্জন্ম ঘটলো। গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে প্যামফ্লেটধর্মী রচনায়, মিলটন তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে রিপাবলিকান মতের সমর্থক ও প্রচারক এবং ধর্মের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার পূজারী মিলটন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুগের প্রাণপুরুষ।

বিবাদ-বিসম্বাদ ও ঘরোয়া যুদ্ধে রাহুগ্রস্ত ছিলো এই যুগ। সামাজিক-রাজনৈতিক এই অস্থিরতা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অবশ্যই সহায়ক ছিলো না। আর এই একই সময়ে বিজ্ঞানের যুগান্তকারী ভূমিকা ইংরেজ জাতি ও সমাজকে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছিলো।

মিলটনের জীবন বৃত্তান্ত: সংস্কৃতি ও সারস্বত চর্চার এক উপযোগী পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছিলো মিলটনের সাহিত্য প্রতিভা। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিদ্বান ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ; ধ্রুপদী জ্ঞানচর্চা ও সংগীতের ক্ষেত্রে ছিলো তাঁর বিশেষ অনুরাগ। মিলটনের ওপর এই মানুষটির উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিলো। সংস্কারপন্থীদের (Reformers) পক্ষাবলম্বন করায় মিলটনের বাবা তাঁর পিতৃসম্পত্তি ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হন এবং লণ্ডন শহরে পেশাদার মুসাবিদাকারী (Scrivener) হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই বুদ্ধিচর্চা তথা পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আবহাওয়াতেই মিলটনের জন্ম ১৬০৮-এর ৯ ডিসেম্বর তারিখে। স্বগৃহে মিলটনের প্রথম শিক্ষালাভ জনৈক পাদ্রী টমাস ইয়ং-এর কাছে। ১৬২৩-এ সেণ্ট পলস্‌ স্কুলে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদ্যাভাস শুরু হয় এবং ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভর্তি হন কেমব্রিজের ক্রাইস্‌ট্‌স্‌ কলেজে। তাঁর অনুশীলনের বিষয়গুলি ছিলো লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষাসমূহ,

ধ্রুপদী অলংকারবিদ্যা (Classical Rhetoric) প্রভৃতি। ১৬২৯-এ স্নাতক ও ১৬৩২-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন মিলটন। কেমব্রিজে অধ্যয়নকালীনই তিনি অধিকাংশ লাতিন কবিতা, 'অন দা ডেথ অব এ ফেয়ার ইনফ্যাণ্ট, (On the Death of a Fair Infant) ও 'অ্যাট এ ভেকেশান একসারসাইজ', (At a Vacation Exercise) রচনা করেছিলেন। যদিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো 'অন দি মর্নিং অব ক্রাইসট্স্ নেটিভিটি' (On the Morning of Christ's Nativity) ও 'অন শেকস্পীয়ার' (On Shakespeare) কবিতা দুটি।

কেমব্রিজ পরিত্যাগের পর মিলটন তাঁর বাবার সঙ্গে ১৬৩২ থেকে প্রায় ছ'টি বছর কাটান বাকিংহামশায়ারের হর্টনে। ধ্রুপদী সাহিত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই সময় মিলটন সর্বরকমে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন একজন বড়ো মাপের কবি হয়ে ওঠার অভিপ্রায়ে। এরই মধ্যে রচিত হয় 'লা অ্যালেগ্রো' (L, Allegro), 'ইল পেনসেরোসো' (Il Penseroso), 'আর্কেড্স্' (Arcades), 'কোমাস' (Comus) ও 'লিসিডাস' (Lycidas)।

১৬৩৭-এর পর দীর্ঘ পনের মাস মিলটন ইউরোপ, প্রধানত ইতালী, ভ্রমণ করেন। সেখানে গ্রসিয়াস (Grotius) ও গ্যালিলেও (Galileo)-র সাক্ষাৎ পান। স্বদেশে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের কারণে এই পর্যটনের কর্মসূচী অসমাপ্ত রেখে ফিরতে হয় তাঁকে। ১৬৩৯ থেকে ১৬৪৯ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেন তিনি। এই সময়ে মূলত প্যামফ্লেট রচনাতেই নিয়োজিত ছিলেন মিলটন। চার্চ ও পোপের আধিপত্য সংক্রান্ত বিতর্ক, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে জোরালো যুক্তিজালে প্রতিপক্ষকে বন্দী করাই ছিলো এ'সব রচনার উদ্দেশ্য।

এরই মধ্যে ১৬৪২-এ মিলটন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন মেরি পাওয়েলের সঙ্গে। রাজতন্ত্রের সমর্থক পরিবারের কন্যা মেরির সঙ্গে মিলটনের দাম্পত্যজীবন সুখকর হয়নি। অল্পদিনের মধ্যেই মেরি পিতৃগৃহে ফিরে যান। ১৬৪৫-এ স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হন মিলটন। ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনটি কন্যার জননী মেরি পরলোকগতা হন। ইতোমধ্যে ১৬৪৯-এ কমনওয়েলথ সরকারের লাতিন সেক্রেটারীপদে বৃত হয়েছিলেন মিলটন। প্রশাসনিক ও সাহিত্যিক দায়দায়িত্বের ভার বহন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক এই কবি দৃষ্টিশক্তির ক্রমক্ষীয়মানতায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের বছরেই অন্ধত্বের অভিশাপ নেমে আসে কবিজীবনে। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে মিলটন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ক্যাথরিন উডকক মারা যান ১৬৫৮তে।

রাজতন্ত্রের পুনর্বাসনের পর মিলটন গ্রেপ্তার হন। জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান তিনি। কমনওয়েলথের আদর্শ সম্পর্কে অনেকখানি বীতশ্রদ্ধ মিলটন রাজনীতি ছেড়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ফিরে আসেন দীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধানে। এই সময়

নাগাদই তাঁর অমর মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost) রচনার শুরু। ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে সেটি প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ১৬৬২তে তৃতীয়বার বিবাহ করেন কবি। তাঁর তৃতীয়া পত্নী এলিজাবেথ মিনশাল কবির মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। মিলটনের সর্বশেষ দুটি রচনা—'স্যামসন অ্যাগোনিস্টেস (Samson Agonistes) ও 'প্যারাডাইস রিগেইনড্' (Paradise Regained)—একত্রে প্রকাশিত হয় ১৬৭১ খ্রীস্টাব্দে। দৃষ্টিহীনতার দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা ছাড়াও জীবনের শেষার্ধে বাধ্যর্ক্যজনিত বাত ইত্যাদিতেও কষ্ট পেয়েছেন কবি। অবশেষে অন্তিমক্ষণ এলো ১৬৭৪-এর নভেম্বরের আট তারিখে। প্রয়াত হলেন মহাকবি মিলটন।

মিলটনের রচনাসমূহের মূল্যায়ন :

তাঁর রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখিত পুস্তিকাগুলি (Pamphlets) বাদ দিলে মিলটন সমস্ত অর্থেই কবি, চিরস্মরণীয় এক কাব্যপ্রতিভা। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের পবিত্রতাকে যে আন্তরিকতায় তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন তা' এককথায় অতুলনীয়। দৃষ্টিভঙ্গীর রক্ষণশীলতা ও প্রচারধর্মিতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক মনে হলেও নৈতিক আদর্শের উচ্চতা তাঁর রচনাগুলিকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করে যা পূর্বোক্ত সমালোচনাকে ছাপিয়ে ওঠে। লাতিন ও ইংরাজী, উভয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা, বিভিন্ন ধ্রুপদী কাব্যরূপের প্রয়োগে তাঁর নিপুণতা, ধ্রুপদী তথা পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পসমৃদ্ধ তাঁর অননুকরণীয়, উচ্চাঙ্গ ভাষাশৈলী (Grand Style), তাঁর ভাবগাম্ভীর্য ও উদাত্ততা ইত্যাদি ইংরাজী তথা বিশ্বকাব্যের ইতিহাসে মিলটনকে এক সুউচ্চমহিম স্থান দিয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের অবসানে এক সংকটের কালে যখন কবিতা ও নাটক ছিলো এক বিশৃঙ্খল অনিশ্চয়তার কবলে তখন মিলটনই ছিলেন সেই যুগন্ধর প্রতিভা যিনি ইতিহাস তথা সাহিত্যের এক সন্ধিক্ষণে শাশ্বত, ঐতিহ্যানুসারী, মহাকাব্যিক এক ঔদার্যমণ্ডিত প্রজ্ঞার মহাশঙ্খে ফুঁ দিয়েছিলেন।

ক. **মিলটনের গদ্যরচনা :** ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতেই তাঁর গদ্যরচনাগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো। এই সময়ে মিলটন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তদ্‌কালীন রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় বিতর্ক ও সংঘাতের সঙ্গে। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু প্রসঙ্গ ও সমকালীন বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এইসময় থেকেই রচিত হতে থাকে মিলটনের পুস্তিকাগুলি। সর্বমোট পঁচিশটি পুস্তিকা তিনি প্রণয়ন করেন। তা'র মধ্যে ইংরেজীতে একুশটি এবং অন্য চারটি লাতিন ভাষায়।

তাঁর পুস্তিকা রচনার সূত্রপাত ১৬৪১-এ যখন চার্চ-সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্র ধরে তিনি বিশপ যোসেফ হলের বিরুদ্ধে কয়েকটি শানিত গদ্যরচনা প্রকাশ করেন, যদিও রচনাগুলি মিলটনের স্বাক্ষরযুক্ত ছিলো না। ১৬৪২-এ বিশপ হলের একটি পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'অ্যাপলজি এগেনস্ট এ প্যামফ্লেট…' লেখেন মিলটন যাতে ব্যক্তিগত জীবনের কিছু উল্লেখ ছিলো। ১৬৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে মেরি পাওয়েল তাঁকে

ছেড়ে চলে গেলো মিলটন বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়মনীতি প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। একই সময়ে রচিত হয় 'ট্র্যাকটেট অব এডুকেশন' (Tractate of Education) এবং 'আরিও-প্যাজিটিকা' (Areo-pagitica) নামক পুস্তিকা দুটি। প্রথমটি শিক্ষাবিষয়ক একটি দুর্বল রচনা। নবজাগরণের মানবতন্ত্রী আদর্শে প্রাণিত মিলটন খ্রীস্টিয় মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও সারস্বত-চর্চার আদর্শকে ব্যক্ত করেছিলেন এই পুস্তিকায়। তাঁর কাছে বিদ্যা তথা জ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিলো 'to repair the ruins of our first parents by regaining to know God aright, and out of that krowledge to love him, to imitate him, to be like him.' শিক্ষার পূর্ণতা নির্দেশ করতে গিয়ে আরো বলেছিলেন—'I call a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skilfully, and magnanimously all the offices, both private and public, of peace and war.' দ্বিতীয় পুস্তিকা—'আরিওপাজিটিকা'—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক এবং প্যামফ্লেট-গুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। প্রকাশনার ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা সেন্সর প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি ও আবেগের সমন্বয়ে এক জোরালো প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন মিলটন। এই ধরনের প্রথার প্রবর্তক ছিলেন পোপতন্ত্রী যাজক ও শাসকেরা। এর ফলে স্বাধীন চিন্তা ও বিদ্যাচর্চার অন্তরায় হবে বলে মত দিয়েছিলেন মিলটন। তিনি গালিলেওর উদাহরণ সহযোগে তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন এবং ইংল্যাণ্ডকে একটি বৃদ্ধ ঈগলের সঙ্গে তুলনা করে সেই ঈগলের কমবয়সী শাবকদের শৃঙ্খলিত করার চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধানবাণী শোনান। এথেন্স শহরের সর্বোচ্চ বিচার ক্ষেত্র 'আরিওপ্যাগাসের' নামানুসারে পুস্তিকার নামটিও ছিলো বড় সুপ্রযুক্ত। পুস্তিকাটির সম্পূর্ণ শিরোনামটি থেকেই এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়—'A speech of Mr. John Millon for the Liberty of unlicensed Printing to the Parliament of England.' বাগ্মীতা ও দুরন্ত আশাবাদে মুখর এই পুস্তিকা এক রক্ষণশীল, পিউরিটান মানসিকতা জাত বলে বিশ্বাস হয় না। উদারনৈতিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এ' রচনার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। মিলটনের গদ্য সোচ্চার ও তীব্র; অনেকক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত সংযম ও সামঞ্জস্যের অভাব তা'তে। উদাহরণ হিসাবে 'আরিওপাজিটিকা' থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে :

"I deny not but that it is of greatest concernment in the Church and Commonwealth, to have a vigilant eye how books demean themselves as well as men; and thereafter to confine, imprison, and do sharpest justice on them as malefactors: for books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny

they are ; nay they do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them."

প্রথম চার্লসের নিধনের পর মিলটন প্রকাশ করেছিলেন 'টেনিওর অব কিংস অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেটস্' (Tenure of Kings and Magistrates, 1649) নামক একটি পুস্তিকা। ঐ একই বিষয় এবং কমনওয়েলথ্ সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের সমর্থনে এর পরে আরো কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন মিলটন কমনওয়েলথের লাতিন সেক্রেটারীরূপে, লাতিন ভাষায়। মিলটনের এইসব গদ্যরচনা তাৎক্ষণিক ও এগুলির সাহিত্যমূল্য বিশেষ উল্লেখনীয় নয়। বিতর্কিত এইসব প্রসঙ্গ ছিলো সমকালীন জনজীবনের সংগে যুক্ত এবং এই রচনাগুলিতে চড়া সুরে, ঝোড়ো গদ্যে মিলটন প্রচারসর্বস্ব, আক্রমণাত্মক যে মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন তাকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র বিচার করা চলে। অবশ্যই এইসব রচনাতে রসবোধ, কল্পনাশক্তি এবং সর্বোপরি সংযমের অভাব আছে।

কবি মিলটন : মিলটনের কবিতা রচনার প্রথম পর্ব কেমব্রিজের ক্রাইস্টস্ কলেজে তাঁর স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রাবস্থায় শুরু। কবি হিসেবে তাঁর প্রস্তুতিপর্বের প্রথম ফসল 'অন দি মর্নিং অব ক্রাইসট্স্ নেটিভিটি' নামক বহুখ্যাত 'ওড' (Ode) টি। মিলটনের নিজের কথায়—'(He) was singing of the heaven-born king, harbinger of peace and of the happy centuries promised in the holy books।' বেথেলহেমের আস্তাবলে জাত শিশু খ্রীস্টের উদ্দেশে প্রাচ্যের তিন জ্ঞানীব্যক্তির (Magi) যাত্রা বিবৃত হয়েছে এই কবিতায়। কবিতার ভূমিকা অংশে মিলটন কবিতাটিকে শিশু খ্রীস্টের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক নৈবেদ্যরূপে উল্লেখ করেছেন। কবিতার শেষাংশে পথনির্দেশক নক্ষত্র নবজাতকের জন্মস্থানের ওপরে এসে থেমেছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিশুকে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এখানে নবজাতকের চরিত্রে যন্ত্রণা বা ক্লেশের চিহ্নমাত্র নেই, রয়েছে ধ্রুপদী বীর্যবত্তার লক্ষণ। এই দেবশিশুর জন্ম সূচিত করবে বিধর্মীদের নানান দেবদেবী ও কুসংস্কারের উৎখাত। তাই এই মহাজন্মকে স্বাগত জানিয়ে শুরু হয়েছে কবিতা এইভাবে :

This is the month, and this the happy morn
Wherein the Son of Heaven's Eternal King
Of wedded maid and virgin mother born···

অসামান্য চিত্ররূপময়তা (pictorial quality)-র কারণে অনেক সমালোচক কবিতাটিকে পঞ্চদশ শতকে ইতালীতে চিত্রিত খ্রীস্টজন্মের একটি ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্ণময়তা ও প্রতীকধর্মী অনুপুঙ্খের মিশ্রণ প্রকৃতই এ কবিতাকে চিত্রোপম করে তুলেছে। এ ছাড়া সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য ও ভাষা তথা স্তবকের গঠনরূপের ব্যবহারের কারণেও এ' কবিতা স্মরণযোগ্য। এর পরে পরেই মিলটন রচনা করেন 'অন শেকস্পীয়ার' (On Shakespeare) এবং 'অন অ্যারাইভিং এট দি এজ অব

টুয়েণ্টিথ্রি' (On Arriving at the Age of Twentythree) কবিতা দুটি। কবিতা রচনার এই প্রাথমিক পর্বেই মিলটন তাঁর প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

মিলটনের হর্টনবাসের পর্বে ১৬৩২-এ রচিত হয় দুটি দীর্ঘ কবিতা 'লা অ্যালেগ্রো' ও 'ইল পেনসেরোসো'। কবিমনের বিচিত্র সংবেদন, আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা যথাযথ চিত্রকল্পে বাণীরূপ লাভ করেছে এই যুগ্ম কবিতায়। শান্ত, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত এই দুটি কবিতার প্রধান আকর্ষণ কবির মেজাজের সহজ সাবলীলতা। মুক্ত প্রকৃতির কোলে আশ্রিত ও সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম জীবনযাত্রার মাধুর্যে বেষ্টিত কবিমন এখানে বিশুদ্ধ আনন্দ অনুসন্ধানে ব্রতী। কর্তব্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; নেই বিষাদ; কবিমন তাই স্বতঃই উচ্ছল। **'L' Allegro'**—এই ইতালীয় শিরোনামের অর্থ 'হাস্যোচ্ছল মানুষ' (**The Cheerful Man**) আর **'Il Penseroso'** বলতে বোঝায় 'চিন্তাশীল মানুষ' (**The Thoughtful Man**)। 'লা অ্যালেগ্রো'-তে মিলটন আনন্দের দেবী—**Mirth** এর কাছে আবেদন জানিয়েছেন পল্লীনিসর্গের মনোহর দৃশ্যাবলী উপভোগের কালে তাঁকে তার সঙ্গী হতে। বসন্তের সৌন্দর্য, স্কাইলার্কের মধুর সঙ্গীত, গ্রামের ভোজপর্ব, শস্যকাটার কাজ ইত্যাদি নানান আনন্দঘন মুহূর্তের সহজ সুন্দর অভিব্যক্তি রয়েছে এই কবিতায়। এরই বিপরীতে 'ইল পেনসেরোসো' কবিতার শহরের ভীড়ের মাঝে কিম্বা কোনো উঁচু গম্বুজের চূড়ায় শান্তভাবে বইপড়ার আনন্দ, একাকী ধ্যানমগ্ন হওয়ার আনন্দ, সূর্যাস্ত কিম্বা নাইটিঙ্গেলের ধ্বনিমাধুর্য ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। আর এই বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার সহজ, রোমান্টিক শান্ততার সংগে সংগে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছন্দব্যবহারে মিলটনের কৃতিত্ব। 'অক্টোসিলেবিক কাপ্‌লেট' (**Octosyllabic Couplet**)-এর প্রয়োগনৈপুণ্য আমাদের চমৎকৃত করে। এই দুটি কবিতা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভাষ্যকার টিলিয়ার্ডের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—**'They are poems of escape or fancy…a delightful recreational interlude in the comprehensive studies undertaken at Horton।**

১৬৩৩-এ মিলটন রচনা করেন একটি সংক্ষিপ্ত গীতিকবিতা—'আর্কেডস্‌'। রাখালিয়া মুখোশ-নৃত্যগীত (**Pastoral Mask**)-এর আদলে রচিত এই কবিতায় রয়েছে পরী ও মেষপালকদের গান, যে গান গাইতে গাইতে তারা চলেছে জনৈকা কাউন্টেসের সমীপে, আর এদের উদ্দেশে প্রদত্ত আরণ্যকপ্রতিভা (**Genius of the Wood**)-র ভাষণ। হর্টনবাসকালে সংগীতজ্ঞ হেনরি লয়েস (**Henry Lawes**)-এর অনুরোধে রচিত এই কবিতায় স্থান পেয়েছে অন্য আরো দু'টি গান। কবিতার পার্শ্বনাম (**Sub-title**) থেকে সহজেই এর চরিত্র ও উপলক্ষ অনুধাবন করা যায়—**'Arcades, Part of an Entertainment presented to the countess-**

Dowager of Derby at Harefield by some noble persons of her family who appear on the scene in Pastoral Habit'

'কোমাস' (১৬৩৪) মিলটনের কাব্যচর্চার প্রথম পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এটিও একটি রূপকধর্মী রাখালিয়া কবিতা Earl of Bridgewater-কর্তৃক অনুরুদ্ধ মিলটন কবিতাটি লেখেন ব্রিজওয়াটারের ওয়েলসের প্রেসিডেণ্টরূপে লাড্‌লো দুর্গের উদ্বোধন উপলক্ষে। কবিতাটির প্রথম তিনটি মুদ্রিত সংস্করণে অবশ্য 'কোমাস' নামের উল্লেখ ছিলো না। 'কোমাসে'র কাহিনী এইরকম: দুই ভাই ও তাদের এক বোন এক রাতে কোনো এক অরণ্যে এলে দুই ভাই বোনকে রেখে আশ্রয়ের খোঁজে বেরোয়। সেই অরণ্যে বাস করত ব্যাকাস (Bacchus) ও সার্সি (Circe)-র পুত্র কোমাস নামে এক অপদেবতা। মেয়েটি মেষপালকের ছদ্মরূপধারী কোমাসের খপ্পরে পড়ে ও কোমাস তাকে তার কুটিরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। কোমাস ও সাঙ্গপাঙ্গরা যাদুবলে মেয়েটিকে বশীভূত করার চেষ্টা করে যদিও মেয়েটির দৃঢ়তায় তাদের অপচেষ্টা সফল হয় না। ভাই দুটি ফিরলে মেষপালক থাইরসিস (Thyrsis) এর বেশধারী তাদের সহযোগী আত্মা (Attendant Spirit) কোমাস বিষয়ে সমস্ত ঘটনা তাদেরকে জানায় ও কোমাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার রক্ষাকবচ দেয়। বশীভবনের মুহূর্তে তারা এসে তাদের বোনকে উদ্ধার করলেও কোমাসের যাদুদণ্ড না পাওয়ায় জাদুর ক্রিয়া প্রশমিত করা সম্ভব হয় না। থাইরসিস তখন নিকটবর্তী সেভার্ন নদীর দেবী সাব্রিনা (Sabrina) কে আবাহন করে। সাব্রিনা ও জলপরীরা মেয়েটিকে যাদুর পাপ থেকে মুক্ত করে। এই কবিতার সমস্ত চরিত্রই প্রতীকধর্মী ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। নাটকীয়তার অভাব থাকলেও অনুভবের শুদ্ধতায় ও লিরিক মাধুর্যে এ' কবিতা অনন্য। ছন্দের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর (blank verse)-এর উপস্থিতি, স্ফটিকস্বচ্ছ গীতিসুষমা, সাব্রিনার অনবদ্য সংলাপ এ' কবিতার অন্যান্য আকর্ষণ।

তাঁর কেমব্রিজের সহপাঠী এডওয়ার্ড কিং-এর অকাল মৃত্যুতে ১৬৩৮-এ মিলটন একটি শোকগাথার সংকলন প্রকাশ করেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'লিসিডাস' বন্ধুবিয়োগ উপলক্ষ্যে রাখালিয়া শোকগাথা (Pastoral Elegy)-র আকারে লিখিত। বন্ধুর আকস্মিক অকালমৃত্যু কবির মনে যে হতাশা ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছিলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই শোক কবিতা। কবিতায় লিসিডাস একটি প্রতীকী মেষপালক চরিত্র যে একজন আদর্শ ও প্রতিশ্রুতিবান যুবক, যার মৃত্যু কবিকে নিষ্ঠুর পরিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে প্রশ্ন কবিতায় ঘুরেফিরে আসে তা' হোলো কেন এই পৃথিবীতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ভালো মানুষেরা অকালে চিরবিদায় নেন অথচ অযোগ্য ব্যক্তিরা বেঁচে থাকে, দুষ্টেরা আরো সমৃদ্ধিশালী হয়। শুরুতে কবিতা রচনার উপলক্ষ্য বিবৃত করে মিলটন বন্ধু কিং-এর সংগে তাঁর দিনগুলি স্মরণ করেছেন, বিষাদ অনুভব করেছেন প্রতিভার অকাল-

বিয়োগে। কবিতার শেষে রয়েছে এই আশ্বাস যে লিসিডাস আশ্রয় লাভ করেছেন স্বর্গে আর কবি তাঁর কঠিন মানসিক স্থৈর্যসহ ফিরে এসেছেন বাস্তবজগতে। কবির রচনা-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে পদ্য-অনুচ্ছেদের (Verse-paragraph) নিয়ন্ত্রণে, ছন্দের প্রয়োগ ও পংক্তিদৈর্ঘ্যের হেরফের ঘটানোর কৌশলে। সব মিলিয়ে এই কবিতাতেই মিলটনের কবিজীবনের প্রথম পর্বের চূড়ান্ত পরিণতি।

কেমব্রিজের ছাত্রাবস্থা থেকেই মিলটন সর্বকালের স্মরণীয় একটি কাব্য রচনার স্বপ্ন দেখছিলেন। মহাকাব্যধর্মী এক মহৎ কাব্য রচনার স্বপ্ন। ইংলণ্ডের ইতিহাস ও বাইবেল থেকে বিষয়বস্তুর সন্ধানে রত ছিলেন তিনি। অবশেষে বাইবেলে বর্ণিত মানুষের স্বর্গচ্যুত হওয়ার কাহিনী নির্বাচন করলেন তিনি তার 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর জন্য। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই মহাকাব্য রচনার সূচনা যা দশটি খণ্ডে বিধৃত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৬৬৭তে। এর সাত বছর পর 'প্যারাডাইস লস্ট' পুনঃপ্রকাশিত হয় বারোটি খণ্ডে সংকলিত অবস্থায়।

কমনওয়েলথ্ সরকারের পতনকে কেন্দ্র করে মানসিক বিপর্যয় আচ্ছন্ন করেছিলো কবিকে। তার ওপর দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু ও নিজের দৃষ্টিহীনতা যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিলো তাঁকে। তবু দীর্ঘসময় ধরে অবিচলিতভাবে মহাকাব্য রচনার দুরূহ কাজে ব্রতী থেকেছেন মিলটন। প্রথমে নাটকের আকারে মহাপতনের কাহিনীকে সাহিত্যরূপ দেবার পরিকল্পনা ছিলো তাঁর। পরে নাটকের বদলে মহাকাব্যে ও মিত্রছন্দের পরিবর্তে অমিত্রাক্ষরে এই বিপুল ও গভীর কাহিনীকে বিধৃত করতে মনস্থ করেন। মানবজাতির পূর্বসূরীদের ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা শয়তানের প্ররোচনায় ও তার শাস্তিস্বরূপ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হওয়ার এই অসামান্য কাহিনী-রূপককে যেভাবে মিলটন তাঁর মহাকাব্যে বিবৃত ও বিশ্লেষিত করলেন তাতে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতি তথা মানবাত্মার কতগুলি কেন্দ্রীয় রহস্যই উন্মোচিত হয়ে গেলো যেন। দীর্ঘ প্রস্তুতি ও উচ্চাভিলাষের পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা গেল এ মহাকাব্যে।

বাইবেলের 'জেনেসিস' (Genesis) গ্রন্থেরঅন্তর্নিহিত নীতিসূত্রটি হোলো ঈশ্বরের কাছে আনুগত্যজ্ঞাপন। ঐশ্বরিক নির্দেশ লঙ্ঘন সে কারণে পাপ, আদম ও ইভ্-কৃত মানবজাতির প্রথম ও মৌল মহাপাপ (Original Sin)। 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রথম গ্রন্থের (Book I) 'আবাহন' (Invocation) অংশের শুরুতেই তাই মিলটন তাঁর মহাকাব্যের বিষয় নির্দেশ করেছেন :

> **Of Man's first disobedience, and the fruit**
> **Of that forbidden tree, whose mortal taste**
> **Brought death into the world, and all our woe…**

কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নয়, মিলটন আবাহন করেছেন ঐশ্বরিক মহাশক্তিকে. কারণ তাঁর কাব্যের বিষয় বিপুল, সর্বকালীন ও মহাজাগতিক। তাঁর মহাকাব্যের উদ্দেশ্য

চিরন্তন দৈবী প্রজ্ঞার প্রয়োগ তথা ঈশ্বরের কার্যাবলীর যথার্থতা মানবসমীপে প্রতিপন্ন করা—'...**assert eternal Providence/And justify the ways of God to men**.' হোমার, ভার্জিল ও তাঁর স্বদেশীয় পূর্বসূরী স্পেনসারের তুলনায় মিলটনের দাবী ও অভিপ্রায় একেবারেই স্বতন্ত্র।

মানুষের পতনের কাহিনীই 'প্যারাডাইস লস্টের' জটিল রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের সংগে ঈশ্বরেব সম্পর্কসূত্র এবং খ্রীস্টের ভূমিকার তাৎপর্য মিলটনের রচনার মূল বিচার্য। ঈশ্বরের সম্পর্কসূত্র এবং খ্রীষ্টের ভূমিকার তাৎপর্য মিলটনেব বচনার (Satan) ও বিদ্রোহী দেবদূতগণ (**Rebel Angels**) সামগ্রিক বিচারে গৌণ। তারা কেবলমাত্র আদম ও ইভের পতনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছে এবং শয়তান নয়, আদমই সমগ্র কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র। যদিও প্রথম দুটি গ্রন্থে শয়তানকেই 'প্যারাডাইস লস্টে'র নায়ক বলে ভ্রম হয়। অনেক সমালোচক অদম্য ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শয়তান চরিত্রের প্রতি মিলটনেব দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তাকেই নায়ক বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বারোটি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বিচারে এ' অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ঈশ্বরানুরাগী, শুদ্ধবাদী মিলটন তো ঈশ্বরের কার্যাবলীরেই যথার্থ প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করেছিলেন।

আলোচনার সুবিধার্থে এই মহাকাব্যের বারোটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত, পর্যায়ক্রমিক বিবরণ দেওয়া হোলো :

গ্রন্থ এক (Book I) : শয়তান, তার সহযোগী বেলজিবাব (Beelzebub) ও অন্য পতিত দেবদূতদের জ্বলন্ত নরককুণ্ডে নিদারুণ পীড়িত হতে দেখিয়েছেন মিলটন। শয়তান তার ওজস্বী বক্তৃতায় জাগিয়ে তুলেছে তার বাহিনীকে। নির্মিত হয়েছে তাদের মন্ত্রণাগৃহ (**Pandemonium**)। শয়তান ও তার অনুচরেরা নতুন চক্রান্তে লিপ্ত।

গ্রন্থ দুই (Book II) : মন্ত্রণাসভার নতুন করে যুদ্ধ করার বিষয়টি আলোচিত হয়। কিন্তু স্থির হয় নতুন সৃষ্টিপ্রাপ্ত পৃথিবী ও তার প্রাণীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। শয়তান স্বয়ং এ দায়িত্ব গ্রহণ করে ও নরক থেকে নির্গত হয়।

গ্রন্থ তিন (Book III) : শয়তানকে উড়ে আসতে দেখেন ঈশ্বর স্ববাসিংহাসন থেকে। মানুষের পতনের চক্রান্তে শয়তানের সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি। ঈশ্বরের পুত্র মানবজাতির পরিত্রাণে নিজেকে সমর্পণ করেন। শয়তান ইউরিয়েলের পরামর্শে মানুষের খোঁজে এসে নামে নাইফেটিস পর্বতে।

গ্রন্থ চার (Book IV) : এখানে ইডেন উদ্যানের বর্ণনা রয়েছে। এই উদ্যানেই শয়তান প্রথম সাক্ষাৎ পায় আদম ও ইভের। তাদের জ্ঞানবৃক্ষের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনা আড়ি পেতে শোনে। সে ইভকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে স্বপ্নে। ধরা পড়ে ইডেন থেকে বহিষ্কৃত হয়।

গ্রন্থ পাঁচ (Book V)। ইভ তার দুঃস্বপ্নের কথা আদমকে জানায়। ঈশ্বর রাফায়েলকে পাঠান আদমকে সতর্ক করতে। আদমের অনুরোধে শয়তানের কুকর্মের কাহিনী শোনান রাফায়েল।

গ্রন্থ ছয় (Book VI)ঃ রাফায়েল বিবৃত করেন কিভাবে মাইকেল ও গ্যাব্রিয়েল শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। কিভাবে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের পুত্র একক আক্রমণে শয়তানের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। তারা স্বর্গ থেকে অতল গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।

গ্রন্থ সাত (Book VII)ঃ রাফায়েল আরো বিবরণ দেন কিভাবে ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁর পুত্রকে নিয়োগ করলেন এই সৃষ্টিকার্য ছয় দিনে সমাপনের।

গ্রন্থ আট (Book VIII)ঃ আদম মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে রাফায়েলকে। রাফায়েলের সংগে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আদমের কথা হয়। দেবদূত অতঃপর বিদায় গ্রহণ করেন।

গ্রন্থ নয় (Book IX)ঃ সর্পরূপী শয়তান ইভকে প্রবোচিত করে নিষিদ্ধ ফল খেতে। ইভ এরপর আদমকে দেয় সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল। উভয়েই তাদের সহজ সারল্য হারিয়ে ফেলে। পতিত হয়।

গ্রন্থ দশ (Book X)ঃ ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠান নির্দেশ অমান্যকারীদের বিচারে। পাপ ও তার ফল হিসেবে মৃত্যু শাস্তিস্বরূপ ঘোষিত হয়। নিজ সাফল্যে উৎফুল্ল শয়তান নরকে ফিরে আসে ও সমস্ত পতিত দেবদূতেরাই সাপে রূপান্তরিত হয়। আদম-ইভ শাপমুক্তির অভিপ্রায়ে ঈশ্বরপুত্রের কাছে অনুতাপ জানায় এবং নিজেদের সমর্পণ করে।

গ্রন্থ এগারো (Book XI)ঃ ঈশ্বর আদম ও ইভকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করেন। মাইকেল এই আদেশনামা কার্যকর করতে আসেন। দেবদূত আদম-ইভকে একটি পর্বতচূড়ায় এনে মানুষের ভবিষ্যৎ দুর্দশার এক চিত্ররূপ দেখান।

গ্রন্থ বার (Book XII)ঃ মাইকেল আরো বিবৃত করেন কিভাবে মানুষের ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটবে। জানান তাঁর মৃত্যু, পুনরুজ্জীবন ও স্বর্গারোহণের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী। পরিত্রাতার দ্বিতীয় আগমন (Second Coming) ও স্বর্গ পুনরুদ্ধারের কথাও শোনান মাইকেল। আদম ও ইভ স্বর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

'প্যারাডাইস লস্ট'র যে কোনো আলোচনা মিলটনের রচনাশৈলীর উল্লেখ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। সাধারণভাবে অভিযোগ করা হয় মিলটনের শৈলী অত্যুচ্চ ও শব্দ ব্যবহারের ও বাক্যবিন্যাসের জটিলতার কারণে যথেষ্ট ভারী। দৃষ্টিহীনতার কারণে দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের (visual imagery) ঘাটতি রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আর সেই কারণে ধ্বনিপ্রধান এমন অনেক শব্দ অন্ধ কবি ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি হয়তো তেমন অর্থবহ ছিলো না। এই বিতর্কে প্রবেশ না করে এটুকু অন্তত :

বলা যায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও পদ্য-অনুচ্ছেদের ব্যবহার এবং ধ্রুপদী শব্দ ও বাক্য-গঠনরীতির প্রয়োগে মিলটন যে অনন্য শৈলী নির্মাণ করেছিলেন সেই 'Grand Style' ব্যতিরেকে 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর মতো মহাকাব্য অসম্ভব ছিলো।

সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' বারোটি গ্রন্থের এক বিশাল ক্যানভাসে ভাষা ও শৈলীর এ অননুকরণীয় গাম্ভীর্য ও মহত্বে নির্মিত শিল্পকীর্তি। কল্পনাশক্তির বিস্তার ও ওজস্বীতায়, শয়তান ও অন্যান্য চরিত্রের রূপায়ণে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-বিহারী কবিদৃষ্টির ব্যাপ্তিতে, হোমার—ভার্জিলের চিত্রকলা ও কাব্যাঙ্গিকের সার্থক অনুবর্তনে, অমিত্রাক্ষরের অভাবনীয় প্রয়োগে ও সর্বোপরি কবি-ব্যক্তিত্বের স্বকীয় আবেগে মিলটনের এই অমর কাব্য মহাকাব্যের জয়টীকায় ভূষিত। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টার মাহাত্ম্য, ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শুভাশুভের সংঘাত ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে মানবতন্ত্রী কবি রচনা করেছিলেন এক সর্বকালীন ও সর্বজনীন আখ্যান যা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সম্পদ।

১৬৭৬ এ একই বছরে প্রকাশিত হয় মিলটনের সর্বশেষ দু'টি রচনা—'প্যারাডাইস রিগেইনড্' ও 'স্যামসন অ্যাগোনিসটেস্'। প্রথমটি 'প্যারাডাইস লস্ট'-এরই সম্প্রসারিত ও পরিপূরক অংশ আর দ্বিতীয়টি বিধর্মী পীড়নকারীদের হাতে স্যামসনের নিগ্রহ ও তাঁর মহান, অংশত ট্র্যাজিক, জয় অবলম্বনে লিখিত কাব্যনাটক।

'প্যারাডাইস লস্ট' এ শয়তানের কারসাজির বিরুদ্ধে খ্রীস্টের জয়ের কথা বলেছিলেন মিলটন। সেই বিষয়ের পরিবর্ধিত ও স্পষ্ট রূপ 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড'। চারটি গ্রন্থে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যে খ্রীস্টকে প্রলুব্ধ করার কাহিনী ও খ্রীস্টের কাছে তর্কযুদ্ধে শয়তানের পরাজয়ের কথা রয়েছে। আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুতির মূলে কারণ শয়তানের প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার। তাই হৃত স্বর্গ পুনরুদ্ধারের উপায় ঈশ্বরের পুত্র কর্তৃক ঐ প্রলোভন জয় করার মধ্যেই নিহিত। এই কাব্যে আবেগ ও শৌর্যের স্থানে এসেছে যুক্তি ও জ্ঞান। এখানে সংঘাত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নয়, পরস্পর প্রতিমুখী ধারণার। খ্রীস্ট এখানে জয়যুক্ত শক্তির বলে নয়, জ্ঞান ও যুক্তির বলে। এই মহাকাব্যের স্থিতধী ও দার্শনিক-মনোভাবাপন্ন খ্রীস্টের সংগে কবি মিলটনের সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। মিলটন আশাও করেছিলেন যে 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড' তার পূর্ববর্তী মহাকাব্যের তুলনায় বেশী আদৃত হবে, যদিও তাঁর সে আশা ফলপ্রসূ হয় নি। 'প্যারাডাইস লস্টে'র সংগে তুলনায় বর্তমান রচনাটি অনেক বর্ণহীন। আয়তনের হ্রস্বতা ছাড়াও উত্তুঙ্গ কল্পনাশক্তি, সাড়ম্বর ভাষা, সমৃদ্ধ ছন্দ ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড'-এ। শয়তানকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জমকালো চেহারায় পাওয়া যায় না এই কাব্যটিতে। চতুর ছলনাকারীরূপে অতিসরলীকৃত, আকর্ষণহীন চরিত্র সে। উপমা ও অলংকারের যে চোখ ধাঁধানো বৈভব 'প্যারাডাইস

লস্ট'কে বিশ্বখ্যাতি দিয়েছে, 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড'-এ তারও অভাব চোখে পড়ে।

ক্যাথলিক চার্চের বিচ্যুতি ও দুর্নীতির সংশোধন কল্পে মার্টিন লুথার ষোড়শ শতকে যে 'রিফরমেশন' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি ছিলো টমাস ক্র্যানমারের **'The Common Prayer'** এবং টিনডেল্ ও কভারডেল এর বাইবেলের ইংরেজী সংস্করণ। এর একশ' বছর বাদে মিলটনের রচনায় ধর্মীয় নৈতিকতা ও নিষ্ঠাবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে রিফরমেশনের প্রভাব অনতিলক্ষ্য নয়। বাইবেলের কাহিনী ও খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের ঐকান্তিক মূল্য মিলটনের পরিণত কাব্য-কবিতায় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে মিলটন কেবল ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও শাস্ত্রবিশ্বাসের কবি নন। নবজাগরণের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর পিউরিটান ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে: পাশ্চাত্যের প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহ্য প্রভাবিত করেছে খ্রীষ্টিয় ধর্মানুভূতি ও নীতিবোধকে; প্রকৃতি প্রভাবিত করেছে প্রাতিষ্ঠানিকতাকে। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর শয়তান কিম্বা স্যাম্সন অ্যাগোনিস্টিস'-এর কারাবন্দী স্যামসন মানবতা ও রিফরমেশনের ধর্মীয় ভাবাদর্শের এক আশ্চর্য সমন্বয়। শয়তান পাপিষ্ঠ ও ঈশ্বরের চিরশত্রু হওয়া সত্ত্বেও মিলটনের মহাকাব্যে তার প্রতি কবির আছে এক অদ্ভুত সহানুভূতি। স্যামসনও 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর পাতা থেকে পুনর্জীবিত এক বিচ্যুত, পীড়িত মানবাত্মা, যার মুক্তি ঘটে এক অলৌকিক উত্তরণে। এক কথায়, মিলটনের রক্ষণশীলতা মানবতাবোধ বর্জিত তত্ত্ব ও নৈতিকতার পাষাণমূর্তি নয়।।

গ্রীক ট্র্যাজেডির আদলে রচিত 'স্যামসন অ্যাগোনিসটেস' প্রকৃত বিচারে এক 'স্বর্গীয় কমেডি' (divine comedy)। মহান খ্রীস্টিয় আদর্শের জন্য স্যামসনের আত্মবলিদান চূড়ান্ত বিচারে করুণ বা দুঃখজনক, কোনোটাই নয়। সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে পাপাচারী ও পীড়নকারী ধর্মবিদ্বেষীদের ধ্বংস করতে। বাইবেল থেকে গৃহীত ও নাট্যায়িত স্যামসনের কাহিনী তাই এক কৃতসংকল্প আদর্শবান যোদ্ধার শহীদত্ব অর্জনের পুণ্যকাহিনী। 'বুক অব জাজেস' **(Book of Judges)**-এ বর্ণিত বন্দীবীর স্যামসনের কাহিনী নিয়ে এই নাটক। স্যামসন অন্ধ ও ফিলিস্তিনদের কারাগারে বন্দী, তার বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসে। বৃদ্ধ পিতা ম্যানোয়া তার পুত্রের মুক্তির আশায় আসে। আর আসে ডেলাইলা, স্যামসনের ফিলিস্তিন পত্নী, যে স্যামসনের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। সবশেষে দানবীর হারাফা এসে সন্ত্রস্ত করতে চায় স্যামসনকে। ডেলাইলার ছলনা, হারাফার ভীতিপ্রদর্শন ও সর্বোপরি বৃদ্ধ পিতার অসহায় বিলাপ, কোন কিছুতেই স্যামসন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। অবশেষে ড্যাগনের উৎসব উপলক্ষ্যে ফিলিস্তিন প্রভুদের প্রমোদ দানের উদ্দেশে তাকে এক অ্যাম্ফি-থিয়েটারে নিয়ে গেলে স্যামসন অমিত শক্তিবলে সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা ভেঙে নামিয়ে আনে নিজের ও তৎসহ তিন

সহস্রাধিক ফিলিস্তিনের মাথার ওপর। আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে স্যামসন তার আদর্শ চরিতার্থ করে এইভাবে।

গ্রীক নাটকের কোরাস (Chorus) ও মানবচরিত্রের দুর্বলতাকে আশ্রয় করে নিয়তির ছায়াপাত 'স্যামসন অ্যাগোনিস্টেস'-এ আছে। মিলটন স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যসূত্রও মেনে চলেছেন এ রচনায়। তবু একেবারে শেষাংশে ছাড়া মিলটনের নাট্যবোধের বিশেষ পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যক্রিয়ার কোনো লক্ষণীয় অগ্রগতিই ঘটে না কাব্যের শেষাংশে ছাড়া। আসলে এ নাটক মিলটনের নিজস্ব সংকট ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তি; এর মর্মবস্তু বাইবেল থেকে আহরণ করা। ট্র্যাজেডি হিসেবে এর তাই সার্থকতা নেই। স্যামসন-পিতা ম্যানোয়ার মৃত পুত্র সম্পর্কে উচ্চারিত নীচের বিলাপোক্তিতে আমরা যেন দৃষ্টিশক্তিরহিত, অশক্ত অথচ নিবেদিত প্রাণ মিলটনের ছায়াই দেখি:

> **Come, come, no time for lamentation now,**
> **Nor much more cause; Samson hath quit himself**
> **Like Samson, and heroically hath finished**
> **A life heroic, on his enemies**
> **Fully revenged—hath left them years of mourning ··**

'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা আরম্ভের পূর্ববর্তী প্রায় কুড়িটি বছর মিলটন অতিবাহিত করেছিলেন রাজনৈতিক অস্থিরতার আবর্তে, বিতর্কমূলক পুস্তিকাদি রচনায়। কিন্তু এই সময়কালেই তিনি লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা (**Sonnet**)। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অন্ হিজ ব্লাইণ্ডনেস' (**On his Blindness**), 'অন দি লেট ম্যাসাকার ইন পাইডমণ্ট' (**On the Late Massacre in Piedmont**), 'টু মি, লরেন্স' (**To Mr, Lawrence**), 'ক্যাপটেন অর কর্নেল' অর নাইট ইন আর্মস্' (**Captain, or Colonel, or Knight in Arms**) প্রভৃতি। সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও স্বরগাম্ভীর্যে মিলটনের এই সনেটগুলি ছিলো অসামান্য। শেকস্‌পীয়ার ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছাড়া সনেট রচনায় মিলটনের পাশাপাশি আর তেমন কোনো নাম ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চারিত হয় না। ওয়াএট, সারে, সিড্‌নী, স্পেনসার প্রমুখ এলিজাবেথীয় কবিরা তাঁদের সনেটগুচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় বিষয়, 'প্রেম', নিয়ে কাব্যচর্চায় লিপ্ত ছিলেন। মিলটন শুধু বৃহত্তর ও গাম্ভীর্যমণ্ডিত বিষয় নিয়ে সনেট লিখলেন তা'ই নয়, গীতিময়তা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রুচির সমন্বয় ঘট্‌লো তাতে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মিলটনের সনেট রীতি ব্যবহারের সার্থকতা বোঝাতে গিয়ে লিখলেন—'**···in his hand / The thing became a trumpet**'. রাজনীতি, দেশপ্রেম, ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিলো মিলটনের সনেটগুলির উপজীব্য। তাঁর কবি-জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি এই রচনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।

পাইডমণ্টের গণহত্যা বিষয়ে লেখা মিলটনের সনেটটির আলোচনা প্রসঙ্গে Emile Legouis যে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য করেছেন সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"He returned to the Italian form at its strictest, the two quatrains followed by the two tercets, each with their two rhymes. But he makes no division in the idea. The fourteen lines follow a single uninterrupted train of thought, a phrase is continued from one line to another, even from one quatrain to another. The effect is surprising : sentences seen to be cut short, not by art but by indigna tion. But the most striking feature of the sonnet is the rhymes ..." পেত্রার্কের আট ও ছয় পংক্তিতে বিভক্ত সনেট-কাঠামো অনুসরণ করলেও মিলটন পেত্রার্কের প্রেম-বিষয়ক সনেট রচনার প্রথা বর্জন করেছিলেন। আর তাঁর চোদ্দ লাইনে ছিলো এক ধারাবাহিকতা ; 'অকটেভ' ও 'সেস্‌টেট'-এর মধ্যবর্তী ছেদ বা বিরতি ছিলো না। মিলটনের সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছিলো। মানসিক, ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক কোনো প্রসঙ্গে তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেছিলেন গভীর আন্তরিকতায়। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'অন হিজ ব্লাইণ্ডনেস' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

> When I considsr how my light is spent
> Ere half my days, in this dark world and wide,
> And that one talent which is death to hide
> Lodged with me useless, though my soul more bent...

উপসংহার : ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে মিলটনের অবদান : মিলটন ইংরাজী কবিতাকে দিয়েছিলেন এক ধ্রুপদী দার্ঢ্য ও স্বর-গাম্ভীর্য। ধ্রুপদী সাহিত্য ও পুরাণের উপমা-চিত্রকল্পে তাঁর কবিকল্পনা পেয়েছিলো এক স্বতন্ত্র মাত্রা। মহাকাব্যের মতো এক সুউচ্চমহিম সাহিত্যরূপকে মিলটন চিরস্থায়ী করেছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের ইতিবৃত্তে। সর্বোপরি উল্লেখ্য তাঁর অমিত্র ছন্দের (Blank Verse) ব্যবহার। শেকস্‌পীয়ার যে ছন্দরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই অমিত্র ছন্দের অনবদ্য ও উপযোগী প্রয়োগ দেখা গেল মিলটনে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে মিলটন সম্পর্কে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতেই হয়—**'Thou hadst a voice whose sound was like the sea'**।

মিলটন ও মধুসূদন : ইংরেজী তথা ইউরোপীয় কাব্যের ঘোর অনুরাগী মাইকেল মধুসূদন ছিলেন মিলটনের ধ্রুপদী কাব্যের পরম ভক্ত। মিলটনকে মধুসূদন অন্যান্য ভাষার মহাকবি যথা কালিদাস, ভার্জিল ও ট্যাসোর চাইতেও উচ্চতর আসনে বসিয়েছিলেন। মিলটনের মহাকাব্যের মারফৎ দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অন্তর্গত

'ইনফারনো'র নরক বর্ণনার সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়েছিলো। মিলটনের মহাকাব্যের গাম্ভীর্য, মহিমময়তা (Sublimity) অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতি, শব্দ ব্যবহারের চাতুর্য ইত্যাদি মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে চমৎকারভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর একাধিক পত্রে মিলটন সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিব্যক্তি আছে। ভের্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠিতে মাতৃভাষায় কাব্যরচনার অভিলাষ প্রসঙ্গে মিলটনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে —

> **'I pray to God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us'.**

অন্য একটি পত্রে অনুরূপ ঋণস্বীকার আছে—

'The poem (মেঘনাদবধ) is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton, many say it lacks Kalidas, I have no objection to that. I don't think it is possible to equal Virgil and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets, Milton is divine.'

মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও Satan-এর চরিত্র মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছিলো। Satan-চরিত্রের বিশালত্ব ও মহত্ত্ব মধুসূদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন 'মেঘনাদবধ'-এ রাবণ-এর মধ্যে। মিলটনের প্রারম্ভিক কৌশল তথা 'Invocation' স্পষ্টতই আয়ত্ত করেছিলেন মধুসূদন। এবং 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ প্রদত্ত একটি যুদ্ধের অনুসরণে সপ্তম সর্গে মধুসূদন যুদ্ধের অবতারণা করেছেন। এ ছাড়া 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বহু প্রসঙ্গ ও অংশ মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', 'কোমাস' প্রভৃতি রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'কোমাসে'র সাব্রিনা-লিজিয়ার কথোপকথনের অনুসরণে প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গটি রচিত। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর পঞ্চম সর্গভুক্ত অ্যাডাম ও ইভের নিদ্রাভঙ্গের অনুসরণে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার জাগরণ বর্ণিত হয়েছে মধুসূদনের কাব্যে। 'মেঘনাদবধ'-এ মিলটনের রচনাংশের প্রতিফলন বিস্তর ও সার্থক।

কেবলমাত্র ইউরোপীয় কাব্যাদর্শের আদলে একটি যুগান্তকারী মহাকাব্য রচনাই নয়, বাংলা কাব্যরীতি মধুসূদনের হাতে নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছিলো। আর ছন্দ ও অন্যান্য প্রকরণগত অভিনবত্বের এই নবদিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ ছিলেন প্রধানতঃ মিলটন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে elevation যেমন তিনি বিস্মৃত হন নি, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তেমনই এক গাম্ভীর্য ও ধ্বনিময়তাকে সচেতনভাবে রক্ষা করেছেন। এ' প্রসঙ্গে মিলটন সম্পর্কে মধুসূদনের মন্তব্য বিশেষ স্মরণীয়—**'We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest;** মিলটনের

মহাকাব্যে যেমন শব্দ-শ্লেষ, যমক, ধ্বনিস্পন্দন, অলংকার-উপমা ইত্যাদির ঘনঘটা, মধুসূদনের রচনাতেও তেমনটা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ট্যাসোর কাছ থেকে মিলটন যে দূরান্বয় তথা বিপর্যস্ত অন্বয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন মধুসূদনের কাব্যে তারও উদাহরণ আছে ঃ

'...but torture without end
still urges, and a fiery deluge, fed
with ever burning sulpher unconsum'd'

(Paradise Lost Book I)

এবং 'ধ্বজধর বলী / মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত / বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড় / অম্বরে'। (মেঘনাদবধ, প্রথম সর্গ)

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মিলটনের ছন্দের আদর্শে মধুসূদনের ছন্দ-নির্মাণ। মিলটনের **'blank verse'** ও **'blank verse paragraph'** তাঁর কাব্যকে যে শৃঙ্খলা ও সংহতি দান করেছিলো মধুসূদন তাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি পত্রে ভাষাপ্রয়োগজনিত সংগীত-ব্যঞ্জনার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মধুসূদন মিলটনের ঋণ ইংরেজ কবির উদ্ধৃতি সহযোগে স্বীকার করেছেন।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার ক্ষেত্রেও মধুসূদন মিলটনের অনুগামী। অধিকাংশ সনেটেই মধুসূদন পেত্রার্কীয় অষ্টক-ষটক বিভাজন রক্ষা করেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই ভাবের আবর্তন বজায় রাখা হয় নি। মিলটন যেমন প্রবহমান **Blank verse** ব্যবহার করেছেন সনেটে, মধুসূদনও তাঁর চতুর্দশপদী কবিতায় প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন।

'প্যারাডাইস লস্ট'-এর কবি ইংরেজী কবিতার ভাব ও ভাষারীতির নবায়নে পালন করেছিলেন এক স্মরণযোগ্য ভূমিকা ; পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ ও কবিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন অনুরূপ এক যুগান্তরের। এই দুই কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা তাই এক প্রয়োজনীয় ও আকর্ষক চর্চা।

রোমাণ্টিক যুগ

রোমাণ্টিকতার স্বরূপসন্ধানে :

রোমাণ্টিকতা (**Romanticism**) তথা রোমাণ্টিক সাহিত্য আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এমন একটি সুবিস্তৃত ইউরোপীয় ঘটনা যে, কোনো একটি দেশ বা কালের নির্দিষ্ট সীমারেখায় তাকে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম-সংকলন 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' (**Lyrical Ballads**) -এর আবির্ভাব-লগ্ন থেকে ১৮৩২-এ স্কটের মৃত্যু এবং রিফর্ম বিল জারী হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় রোমাণ্টিকতার স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হলেও এ' জাতীয় সময় প্রকোষ্ঠে সাহিত্যের আলোচনাকে সীমায়িত রাখা সমীচিন বলে মনে হয় না। রোমাণ্টিক কাব্য তথা সাহিত্য আন্দোলনের পদধ্বনি অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য ও যুক্তির ধ্রুপদী যুগপরিবেশেও অশ্রুত ছিলো না। টমসন, গ্রে, বার্নস্, ব্লেক্ প্রমুখের কবিতায় এবং ওয়াল্‌পোল্, র‍্যাডক্লিফ, লিউইস্‌দের গথিক উপন্যাসে ভাবগত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের লক্ষণীয় পূর্বাভাষ ছিলো। প্রকৃতিপ্রেম, মানবিকতা তথা আটপৌরে মানবজীবন সম্পর্কে সহানুভূতি ও আগ্রহ, স্বাধীনতার স্পৃহা, বিষণ্ণতা, অতিপ্রাকৃত তথা কিম্ভূতের প্রতি আগ্রহ, ভাষা ও কাব্য রূপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি অগাস্টান যুগের এইসব কবি-লেখকদের রচনায় সহজলক্ষ্য ছিলো। এঁরা ছিলেন সেই অর্থে রোমাণ্টিক আন্দোলনের পূর্বসূরী। কাজেই ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের বাঁক ফেরাকে যদি রোমাণ্টিকতার যাত্রারম্ভ বলে মনে করি তাহলে অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যে সেই যাত্রারম্ভের প্রস্তুতির লক্ষণগুলি বিস্মৃত হলে চলবে না। এ ছাড়াও স্মরণে রাখতে হবে এলিজাবেথীয় যুগের রোমাণ্টিকতার ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে। সাহিত্যের ইতিহাস মাত্রেই ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের এক সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিকতার ইতিহাস।

রোমাণ্টিকতার স্বরূপসন্ধানে এত বিভিন্ন বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে যে তা' থেকে সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া মুশকিল। মনে হয় জেরোম হ্যামিলটন বাক্‌লে (**Buckley**)-র **'The Victorian Temper' (1951)** গ্রন্থের সেই কথাটিই সঠিক : **'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable.'** দু'-চার কথায় রোমাণ্টিকতার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নিরূপণ অসম্ভব, যদিও আলোচনার সুবিধার্থে ওয়ালটার পেটার-এর **'the addition of strangeness to beauty'** কিম্বা ওয়াট্‌স্-ডানটনের **'the Renascence of Wonder'** জাতীয় কোনো শব্দ-বন্ধ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসকার অ্যালবার্ট রোমাণ্টিক যুগকে **'the Return to Nature'** বলে চিহ্নিত করেছেন।

যুক্তিবাদী দর্শন ও নব্য-ধ্রুপদী **(Neo-classical)** সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে একটি বিকল্প নন্দনতত্ত্বের সন্ধান ছিলো রোমাণ্টিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশাসনে শাসিত, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও পরিমিতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পসাহিত্য তথা জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে এ' ছিলো এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রতিক্রিয়া

যার ভিত্তিস্বরূপ ছিলো 'কল্পনা' (Imagination)। এই 'কল্পনা' রোমাণ্টিক কবি-লেখকদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো শুষ্ক যুক্তিবাদের প্রতিষেধক এক ঐন্দ্রজালিক সৃজনীশক্তিরূপে, আর এই শক্তিব বলেই রোমাণ্টিক কবিমানস জগৎ ও জীবনের গূঢ় অন্তর্লোকে ডুব দিয়েছিলো মহার্ঘ হিরণ্ময় সত্যের খোঁজে। প্রথাসর্বস্বতা থেকে মুক্তি ও প্রকাশের এক আত্মগত ভঙ্গী যদি এই রোমাণ্টিক আন্দোলনের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে এই আন্দোলনের পূর্বসূচনা হয়েছিলো অষ্টাদশ শতকেরই সত্তর দশকে জার্মানিতে, 'Sturmund Drang' আন্দোলনে, যার মুখপাত্র ছিলেন হার্ডাব (Herder), শিলাব (Schiller) এবং গ্যেটে (Goethe)। ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার যে যুগক্রান্তি উনিশ শতকের প্রারম্ভে আমরা দেখে থাকি তাব জার্মান এবং ফরাসী প্রেরণার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অগ্রজ কবিদের মধ্যে কোল্‌রিজ জার্মান রোমাণ্টিকতার—বিশেষতঃ শিলিং (Schelling) ও শ্লেগেল (Schlegel)-এর ভাব-উপাদানগুলি—সম্প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আব ফরাসী বিপ্লবের ঝোড়ো প্রভাব এসে পড়েছিলো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রন প্রমুখের ওপর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আহ্বানবাণী আব রুশো (Rousseau)—ভল্‌তেয়ার (Voltaire)-এর ভাবনাচিন্তা ইংলণ্ডেব নবপ্রজন্মের মানসমণ্ডলে এক তোলপাড় ঘটিয়েছিলো। ১৭৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে ক্রান্তিকারী লেখক টমাস পেইন (Paine)-এর 'Rights of Man' গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হলে সামাজিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমাজপরিসরে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছিলো। এই ভাবেই একদিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক মনোভঙ্গী এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে রোমাণ্টিক কবিমানস তার ঈপ্সিত মুক্তির লক্ষ্যে পাড়ি দিলো এক অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দলোকে যেখানে ছিলো সেই অপার্থিব আলো 'the light that never was on sea or land'। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর সাহসিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন 'সকল বস্তুর অন্তর্জীবন' (the life of things); অনুভব করলেন—

> 'A motion and a spirit, that impels
> All thinking things, all objects of all thought,
> And rolls through all things'. [Tintern Abbey]

পশ্চিমা বাতাসের উদ্দাম দাপাদাপির মধ্যে শেলী খুঁজে পেলেন ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায় জীবনের পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয়-সংকেত :

> 'Be through my lips to unawakened earth
> The trumpet of a prophecy ! O Wind,
> If Winter comes, can Spring be far behind ?'
> [Ode to the West Wind]

এইভাবেই কবি আবির্ভূত হলেন দ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্বক্তা ও নবজীবনের বিধায়কের ভূমিকায়।

রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'র নিরঙ্কুশ অবস্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে প্রভাবশালী ছিলো জন লক্ (Locke)-এর এম্পিরিসিস্ট দর্শন এবং নিউটনীয় বিজ্ঞান। এই আবহমণ্ডলে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা বা 'কল্পনা'র কোনো সুযোগ ছিলো না। রোমান্টিকতা ছিলো এই বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা, যার প্রধান লক্ষণ রূপে দেখা দিয়েছিলো কল্পনা ও ও সংবেদনশীলতার এক অভূতপূর্ব প্রসারণ। হারফোর্ড (Herford)-এর ভাষায় —'an extraordinary development of imaginative sensibility।' এই সংবেদনশীলতার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রুশোর 'প্রকৃতিবাদ' (naturalism) এবং কাণ্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত জার্মান transcendentalism।

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক রুশো সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। একদিকে সামন্তবাদী শ্রেণী সম্পর্ক ও স্বেচ্ছাচারিতার সমালোচনা এবং গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার ও মানুষের সম্মান তথা সমতার কথা বলেছিলেন রুশো, অন্যদিকে আদিম প্রকৃতি-লালিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন, যে অবস্থায় মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য ছিলো না, মানুষ ছিলো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। রুশোর প্রকৃতিবাদী দর্শন ও মানবতন্ত্রী চিন্তাভাবনা অনুপ্রাণিত করেছিলো ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের। ব্লেক তাঁর 'Songs of Innocence'-এ এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 'Ode On Intimations of Immortality'-র মতো কবিতায় মানব শৈশবকে দিয়েছিলেন এক আদর্শায়িত উজ্জ্বল রূপ। শেলীর 'The Revolt of Islam' এবং 'Prometheus Unbound'-এ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আর্তি।

বেকন (Bacon) ও হব্স্ (Hobbes) থেকে শুরু করে জড়বাদী দর্শনচিন্তা ইংলণ্ডে লক্, বার্কলি (Berkeley) ও হিউম (Hume) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিলো। লক্ প্রমুখ এই দার্শনিকরা মানবমনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিচ্ছবিসমূহের শান্ত সংগ্রাহক (a passive recorder of sense impressions) হিসেবে দেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে বার্কলি এম্পিরিসিস্ট দর্শনকে এমন এক স্বতন্ত্র খাতে বইয়ে দিলেন যে জড়জগতের অস্তিত্বই তাতে অস্বীকৃত হোলো। অপরপক্ষে হিউম্ কেবলমাত্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিচ্ছবির মধ্যেই অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন যাতে করে সুসংহত ও সামগ্রিক জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হলো। এই জড়বাদ-সন্দেহবাদ (Scepticism) শাসিত দর্শনচিন্তার যান্ত্রিকতায় আলোড়ন সৃষ্টি করলেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (Kant)। তাঁর 'Critique of Pure Reason' (1781) গ্রন্থে কাণ্ট 'যুক্তি' তথা Reason-এর শক্তি ও সম্ভাবনাসমূহের কথা বললেন; ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা বললেন। কাণ্টীয় দর্শনচিন্তা কালক্রমে জার্মান রোমান্টিকতার দিক্‌নির্দেশ হয়ে উঠলো।

রোমাণ্টিক আন্দোলনে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব : সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বহন করে এনে যে ফরাসী বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের মানসপটে তুমুল তুফান সঞ্চার করেছিলো, রোমাণ্টিক যুগের ইংরাজী সাহিত্য সে মহা-বিস্ফোরণের কাছে নানাভাবে ঋণী। ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো। এই প্রসঙ্গে রুশোর ঋণের কথা সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম ভাবপুরোহিত রুশো ছিলেন বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের প্রধান তত্ত্বকার, যাঁর ভাব-ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ব্লেক, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী প্রমুখের কাব্যে। বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে রুশোর প্রভাবের উল্লেখ করা হয়েছে।

বিপ্লবী প্রণোদন সর্বাপেক্ষা আলোড়িত করেছিলো কবি শেলীকে। তাঁর কল্পনা মথিত হয়েছিলো বিপ্লবের ঝোড়ো ভাবধারায়। এ' ব্যাপারে শেলীর দীক্ষাগুরু ছিলেন উইলিয়াম গডউইন (Godwin) যাঁর নৈরাজ্যবাদী দর্শনের সঙ্গে রুশোর প্রকৃতিবাদী চিন্তার বৌদ্ধিক সম্পর্ক ছিলো। এই গডউইনের 'Enquiry Concerning Political Justice' (1793) সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবনত শেলী বলেছিলেন যে এই গ্রন্থটি তাঁকে শিখিয়েছিলো 'all that was valuable in knowledge and virtue, সংগঠিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শেলীর রচনায় যে বিদ্রোহের নির্ঘোষ শোনা গিয়েছিলো তার পেছনেও ছিলো গডউইনের নৈরাজ্যবাদী দর্শনচিন্তা। 'The Necessity of Atheism' (1811) নামক পুস্তিকাটির নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। শেলীর ওপর গডউইনের প্রভাব ও উভয়ের যোগাযোগের অপর এক বিশিষ্ট উদাহরণ 'Queen Mab' (1813), যেটিকে গডউইন-চিন্তার কাব্যরূপ বলে মনে করা হয়ে থাকে। আসলে তাঁর গুরু গডউইনের মতো শেলীও প্রধানতঃ আলোড়িত হয়েছিলেন বিপ্লবী চিন্তাদর্শে তথা বিমূর্ত ভাবধারায়। ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত ঘটনাবলী, তাদের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্য, দুর্যোগ-দুর্বিপাক ইত্যাদি অনুধাবন করার মতো মানসিক গঠনই ছিলো না শেলীর।

ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্ব ছিলো ভাবগত প্রস্তুতির পর্ব, আর এই পর্বের ঋত্বিক ছিলেন রুশো। গডউইনের দর্শনের উৎস ছিলো এই বিপ্লবী তত্ত্বে। ব্লেকের কবিতায় এই তত্ত্বই লাভ করেছিলো এক আনন্দঘন অধ্যাত্মবীক্ষার রূপ। স্বাধীনতা ব্লেকের কাছে ছিলো এক রাহসিক উল্লাস। শেলীর কাব্যে প্রেমের যে শক্তি ও মূল্যের কথা বারবার বলা হয়েছে তার বীজ ছিলো রুশোর রচনা 'New Heloise'-এ। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবের রাজনৈতিক পর্বের সূত্রপাত হলে তার উত্তাপ অবিলম্বে পৌঁছে গেলো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে (Southey) প্রমুখ কবিদের মানসলোকে। ১৭৯১-এ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ফ্রান্সে যান এবং বিপ্লবের সেই উত্তাল পর্বে এক বৎসর কাল ফ্রান্সে কাটান। এই সময়ে লেখা 'Descriptive Sketches'-এ তাঁর বৈপ্লবিক ভাবনা বিধৃত হয়েছে। এছাড়া গডউইন-এর 'Political Justice'-এর প্রেরণায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখেছিলেন 'Guilt and Sorrow' (1791-94) এবং

'The Borderers' (1795-96); ফরাসী বিপ্লবের উদ্দীপনা এইভাবে ধরা পড়েছিলো তাঁর কবিতায় :

> **'Bliss was it in that dawn to be alive,**
> **But to be young was very heaven !'**

অবশ্য ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই উদ্দীপনা তাঁর কবিজীবনের উত্তরপর্বে নির্বাপিত হয়েছিলো এবং তিনি রক্ষণশীলতার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রোমাণ্টিক যুগের অপর এক কবি বায়রন (Byron)-এর কাব্যে আবেগ ও উন্মাদনার যে ঝড় বয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো তা' ছিলো ফরাসী বিপ্লবের শেষ পর্যায় অর্থাৎ নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানের প্রভাবজাত। উদ্ধত ও ঘোর আত্মকেন্দ্রিক কবি বায়রন নেপোলিয়ন চরিত্রের ভয়ংকর গতিশক্তির মধ্যেই উত্তেজনার খোরাক পেয়েছিলেন। বিপ্লবের তাত্ত্বিক অথবা ঐতিহাসিক দিকগুলির প্রতি তিনি কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নি।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হলেও তা' মোটের ওপর সংহত ও সুসমঞ্জস ছিলো না। স্কট (Scott)-এর মতো সফল ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিলেও নিজে ছিলেন একজন অনমনীয় টোরি (Tory), রক্ষণশীলতার সমর্থক। বায়রন-এর কাব্যে বিপ্লবের তড়িৎ-প্রভাব থাকলেও তিনি অষ্টাদশ শতকীয় কবিতার একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রূপান্তরের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌ : রোমাণ্টিক কাব্যান্দোলনের সূচনা : ১৭৯৮-এ ব্রিস্টলে প্রকাশিত হয়েছিলো ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের কবিতার এক মিলিত সংকলন—'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌'—যাতে কোল্‌রিজের চারটি ও ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের উনিশটি রচনা ছাপা হয়েছিলো। এই কবিতাগুলি ও তার শুরুতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ রচিত একটি 'বিজ্ঞপ্তি' (Advertisement) সংকলনটিকে কবিতার বিষয়-আঙ্গিক-রুচির ক্ষেত্রে এক নতুন দিক নির্দেশ বলে চিহ্নিত করেছিলো। অষ্টাদশ শতকের কাব্যভাষা ও প্রকরণের বিরুদ্ধে নবীন কবিদের এ ছিলো এক সচেতন আত্মঘোষণা। কোল্‌রিজের বিখ্যাত অতিলৌকিক রূপক-কবিতা—'The Rime of the Ancient Mariner' এবং ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের 'The 'Thorn', 'Tintern Abbey' প্রভৃতি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংকলিত হয়েছিলো 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌'-এ। এ' কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলি ছিলো পরীক্ষামূলক ও 'Advertisement'-এর ভাষ্য অনুযায়ী এগুলির উদ্দেশ্য ছিলো—'...to ascertain how far the language of conersation in the middle and lower class of society is adapted to the purposes of poetic pleasure'. ১৮০০-র দ্বিতীয় সংস্করণে 'Advertisement'-এর জায়গায় এলো ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-প্রণীত 'Preface' এবং সংকলিত রচনাগুলি ও তাদের ক্রমবিন্যাস পরিবর্তিত হোলো। ১৮০২-এর

সংস্করণে এই যুগান্তকারী সংকলনটি আবারও সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করে।

'প্রিফেস টু দি লিরিক্যাল ব্যালাডস্' : রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শের ইস্তাহার : 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ' (**Preface**) লিখেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিকে সাধারণভাবে রোমাণ্টিকদের প্রস্তাবিত কাব্যাদর্শের ইস্তাহার বলে মনে করা হয়ে থাকে। এখানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভালো কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন নিম্নরূপ :

'.. **all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.**' অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই কবিতার সারাৎসার। আর এর বীজ হোলো '**emotion recollected in tranquillity**'. প্রশান্তি এই কবিতার মূল সুর, গভীর অনুধ্যান এর সৃজনক্ষেত্র, স্বতঃস্ফূর্ততা এর কুললক্ষণ। রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শ তাই অষ্টাদশ শতকীয় প্রথা-প্রকরণের বিরোধী এক অবোধপূর্ব শিল্প ; শেলীর স্কাইলার্কের স্বর্গীয় সঙ্গীতের অনুরূপ এক '**unpremeditated art.**' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিচারে কবি একজন অতি-সংবেদনশীল মানুষ, '**Possessed of more than usual organic sensibility**', এমন একজন মানুষ যিনি দীর্ঘ ও গভীর চিন্তাক্ষমতার অধিকারী। কবি ও কবিতাসম্পর্কিত এইসব অভিমত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় তথা রোমাণ্টিক কাব্য ভাবনার স্বরূপটিকে চিহ্নিত করেছিলো।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাধারণ পল্লী-জীবন তথা নিসর্গের সহজ ঘটনাগুলির কথা বলেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে ঐ ধরনের পরিস্থিতিতেই মনের আবেগগুলি যথাযথ পরিচর্যা পাবে। আর এইসব সাধারণ ঘটনাগুলিকে তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বর্ণালীতে রঞ্জিত করে তুলতে যাতে তারা অসাধারণত্ব অর্জন করে।

আলোচ্য মুখবন্ধে কবিতার ভাষা তথা কাব্যশৈলী বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। কৃত্রিম ও চটকদার শব্দচয়ন পরিত্যাগ করে তিনি কাব্যরচনার পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষের প্রকৃত কথ্য ভাষারীতিতে—'**a selection of the real language of men in a state of vivid sensation.**' তিনি মনে করেছিলেন গদ্য ভাষা এবং কাব্য ভাষার মধ্যে সত্যকারের কোনো পার্থক্য নেই।

কাব্যতত্ত্বের এই প্রস্তাবনার প্রতি কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজে কতখানি দায়বদ্ধ থাকতে পেরেছিলেন তা' নিয়ে সংশয় আছে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ঘোষিত সূত্রগুলির প্রতি মোটের ওপর অনুগত ছিলেন। গ্রামজীবন ও পল্লীনিসর্গ এবং তার শান্ত সৌন্দর্য ছিলো তাঁর রচনাবলীর মুখ্য বিষয়। তবে ভাষা ও শৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে দ্বৈততা খুব স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় আবেগ-উদ্দীপক যখন লক্ষণীয় ভাবে কম থেকেছে এবং তিনি তাঁর তত্ত্বের কথা মনে রেখে ব্যবহারিক গদ্যের ভাষায় লিখতে গেছেন তখনই '**Simon Lee**'-র মতো কবিতা পেয়েছি আমরা। অন্যপক্ষে,

গদ্যের জীর্ণতা থেকে মুক্ত, সহজ-সরল লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি (Lucy Poems) আবেগের সজীবতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এই অভিমতের প্রতিও ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ কার্যত অনুগত্য প্রকাশ করেন নি।) এটি ছিলো পোপ (Pope) ও তাঁর অনুসারী কবিদের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া মাত্র। আসলে, নিও-ক্ল্যাসিক রীতি ও প্রকরণের বিরুদ্ধে নব-প্রজন্মের এই রোমাণ্টিক কবিদের যে অনাস্থা তারই একটি বিদ্রোহাত্মক কর্মসূচী ছিলো ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ লিখিত 'Preface to 'The Lyrical Ballads'।

'কল্পনা' (Imagination) ও 'কাল্পনিকতা' (Fancy) : কোল্‌রিজের তত্ত্ব : রোমাণ্টিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'-র নিরঙ্কুশ অবস্থান ও গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। রোমাণ্টিকদের কাছে 'কল্পনা' ছিলো এক ঐশী শক্তি, ব্যক্তিমানসের এক বিস্ময়কর সৃজনক্ষমতা, অধ্যাত্মবীক্ষার উৎসস্বরূপ। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ 'The Prelude' কবিতায় এই শক্তিকে দেখেছিলেন এইভাবে :

> 'An auxiliar light
> Came from my mind, which on the setting sun
> Bestowed new splendour'.

অষ্টাদশ শতকে মানবমনকে দেখা হয়েছিলো নিষ্ক্রিয় এক টুকরো কাগজ (tabula rasa) হিসেবে। লকীয় দর্শন ও নিউটনীয় বিজ্ঞানের এই যুগে কবিতা ছিলো নিছক বৌদ্ধিক সরসতা (wit)-র অনুশীলন, ড্রাইডেন-পোপ-জনসনদের কাছে 'কল্পনা' নামক কোনো বস্তুর তাৎপর্য ছিলো না। নিও-ক্ল্যাসিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'-কে দেখা হয়েছিলো বিভ্রম-সৃষ্টিকারী শক্তিরূপে যা 'যুক্তি' (Reason)-র বিরোধী। টমাস হব্‌স্‌ 'কল্পনা'কে বলেছিলেন 'decaying sense,' আর ড. জনসনের অভিধানে 'কল্পনা' সংজ্ঞায়িত হয়েছিলো 'কাল্পনিকতা' রূপে— 'Fancy ; the power of forming ideal pictures.'

কোল্‌রিজ তাঁর 'Biographia Literaria' (1817) গ্রন্থে 'কল্পনা'র একটি নতুন ধারণা উপস্থাপিত করেন ও 'কাল্পনিকতা' (Fancy)-র সঙ্গে তার প্রভেদ নির্দেশ করেন। কোলরিজের মতে 'Fancy' এক যান্ত্রিক শক্তি বা প্রক্রিয়া যার কাজ ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতিমাগুলি (images) কে একত্রিত করা অর্থাৎ এতে নব সৃজনের কোনো শক্তি নেই। অন্যপক্ষে 'Imagination' এক সৃষ্টিশীল শক্তি, যা 'dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create'. কোল্‌রিজ একে আখ্যা দিলেন এক 'esemplastic power' রূপে। এই সঞ্জীবনী শক্তির কাজ পরস্পর-বিরোধী উপাদানসমূহের সার্থক সমন্বয়, 'the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities.' এই 'বৈপরীত্যের মিলন' তথা 'Union of opposites' শ্লেগেলের হাতে পরিণত হয়েছিলো জার্মান রোমাণ্টিকতার মূলসূত্রে। কোল্‌রিজ এই জার্মান ভাব-উপাদানগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন।

'কল্পনা'র দুটি রূপের কথাও বলেছিলেন কোল্‌রিজ 'Primary' ও

ndary ।' প্রথমটি এক অসচেতন ক্রিয়া যার দ্বারা মন বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান লাভ করে। অন্যপক্ষে, 'Secondary imagination' এক সচেতন শক্তি যা' ব্যক্তিমানস ও আত্মার সকল ক্রিয়াকে সমন্বিত করে নব-সৃজনের লক্ষ্যে। সূত্রাকারে বলতে গেলে কোল্‌রিজের 'কল্পনা' হোলো 'বোধ' (perception), 'স্মৃতি' (Memory), 'অনুষঙ্গ' (Association), 'অনুভূতি' (Feeling) ও 'বুদ্ধি' (Intellect)-র সংশ্লেষ। কোল্‌রিজের এই তত্ত্বের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিলো ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতা, যাতে গভীর অনুভব ও প্রগাঢ় মননশীলতার সমন্বয় লক্ষ্য করেছিলেন সুহৃদ কোল্‌রিজ।

রোমাণ্টিকতার লক্ষণসমূহ :

রোমাণ্টিকতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেমন কঠিন, তেমনই উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক বলে যে সব কবি-লেখক চিহ্নিত হয়ে থাকেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর যাবতীয় বিভিন্নতা নিরসন করে একটি সরলীকৃত সূত্র-নির্দেশও অসম্ভব। তবে আলোচনার সুবিধার্থে রোমাণ্টিক কবি মানসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হোলো :

১. **প্রকৃতিপ্রেম :** নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ ও নিবিড় অনুরাগ ছিলো রোমাণ্টিকতার উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার পুনর্জাগরণকে তো বলাই হয়েছিলো 'Return to Nature'। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, শেলী ও কীট্‌স্‌ তাঁদের কবিজীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেছিলেন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের নিবিড় সান্নিধ্যে। এঁদের মধ্যে ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের খ্যাতি তো প্রকৃতি তথা প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক অধ্যাত্মদর্শনের কবিরূপেই। রোমাণ্টিকদের নিসর্গপ্রকৃতি ছিলো সজীব ও লীলাচপল, চৈতন্যময় ও প্রাণদ এক সত্তা যার সঙ্গে একাত্ম হবার আকুতি ও আনন্দই ছিলো ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রমুখের কাব্যের বিষয়। বস্তুতপক্ষে, এই 'প্রকৃতি' (Nature) এবং রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা (Imagination)-র ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সম্পর্কের চমৎকার বিবরণ দিয়েছিলেন কোল্‌রিজ তাঁর 'Dejection : An Ode' কবিতায়—'...We receive but what we give, / And in our life alone does Nature live...'

২. **মানবপ্রেম :** 'প্রকৃতি তথা নিসর্গপ্রেমেরই সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় হিসেবে মানবপ্রেম স্বীকৃতি লাভ করেছিলো রোমাণ্টিক কাব্যে। প্রকৃতির কাছে ফেরার আকুলতার পিছনে যেমন ছিলো রুশোর ভাবধারা, সাধারণ মানুষের সহজ ও তুচ্ছ জীবন-কাহিনীকে ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিরা তাদের কাব্যের বিষয়ভুক্ত করেছিলেন তেমনই রুশোর প্রভাবে। ওয়াড্‌সুওয়ার্থ তো প্রকৃতি-বিশ্ব ও মানব-বিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে এমন অধ্যাত্ম-বন্ধনের কথাও বলেছিলেন। অন্যপক্ষে শেলী ছিলেন পরিপূর্ণ মানব প্রেমিক যিনি প্রকৃতির মাঝে সন্ধান করেছিলেন অপ্রাকৃত ঐশী শক্তির যা স্খলিত ও হতাশাগ্রস্ত মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

৩. **বিদ্রোহের সুর :** সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশাসন, জড়বিশ্বাস ও প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর রোমান্টিকদের এক গোত্রভুক্ত করেছিলো। ফরাসী বিপ্লব ছিলো এই বিদ্রোহের ঝড়ের চোখ। তবে শেলীর কবিতায় এই বিদ্রোহ যতখানি মূর্ত অথবা বায়রনের কাব্যে তার উন্মাদনা যত প্রকট তেমনটা অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। বিশেষতঃ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থে এই ঝোড়ো উত্তেজনার পরিবর্তে দেখি এক গভীর দার্শনিক সুমিতি।

৪. **আত্মমগ্নতা :** রোমান্টিক সাহিত্যের একটি সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট্য কবি-মানসের আত্মমগ্নতাও এক আত্মগত প্রকাশভঙ্গী। রোমান্টিক মনোভঙ্গীর মূলে ছিলো এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিকোণ। রোমান্টিক কবিমাত্রেই এক **'private sense'**-এ আপ্লুত ছিলেন। আপন আবেগ-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই ছিলো তাঁদের অভিপ্রায়। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যে এই আত্মসর্বস্বতা এমন এক অহমিকায় পরিণত হয়েছিলো যে এই অগ্রজ রোমান্টিক কবিকে দেওয়া হয়েছিলো **'egotistical sublime'**, এই অভিধা। আধুনিক কবি সম্প্রদায়ের পুরোধা টি. এস. এলিয়ট তাঁর 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (**Impersonality**)-র তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন রোমান্টিকদের আত্ম-জৈবনিক ও আত্মমগ্ন শিল্পের কড়া সমালোচনায়।

৫. **সৌন্দর্যপ্রেম ও সুন্দরের উপাসনা :** মরণশীল জীবন ও যন্ত্রণাদীর্ণ জড়জগতের সীমা ছাড়িয়ে এক শাশ্বত ও সুন্দর আলোকসামান্য জগতের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন রোমান্টিক কবিরা। সুন্দরের প্রতি এঁদের ছিলো প্রবল প্রেম ; সুন্দরই ছিলো পরমারাধ্যা। সুন্দরই প্রতিভাত হয়েছিলো সত্য রূপে, নিরন্তর আনন্দের উৎসরূপে। সুন্দরের উপাসনার তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয় কীট্‌সের কবিতায়। তাঁর নিজের কথাতেই—**'I have loved the principle of Beauty in all things'** ; নারী, প্রকৃতি ও শিল্প—সর্বত্রই কীট্‌সের উপাস্য সুন্দর—**'A thing of beauty is a joy for ever'.**

৬. **অতীতচারিতা :** তাঁদের সমকালীন সমাজজীবনে যার পর নাই বীতরাগ রোমান্টিক কবি-লেখকেরা ডুব দিয়েছিলেন দূর অতীতে। স্কট ও কীট্‌স্‌ অবগাহন করেছিলেন মধ্যযুগীয় পরিবেশ ও তার ঐশ্বর্যকল্পনায়। কোল্‌রিজের কবিতাতেও এই **'medievalism'**-এর ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া প্রাচীন গ্রীসের দেব-দেবী, পুরাণ তথা গ্রীক পুরাবৃত্তের ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দবিহারী ছিলেন কীট্‌স্‌। **'Hellenism'**-এর তিনিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তৃষাতুর অভিসারী।

৭. **আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদ :** রোমান্টিক কবিমানস বারবার ডানা মেলে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, পার্থিব অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে এক সদাভাস্বর দিব্যলোকে। শেলীর বিদেহী স্কাইলার্ক স্বর্গীয় জগতের অধিবাসী। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থও এক অতীন্দ্রিয় রহস্যলীলার সন্ধানে, প্রকৃতি ও মানব-বিশ্ব তথা সর্বব্যাপী এক আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কীট্‌স্‌ অথবা বায়রনও তাঁদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সময়প্রবাহে ধৃত

মানবজীবনের ক্ষয় ও মৃত্যুকে তাঁরা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন, প্রাণিত হয়েছিলেন স্বপ্নদর্শনের এক আদর্শ জগতে উত্তরণের স্পৃহায়।

৮. **বিষণ্ণতার সুর :** রোমান্টিক কবিমানস ক্রমাগত পীড়িত ও বিভক্ত হয়েছে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে। কীট্‌স্‌ ও শেলীর কাব্যে এই 'antinomy' সুস্পষ্ট। মানবজীবনের দুঃখক্লেশ, মানবপ্রেমের অপূর্ণতা, সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব, মরণশীলতা ইত্যাদি নিরন্তর পীড়া দিয়েছে অমৃতাভিলাষী স্বপ্নদর্শী কবিকে। এই দ্বন্দ্বই জন্ম দিয়েছে বিষণ্ণতার, অসার্থকতা ও নিঃসঙ্গতার বেদনার ; শেলীর কবিতায় এর তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় : **'I fall upon the thorns of life ; I bleed.'** কীট্‌সের কবিতায় এমন আকুল আর্তি নেই। বেদনাকে তিনি করেছেন সংযত।

৯. **বিস্ময়বোধ :** এক অপরিমেয় বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিলো রোমান্টিক কবি-দৃষ্টিতে। **'Renascence of wonder'** নামকরণ সে কারণে সার্থক। যা কিছু সহজ ও তুচ্ছ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বিস্ময়ে রোমান্টিক কবিমন হয়েছিলো মোহাবিষ্ট। এই বিস্ময়বোধের জনক ছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। সমুদ্র ও আকাশ, নদী ও পর্বতের পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিস্ময়-নীলাঞ্জন প্রথম লেগেছিলো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চোখে। শেলীর বিদ্রোহবাণীতে, কীট্‌সের ইন্দ্রিয়পরতায়, কোল্‌রিজের অতিপ্রাকৃত পরিবেশের রহস্যময়তায় ও বায়রনের অস্থিরচিত্ততার মধ্যেও এই বিস্ময়ের স্ফুরণ লক্ষণীয়।

১০. **অতিপ্রাকৃতের রহস্য :** অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর বর্ণনায়, ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি অতিপ্রাকৃতের গভীরে এক মনস্তাত্ত্বিক গূঢ়তার সঞ্চারে কোল্‌রিজ ছিলেন সর্বাধিক দক্ষ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের বিষয় ছিলো প্রকৃতি আর তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ কোল্‌রিজ বেছে নিয়েছিলেন অতিপ্রাকৃত, রহস্যঘন অভিজ্ঞতা। তাঁর লক্ষ্য ছিলো পাঠকমনের **'willing suspension of disbelief'** কোল্‌রিজের অতিপ্রাকৃত বিষয় ও পরিবেশে কোনো স্থূলতার স্থান ছিলো না। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তিনি আরোপ করতেন অপ্রাকৃত রোমাঞ্চ। সহজ, বাস্তব জগতের উপাদানসমূহে লাগিয়ে দিতেন অপার্থিব শিহরণ। **'Christabel,' 'Ancient Mariner'** ও **'Kubla Khan'** কোল্‌রিজের অতি-প্রাকৃত কাব্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। কীট্‌স্‌ও তাঁর **'Lamia', Isabella', 'La Belle Dame Sans Merci'** প্রভৃতি কবিতায় অনুরূপ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

১১. **'কল্পনা'র সার্বভৌমত্ব :** রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে 'কল্পনা'র নিরঙ্কুশ গুরুত্বের কথা আগেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সার্বভৌম শক্তির জোরেই জড়বিশ্বাস ও পার্থিব অস্তিত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে কবিমানস মুক্তির সন্ধান করেছে অনন্ত ও অসীমের স্বর্গভূমিতে। এই 'কল্পনা'র দৌলতেই রোমান্টিক কবি মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে অর্জন করেছিলেন দেবত্বের গরিমা।

১২. **ভাষা ও শৈলীর নতুনত্ব :** ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কৃত 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌'-

এর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনায় এই রীতি-পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথাসর্বস্বতা, শৃঙ্খলা, ছন্দোবন্ধ পদবিন্যাস ও যুগ্ম-পয়ারের একাধিপত্য বর্জন করে রোমান্টিক কবিরা এক অকৃত্রিম শৈলী ও সহজ সরল শব্দচয়ন (diction)-এর কথা বলেছিলেন। অগাস্টান যুগের শৃঙ্খলাসর্বস্ব, অলংকৃত ভাষা ও কৃত্রিম কাব্যরীতির পরিবর্তন ছিলো রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের স্বীকৃত লক্ষ্য।

রোমান্টিক কবিসম্প্রদায়ঃ রোমান্টিক কবিদের প্রথম প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত হলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ এবং সাদে। এঁদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও তাঁর ভগ্নী ডরোথীর সংগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ ছিলো কোল্‌রিজের। 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্' ছিলো সেই ভ্রাতৃপ্রতিম বিনিময়ের উৎকৃষ্ট ফসল। কোল্‌রিজের এই পর্যায়ের রচনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রভাবের নিশ্চিন্ত স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের শ্রেষ্ঠ কবিব্যক্তিত্ব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। রোমান্টিক সাহিত্য-পর্ব অনেক সময়ই 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যুগ' বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই যুগের দ্বিতীয় প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন বায়রন, শেলী ও কীট্‌স্। তাঁর সমকালেই বায়রনের কবিখ্যাতি ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো, যদিও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় ও নিজ ঔদ্ধত্যের কারণে আপন দেশে তিনি সমাদৃত হন নি। দেশবাসীর ঘৃণা শেলীর ওপরও বর্ষিত হয়েছিলো। দেশত্যাগী শেলী ইতালীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক হতাশা ও বেদনার মাঝে কবি কীট্‌স্ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মগ্ন থেকেছেন সুন্দরের তন্ময় ধ্যানে।

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) [১৭৭০—১৮৫০]:

কবিজীবন ও রচনাপঞ্জীঃ কাম্বারল্যাণ্ডের ককারমাউথে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জন্ম হয়েছিলো ১৭৭০-এর ৭ই এপ্রিল। বাল্যকালের বছরগুলি তাঁর অতিবাহিত হয়েছিলো অদূরবর্তী হকশেড ও পেনরিথে। হকশেড গ্রামার স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের সময় বালক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিঃসঙ্গ ও স্বপ্নভারাতুর ছিলেন এমন মোটেই নয়; স্কেটিং, নৌকাবাইচ, পর্বতারোহণ ইত্যাদিতে ছিলো তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দ। তিনি নিজেই স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে—'I grew up fostered alike by beauty and by fear।' তাঁর নিসর্গপ্রেম ও দর্শনের বীজ সম্ভবতঃ এইসব স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত ছিলো। এরই মাঝে আবির্ভূত হোতো অপরিসীম আনন্দের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি যখন বস্তুপৃথিবী অকস্মাৎ এক অপার্থিব স্বপ্নলোকের রূপ পরিগ্রহ করতো। প্রথম কোকিলের কুহুতান শুনে; কিম্বা নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় সুউচ্চ পর্বত-শীর্ষ যখন বিপুল গাম্ভীর্যে তাঁর পাশ দিয়ে সরে যেতো। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি বিষয়ক পুরাণ (Nature Myth) নির্মাণের শুরু প্রায় দশ বছর বয়সেই। ক্রমে এই আনন্দানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হোলো সূক্ষ্মতর ও গভীরতর এক সংবেদন-

শীলতা। এই ভাবেই বিকশিত হতে থাকলো এক বিশিষ্ট স্বজ্ঞা (intuition) যা' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের নিজস্ব ধর্ম।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যাম্‌ব্রিজের সেণ্ট জন্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হলেন ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ। এখান থেকেই তাঁর স্নাতক ডিগ্রী লাভ ১৭৯১-এ। ক্যামব্রিজে থাকাকালীন অবকাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছিলেন ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড। ডিগ্রী লাভের পর ১৭৯১-এর নভেম্বরে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ গেলেন ফ্রান্সে। বিপ্লবের আবহ-মণ্ডলে। বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন 'সাম্য' তথা Equality-র আদর্শ এবং মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের ভাবধারায়। এখানেই মারী অ্যানের সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রেম। ১৭৯২-এর শেষে ফ্রান্স থেকে ফিরে এসেছিলেন ওয়ার্ড্‌স,ওয়ার্থ এবং পরের বছরই ইংলণ্ড ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করায় বিপ্লবতীর্থে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাননি তিনি। ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে তার স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও ১৭৯২-এর September Massacres ও বিপ্লবী আদর্শের বিপথ-গামিতা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থকে সংশয় ও হতাশার মধ্যে ঠেলে দিলো। এই সময়ই গডউইনের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো।

এই সংকট-পর্ব থেকে উদ্ধার পেলেন ওয়াড্‌র্স্‌ওয়ার্থ ডরসেটের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ও ভগিনী ডরোথীর মধুর সাহচর্যে। ইতোপূর্বে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো ক্যাম্‌ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় লেখা 'অ্যান ইভ্‌নিং ওয়াক্‌' (An Evening Walk) ও 'ডেসক্রিপ্‌টিভ স্কেচেস' (Descriptive Sketches)। ডরসেটের নিসর্গ পরিবেশে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ সম্পূর্ণ করলেন বিপ্লবের হতাশকর পরিণতি নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডি 'দি বর্ডারারস্‌' (The Borderers, 1795-96) এবং এবং 'গিল্ট অ্যাণ্ড সরো' (Guilt and Sorrow) নামক দীর্ঘ কবিতা। গডউইনের ভাবপ্রভাব এই দুই রচনায় সহজলক্ষ্য।

রেসডাউন লজের সানন্দ জীবনে উইলিয়াম ও ডরোথীর সঙ্গী হলেন কবি কোল্‌রিজ, ১৭৯৫-এর শেষাশেষি। শুরু হোলো এক প্রবাদ-প্রতিম সাহচর্য ও সৃজনপর্বের। ওয়াড্‌র্স্‌ওয়ার্থের কবিজীবনের সর্বাধিক ফলপ্রসূ দুই কবির ভাব বিনিময়ের এই পর্ব। কোল্‌রিজও এই পারিবারিক বন্ধুত্বের কাছে ছিলেন বিশেষ ঋণী। ১৭৯৭-এর অগাস্টে নেদার স্টোয়ি-র বাসিন্দা কোল্‌রিজের সান্নিধ্যের আশায় ওয়াড্‌র্স্‌ওয়ার্থরা চলে এলেন নিকটবর্তী অ্যালফক্সডেনে। কোযানটকের পাহাড়ে-অরণ্যে, স্টোয়ির খোড়ো কুঁড়ে ঘরে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানের মধ্যে রূপলাভ করলো 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌' যাতে স্থান পেলো কোল্‌রিজের 'The Ancient Mariner' ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Tintern Abbey'-র মতো কাব্যসম্পদ। এখানেই তাঁদের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতার পর্বে বোঝাপড়া হয় যে গ্রামজীবনের তথা নিসর্গ-প্রকৃতির সহজ-সরল বিষয়গুলি নিয়ে কাব্য রচনা করবেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ আর কোল্‌রিজের কাব্যের বিষয় হবে অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা।

১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বরে উইলিয়াম, ডরোথী এবং কোল্‌রিজ জার্মানী যান এবং

জার্মানী বাসের সময়ই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ লেখেন তাঁর অনবদ্য লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি। পরের বছর ইংলণ্ডে ফিরে তিনি পুনরায় আশ্রয় নেন লেক প্রদেশের গ্রাসমিয়ারে। শুরু হয় তাঁর শান্ত গার্হস্থ্যজীবনের। এই গ্রাসমিয়ার অঞ্চলে ও পরে রাইডাল মাউণ্টে আমৃত্যু দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল কাটান ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ। জার্মানীতে থাকাকালীন তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাব্য 'The Prelude', আর গ্রাসমিয়ারে এসে লিখলেন 'Michael', 'Strange Fits of Passion Have I known', 'She Dwelt among the Untrodden Ways', 'Nutting' প্রভৃতি কবিতা, যেগুলি সংকলিত হোলো ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌'-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে।

১৮০২-এ মেরী হাচিনসনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ। ভগ্নী ডরোথীও তাঁদের সঙ্গেই বাস করতে থাকেন। ডরোথী ও কোল্‌রিজের বন্ধুত্ব এবং মেরীর অনুরাগে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিলো কবির এই পর্বের কাব্যচর্চা। 'The Prelude' সম্পূর্ণ হয় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৮০৭-এ প্রকাশিত হয় 'Poems in Two Volumes' যাতে সংকলিত হয়েছিলো ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কয়েকটি সেরা কবিতা। উল্লেখ করা যেতে পারে 'Resolution and Independence', 'The Solitary Reaper,' 'I Wandered Lonely as a Clond', 'Ode to Duty', 'Ode on the Intimations of Immortality,' 'Sonnets Dedicated to Liberty' প্রভৃতির নাম।

শান্ত পারিবারিক জীবনে দিন কাট্‌ছিলো কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের। পরিচিত হয়েছিলেন ওয়াল্টার স্কট ও ডি কুইন্সির সঙ্গে। এরই মধ্যে প্রিয়জন বিয়োগের বিষাদ। ১৮০৫-এ কবি ভ্রাতা জনের মৃত্যু হলো। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে পেলেন দুই সন্তান বিয়োগের আঘাত। কোল্‌রিজের সঙ্গে সুদীর্ঘ যোগাযোগেও বিরতি এলো ১৮১০-এ। কর্মসূত্রে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে 'অ্যালান ব্যাংক' ছেড়ে চলে এলেন 'রাইডাল মাউণ্ট-এ। ১৮১৪-য় প্রকাশিত হোলো 'The Excursion' যেটি ছিলো তাঁর পরিকল্পিত বিপুলায়তন দর্শনগ্রন্থ 'The Recluse'-এর খণ্ডাংশ। এই সময় থেকেই তাঁর কবিপ্রতিভার ক্ষয় প্রকাশ পেতে থাকে। কবিতা-রচনায় বিরতি না ঘটলেও বোঝা যেতে থাকে যে কবি তাঁর স্বর্ণযুগ ফেলে এসেছেন। এই পর্বের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The White Doe of Rylstone' (1815), 'The Waggoner' (1819), 'Peter Bell' (1819), 'Yarrow Revisited (1835) প্রভৃতি।

রাইডাল মাউণ্ট-এ বসবাসকালীন প্রৌঢ় কবি ক্রমে পরিণত হন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বে, যাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে দূর আমেরিকা থেকে এমার্সন অথবা তরুণ কবি কীট্‌স্‌ আসতেন। যৌবনের বিপ্লবী ভাবাদর্শ থেকে পিছু হেঁটে কবি সরে এসেছিলেন টোরি রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীল আবর্তে। ১৮৩৮-৩৯-এ কবি পেলেন ডারহাম ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান-স্বীকৃতি। সরকারী অবসরভাতা

মিললো ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে, এবং সাদির মৃত্যুর পর ১৮৪৩-এ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ হলেন Poet Laureate। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিলে তাঁর জীবনাবসান হোলো।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা : প্রশান্ত আনন্দের বর্ণমালা :

১৭৯৬ থেকে ১৮০৮-এর সময়পর্বে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সেরা রচনাগুলি। ডরসেটের শান্তসুন্দর প্রকৃতি এবং ডরোথী ও কোল্‌রিজের সাহচর্য তাঁর কবিমনকে যেভাবে লালিত ও পুষ্ট করেছিলো তাব কোনো তুলনা হয় না। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা রচনার প্রাথমিক উদ্যোগপর্বে উল্লেখ করা যায় 'An Evening Walk' এবং 'Descriptive Sketches'-এর নাম। ক্যাম্‌ব্রিজে গ্রীষ্মাবকাশে লেখা 'An Evening Walk' কবিতায় তিনি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাল্যকালের নিসর্গপ্রকৃতির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাগুলি। ১৭৯০-এর গ্রীষ্মাবকাশে ওয়ার্ডস্ওযার্থ ভ্রমণ করেছিলেন ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড, আর এই ভ্রমণেবই স্মাবক 'Descriptive Sketches' যাতে বিপ্লবাত্মক দূরকল্পনার স্বাক্ষর লক্ষণীয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে স্যালিস্‌বেরী থেকে নর্থ ওয়েলস্ পর্যন্ত পদযাত্রা করেন ওযার্ডস্ওয়ার্থ। এই ভ্রমণের ফলশ্রুতি 'Guilt and Sorrow'। ফরাসী বিপ্লবের মোহভঙ্গ এবং গডউইনদর্শনের তিক্ততা এই দীর্ঘ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছিলো। অনুরূপ হতাশাব নাট্যকাব্য 'The Borderers' যাতে গডউইনের ভাবপ্রভাব ছিলো সহজলভ্য।

১৭৯৮-এর সেপ্টেম্ববে প্রকাশিত হোলো যুগান্তকাবী 'Lyrical Ballads'। এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর 'We Are Seven', 'The Thorn', 'The Idiot Boy', 'Goody Blake and Harry Gill', 'Simon Lee' এবং প্রকৃতি বিষয়ক দর্শন বিশ্বাসের অসামান্য কবিতা 'Tintern Abbey'। 'ব্যালাড' বলতে যে ধরনের সহজ সাবলীল গাথাকবিতা বোঝায় সেই জাতীয় বিষয়গত (Objective) ও নাটকীয়তাব প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ গাথা-রচনায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহজাত দক্ষতা ছিলো না। 'The Thorn' এবং 'The Idiot Boy' শৈলীর অপরিণতি ও বিষয়ের নৈমিত্তিকতার কারণে সমাদর লাভ করতে পারে নি। 'Goody Blake' এবং 'Simon Lee' ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহজ গ্রামজীবনের দর্শনভাবনায় যতখানি ভারাক্রান্ত প্রকৃত কাব্যাবেগ তাতে ততখানি লক্ষ্য করা যায় না। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'Tintern Abbey', যে কবিতায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অপরূপ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশটিকে পরিস্ফুট করেছিলেন। ১৭৯৩-এ স্যালিস্‌বেরী থেকে নর্থ ওয়েল্‌স্ পদযাত্রাকালে টিনটার্ন অ্যাবে-র সঙ্গে ঘটেছিলো কবির প্রাথমিক চাক্ষুষ পরিচয়। পাঁচ বছর বাদে ১৭৯৮-এর জুলাই মাসে ওয়াই (Wye) নদীর তীরবর্তী এই অতুল সৌন্দর্যলোকে দ্বিতীয়বার এলেন ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ যার ফলশ্রুতি এই কবিতা। প্রকৃতিবিশ্ব ও তার অফুরান আনন্দভাণ্ডার

এবং সেই ভাণ্ডারের শরিক মানবমন, এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞান 'Tintern Abbey'। এক নতুন বিশ্বদৃষ্টি ও এক নতুন কাব্য-অভিজ্ঞতার সন্ধান পেলাম আমরা এই কবিতায়। 'Tintern Abbey'-তে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক অধ্যাত্মদর্শনের ত্রিস্তর বিবর্তনের কথা বলেছেন। বাল্যাবস্থায় তাঁর প্রকৃতি প্রেমের উন্মেষপর্বে কবির মনে ছিলো এক শঙ্কাতুর বিস্ময়বোধ, এক দুর্বার মোহাকর্ষণ :

'When like a roe,
I bounded o'er the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever nature led.'

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও বর্ণের আকর্ষণ পেরিয়ে কবি ক্রমে আবিষ্কার করলেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মশক্তিকে। বাল্যের 'glad animal movements' চলে গেলো; 'dizzy raptures' পরিণত হোলো 'sober pleasure'-এ। প্রকৃতির মধ্যে কবি শুনতে পেলেন 'the still, sad music of humanity'। এই উপলব্ধি অবশেষে কবিকে নিয়ে গেলো প্রজ্ঞার এক উচ্চ স্তরে যখন কবি প্রকৃতির মাঝে এক চলিষ্ণু আত্মিক শক্তির সন্ধান পেলেন—যে শক্তি সর্বব্যাপী, যে শক্তি প্রকৃতি ও মানববিশ্বকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে :

'A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things'.

এইভাবেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মরমিয়াবাদী (mystic) দৃষ্টিতে প্রকৃতি পরিগ্রহ করলো এক চৈতন্যময় রূপ; প্রশান্তি ও আনন্দের এক অপার্থিব রসলোক।

১৭৯৭-এ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখেছিলেন তাঁর বহুপঠিত লিরিক কবিতা—'The Reverie of Poor Susan', যে কবিতায় সুসান নাম্নী এক গৃহপরিচারিকার দিবাস্বপ্নের ভাববিহ্বলতার চিত্র আছে। একদিন ভোরে লণ্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলে উড স্ট্রীটে একটি থ্রাশপাখির গান শুনে সুসান স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ে। স্মৃতিমেদুরতায় আক্রান্ত সুসান তার মানশ্চক্ষে দেখতে পায় বাল্যকালের আবাসভূমি—পাহাড় ও অরণ্য, লথ্‌বারী উপত্যকায় ভাসমান রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘরাশি, চীপসাইড উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নদী, সবুজ ক্ষেতের মাঝে প্রিয় কুঁড়েখানি। কিন্তু এই সুখস্বপ্ন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই মোহাবেশ থেকে সুসান ফিরে আসে রূঢ় বাস্তবে। কল্পনা ও বাস্তবের এই দুই জগৎ রোমান্টিকদের কাব্যে-কবিতায় বারবার মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। বাস্তবতার দুঃসহতা থেকে কল্পনা এইভাবে ভারমুক্ত করেছে কবিমনকে, যদিও অস্থায়ীভাবে।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লুসি (Lucy)-কে নিয়ে বহুপঠিত অনবদ্য কবিতাগুলি লেখেন। পরের বছর 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্'-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয়

সংস্করণ প্রকাশিত হলে লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি ছাড়াও কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা তাতে সংকলিত হোলো। সৃজনক্ষমতার শিখরে তখন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ; এক স্বতন্ত্র কাব্যভাষা ও শৈলীতে তাঁর আবেগ-অনুভূতির মানচিত্র এঁকে চলেছেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হোলো—'Nutting', 'Strange Fits of Passion Have I Known', 'She Dwelt among the Untrodden Ways', 'I Travelled among Unknown Men', 'Three Years She Grew in Sun and Shower', 'A Slumber Did My Spirit Seal', 'Lucy Gray', 'Ruth', 'Michael', 'The Old Cumberland Beggar' প্রভৃতি।

লুসি এক সাধারণ নিসর্গ-কন্যা যাকে একগুচ্ছ অসাধারণ কবিতায় অমরত্ব দান করেছেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। শান্ত, নির্জন প্রকৃতির কোলে লুসির বাস। কোলাহলের বাইরে, জনবিরল পথের পাশে, সে ছিলো সহজাত, অনাঘ্রাত ফুলের মতো : 'A violet by a mossy stone / Half hidden from the eye'। সেই লুসি মৃত এবং সকলের অগোচরে কবরে শায়িত। তার কুঁড়ে, ক্রীড়াকুঞ্জ, বাল্যলীলার অসংখ্য স্মৃতি এখন কবিমনকে আর্দ্র করে তোলে। লুসি-বিষয়ক কবিতাগুচ্ছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর মনসিজ এই নিসর্গ-বালিকার শান্ত লীলাময়তার মধ্যে প্রকৃতির সানন্দ স্পর্শ খুঁজে পেয়েছেন :

> Three years she grew in sun and shower,
> Then Nature said, 'A lovelier flower
> On earth was never sown ;
> This child I to myself will take ;
> She shall be mine, and I will make
> A Lady of my own· ··· ···
> She shall be sportive as the fawn
> That wild with glee across the lawn,
> Or up the mountain springs ;
> And hers shall be the breathing balm,
> And hers the silence and the calm
> Of mute insensate things.

স্পষ্টতঃই লুসি এক সহজিয়া আনন্দ ও পবিত্রতার প্রতীক। 'A Slumber Did My Spirit Seal' কবিতায় লুসি রূপান্তরিত হয়েছে প্রকৃতি-বিশ্বে লীন এক একাত্ম অনুভবে :

> No motion has she now, no force ;
> She neither hears nor sees ;
> Rolled round in earth's diurnal course,
> With rocks, and stones, and trees.

এক শান্ত গীতিমাধুর্য ও বিষণ্ণতার বেদনা এই লুসি বিষয়ক কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে।

'মাইকেল' (Michael) এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবি নিজেই এর পরিচয় দিয়েছিলেন রাখালিয়া কবিতা (Pastoral poem) রূপে। মেষপালকদের প্রসঙ্গ অবশ্যই এ কবিতায় আছে যদিও প্রথাগতভাবে এটিকে 'প্যাস্টোরাল' বলা যায় না। কোনো কৃত্রিমতা এ কবিতায় নেই; আছে সহজ-সরল গ্রামজীবনের প্রতি এক অন্তরঙ্গ সহানুভূতি। প্রকৃতির রূপের আকর্ষণ ছাড়িয়ে কবিমন আকৃষ্ট হচ্ছে মানব-জীবন ও তার অকৃত্রিম সম্পর্কগুলির প্রতি। 'মাইকেল'-এর বিষয় তেমনই এক সহজ সাবলীল স্নেহপরায়ণতার কাহিনী—পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহের কাহিনী। প্রকৃতি ও মানুষ এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্য-কবিতার মূল বিষয়বস্তু। ম্যাথু আর্নল্ড কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সেই বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ করেছিলেন যার দ্বারা তিনি অনুভব করাতে সক্ষম হয়েছিলেন 'the simple primary human affections and duties'। 'Michael' ও একই ধরনের অন্য একটি কবিতা 'The Brothers', আর্নল্ডের মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করে।

১৭৯১-৯২-এ ফ্রান্সে থাকাকালীন জনৈকা মারী অ্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ একটি কন্যাসন্তান লাভ করেছিলেন। মারী ও তার কন্যা ক্যারোলিনকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিলো ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে। সেই থেকেই তাঁর বিভিন্ন রচনায় পরিত্যক্তা নারী ও পিতৃসাহচর্যে বঞ্চিত সন্তানদের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। এই প্রসঙ্গে নাম করা যায় 'Margaret', 'Her Eyes Are Wild', 'The Complaint of a Forsaken Indian Woman' এবং 'Ruth'। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে রচিত কবিতাগুলি কবির ব্যক্তিগত দুঃখবোধকে ইঙ্গিত করে।

চোদ্দ খণ্ডে সম্পূর্ণ আত্মজীবনীমূলক কাব্য 'The Prelude' লেখা শুরু হয়েছিলো ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে এবং কাব্যরচনা শেষ হয় ১৮০০-তে। অবশ্য এটি প্রকাশিত হয় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মৃত্যুর পর ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। বন্ধু কোল্রিজকে উদ্দেশ্য করে লিখিত এই 'Growth of a Poet's Mind' ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃত। এই কাব্যের উপাদান কবির ব্যক্তিজীবনের কালানু-ক্রমিক স্মৃতিসমূহ—তাঁর শৈশব; স্কুল ও পরে ক্যাম্‌ব্রিজের ছাত্রাবস্থা; লণ্ডনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাপর্ব; প্রথম ফ্রান্স ও আল্‌পস্ (Alps) ভ্রমণ; বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে বসবাসের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দুর্লভ, হিরণ্ময় মুহূর্তগুলি এই কবিতাকে বিরল সার্থকতা দিয়েছে।) প্রকৃতির অনুপম জগতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় অন্তরঙ্গতার ক্রমবিকাশই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এই অধ্যাত্মচরিতের মূল বিষয়। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের মাঝে যুগপৎ ভয় ও আনন্দ, শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেয়েছিলেন কবি; খুঁজে পেয়েছিলেন পরিত্রাণের আশ্বাস। প্রকৃতি-বিশ্বের অন্তর্গত প্রশান্তি ও সেই প্রশান্তি থেকে জাত আনন্দ 'The Prelude'-এর মূল সুর যা বিধৃত হয়েছে অন্যত্র একটি কবিতায়:

It is a beauteous evening calm and free,
The holy time is quiet as a nun
Breathless with adoration, broad sun
Is sinking down in its tranquility.'

দীর্ঘ আত্মজৈবনিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'The Prelude' একগুচ্ছ ঘটনার বিবরণ মাত্র নয়। কীট্‌সের শব্দবন্ধে 'মহিমময় অস্মিতা' (Egotistical Sublime)-র এ' এক চমকপ্রদ উদাহরণ। এই অস্মিতা বা অহংবোধ, নিজের মানসকল্পনার ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতাসমূহকে এক আশ্চর্য সজীব ধারাবাহিকতা দিয়েছে যা' এ' কাব্যের পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারেন।

১৮০৭-এ প্রকাশিত 'Poems in Two Volumes'-এও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর প্রতিভা উজ্জ্বল। এই সংকলনে ছিলো 'Resolution and Independence'—এক বৃদ্ধ 'leech-gatherer'-এর অভিজ্ঞতার কাহিনী, যাকে কবি দেখতে পেয়েছিলেন উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং যে হয়ে দাঁড়িয়েছিলো প্রকৃতি-বিশ্ব ও কবির মাঝে এক যোগসূত্র। 'The Solitary Reaper' অন্য একটি পরিচিত কবিতা যেখানে অনুচ্ছকিত আবেগ গিয়ে উপনীত হয়েছে শান্ত ও মর্মস্পর্শী উপলব্ধিতে। পার্বত্য-ভূমির শস্যক্ষেতে একাকী কর্মরত এক কৃষক-বালিকার মধুর গানে মুগ্ধ কবি চলে যাওয়ার সময়ও তাঁর হৃদয়ে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সে গানের মূর্চ্ছনা। মাধুর্যের শান্ত ও করুণ রোমন্থন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সংক্ষিপ্ত গীতিকবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কথিত 'emotion recollected in tranquillity'-র চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত 'I Wandered Lonely as a Cloud' কবিতাটি। সমুদ্রতীরবর্তী অসংখ্য নৃত্যরত সোনালী ড্যাফোডিল কবিকে দিয়েছিলো এক আনন্দোচ্ছল সাহচর্য যার মধুর স্মৃতি ভেসে ওঠে তাঁর মনশ্চক্ষে এবং তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে প্রশান্ত আনন্দে।

'For oft, when on my couch I lie,
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.'

১৮০২ থেকে ১৮০৪-এর মধ্যে লিখিত 'Ode on the Intimations of Immortality' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দর্শনভাবনার এক উৎকৃষ্ট ফসল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও সহযোগী সুহৃদ কোল্‌রিজ, উভয়েই এ সময় এক ঘোর মানসিক সংকটে আচ্ছন্ন ছিলেন। কোল্‌রিজের 'Dejection: An Ode' এই সময়ই লেখা হয়েছিলো। ১৮০২-এর মার্চে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর 'Ode'-এর প্রথম চারটি স্তবক লেখেন যাতে এক আধ্যাত্মিক সংকটের বিপন্নতাবোধ প্রকাশ পেয়েছিলো। 'Tintern Abbey'-তে

বর্ণিত আনন্দ যেন অন্তর্হিত হয়েছিলো, মুছে গিয়েছিল মানসদৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য ; নৈরাশ্য গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলো কবির যত্ন-লালিত বিশ্বাসবোধ ঃ

Whither is fled the visionary gleam ?
Where is it now, the glory and the dream ?

কমপক্ষে দু'বছর বাদে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করেন কবি। হৃত স্বপ্নগরিমার স্বরূপ বিশ্লেষণ শেষে তিনি এই সংকটের ব্যাখ্যা দেন ও দার্শনিক অস্তিপ্রত্যয়ের পথে প্রত্যাবর্তন করেন। প্লেটো (Plato)-র দর্শনভাবনার আলোকে আত্মার অবিনশ্বরতা ও তার 'pre-natal existence' এর তত্ত্বসূত্রে হতাশা ও নিরানন্দ বিপন্নতার ব্যাখ্যা ও অমরত্বের উদ্ভাসে সেই বিপন্নতার নিরসনের আশ্বাসবাণী শুনতে পেলাম আমরা এই কবিতায়। শৈশবের স্বর্গীয় আনন্দ হারিয়ে যেতে থাকে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানিতে। তবু অমরত্ব ও স্বর্গীয় স্বপ্নসুষমার চকিত রশ্মিপাতে আলোকিত হয় মানবজীবন ও প্রকৃতিজগৎ।

'Resolution and Independence-এর প্রথম দুটি স্তবকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে কাব্যদক্ষতার নিদর্শন রেখেছিলেন, তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে সেই দক্ষতার পূর্ণতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮০২-এর সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স যাত্রাকালে রচিত চতুর্দশপদী কবিতা 'Upon Westminster Bridge' তাঁর কাব্যদক্ষতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নবোদিত সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল প্রাতঃকালীন লণ্ডন শহরের বিশাল ও মুক্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রে কবি অনুভব করেছিলেন এক গভীর প্রশান্তি ঃ

'Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill ;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep !'

'It is a Beauteous Evening, Calm and Free' এরই অব্যবহিত পরে লেখা একটি চমৎকার সনেট যাতে কন্যা ক্যারোলিনের সঙ্গে তাঁর মিলিত হবার প্রসঙ্গ আছে। এই সময়েই একগুচ্ছ রাজনৈতিক কবিতা—সনেটের আকারে—পেশ করেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, যেগুলির বিষয় ছিলো তৎকালীন ফ্রান্সের ঘটনাবলী—বিপ্লবের মহান আদর্শের ব্যর্থ পরিণতি, নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাচারিতা, ভেনিসসহ অন্যান্য প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের পতন ইত্যাদি। উদারনৈতিক আদর্শবাদী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই প্রতারণাকে আক্রমণ করলেন। কবিতায় প্রকাশ লাভ করলো তাঁর লজ্জা ও ক্ষোভ। স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শের জয়গান ধ্বনিত হলো এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় 'On the Extinction of the Venetian Republic', 'Calais', 'To Toussaint L'ouverture', 'London', 'Composed in the Valley Near Dover on the Day of Landing' প্রভৃতি।

'Poem in Two Volumes'-এ অন্তর্ভুক্ত 'Ode to Duty' একটি সারগর্ভ উপদেশমূলক কবিতা যা স্পষ্টতঃই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিজীবনে প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আনন্দঘন অভিজ্ঞতাপর্বের অবসানকে সূচিত করে। জীবনের অভিজ্ঞতা

সমূহের মধ্য দিয়ে কিভাবে কবি 'কর্তব্য' (Duty)-কে উপাস্য বলে জানলেন, পাঠ নিলেন আত্মশৃংখলা ও নীতিবোধের, তা' নিয়েই মিলটনীয় গাম্ভীর্যে লেখা এই কবিতা। এই মেজাজ ও রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন 'Ecclesiastical Sonnets' (1821) যার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'Mutability'। এর আগের বছরই প্রকাশিত হয়েছিলো 'The River Duddon' নামে একটি সনেট পরম্পরা। এই সমস্ত কবিতায় এবং এরও আগেকার 'Surprised by Joy—Impatient as the Wind' (1815)-এর মতো সনেটে আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এক মননশীল, গাম্ভীর্যপূর্ণ কবি-ব্যক্তিত্বের।

স্কটল্যাণ্ডের ইয়ারো (Yarrow) নদী ও তার সন্নিহিত নিসর্গ-প্রকৃতি-সন্দর্শন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তিনটি কবিতার বিষয়, এবং কবিতাগুলি রোমাণ্টিক কাব্যভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদ—'Yarrow Unvisited' (1803), 'Yarrow Visited' (1814) এবং 'Yarrow Revisited' (1831)। ডরোথীকে নিয়ে প্রথম স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণকালে ইয়ারো দেখা হয় নি কবির; বলা যায়, প্রকৃত এই নদীর রূপ দেখা থেকে নিজেকে ও ডরোথীকে নিরস্ত করেছেন, পাছে ইয়ারোর দর্শন পেলেই তাঁদের মানসপটে চিত্রিত এই আশ্চর্য নদীর আদর্শ ছবিটি ভেঙেচুরে যায়। হাল্‌কা পরিহাসের ভঙ্গীতে লেখা এই কবিতা; অনেক বছরের ব্যবধানে রচিত 'Yarrow Visited'-এ চপলতা ও সরসতার বদলে আমরা পাই ধ্যানগাম্ভীর্য ও উপলব্ধির গভীরতা। তাঁর কল্পনার ইয়ারো-র মতো সুন্দর নয় প্রকৃত ইয়ারো; কল্পনার সৌন্দর্যবিধায়ক শক্তির স্বীকৃতি এই পংক্তিমালায়:

> 'I see—but not by sight alone,
> Loved Yarrow, have I won thee···
> Thy genuine image, Yarrow!
> Will dwell with me—to heighten joy,
> And cheer my mind in sorrow'.

এরও বহু বছর পরে ইয়ারো পুনর্ভ্রমণকালে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই শান্ত-সুন্দর নদীকে বর্ণনা করলেন ভবিষৎ কবিদের প্রেরণাদাত্রীরূপে। 'Yarrow Revisited' কবি-কল্পনা ও নদীনিসর্গের পারস্পরিক সম্পর্কবিবর্তনের একটি সুদীর্ঘ সময়পর্বকে এইভাবে পরিণতি দিলো।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গ:

১. তাঁর সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা: আনন্দ—'The joy in widest commonalty spread,—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমগ্র কাব্যসাধনার ধ্রুবপদ। বিশ্ব প্রকৃতি ও মনুষ্যজগতের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ককে তিনি যেভাবে আবেগের তীব্রতা ও মননের গভীরতায় অভিব্যক্তি দিয়েছেন তা ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে তুলনা-রহিত। তবু ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি যে ১৮০৮-এর

পর থেকে ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থের প্রতিভাসূর্য অস্তগামী। এমনকি 'The Excursion' (1814) [এটি কবির পরিকল্পিত 'The Recluse'-এর মধ্যভাগ বলে গণ্য করা হয়] এর মতো রচনাও দীর্ঘ, গুরুগম্ভীর ও অংশত গদ্যের লক্ষণযুক্ত বলে সমালোচিত হয়ে থাকে। কবি হিসেবে ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো, যেমন, সরসতার অভাব, নাটকীয় উপাদানের অভাব, কাহিনীবিন্যাসে ও কথনে দক্ষতার অভাব ইত্যাদি। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে ওঠে গীতিকবিরূপে তাঁর অসামান্যতা, প্রকৃতিপ্রেম তথা প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক দর্শনচিন্তা, অনন্য আত্মগরিমা (egotism) এবং কাব্যশৈলী ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভা।

২. **প্রকৃতি ও মানুষ :** প্রকৃতির একাগ্র পূজারী ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-বিষয়ক দর্শন তথা মানবজগৎ ও জীবনে প্রকৃতির প্রভাবের স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন রচনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্তসারটুকু তুলে ধরছি। সামগ্রিক বিচারে প্রকৃতি-প্রেমিক ও পূজারী ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থের পরমারাধ্যাই প্রকৃতি ; এ ব্যাপারে তিনি একজন **mystic ও pantheist**। প্রকৃতির বাহ্যিক আকর্ষণ নয়, তার আত্মিক শক্তিই কবির অন্বেষার লক্ষ্য। যদিও প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মজগতে উপনীত হওয়ার মানসব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাতেই বৃষ্টিস্নাত অথবা রৌদ্রোজ্জ্বল, মেঘাবৃত অথবা নক্ষত্রখচিত আকাশ-মাটি-নদী-সাগরের উন্মুক্ত, উদার সৌন্দর্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ বিশেষ মনোগ্রাহী। ফুলের বর্ণ ও ঘ্রাণ, পাখীদের কল-কাকলি, রাখাল-বালক ও কৃষক-বালিকার লীলাচাপল্য ইত্যাদির চমকপ্রদ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থের কবিতার জগৎ।

এই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অনন্বিক মানুষ যদি ফিরে যায় প্রকৃতির কাছে তবে তার প্রশান্ত আনন্দ এক অনির্বচনীয় সান্ত্বনা ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর করে পীড়িত মানবহৃদয়। প্রকৃতির রয়েছে এমনই সঞ্জীবনী শক্তি। পতিত ও ক্লিষ্ট মানবাত্মার পরিত্রাতার ভূমিকায় প্রকৃতিকে দেখেছিলেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ। প্রকৃতির মর্মস্থলে আবিষ্কার করেছিলেন এক আত্মা, আর সমগ্র বিশ্বে অনুভব করেছিলেন এক অন্তর্লীন ঐকতান, এক যোগসূত্র, যা প্রকৃতি ও মানুষের আত্মাকে একত্রে বেঁধেছে। 'The Prelude'-এ আত্মিক সংযোগের অবিনশ্বরতার কথা বললেন এইভাবে—

> **'I felt the sentiment of Being spread**
> **O'er all that moves and all that seemeth still'.**

'Tintern Abbey', 'Ode on the Intimations of Immortality', 'Michael', 'Resolution and Independence' এবং অসংখ্য সংক্ষিপ্ত গীতি কবিতায় ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতিচেতনা, মানবপ্রেমের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে।

৩. **গীতিকবি ওয়ার্ড'স্‌ওয়ার্থ :** গীতিকবিতা (lyric) আত্মগত ভঙ্গীতে লেখা কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের প্রকাশ, যে কাব্যরূপে আত্মমগ্ন

রোমাণ্টিক কবিমানস খুঁজে পেয়েছিলো স্বাভাবিক স্ফূর্তি। ভাবগম্ভীরতা ও অধ্যাত্মদর্শন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্য-কবিতাকে ধারণ করে রেখেছিলো এবং সে কারণেই বার্ন্‌স্‌ কিংবা শেলীর গীতিময় উচ্ছ্বাস ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের রচনায় নজরে পড়ে না। তবু নিসর্গপ্রকৃতির লীলাময়তা ও লাবণ্য যেভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা' গীতিকবিতাকে এক অনন্য মহিমময়তায় উত্তীর্ণ করেছে।

গীতিকবিতায় কবিমানস আপন অন্তর্লোকে ডুব দেয় অনুভূতির অরূপরতনের সন্ধানে। তাঁর নিজস্ব আবেগ ও কল্পনায় রঞ্জিত হয় কাব্যের বিষয় ও উপাদান। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের 'Tintern Abbey' কিম্বা 'Ode on the Intimations of Immortality' এই অন্তর্দর্শন ও প্রাতিস্বিক কল্পনার অনবদ্য নিদর্শন। উত্তম পুরুষে বর্ণিত কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবশ্যই নিছক ব্যক্তিচেতনার সীমায় বাঁধা থাকে নি। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে ব্যক্তি সেখানে বৃহত্তর মানবজীবনের লীলাভূমিতে, প্রকৃতির আলুলায়িত পরিবেশ ও তাঁর অন্তর্জগতের রহস্যলোকে উপনীত হয়েছে :

> My heart leaps up when I behold
> A rainbow in the sky ;
> So was it when my life began ;
> So is it now I am a man ;
> So be it when I shall grow old,
> Or let me die !
> The child is father of the Man ;
> And I could wish my days to be
> Bound each to each by natural piety.

আবেগের আন্তরিকতায়, ভাষা ও ভঙ্গীর সারল্যে ও সর্বোপরি এক মনোরম বিষণ্ণতার মানবিক স্পর্শে তাঁর Lucy-বিষয়ক কবিতাগুলি গীতিকবিতার ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। একইসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'The Reverie of Poor Susan', 'The Solitary Reaper' প্রভৃতি কবিতার নাম। প্রকাশের নিবিড়তা ও আবেগের সুনিয়ন্ত্রণের এমন সমন্বয় গীতিকবিতায় বিরল।

গীতিকবিতার বিভিন্ন কাব্যরূপ যথা, ওড, ব্যালাড, এলিজি, ড্রামাটিক মনোলগ, সনেট ইত্যাদির মধ্যে সনেটের সংক্ষিপ্ত, সংহত অথচ জটিল রূপেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ। গ্রাসমিয়ারে ১৮০১-এর কোনো এক অপরাহ্ণে ডরোথী তাঁকে মিলটনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করে শোনালে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ চমৎকৃত হয়েছিলেন মিলটন-কৃত কাব্যরূপের গাম্ভীর্যপূর্ণ সাবলীলতায়। সেই থেকে মিলটন ছিলেন তাঁর আদর্শস্থানীয়। আর সনেট ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের হাতে লাভ করেছিলো এক নবজীবন। প্রকৃতি, স্বাধীনতার সুউচ্চ ভাবভাবনা, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয় তাঁর সনেটে পেয়েছিলো এক বৈচিত্র্যমণ্ডিত

মাত্রা। চতুর্দশপদী কবিতার ঘনবন্ধতা ও নির্দিষ্ট রূপ ও রীতি তাঁর প্রকাশকে অতি-পল্লবিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলো বলা যায়। মিলটনের উদ্দেশে রচিত তাঁর বিখ্যাত সনেটটি থেকে কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত হোলো :

The soul was like a Star, and dwelt apart ;
Thou hadst a voice whose sound was like the sea :
Pure as the naked heavens, majestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness ; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

মহিমময় অহমিকা : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অহমিকা তথা অস্মিতাবোধ (**egotism**)-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। ডরোথী ও মেরীর সান্নিধ্যে এবং বন্ধু কোলরিজের সাহচর্যে এক একান্ত নিজস্ব বলয়ে কাব্যরচনায় নিয়োজিত কবি নিজ ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে গ্রহণ করেছিলেন অপরিসীম মর্যাদায় ও গুরুত্বে। তাঁর সমস্ত রচনাতেই তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকেছেন সর্বাপেক্ষা জোরালোভাবে। **'The Prelude', 'Tintern Abbey', 'The Excursion'** থেকে শুরু করে তাঁর সমগ্র কবিজীবনের সকল রচনাতেই তাঁর শালপ্রাংশু কবিব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব। বাস্তবিকই তাঁর সম্পর্কে **'egotistical sublime'** অভিধাটি সুপ্রযুক্ত।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিসর্গপ্রীতি ও প্রকৃতিচেতনা : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির রূপ-রঙ-স্পর্শ-গন্ধের জগৎ ও তার অন্তর্লীন অরূপ সত্তা এক অনিঃশেষ আনন্দ, উদ্দীপনা ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মতোই প্রকৃতি পীড়িত ও পতিত মানবাত্মার উত্তরণ তথা পরিত্রাণের প্রতীক যেন। এক অতি সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে যেমন কবি সাগ্রহে অবলোকন করেছেন নিসর্গপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য—ফুল-পাখি-নদী-পাহাড়-মেঘ-বৃষ্টি-সূর্যালোক-নক্ষত্রের সর্বপ্লাবী সৌন্দর্য ; তেমনি আবার তার বহিরঙ্গের ইন্দ্রিয়ময়তাকে অতিক্রম করে পৌঁছেছেন এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবে, যেখানে প্রকৃতি এক লোকোত্তর প্রাণদ সত্তা, এক অরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান।

নিসর্গ প্রকৃতির শব্দ-বর্ণ-ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত কিভাবে কবির মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো এক শরীরী উদ্দামতা ও ভোগবাসনা, জলপ্রপাতের শব্দ কিম্বা দীর্ঘকায় পর্বতমালা কিম্বা ঘনঘোর বৃক্ষরাজি তোলপাড় করেছিলো তার আবেগ, সে কথা জানা যায় **'Tintern Abbey'**-র এই লাইনগুলিতে—

"The sounding cataract
Haunted me like a passion : the tall rock.
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite…"

বিস্ময়ের ঘোর-লাগা চোখ আর সৌন্দর্যের অপার লিপ্সায় তাড়িত মন নিয়ে কবি দেখতেন প্রকৃতির অবয়বী ঐশ্বর্য। ছোট-বড় তার সমস্ত খুঁটিনাটি ধরা পড়তো কবির অনুরক্ত, অপলক দৃষ্টিতে। ধরা যাক্ 'Resolution and Independence'-এর প্রথম দুটি স্তবককে—

There was a roaring in the wind all night ;
The rain came heavily and fell in floods ;
But now the sun is rising calm and bright ;
The birds are singing in the distant woods,
Over his own sweet voice the Stock dove broods ;
The Jay makes answer as the Magpie chatters ;
And all the air is filled with pleasant noise of waters

All things that love the sun are out of doors ;
The sky rejoices in the morning's birth ;
The grass is bright with rain-drops, on the moors
The hare is running races in her mirth ;
And with her feet she from the plashy earth
Raises a mist, that, glittering in the sun,
Runs with her all the way, wherever she doth run ;

এই ভাবেই ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, বৃক্ষ-ফুল-নদী-নির্ঝর তাদের সহজ অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে চিত্রিত হয়েছে প্রকৃতিপ্রেমিক ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতায়। যন্ত্রসভ্যতা ও নগরবেষ্টনীর ফাঁদে পড়া বিষণ্ণ, অনন্বিত মানুষের কাছে এভাবেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মেলে ধরেছেন এক স্বতঃস্ফূর্ত, নিবিড় আনন্দ-পশরা।

কিন্তু কেবল বহিরঙ্গের আকর্ষণ নয়, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ 'dizzy raptures' ও 'glad animal movement' পেরিয়ে পৌঁছেছেন এমন এক বাহ্যিক উপলব্ধির ভরকেন্দ্রে যেখানে মানুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতির গূঢ় ঐক্য সূত্রটির নাগাল পাওয়া যায়। 'Tintern Abbey'-র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি সেই প্রকৃতিদীক্ষার সারাৎসার—

For I have learned
To look on nature, not as in the hour
Of thoughtless youth ; but hearing oftentimes
The still, sad music of humanity,
No harsh nor grating, though of ample power
To chasten and subdue. And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime

Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man.
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

'মানবজীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, ফরাসী বিপ্লবের আগ্নেয় আবেগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়ে কবি পৌঁছোলেন এক সুগভীর প্রত্যয়ঋদ্ধ অনুভবে, মানুষ ও প্রকৃতির এক সাবলীল আত্মিক সংহতিতে ।'

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ : ব্লেক-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলী-কীট্‌স্‌ প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক নৈকট্য সুবিদিত। প্রকৃতির রঙ রূপ, রসের পরিব্যাপ্ত লীলাজগৎ, তার সৌন্দর্য ও রহস্য, মানবজীবনে প্রকৃতির গভীর প্রভাব, মনুষ্য ও প্রকৃতিজগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে ঘিরে এক আশ্চর্য প্রীতি ও মমত্ব—এ সবই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিদের মতোই রবীন্দ্রনাথের রচনায় বারবার চোখে পড়ে। প্রকৃতিজগতের বহিরঙ্গের আকর্ষণ ও তার মাদকতা এবং সেই শরীরী উন্মাদনাকে অতিক্রম করে 'জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন'কে উপলব্ধি, এ দুইই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনার সাদৃশ্যের সূচক। দুই কবিই মূলতঃ প্রকৃতিপ্রেমী ও মানবপ্রেমী ; রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা উভয়ের কবিতাতেই এক ভগবৎ প্রেম তথা আধ্যাত্মিক জীবনবোধে জারিত। রুশো ও কান্টের ভাবনার অনুক্রমে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি দৃষ্টি তথা প্রকৃতি ও মানুষের যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান-গল্পে তারই প্রতিচ্ছবি। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের ধারণা রবীন্দ্র সাহিত্যে আজীবন বিবর্তিত।

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর আলো-আঁধারি আত্মমগ্নতার ঘেরাটোপ থেকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, আশপাশের তুচ্ছতম ব্যক্তি ও বস্তু সমূহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেন তখন থেকেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিশ্বৈক্যানুভূতির শরিক তিনি। এরপর 'ছবি ও গান'-এ জীবনের প্রতি তাঁর মমতাময় দৃষ্টি। রূপের অনিত্যতার কথা জেনেও রূপের প্রতি সজাগ অভিনিবেশ। শৈশবের স্মৃতি-রোমন্থন, শিশুর প্রতি সস্নেহ আকর্ষণ, প্রকৃতি ও শিশুর একাত্মতা প্রভৃতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় বিষয় তাঁর 'গ্রামে', 'আদরিনী', 'খেলা', 'স্নেহময়ী' ইত্যাদি কবিতায় পাই। 'The Solitary Reaper'-এর ছায়াপাত লক্ষ্য করি 'একাকিনী' ও 'পাগল'-এর মতো কবিতায়। 'To Sleep' কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন বন্দনা করেছিলেন নিদ্রার—'Come, blessed barrier between day and day, / Dear mother of fresh thoughts and joyous health'—তেমনি

'ঘুম' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিশুর চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য জগতের বিস্ময়কর উন্মোচনের কথা বলেছেন—'কাল যবে রবি করে কাননেতে থরে থরে / ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম, / ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি / কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম'।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের **'The Reverie of Poor Susan', 'Lines Written in Early Spring', 'The World is too much with us'** ইত্যাদি কবিতায় শ্বাসরোধকারী নাগরিক জীবন থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হিসেবে প্রকৃতিজগতে আশ্রয় নেওয়ার কথা ছিলো। 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথেও দেখি অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা : "মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে / সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। / এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন / সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেষে। / বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা / জটলা করে তীরে রাখাল এসে। / চলেছে পথখানি / কোথায় নাহি জানি, / কে জানে কত শত নূতন দেশে॥ / হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া ! / বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে / ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া। / কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট—/ পাখির গান কই, বনের ছায়া॥"

'মানসী'তে যে প্রকৃতি নিঃসঙ্গ ও দূরস্থিত সৌন্দর্যের প্রতিমা, 'সোনার তরী' কাব্যে তার ইন্দ্রিয়ঘনত্ব ও অবয়বী রূপ লক্ষণীয়। নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ও বৃহৎ মানবজীবনের টানাপোড়েন, বিশ্বব্যাপী প্রাণের ব্যঞ্জনা এ'কাব্যে ধ্বনিত। সৌন্দর্যতন্ময়তা আর প্রগাঢ় মর্ত্যপ্রীতি পরবর্তী কাব্য 'চিত্রার' মূল সুর। 'সুখ' ও 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতাদুটিতে প্রাথমিক সৌন্দর্যের শান্ত উপভোগের চিত্র আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় যেমন গ্রাম্য বালক-বালিকা, রাখাল, শস্যকর্তনকারী প্রমুখ অতি-সাধারণ ও অবজ্ঞাত চরিত্র বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছিলো, তেমনটাই দেখি 'চৈতালি' কাব্যের 'সামান্য লোক', 'কর্ম', 'দিদি', 'পরিচয়', 'পুঁটু', 'সঙ্গী', 'করুণা', 'তৃণ' ইত্যাদি কবিতায়। এই সহজ স্বাভাবিক মমতা ও প্রীতির কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন এইভাবে : **'To me the meanest flower that blow can give / Thoughts that do often lie too deep for tears'.** এই মর্ত্যপ্রীতির পরিমণ্ডলেই ভগবৎ প্রেমের জন্ম ; জীবনদেবতা প্রত্যয়ের সূচনা। আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি নিবিড় ভালোবাসাই ঈশ্বরবোধে উত্তীর্ণ।

পার্সি বিশি শেলী (Percy Bysshe Shelley) [১৭৯২-১৮২২]

কবিজীবন ও রচনাপঞ্জী : সাসেক্সের সম্পন্ন পরিবারে কবি শেলীর জন্ম ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে। বাল্যকাল থেকেই অতিপ্রাকৃত রহস্যের প্রতি আকর্ষণ এবং অস্থিরচিত্ততা ছিল শেলীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে **Syon House Academy** ও পরে **Eton**-এ পাঠরত থাকাকালীন স্বভাবের এই উৎকেন্দ্রিকতার কারণে **'Mad Shelley,**

এবং 'Eton Atheist' শিরোপায় ভূষিত হয়েছিলেন, কিশোর শেলী। Eton-এই শেলীর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮১০-এ প্রকাশ করলেন 'Zastrozzi' নামে একটি 'গথিক' উপন্যাস। এরপর ঐ বছরই বোন এলিজাবেথের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশ করলেন কবিতাসংকলন, 'Original Poetry by Victor and Cazire'; অবশ্য আত্মপরিচয় গোপন রেখে। পরের বছরই প্রকাশিত হোলো আর একটি গথিকরীতির কাহিনী 'St. Irvine, or 'The Rosicrucian'।

শেলীর স্বভাবের উৎকেন্দ্রিকতা পূর্ণতর রূপ ধারণ করেছিলো অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায়। এখানেই টমাস জেফারসন হগের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, আর এই বন্ধুত্বের ফলশ্রুতি একটি পুস্তিকা, 'The Necessity of Atheism' (1811), যার জন্য শেলী ও হগ, উভয়েই কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেলীর সংঘাতের সেই শুরু। তাঁর স্বভাবগত উন্মাদনা ও রোমান্সধর্মিতার আরো নিদর্শন পাওয়া গেলো ঐ একই বছরে। হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে পালালেন শেলী; গোপন বিবাহ হোলো; যদিও এ দাম্পত্যসম্পর্ক স্থায়ী ও সুখকর হয়নি। এই দুই ঘটনার ফলশ্রুতিতে তাঁর বাবা স্যার টিমোথী ও পরিবারবর্গের সঙ্গে বিরোধ বাধলো শেলীর এবং অবশেষে পিতৃদত্ত বার্ষিক অর্থ-সাহায্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হোলো তাঁকে।

এর পরের কয়েকটি বছর শেলী কাটালেন অস্থির, ভবঘুরে জীবন। গডউইনের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অক্সফোর্ডেই। সেই বিদ্রোহের প্রেরণায় আয়ার ল্যাণ্ডে গেলেন নাস্তিকতার প্রচারে। গডউইনের সঙ্গে ভাববিনিময় শুরু হোলো ১৮১২-তে। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে শেলী গড়ে তুললেন চরমপন্থী ভাবভাবনা, যার মূল সুর ছিলো ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক রক্ষণশীলতার তীব্র বিরোধিতা। এই ঝোড়ো রাজনৈতিক তৎপরতাও গডউইনীয় দর্শন-চর্চার পূর্বে লিখিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম উল্লেখনীয় রচনা 'Queen Mad' (1813)।

এরই মধ্যে হ্যারিয়েটের সঙ্গে শেলীর দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। ১৮১৩-তে কন্যা ইয়ান্‌থে (Ianthe)-র জন্মের পরও উভয়ের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে না। বরং ১৮১৪-র জুলাই মাসে হ্যারিয়েট ও শিশুকন্যাকে পরিত্যাগ করে গডউইন-তনয়া মেরীকে সঙ্গে নিয়ে শেলী বিদেশে পাড়ি দেন। মেরীর উদ্দীপক সাহচর্য এবং তুষারাবৃত আল্পসের সৌন্দর্য এইসময় শেলীর কল্পনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিলো। পরের বছরের গ্রীষ্মঋতুটি কবি কাটিয়েছিলেন উইণ্ডসর গ্রেট পার্কের অরণ্য-নিসর্গে। ১৮১৬-তে প্রকাশিত 'Alastor' কাব্যে শেলীর এই কল্পনা ও সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয় পেলাম আমরা। ইতোমধ্যে, ১৮১৪-র নভেম্বরে হ্যারিয়েট একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন; অন্যদিকে, মেরীর প্রথম কন্যাসন্তানের মৃত্যু হয় অকালে ও তাঁর গর্ভে শেলীর প্রিয়পুত্র উইলিয়ামের জন্ম হয় ১৮১৬-তে। একই সময়ে কবি বায়রনের সঙ্গে শেলী-দম্পতির পরিচয় ঘটে। ঐ বছরেই শেলী

লেখেন দর্শনভাবনা সমৃদ্ধ দুটি কবিতা—'Hymn to Intellectual Beauty' এবং 'Mont Blanc'।

১৮১৬-য় হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেন এবং এরপর মেরীর সঙ্গে শেলীর আনুষ্ঠানিক বিবাহ-পর্ব সমাধা হয়। পরের বছর লেই হান্টের মারফৎ শেলী পরিচিত হন কীট্‌স ও হ্যাজলিটের সঙ্গে। এই বছরই তিনি লেখেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পুস্তিকাটি—'An Address to the People on the Death of Princess Charlotte'। গ্রেট মার্লোয় বাসের এই সময়পর্বেই শেলী লিখেছিলেন 'Laon and Cythna', যেটি পরে 'The Revolt of Islam' (1818) নামে প্রকাশিত হয়।

১৮১৮-র মার্চে স্থায়ীভাবে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন শেলী। আমৃত্যু কাটান প্রবাসে ; ইতালীর লুক্কা, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, পিসা প্রভৃতি স্থানে। এই প্রবাসপর্বই কবি শেলীর স্বর্ণযুগ। ১৮১৮ তে বায়রনের সংগে ঘনিষ্ঠতার বিষয় নিয়ে লিখলেন 'Julian and Maddalo'. ঐ বছরের শেষভাগে রচিত হয়েছিলো মর্মস্পর্শী বিষণ্ণতার কবিতা 'Stanzas Written in Dejection Near Naples'। ইতালীতে এসে থেকে ই প্রমিথিউসের পুরাণ কাহিনী গুঞ্জরিত হচ্ছিলো শেলীর কবিকল্পনায়। ঈস্কিলাস (Aeschylus)-এর রচনাসূত্রে গ্রীক পুরাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন শেলী, যদিও তাঁর গীতিনাট্য (lyrical drama) 'Prometheus Unbound'-এ তিনি প্রমিথিউসের কাহিনীকে রূপান্তরিত করেছিলেন নিজ বিপ্লবী দর্শনের অভিজ্ঞানে। ১৮১৮-১৯-এ রচিত 'Prometheus Unbound' প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে। শেলীর নাট্যরচনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বহুখ্যাত 'The Cenci' (1819) নামক ট্র্যাজেডিতে। ১৮১৯-এরই সেপ্টেম্বরে পিটারলুর নৃশংসতার পরিপ্রেক্ষিতে শেলী লিখলেন রাজনৈতিক প্রতিবাদের কবিতা—'The Masque of Anarchy'। পরের মাসেই রচিত হয়েছিলো তাঁর সর্বজনপরিচিত 'Ode to the West Wind'. এর পরই শেলী উপহার দিলেন তাঁর ব্যঙ্গধর্মী রচনা, 'Peter Bell the Third.'

১৮২০-র জানুয়ারীতে শেলী-পরিবার চলে এলেন পিসা'র 'peopled solitude'-এ। এর আগের বছরই শেলী তীব্র মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন শিশু-পুত্র উইলিয়ামের মৃত্যুতে। পিসা'র প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি তার সৃজনা-কল্পনাকে সঞ্জীবিত করলেন নতুন আবেগে। পিসাবাসের পর্বে প্রথমে রচিত হোলো দুটি রাজনৈতিক কবিতা, দুটি Ode, 'To Liberty' এবং 'To Naples' ; এর পরই ১৮২০-র জুলাই ও আগস্টে পর্যায়ক্রমে লেখা হয়েছিলো 'Letter to Maria Gisborne' এবং 'The Witch of Atlas' ; এরই মাঝে মাঝে শেলী লিখেছিলেন 'Song to the Men of England' এবং 'Sonnet : England 1819'-র মতো প্রচারমূলক কবিতা ও দুটি অনন্য গীতিকবিতা—'To a Skylark' এবং 'The Cloud'। এই পিসা-পর্বেই শেলী শেষ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক দলিল

'A Philosophical View of Reform' (1820) এবং কবিতাবিষয়ক জোরালো প্রস্তাবনা, **'The Defence of Poetry' (1821)**। এছাড়া উল্লেখ করা যায় **'To the Moon'** ও **'The Two Spirits'**-এর মতো কয়েকটি নাতিদীর্ঘ কবিতার।

শেলীর উৎসাহে ১৮২১-এর শীতে বায়রনও চলে এসেছিলেন পিসায়। শেলীর নতুন বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এডওয়ার্ড এবং জেন উইলিয়ামস্। ১৮২২-এর গোড়াতেই এই পিসাগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন লেই হাণ্ট ও এডওয়ার্ড ট্রেলনি। ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারী নাগাদ জনৈকা এমিলিয়া ভিভিয়ানির সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী রোমান্সে জড়িয়ে পড়েন শেলী। তাঁর **'Epipsychidion' (1821)** কাব্যে এই প্রেমের আদর্শায়িত রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিলো। এডওয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের পত্নী জেন সম্পর্কেও শেলীর মনে সঞ্চারিত হয়েছিলো প্লেটোনিক **(Platonic)** অনুরাগ, যার ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া গেলো অসামান্য কয়েকটি প্রেমের কবিতা—**'One Word is too 'Often Profaned' 'The Keen Stars are Twinkling', 'When the Lamp is Shattered'** প্রভৃতি। গীতিকবি হিসেবে, বিশেষতঃ প্রেমের কবিতায়, শেলী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রেমাবেগের প্রকাশ ছাড়াও প্রেম ও প্রকৃতির নানা রূপ ও রহস্যকে শেলী অমরত্ব দিয়েছিলেন তাঁর অসংখ্য লিরিকে। পিসাপর্বে লিখিত এই ধরনের কবিতার মধ্যে স্মরণীয়—**'To the Night', 'The Indian Serenade'** এবং **'Music, When Soft Voices Die'**।

১৮২১-এর এপ্রিলে কবিবন্ধু কীট্‌সের অকাল মৃত্যু শেলীর অস্তিত্বের ভিত্তিকেই নাড়া দিয়েছিলো। ধ্রুপদী শোকগাথার আদলে শেলী লিখেছিলেন **'Adonais' (1821)**। গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধ একই সময়ে শেলীকে অনুপ্রাণিত করেছিলো এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন আর একটি উচ্চাঙ্গের গীতিনাটক, **'Hellas' (1821).** পিসা'র সাহিত্যচক্র ভেঙে গেলে ১৮২২-এর বসন্ত ঋতুতে শেলী চলে এলেন স্পিজিয়ার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উপকূলবর্তী গ্রাম লেরিচি'তে। কবিজীবনের অস্তমলগ্নে লেখা **'The Triumph of Life'**, শেলীর শেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে অসমাপ্ত। ১৮২২-এর পয়লা জুলাই বন্ধু এডওয়ার্ড উইলিয়ামস্‌কে সঙ্গী করে প্রমোদতরী ভাসান শেলী লেগহর্ন অভিমুখে। বায়রনের সান্নিধ্যে সপ্তাহকাল কাটিয়ে ফেরার পথে প্রবল ঝড়ে শেলীর প্রমোদতরী ডুবে যায় সাগরে। দশদিন পরে জলমগ্ন দেহগুলি উদ্ধার হলে কবির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ভায়ারেগিও সমুদ্রসৈকতে।

শেলীর কবিতা : 'ব্যর্থদেবদূতের উজ্জ্বল ডানার ঝাপ্‌টানি' : শেলীর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা **'Queen Mab'** যাতে রুশো ও গডউইনের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে নজরে পড়ে। ১৮১০-এ মাত্র আঠারো বছর বয়সে এই কবিতাটি রচনার কাজ শুরু করেন শেলী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কবিতাটি ছাপেন ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে। দীর্ঘ, অংশতঃ স্থূল এবং তাঁর নাস্তিকতার দর্শনভাবনায় সমৃদ্ধ এই কবিতাটি শেলী লিখেছিলেন সাদি-র অনিয়মিত ছন্দের রীতিতে ; বৈভব, সমরশক্তি

ও কুসংস্কারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'Queen Mab' ছিলো এক বিক্ষুব্ধ তরুণ কবিমানসের আর্ত প্রতিবাদ। কবিতাটির সারবস্তু ছিলো এরকম ঃ ইয়ান্থে নাম্নী এক সুন্দরী তরুণী তার ঘুমঘোরে সাক্ষাৎ পায় এক পরী, কুইন ম্যাব-এর। ম্যাব্ ইয়ান্থেকে তার স্বর্গীয় রথে নিয়ে যায় আন্তঃপ্রদেশ (interstellar space)-এর মধ্য দিয়ে এক মহাকাশযাত্রায়, তার কাছে উদ্ঘাটিত করে অতীত ইতিহাস, ব্যাখ্যা করে বর্তমান বিপর্যয়কর অবস্থা, এবং ইঙ্গিত দেয় ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবনের। ব্রহ্মাণ্ড এখানে প্রতিভাত হয়েছে সর্বেশ্বরবাদী (pantheist) দৃষ্টিভঙ্গীতে ; মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তাই এক অনন্ত প্রকৃতির নিয়মাধীন ; এই কবিতায় শেলী মানব-ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা' ছিলো স্পষ্টতঃই গডউইনীয়। অন্যায় কর্তৃত্ব, ধর্মীয় তথা সামাজিক পাপাচারের বিরুদ্ধে এ কবিতায় শেলী তাঁর শক্তিশালী দর্শন-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি অবিনশ্বর আত্মিক শক্তি। এককথায় বলতে গেলে শেলীর 'Queen Mab' ছিলো রুশো, হলব্যাক (Holbach) এবং গডউইনের দর্শনভাবনার সমাহারে রচিত, Enlightenment-এর ভাববাদী দর্শনের নির্দেশিকা স্বরূপ।

শেলীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাব্য 'Alastor'-এক রূপকধর্মী আত্মচরিত যার দ্বিতীয় শিরোনাম, 'The Spirit of Solitude'-এর মধ্যেই কাব্যের সারবস্তুর ইঙ্গিত ছিলো। গ্রীক শব্দ 'অ্যালাস্টর'-এর অর্থ প্রতিহিংসাপরায়ণ দানব। শেলীর কাব্যে নির্জনতা তথা নিঃসঙ্গতা সেই দানব যে এই কবিতার মুখ্য চরিত্র ভাববাদী ও আত্মসর্বস্ব কবিকে তাড়না করে হতাশা ও মৃত্যুর দিকে। নির্জনতাপ্রিয় ও নির্বান্ধব নায়ক-কবির দুঃখজনক পরিণতি নিয়ে লেখা এই স্বপ্নরূপকে শেলী সম্ভবতঃ তাঁর নিজের অধ্যাত্মজীবনীতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সৌন্দর্যবোধে প্রাণিত যুবক-কবি তার স্বপ্নে দৃষ্ট অবগুণ্ঠিতা নারী (veiled maid)-র সন্ধানে বিশ্বপরিক্রমায় রত হয় এবং অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। স্থানে স্থানে গীতিকাব্যের মাধুর্য এবং সামগ্রিকভাবে চিত্রকল্পের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে 'Alastor'-এর স্থায়ী আসন রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে।

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট মার্লোয় বসবাসকালে শেলী নানাবিধ সামাজিক দুর্দশা ও পীড়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া নেপোলিয়নের পতনের পরে নতুনভাবে ধূমায়িত বিপ্লবী ভাবনা এক প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো। এই সময় রচিত 'Laon and Cythna, পরের বছর প্রকাশিত হয় 'The Revolt of Islam' নামে। 'Queen Mab'-এর রাজনৈতিক আবেগময়তা ও স্বাধীনতার স্পৃহা এবং 'Alastor'-এর সৌন্দর্যপিপাসা মিশেছিলো আলোচ্য কাব্যে। ব্যক্তিগত প্রেম এখানে এসে মিলিত হয়েছে গডউইনীয় শুভাকাঙ্ক্ষায়, মানবতার প্রতি প্রেমের বিশালতায়। 'The Revolt of Islam' অংশতঃ দুর্বোধ্য, এক প্রতীকি কাহিনী। বীরাঙ্গনা সিথ্না তার প্রেমিক ল্যাওনের বিপ্লবী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় এবং এক নিরুত্তেজ গোষ্ঠীসত্তায় বিদ্রোহের স্পৃহা সঞ্চার করে। বিদ্রোহের সাফল্য স্থায়ী হয় না।

মৃত্যুবরণ করতে হয় মুক্তিকামী বিপ্লবী-চেতনার বাহক এই প্রণয়ীযুগল সিথনা ও ল্যাওনকে। ফ্যান্টাসিধর্মী এই কাহিনী-কাব্য **'The Revolt of Islam'** অবশ্যই কবিতা হিসেবে সেভাবে প্রশংসিত হয় না। কাহিনী বিন্যাসে ও গঠনপ্রকরণে শেলীর দুর্বলতার পরিচয় এ রচনাতে পাওয়া যায়। এই কাব্যের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে শেলীর নিজেরই মুখবন্ধে যেখানে **'The Revolt of Islam'**-কে তিনি বলেছেন **'a story of human passion…diversified with moving romantic adventures'**।

বিদ্রোহের আগ্নেয় আবেগ ও স্বাধীনতার জন্য অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা সর্বোত্তম রূপ পেয়েছে শেলীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি **'Prometheus Unbound'**-এ। চার অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বীর-বিদ্রোহী প্রমিথিউস মানবসমুদয়ের প্রতিনিধি, দেবরাজ জিউসের আধিপত্যবাদ, পীড়ন ও পাপাচারের বিরুদ্ধে নিজ আদর্শ ও লক্ষ্যে অটল। প্রমিথিউস-জননী ধরিত্রী (Earth) অন্যায় ও ঘৃণার প্রতিভূ জিউসের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে সমর্থন জুগিয়েছেন, আর প্রমিথিউস উজ্জীবিত হয়েছে সহধর্মিণী এশিয়া (Asia)-র চিন্তায়। নারকীয় শক্তির প্রতীক ডেমোগর্গন (Demogorgon)-এর হাতে অবশেষে ক্ষমতাচ্যুত হয় জিউস এবং মুক্ত প্রমিথিউস মিলিত হয় এশিয়ার সঙ্গে। স্বৈরতন্ত্রী ও পীড়নকারী শাসনের মেয়াদ শেষে, সূচিত হয় প্রেম ও আনন্দের যুগপ্লাবন। গ্রীক নাট্যকার ঈসকিলাসের নাটকের স্মরণীয় চরিত্র প্রমিথিউস বিপ্লব-প্রাণিত যুগমানসে বিচিত্র তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছিলো। গ্যেটে ও বায়রন তাঁদের কাব্যে প্রমিথিউসের মহিমাকীর্তন করেছিলেন; আর শেলীর কাব্যে বীর প্রমিথিউস দেখা দিলেন এক অনমনীয় বিদ্রোহী সত্তারূপে যার মুক্তি এবং এশিয়ার সঙ্গে মিলন উদ্বোধন করলো এক বিশ্বব্যাপী শান্তিপর্ব। এশিয়া এই কাব্যে প্রেমের আত্মস্বরূপ। প্রমিথিউস-এশিয়ায় মিলনোত্তর পর্বে এক মহা-জাগতিক আনন্দোচ্ছলতার ছবি শেলী পরিস্ফুট করেছেন **Prometheus Unbound**-এর চতুর্থ তথা শেষ অঙ্কে যেখানে প্রেমের মহামূর্চ্ছনা মানবাত্মার মুক্তি ও নব বসন্তের দৈববাণী বহন করে এনেছে :

> **'Man, one harmonious soul of many a soul,**
> **Where nature is its own divine control,**
> **Where all things flow to all as rivers to the sea.'**

'Prometheus Unbound' গীতিকবিরূপে শেলীর অসাধারণত্বের নিদর্শন, এক বিস্ময়কর বসন্ত-সঙ্গীত যাতে কবির নাট্য প্রতিভার তেমন স্বাক্ষর নেই। এদিক থেকে দেখলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শেলীর ট্র্যাজেডি-কাব্য **'The Cenci'**। বিয়াট্রিস-সেন্সি'র প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটক ব্যাভিচার ও প্রতিহিংসার এক ভয়াবহ বৃত্তান্ত। শেলীর কাব্যসাহিত্যের মূল স্রোতের কিছুটা বাইরে এ' নাটক, যার বিষয় করুণ ও ভয়ানক এক পারিবারিক কাহিনী। চরিত্রনির্মাণে ও আবহ সৃষ্টিতে দক্ষতার প্রমাণ দিলেও শেলী নাট্যগঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটাতে পারেন

নি। অমিত্রাক্ষরে লেখা এই কাব্যনাটকের বিশেষ আকর্ষণ তীব্র অথচ নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও ট্র্যাজিক ভয়াবহতার গাম্ভীর্য। মৃত্যুব পূর্বে বিয়াট্রিসের শেষ সংলাপটি উদাহরণস্বরূপ এখানে দেওয়া যেতে পারে :

> **'Give yourself no unnecessary pain,**
> **My dear Lord Cardinal. Here, mother, tie**
> **My girdle for me, and bind up this hair**
> **In any simple knot ; ay, that does well.**
> **And yours I see is coming down. How often**
> **Have we done this for one another ! Now**
> **We shall not do it any more. My lord**
> **We are quite ready. Well,' tis very well.'**

ওয়েবস্টারসুলভ ট্র্যাজিক বিষণ্ণতার আবহমণ্ডল থেকে শেলী ১৮২০-২১-এ পিসা বাসপর্বে পুনরায় উত্তীর্ণ হলেন রোমাণ্টিক কল্পনার জগতে, **'The Witch of Atlas'**, **'Epipsychidion'** এবং বেশ কয়েকটি অসামান্য লিরিক কবিতায়। প্রথমোক্ত কবিতাটি (**The Witch of Atlas**) এক সুন্দরী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ডাকিনীর রূপকথাধর্মী কাহিনী, **'Ottava rima'** ছন্দে রচিত। আদর্শ নারীত্বের প্রতি কবির আধ্যাত্মিক অতিরাগ (**passion**) চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে 'শেলীর **Epipsychidion'**-এ। বিভিন্ন নারীর প্রভাবের সূত্র ধরে কবি নারীর প্রেম ও সে প্রেমের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন এ কবিতায়। এমিলিয়া ভিভিয়ানীর উদ্দেশে রচিত এ' কবিতায় শেলী তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমসম্পর্কগুলির সূত্রে এক আদর্শ, স্বাতিক্রান্ত প্রেমের কথা বলেছেন যা সমস্ত ব্যক্তিগত সীমারেখা ছাপিয়ে যায়।

জনৈকা ইতালীয় যুবতীর প্রতি শেলীর আকস্মিক ও গভীর অনুরাগ এ' কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে এক স্বর্গীয় প্রেমের অমর্ত্যলোকে। এমিলিয়াকে বলা হয়েছে **'Seraph of Heaven'**, **'the veiled glory of the lampless Universe'**. মেরি শেলী এ' রচনায় এসেছেন চাঁদের রূপে, যখন এমিলিয়া সূর্যের মতো স্বতঃই উজ্জ্বল। আর এই দুই নারী আলোয় ও আবেগে প্লাবিত করেছে শেলীর ভালোবাসার আকাশ।

পিসাপর্বেই শেলী লিখেছিলেন এক শোকগাথা—**'Adonais'**। ধ্রুপদী গ্রাথালিয়া কবি বায়ন (**Bion**)-এব অনুকরণে এই কবিতা রচিত হয়েছিলো কবি কীট্সের মৃত্যুতে। ব্যক্তিগত ক্ষতি বা দুঃখের ছায়াপাত এই বিলাপের মধ্যে সেভাবে ঘটেনি ; মিলটনের **'Lycidas'**-এর মতো **'Adonais'**-ও আনুষ্ঠানিক শোকগাথার গ্রীক ধারার অনুবর্তী। তা ছাড়া বন্ধুবিয়োগের বিলাপ এখানে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছে এক অমরত্বের দর্শনে। মৃত্যু যেখানে সর্বজনীন, অনন্ত শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। পার্থিব জগতের প্রতিফলতায় যে অ্যাডোনেইসের মৃত্যু ঘটেছে সেই অ্যাডোনেইস সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক এক অনন্ত

শক্তির অংশে পরিণত হয়েছে। মরজগৎ জীবনের এক অকিঞ্চিৎকর অধ্যাস (illusion) মাত্র; অনন্ত মরণোত্তর জগতই কেবল সত্য, এমন এক প্লেটোনিক বিশ্বাসে শেলীর শোকগাথার সমাপ্তি :

> **'Life, like a dome of many-coloured glass,**
> **Stains the white radiance of Eternity.**
> **Until Death tramples it to fragments'.**

গ্রীক স্বাধীনতাযুদ্ধের উদ্দীপনায়, ঈস্কিলাসের **'Persae'**-র গঠন-রূপের অনুসরণে শেলী লিখেছিলেন তাঁর **'Hellas'** নাটকটি। এই গীতিনাটকের মুখ্য আকর্ষণ বন্দী গ্রীক নারীদের অনবদ্য গীতিময় সংলাপ। তাঁর সমসাময়িক স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি কবির সহমর্মিতা এই কাব্যে মিশে গেছে প্রাচীন গ্রীসের প্রতি তাঁর সপ্রশংস শ্রদ্ধার মনোভাবে। শেলীর সর্বশেষ রচনা **'The Triumph of Life'** একটি দুর্বোধ্য ও অসম্পূর্ণ কাব্য। পাঁচ শতাধিক চরণের এই খণ্ডিত কাব্যরূপে কাব্যসৌন্দর্য ও গীতিময়তা যথেষ্ট লক্ষণীয় হলেও এই রচনার উদ্দেশ্য ও অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না।

গীতিকবিরূপে শেলীর প্রতিভা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। **'Prometheus Unbound'**-এ তাঁর এই প্রতিভার শীর্ষে উপনীত হয়েছিলেন কবি। কিন্তু বিশেষভাবে জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কবিতায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বর-মাধুর্যের জাদুকরী বৈশিষ্ট্যে আমাদের চমৎকৃত হতে হয়। প্রথমেই নাম করা যেতে পারে **'Lines Written in the Euganean Hills'** ও **'Stanzas Written in Dejection Near Naples'**-এর। প্রথমোক্ত কবিতাটিতে বিষণ্ণতার সঙ্গে সহাবস্থান এক আশাবাদী ভবিষ্যৎদৃষ্টির। ভেনিসে বায়রনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটি লেখা হয়েছিলো। নেপল্‌স্‌-এর উপসাগরীয় নিসর্গের প্রেক্ষাপটে এক হতাশাজর্জর কবিহৃদয়ের আত্মকরুণার সুরটি ধ্বনিত হয়েছিলো এইভাবে যা রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে ছিলো অশ্রুতপূর্ব :

> **Yet now despair itself is mild**
> **Even as the winds and waters are ;**
> **I could lie down like a tired child,**
> **And weep away the life of care**
> **Whieh I have borne and yet must bear,**
> **Till death like sleep might steal on me…**

'Stanzas Written in Dejection Near Naples'-এর এই পংক্তিগুলি শেলীর বিষাদখিন্ন, আত্মমগ্ন লিরিককণ্ঠের বৈশিষ্ট্যকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে।

ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী এক অরণ্যগোধূলী যখন আচ্ছন্ন হয়েছিলো বৃষ্টিগর্ভ ঝোড়ো পশ্চিমা বাতাসে তখনই শেলী রচনা করেছিলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক— **'Ode to the West Wind'**। **'Terza rima'** ছন্দে লিখিত এই কবিতার পাঁচটি

স্তবক আসলে একেকটি সনেট। প্রথম তিনটি স্তবকে পর্যায়ক্রমে স্থলে, আকাশপথে ও সমুদ্রে উদ্দাম বাতাসের ধ্বংস ও নবসৃষ্টির লীলারহস্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। চতুর্থ স্তবকে শেলীর অশক্ত ও হতাশ অবস্থা ও পশ্চিমা বাতাসের আনুকূল্য-প্রার্থনা আছে। শেষ স্তবকে কবি ঝোড়ো বাতাসের রুদ্রবীণা হতে চেয়েছেন, শীতের হিমমৃত্যুকে অতিক্রম করে দুর্জয় আশায় ঘোষণা করেছেন নববসন্তের বজ্রনির্ঘোষ :

> **'Be through my lips to unawakened earth**
> **The trumpet of a prophecy ! O Wind,**
> **If Winter comes, can Spring be far behind ?'**

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ধ্বংস ও নবসৃষ্টির উদ্দীপনা ও বজ্রবাণী সঞ্চারিত করছে যে পশ্চিমা বাতাস তা'কে তো নিছক প্রাকৃতিক শক্তি বা স্বাভাবিক ঘটনা বলতে পারা যায় না। বর্তমানের পীড়িত ও রক্তাক্ত কণ্টকশয্যা থেকে নব-বসন্তের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে উত্তরণের এক প্রতিশ্রুতি এই পশ্চিমা বাতাস।

প্রারম্ভিক আবাহন, প্রতি স্তবকের শেষে সমিল যুগ্ম-পংক্তি, উপমা ও চিত্রকল্পের সহজ স্বাভাবিকতা এবং আবেগময়তা **'Ode to the West Wind'**-কে অতুলনীয় গীতিমাধুর্য দিয়েছে।

নির্জন পিসা-প্রবাসে রচিত দুটি অনবদ্য কবিতা **'To a Skylark'** এবং **'The Cloud'**। উদ্ভাসিত স্বর্গলোকের বাসিন্দা বিদেহী স্কাইলার্কের আনন্দ-সঙ্গীত এবং তার বিপরীতে সীমায়িত ও দুঃখময় মানবজীবন—এ' নিয়েই শেলীর ওড্ **'To a Skylark'**, যার দ্রুত সঞ্চরমান চিত্রকল্প-বিন্যাস, ঢিলেঢালা গঠন, সুর ও তানের চমৎকারিত্ব এবং সর্বোপরি সুউচ্চ আদর্শবাদ পাঠককে মুগ্ধ করে। স্কাইলার্কের অবোধপূর্ব সঙ্গীত শেলীকে নিয়ে যায় তুরীয় আনন্দের এক অতীন্দ্রিয় মার্গে। নানা চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে তিনি অনন্ত আনন্দের প্রতিরূপ স্কাইলার্ককে বর্ণনার চেষ্টা করেন যদিও নভোচারী এই অদৃশ্য পাখি সমস্ত উপমা ও অলংকারের অতীত। কবিতা শেষ হয় এই অপ্রাপ্য আদর্শের উদ্দেশে প্রণত কবির প্রার্থনায় ; স্কাইলার্ক কবিকে তার স্বর্গীয় আনন্দের অংশীদার করলে পরই কেবলমাত্র কবি উজ্জীবিত করতে পারবেন সেই প্রেরণায় গোটা বিশ্বকে। **'To a Skylark'** একুশ স্তবকের দীর্ঘ লিরিক কবিতা যার প্রতি স্তবকের প্রথম চারটি চরণ সংক্ষিপ্ত ও পঞ্চম চরণটি তুলনায় দীর্ঘতর বা সংশ্লিষ্ট কাব্যাংশটিকে এক চূড়ান্ত সুষমা দিয়েছে। স্কাইলার্ক ও তার গান-নিয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থেরও একটি ছোটো কবিতা আছে **'To the Skylark'**, কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্ক শেলীর মতো নিছক বিমূর্ত ধারণা নয়। শেলীর পাখি যেখানে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশে এক অনিঃশেষ আনন্দযাত্রায় ব্রতী হয়েছে, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতায় স্কাইলার্ক সেখানে আকাশ পথের এক তীর্থযাত্রী, পরিক্রমা শেষে যে ফিরবে মর্ত্যনীড়ে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্ক এক উচ্চাঙ্গের জ্ঞানী যে স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনবিন্দুতে সত্যনিষ্ঠ। অন্যদিকে শেলীর পাখি দেহজ অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে ; অবাঙ্মনসগোচর এক আনন্দের আত্মস্বরূপ।

'The Cloud' শেলীর এক বিস্ময়কর ও নিখুঁত কবিতা—এক অসামান্য প্রকৃতি-পুরাণ (Nature myth), যাতে পৃথিবী ও সমুদ্রের কন্যা মেঘের নিত্য-নব লীলারূপ এবং তার অমরত্বের রহস্য বিধৃত করেছেন কবি। মেঘের নানা ক্রিয়াকলাপ ও রূপান্তরকে অবলম্বন করে শেলী এ' কবিতায় পুরাণ-কল্পনার যে নিদর্শন রেখেছেন তা' এককথায় তুলনারহিত। চিত্রকল্পসমূহের যথার্থতা ও স্বচ্ছতা এবং ছন্দের দোলা 'The Cloud'-কে দিয়েছে এক অনন্যতা।

প্রেমের কবিতায় ইংরাজী সাহিত্যে শেলীর রয়েছে বিশিষ্ট আসন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন কবি ও নিরন্তর সন্ধান করেছিলেন নতুনতর পূর্ণতার। 'Prometheus Unbound'-এ প্রেমের প্রভাব ও শক্তির কথা ছিলো। প্রমিথিউস-ভার্যা এশিয়া সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী নারী। 'The Revolt of Islam'-এও প্রেমের বৈপ্লবিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। প্রেমের ধারণার ক্ষেত্রে শেলী ভাববাদী; প্লেটোর আদর্শায়িত প্রেম শেলীর কাব্যকবিতায় এক স্বর্গীয় শুদ্ধতার মাত্রা যোগ করেছে। জেন উইলিয়ামস্‌কে নিবেদিত 'One Word is too Often Profaned' কবিতায় এই আদর্শ প্রেমরূপটি ভাস্বর :

'I can give not what men call love ;
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,—
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow ?'

দেহজ প্রেমের আকুতি শেলীর কবিতায় ধরা পড়লেও নর-নারীর মিলনের পার্থিব আবেগতপ্ত চিত্র শেলীর নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্বন্ধ রচনাতেও দুর্লভ প্রেমিকার শয্যাপার্শ্বে কামনাতাড়িত প্রেমিকের নিশিরাতে অভিসারের কথা আ 'The Indian Serenade' কবিতায়। কবিতা কিন্তু শেষ হয়েছে পশ্চিমা বাতাসে উদ্দেশে অশক্ত ও পতিত কবির বলা কথারই অনুরূপ বয়ানে :

'O lift me from the grass !
I die, I faint, I fail !
Let thy love in kisses rain
On my lips and and eyelids pale.'

এই আত্মকরুণা ও বিষণ্ণ প্রার্থনা শেলীর কাব্যের মূল সুর। এই বিষণ্ণতা আ হয়েছে অপর এক কবিতা, 'When the Lamp is Shattered'-এও।

ম্যাথু আর্নল্ড শেলীকে বর্ণনা করেছিলেন এক সুন্দর ও ব্যর্থ দেবদূতের যিনি শূন্যে ঝাপটেছেন তাঁর উজ্জ্বল দুটি ডানা। বাস্তবিকই, তাঁর স্বভাবের অ

উদ্দামতা ও উত্তুঙ্গ আদর্শবোধ যেমন শেলীকে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক দর্শনলোকে উত্তরণে প্রাণিত করেছে, তেমনি সেই আদর্শের অলভ্যতা তথা ব্যর্থতা তাঁকে নিমজ্জিত করেছে হতাশা ও বেদনায়। যদিও শূন্যবিহারী কবিমানসের উজ্জ্বল ডানাদুটি তাতে ক্লান্তিবোধ করেনি। হতাশার নিরালোক বিপন্নতা থেকে শেলী যাত্রা করেছেন নতুন আশার সূর্যালোকে।

শেলী ও অন্যান্য ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের রচনার প্রভাব কতদূর ও কিভাবে পড়েছিলো সে কথা বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা গীতিকাব্যে ইংরেজী ভাষার সর্বাধিক আবেগদীপ্র এই কবির প্রভাব প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মধুসূদন দত্তের হাতে বাঙালীর মন ও মননের দ্বন্দ্বমুখর সত্য গীতি-কবিতায় রূপ পেয়েছিলো। বার্নস, বায়রন, শেলী প্রমুখ ইংরেজ কবিরা ছিলেন মধুসূদনের প্রেরণাস্থল। তবে প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীই ছিলেন শেলীর প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার অনুসারী এক মিস্টিক কবি। দেহাতীত ও রাহসিক যে সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্ধান শেলীর **'Alastor,' 'Prometheus Unbound,' 'Epipsychidion,'** ইত্যাদিতে পাই সেই একই 'প্লেটোনিজ্‌ম্' বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' 'মায়াদেবী' ও 'সাধের আসন' কাব্যে। 'সারদামঙ্গল' এক স্বপ্নমগ্ন কবিমনের আনন্দ-অভিসার, সারদার আনন্দময়ী—বিষাদিনী রোমান্টিক মূর্তি আমাদের শেলীর **'To a Skylark'**-এর সেই বিখ্যাত পংক্তিটি মনে পড়িয়ে দেয়—**'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'.** সৌন্দর্যের আহ্বানে চিরপলাতক সারদার উদ্দেশ্যে কবির অনুসন্ধান এক আধ্যাত্মিক প্রেমের সৌন্দর্য ও শক্তির স্মারক। এক্ষেত্রে শেলীর প্রভাব সহজলক্ষ্য। 'মায়াদেবী' কাব্যে বিশাল ও সুনীল আকাশে এক মায়াতরীর মতো প্রেম ও সৌন্দর্যের মিলিত রূপকে দেখেছিলেন বিহারীলাল, শেলীর মতোই। বিহারীলালের এইসব পংক্তিতে—'প্রেমের দরাজ জান / আকাশে ঢালিয়া প্রাণ / সজোরে পাপিয়া হাঁকে পীহু, পীহু, পীহু"—শেলীর মহাকাশবিহারী স্কাইলার্কের আনন্দধ্বনি বাজে। 'বাউল বিংশতি'র একটি গানে বিহারীলাল 'বিশ্বজয়ী শক্তিময়ী নারী'র যে রূপ-ধ্যান করেছিলেন, শেলীর **Hymn to Intellectual Beauty** এবং **Adonais**-এ সেই শক্তির কল্পনা ছিলো। সৌন্দর্যের অন্বেষণে শেলী ও বিহারীলাল একই পথের অভিযাত্রী। শেলীর **Hymn to Intellectual Beauty**-র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির পাশাপাশি বিহারীলালের কয়েকটি লাইন রাখলেই এই সাদৃশ্য নজরে আসবে :

(১) **Sudden, the shadow fell on me**
I shrieked, and clasped my hands in ecstasy !

(২) কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায়!

অমনি হৃদয় এক আলোক প্রিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।

রবীন্দ্রনাথের মতো বিহারীলালের আর এক কাব্যশিষ্য অক্ষয় কুমার বড়ালের ওপরও শেলীর কবিতার ভাষা ও ভাবনার ছাপ পড়েছিলো। ধরা যাক 'প্রদীপ' কাব্যান্তর্গত 'নারী বন্দনা' কবিতাটি—

রমনীরে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা।...
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য মেঘে স্বর্গের আভাস।...

শেলীর **'Epipsychidion'**-এর চতুর্থ স্তবকে একই কথা আছে:

Sweet Benedictions in the etesnal curse!
Veiled glory of this lampless Universe!
Thou moon beyond the clouds! Thou living from
Among the Dead! Thou star above the storm!

এতদ্ব্যতীত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের 'আঁখি' কবিতাটি শেলীর ভাবানুসরণে রচিত।

শেলীর 'ডিফেন্স অব পোয়েট্রি': কবিতা-বিষয়ক প্লেটোনিক প্রস্তাবনা:

বন্ধু টমাস লাভ পিকক তাঁর **'The Four Ages of Poetry'**-তে কবিতার উপযোগিতা অস্বীকার করলে শেলী সিড্নীর **'Defence of Poesie'**-র ভঙ্গীতে কবিতার স্বরূপ ও মূল্য বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা হাজির করেন—**'Defence of Poetry'**। রোমান্টিক যুগের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই **'Defence'**-এর মূল বক্তব্যসূত্র ছিলো প্লেটোনিক, যদিও প্লেটো যে যুক্তিতে কবিদের নির্বাসনদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন সেই যুক্তি শেলী খণ্ডন করেছিলেন। শেলীর যুক্তি অনুসারে, কবি তাঁর কল্পনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্লেটোনিক ভাবজগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আদর্শ জগতের সঙ্গে এই যোগ ধর্ম ও রাজনীতিতেও অসম্ভব নয়; কিন্তু কবির কল্পনা, যা সৃষ্টি করে ভাষা, শব্দের ও অর্থের যথার্থ ঐক্যে আদর্শ ভাবজগতের সঙ্গে সার্থক যোগসূত্র গড়ে তোলে। কবিতা কল্পনাজাত এবং কল্পনা প্রসারিত করে হৃদয়ানুভূতির সীমানা; অতএব কবিতা কোনো যুগেই বর্জনীয় হতে পারে না। কবিতার পক্ষাবলম্বন করে লেখা এই গদ্যরচনায় রোমান্টিকদের কাব্যতত্ত্বেরই এক সালতামামি পেশ করেছিলেন শেলী। এখানেই আমরা পেলাম কবিতা ও কবিদের ভূমিকা সম্পর্কে এইসব বিখ্যাত উক্তি:

'Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.'

'Poets are the unacknowledged legislators of the world.'

গ. জন কীটস্ (John Keats) [১৭৯৫-১৮২১]

জনৈক আস্তাবল-রক্ষকের জ্যেষ্ঠপুত্র জনের জন্ম হয়েছিলো লণ্ডনের মুরফিল্ডসে। বাল্যকালে ছাত্র হিসেবে গিয়েছিলেন এনফিল্ডের একটি বিদ্যালয়ে যার প্রধান শিক্ষকের পুত্র চার্লস কাউডেন ক্লার্কের সঙ্গে কীটসের হয়েছিলো ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব। ১৮04 খ্রীস্টাব্দে ঘোড়া থেকে পড়ে জনের বাবার মৃত্যু হয় এবং তার মা আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ সফল হয় না এবং জনের মা তাঁর পুত্র-কন্যাসহ চলে যান এডমানটনে। সেখানেই যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮১০-এ। পরের বছর এডমানটনেই জনৈক চিকিৎসকের শিক্ষানবিশের কাজে যোগ দেন কীটস্।

এনফিল্ডে ছাত্রাবস্থায় জন আকৃষ্ট হয়েছিলেন গ্রীক পুরাণ-এর প্রতি। পড়েছিলেন ভার্জিলের মহাকাব্য 'ঈনিড' (Aeneid)। সর্বোপরি বন্ধু ক্লার্কের উৎসাহ ছিলো জনের প্রেরণা। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ক্লার্কই অগ্নিসংযোগ করেছিলেন জনের কবি হবার বাসনায়, তাঁকে স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন'-এর সঙ্গে পরিচিত করে। ১৮১৪-য় কীটস লিখলেন তাঁর প্রথম কবিতা 'Lines in Imitation of Spenser'। ১৮১৪-তেই কীটস্ আসেন লণ্ডনে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অনুশীলন পুনরারম্ভ করেন ; ১৮১৬-তে এ বিষয়ে ডিপ্লোমা পান তিনি। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির তাগিদে চিকিৎসকের পেশা ছেড়ে দেন ঐ বছরেরই শেষাশেষি। ১৮১৫-য় কীটস্ লিখেছিলেন 'To Hope' এবং 'To Apollo' নামে দুটি 'ওড', আর কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা। ঐ সময় থেকেই তাঁর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠের শুরু, যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর সনেট 'O Solitude'-এ। লেই হাণ্ট সম্পাদিত 'The Exminer'-এ এই কবিতাটি প্রকাশিত হলে বন্ধু ক্লার্ক মারফৎ কীটস্ পরিচিত হন হাণ্টের সঙ্গে। হাণ্ট তাঁকে ক্রমে পরিচিত করান বেঞ্জামিন হেডন, শেলী, হ্যাজলিট প্রমুখ শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

১৮১৬-র নভেম্বর 'The Examiner'-এ প্রকাশিত হোলো কীটসের বিখ্যাত সনেট 'On First Looking into Chapman's Homer'। মার্চ, ১৮১৭-তে বেরোলো কীটসের আত্মপ্রকাশ সংকলন 'Poems', যাতে ছিলো 'I Stood Tiptoe Upon a Little Hill' এবং 'Sleep and Poetry', কাব্যসংকলনটি পাঠক ও সমালোচক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। কিন্তু অনুদার ও বিরূপ সমালোচনা

কবিকে নিরুৎসাহ করেছিলো, এমন নয়। ১৮১৬-র এপ্রিল থেকে ১৮১৮-র এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাঙ্কলিন, হ্যাম্‌পস্টেড প্রভৃতি স্থানে বসবাসের সময় কীট্‌স্‌ রচনা করলেন তাঁর দীর্ঘ আখ্যানকাব্য 'এণ্ডিমিওন' (Endymion)। এই সময়ই কীট্‌স লিখে-ছিলেন কবিতা, প্রেম, জীবনদর্শন-বিষয়ক তাঁর অসামান্য পত্রগুচ্ছ : ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনদের কাছে লেখা এই সমস্ত চিঠিপত্র পরে ১৮৪৮ এবং ১৮৭৮-এ প্রকাশিত হলে মূল্যবান আত্মজৈবনিক তথ্য সাহিত্যিক ধারাভাষ্যরূপে গৃহীত হয়।

১৮১৭-১৮-র শীত ঋতুতে কীট্‌স্‌ ল্যাম্ব, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হ্যাজলিট প্রমুখের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জন রেনল্ডস্‌ ও চার্লস্‌ আর্মিটেজ ব্রাউন, আর ছিলেন অসুস্থ কবিভ্রাতা টম যার শুশ্রূষায় দিন কাটতো জনের। পারিবারিক যক্ষ্মারোগের লক্ষণগুলি এই সময় থেকেই কবির শরীরে দেখা দিতে থাকে। বন্ধু রেনল্ডসের সঙ্গে যৌথভাবে বোক্কাচিওর কাহিনীগুলি অবলম্বনে একটি গাথাকাব্যসংকলনের পরিকল্পনা করেন কীট্‌স্‌ ১৮১৮-র গোড়ায়। সেই পরিকল্পনা-মাফিক ঐ বছরেরই মার্চ-এপ্রিলে তিনি লিখলেন **'Isabella, or the Pot of Basil'**। কবি তখন নিজে রীতিমতো অসুস্থ : অন্যদিকে সেবা করে চলেছেন প্রিয় অনুজ মৃত্যুপথযাত্রী টমের।

১৮১৮-র জুন মাসে কীট্‌স্‌ বিশেষ আঘাত পেলেন যখন কবিভ্রাতা জর্জ বিয়ে করে চলে গেলেন আমেরিকায়। বন্ধু ব্রাউনকে সঙ্গী করে কীট্‌স্‌ ঘুরে বেড়ালেন ইংলণ্ডের লেক অঞ্চল, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে। লণ্ডনে ফিরে অসুস্থ টমের সেবা চালাতে লাগলেন : তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। এর সঙ্গে যুক্ত হোলো তাঁর **'Endymion'** ও পূর্ববর্তী কবিতাগুলি সম্পর্কে **'Blackwood's Magazine'** এবং **'The Quarterly Review'**-তে বিরূপ সমালোচনা ও কুরুচিপূর্ণ আক্রমণ। মর্মাহত কবি এই সময় লেখা ছেড়ে দেবার কথা ভাবলেও কার্যতঃ এর পরেই তিনি **'Hyperion'** রচনা শুরু করেন, যদিও ১৮১৯-এ এই মহাকাব্যোপম রচনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়।

১৮১৮-র শেষে টমের মৃত্যু হলে কীট্‌স্‌ চলে আসেন হ্যাম্‌পস্টেডে ব্রাউনের বাড়িতে। এখানেই ফ্যানি ব্রনের সঙ্গে কবির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। অচিরেই বাগ্‌দান পর্বও সমাধা হয়। কিন্তু এ সম্পর্ক স্থায়ীরূপ পায় নি। অসুস্থতা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রেমে ব্যর্থতা কবিকে পৌঁছে দেয় দুর্দশা ও উদ্বেগের এক অসহনীয় পর্যায়ে। ১৮১৯-এর মার্চ থেকে মে'র মধ্যে কীট্‌স্‌ লিখলেন তাঁর অবিস্মরণীয় ওডগুলি—**'On Indolence'**, **'On a Grecian Urn'**, **'To Psyche'**, **'To a Nightingale'** এবং **'On Melancholy'**। এর ঠিক আগেই রচিত হয়েছিলো **'The Eve of St Agnes'** এবং অসমাপ্ত **'Eve of St. Mark'**, ১৮১৯-এই কীট্‌স্‌ লিখেছিলেন প্রেম ও প্রতারণার বিষয়ে এক অতিপ্রাকৃত গাথাকবিতা, **'La Belle Dame Sans Merci'**, এবং নাগিনী-কন্যার কাহিনী

'Lamia'। এর পরেই লেখা হোলো আঙ্গিকগতভাবে তাঁর 'সর্বশ্রেষ্ঠ ওড 'To Autumn'। ১৮১৯-এর শেষে অসম্পূর্ণ 'Hyperion'-কে নতুন রূপ দিলেন কীট্‌স্ The Fall of Hyperion' নামে। 'Ortho the Great' এবং 'King Stephen' নামে দুটি নাটক এবং অসমাপ্ত ব্যঙ্গকবিতা 'Cap and Bells'-ও ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দেই রচনা করেছিলেন কীট্‌স্।

১৮২০-তে কীট্‌সের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes and Other Poems' প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বরে কবি ইতালী যাত্রা করেন বন্ধু যোসেফ সেভার্নের সঙ্গে। শেলীর পাঠানো পিসাবাসের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে রোমে পৌঁছোন এবং সেখানেই ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারীতে কীট্‌সের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিফলকে তিনি উৎকীর্ণ করতে চেয়ে-ছিলেন এই মর্মস্পর্শী উক্তি—'Here lies one whose name was writ in water'।

কীটসের কবিতা : অনন্ত সৌন্দর্যের অভিলাষ :

তাঁর সংক্ষিপ্ত কবিজীবনে সৌন্দর্যের পিয়াসী কীট্‌স্ সময়প্রবাহের দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্যেও নিরন্তর সন্ধান করেছেন চিরন্তনের, অমরত্বের। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারাবাহিক বিপর্যয় তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে যতই ভারাক্রান্ত করেছে, ততই মৃত্যুর ছায়াপড়া জীবনে তরুণ কবি অনন্ত তথা সুন্দরের ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়, শিল্পের মাধুর্যে। নশ্বর মরজগতের অপূর্ণতা ও অবিনশ্বর সৌন্দর্যলোকের চিরায়ত পরিপূর্ণতা—এ' দুয়ের দ্বন্দ্ব কীট্‌সের সমগ্র কাব্যসাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। শেলীর কাব্যে দূরবর্তী আনন্দলোকে পৌঁছতে না পারার যে হাহাকার শোনা যায় কীটসের কাব্যে সে ধরনের আত্ম-বিলাপের চিহ্ন নেই, বরং কল্পনার আকাশমিনার থেকে কীট্‌স্ ফিরে এসেছেন রূঢ় বাস্তবে, উপলব্ধি করেছেন সরলরৈখিক মানবজীবনে ক্ষয় ও মৃত্যুর অনিবার্যতা। শেলীর রাজনৈতিক তথা সামাজিক আবেগের দাহ কিম্বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রশান্ত আনন্দানুভব কীট্‌সের কাব্য-কবিতায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের সর্ববিধ রূপ ও বর্ণের মাঝে সৌন্দর্যের অন্বেষণে ব্রতী কীট্‌সের কবিতার সারাৎসার সুতীব্র সংবেদনশীলতা যার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যসন্ধান ও ইন্দ্রিয়ময়তাকে কীট্‌স্ শিল্পসুষমার এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন চিত্রকল্পের রূপময়তা, প্রকরণের দক্ষতা ও ছন্দ তথা ধ্বনির অনুপম মাধুর্যে।

ছাত্রাবস্থায় ও কাব্যচর্চার শুরুতে মধ্যযুগীয় ইতালীর ইতিহাস ও কিংবদন্তী এবং স্পেনসারের কবিতার রোমাণ্টিক মাধুর্য কীট্‌স্‌কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিলো। এর পরেই জর্জ চ্যাপম্যান-কৃত হোমারের অনুবাদের মধ্য দিয়ে কীট্‌স্ পরিচিত হয়েছিলেন গ্রীক জীবন ও শিল্পের সঙ্গে যার ফলশ্রুতি বিখ্যাত 'On First Looking into Chapman's Homer'। গ্রীক ভাষা জানতেন না বলে হোমারের 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' কীট্‌সের নাগালের বাইরে ছিলো, কিন্তু চ্যাপম্যানের

অনুবাদে যেন এক স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হোলো তাঁর কাছে। এই সনেটের কেন্দ্রে রয়েছে জনৈক অভিযাত্রীর এক রূপকধর্মী যাত্রার প্রসঙ্গ ; কবিতাপাঠক সেই অভিযাত্রী, ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক দেশ থেকে অপর দেশে তাঁর যাত্রা :

Much have I travell'd in the realms of gold
And many goodly states and kingdoms seen ;
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold'.

এর আগের রচনাগুলিতে, যেমন 'Calidore' এবং 'Lines in Imitation of Spenser', স্পেনসারীয় ইন্দ্রিয়ময়তা ও স্পেনসার-এর চিত্রকল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৮১৭-র প্রথম কাব্য সংকলনে আর যে কবিতাগুলি ছিলো তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'I Stood Tiptoe' এবং 'Sleep and Poetry'-র। প্রকৃতির উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যের প্রতি কীট্‌সের ছিলো অকৃত্রিম অনুরাগ : সৌন্দর্য ও তা থেকে লব্ধ আনন্দ এ' ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে অন্য কোনো দার্শনিক বা নৈতিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা কীট্‌স্ করেন নি। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় ও ইন্দ্রিয়ঘনত্বে প্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্রও তাঁর কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'I Stood Tiptoe' থেকে এই পঙক্তিগুলি উদ্ধার করা হোলো :

"A bush of May flowers with the bees about them :
Ah, sure no tasteful nook would be without them ;
And let the lush laburnum oversweep them,
And let long grass grow round the roots to keep them
Moist, cool and green ; and shade the violets,
That they may bind the moss in leafy nets'.

শেলীর কাব্যে বর্ণিত গতিময় তথা উদ্দাম প্রকৃতি কীট্‌সের কবিতায় অনুপস্থিত ঘাস, ফুল, নদী, নক্ষত্রের নিবিড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যই কীট্‌সের একান্ত প্রিয় 'Sleep and Poetry'-র শুরুতেও এরকম একগুচ্ছ আন্তরিক সৌন্দর্য-বর্ণনা আছে :

'What is more gentle than wind in summer ?
What is more soothing than the pretty hummer
That stays one moment in an open flower
And buzzes cheerily from bower to bower ?'

১৮১৭-র সংকলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা এই 'Sleep and Poetry'। কীট্‌সের নিজের কাব্যাদর্শের অভিব্যক্তি এই কবিতা যাতে প্রকরণগত ত্রুটি থাকলেও নবীন কবির দৃষ্টিভঙ্গীটি চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না :

"Beauty was awake :
Why were ye not awake ?"

লেই হাণ্টের বাড়ীর গ্রন্থাগারে লেখা এই কবিতায় কীট্‌স্‌ কবি হিসাবে তার বিবর্তন ও বিকাশের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ; ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের **'Tintern Abbey'**-র সঙ্গে এই কবিতার তাই সাদৃশ্য রয়েছে। অগাস্টান যুগের কাব্যচর্চাকে এই কবিতায় আক্রমণ করেছিলেন কীট্‌স্‌ ; প্রকৃতিবিশ্বের সঙ্গে এক সানন্দ সংযোগের কথা বলেছিলেন, সর্বোপরি এই আনন্দের পাশাপাশি মৃত্যু ও নশ্বরতার ছায়াপাত বিষয়ে সন্দেহও দানা বেঁধে উঠেছিলো কবিমনে।

১৮১৮-য় প্রকাশিত **'Endymion'** একটি রোমান্সধর্মী রূপককাব্য ; শেলীর **'Alastor'**-এর মতোই আদর্শ প্রেমের অন্বেষণ কীট্‌সের এ কাব্যের বিষয়। মেষপালক এণ্ডিমিওন ও চাঁদ **(Moon)**-এর গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্রেমকাহিনী অবলম্বনে কীট্‌স্‌ রচনা করেছিলেন চার হাজার লাইনের বেশী দীর্ঘ এক রূপক কাব্য। ল্যাটমস পর্বত শীর্ষে এণ্ডিমিওন ও চন্দ্রদেবীর প্রণয়োপাখ্যানের সঙ্গে কীট্‌স্‌ মিশিয়েছিলেন ভেনাস—অ্যাডোনিস, গ্লকাস—স্কাইলা এবং আলোজার কিংবদন্তী। কাব্যটির ভূমিকায় কীট্‌স নিজেই এই রচনা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন যা থেকে বোঝা যায় যে কাব্যরুচি ও গঠনের প্রশ্নে **'Endymion'** সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি ছিলো ; **Endymion'**কে তিনি বলেছিলেন **'a feverish attempt rather than a deed accomplished"** এণ্ডিমিওন ঘুমের ঘোরে দেখে ডায়ানা **(Diana)** কে। ঘুম থেকে জেগে উঠে মেষপালক তাঁর স্বপ্নে দেখা নারীর সন্ধানে ব্রতী হয়। অনেক জটিলতার পর সে সাক্ষাৎ পায় এক বিষণ্ণ মানবীর। এণ্ডিমিওন ডায়ানাকে ভুলে প্রেম নিবেদন করে মানবীকে। অবশেষে দেখা যায় ডায়ানা এবং এই মানবী এক ও অভিন্ন। আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান শেষ হয় মানবীকে পেয়ে ; এখানেও শেলীর সংগে কীট্‌সের পার্থক্য নজরে পড়ে। অ্যালাস্টর তার অবগুণ্ঠিতা নারীকে না পেয়ে হতাশ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু কীট্‌সের কাব্যে অপূর্ণতার সেই হাহাকার নেই। স্বপ্নে দেখা প্রিয়তমার সন্ধানে এণ্ডিমিওনের এই আকুলতার মধ্যেই কীট্‌স সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও ইন্দ্রিয়পরতার অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্যে ও কাহিনীর জটিলতায় এণ্ডিমিওনের প্রেমকাহিনীটি অনেকখানিই ঢাকা পড়ে গেছে কীট্‌সের কাব্যে।

'Endymion'-এর ঠিক পরেই কীট্‌স্‌ লিখেছিলেন **'Isabella, or the Pot of Basil'**, বোকাচিওর এক করুণ প্রেমকাহিনী অবলম্বনে। **'Ottava rima'** ছন্দে রচিত প্রেমোপাখ্যান **'Isabella'** এক আশ্চর্য কাহিনীকাব্য যাতে কীটসের দক্ষতার স্বাক্ষর বিশেষ লক্ষণীয়। ফ্লোরেন্সের পটভূমিকায় এক প্রণয়ীযুগলের বিষাদান্তক প্রেমের কাহিনী 'এই **'Isabella'** যাতে করুণ রসের স্পষ্ট প্রাধান্য।

স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে পদযাত্রা সেরে লণ্ডনে ফিরে ১৮১৮-র শেষাশেষি কীট্‌স্‌ হাত দিয়েছিলেন **'Hyperion'** রচনায়। **'Endymion'**-এর ভূমিকায় তিনি আরও একবার গ্রীক পুরাণের দ্বারস্থ হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন ; **'Hyperion'**

সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ। মিলটনের 'Paradise Lost' ছিলো কীট্‌সের এই মহাকাব্যের আদর্শ ও প্রেরণা। ভগবান ও শয়তানের মহাযুদ্ধ নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন মিলটন; কীট্‌স্ তাঁর মহাকাব্যের জন্য নির্বাচন করেছিলেন টাইটান (Titan) ও অলিম্পিয়ান (Olympians), এই দুই প্রজন্মের দেবগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব তথা অলিম্পিয়ানদের কাছে টাইটানদের পরাজয়ের পৌরাণিক কাহিনী। এই পরাজয়ের মধ্যে, বিশেষতঃ পূর্বতন তথা পরাজিত প্রজন্মের সূর্যদেবতা হাইপিরিয়ন (Hyperion)-এর স্থলে নব প্রজন্মের সূর্যদেব অ্যাপোলো (Apollo)-র অভিষেককে কবি দেখাতে চেয়েছিলেন উন্নততর ও সুন্দরতর রূপে তথা সত্তার জয় হিসেবে। স্থূল শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধে অধিকতর মানবিক ও শিল্পসম্মত শক্তির জয়ের এক বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়াকে প্রাচীন পুরাণ রূপকে আভাসিত করতে চেয়েছিলেন কীট্‌স্। প্রারম্ভিক অংশে তথা ছন্দ ও কাব্যশৈলীর ক্ষেত্রে 'Hyperion' কাব্যে মিলটনের প্রভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট। টাইটানদের সঙ্গে 'Paradise Lost'-এর পতিত দেবদূতদের সাদৃশ্য এবং হাইপিরিয়নের সঙ্গে শয়তান (Satan)-এর মিল নজর এড়ায় না। একই কাহিনী অবলম্বনে স্বপ্নরূপকের আকারে কীট্‌স্ লিখেছিলেন 'Hyperion'-এর সংশোধিত সংস্করণ—'The Fall of Hyperion'। এই দ্বিতীয় 'Hyperion'-ও প্রথমটির মতো অসমাপ্ত থেকে যায়।

১৮১৯-এর বসন্ত ঋতু কীট্‌সের কবিজীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর কবিপ্রতিভার সেরা সম্পদ ওডগুলি এই সময়পর্বেই রচিত হয়েছিলো। দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতার পাশাপাশি এই ওডগুলি গঠনের ভারসাম্যে, ভাব ও সংবেদনের সমন্বয়ে, ইন্দ্রিয়ঘনত্ব তথা চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের অনন্য কীর্তিরূপে স্বীকৃত। অনিত্য মানবজগতের ক্ষয় ও মৃত্যু আর শাশ্বত কল্পনালোকের অমরত্ব ও অমর্ত সৌন্দর্য—এ' দুয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এক গভীর যন্ত্রণা তথা দুঃখবোধ, প্রকৃতি ও শিল্পের নানা রূপে শান্তি, সত্য ও পূর্ণতার সন্ধান ইত্যাদি বিষয় কীট্‌সের এইসব কবিতায় বারবার আবৃত্ত হয়েছে। 'Ode to a Nightingale'-এ কবি সুধাকণ্ঠী নাইটিঙ্গেলকে দেখেছেন বৃক্ষবাসী কোনো অপ্সরারূপে যার গান কবিকে নিয়ে গেছে চূড়ান্ত আনন্দের কল্পলোকে। কল্পনার পাখায় ভর করে তিনি এই পাখির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন; অন্ধকার গন্ধবিধুর অরণ্যকুঞ্জে নাইটিঙ্গেলের গানে মুখরিত নিশিরাতে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইত্যাদি। কবিতার শেষে কীট্‌স্ ফিরে এসেছেন বাস্তব জগতে। তিরস্কার করে বিদায় দিয়েছেন মোহময়ী নাইটিঙ্গেলকে। গ্রীক স্থাপত্যকলার যুগোত্তীর্ণ নিদর্শন একটি ভস্মাধার (urn)-কে নিয়ে কীট্‌স্ লিখেছিলেন 'Ode on a Grecian Urn'। গ্রীক ভস্মাধারটি ও তার মার্বেলশরীরে উৎকীর্ণ মানবজীবন ও নিসর্গের নানান চিত্ররূপের মধ্যে সময়হীনতা তথা অনন্ত সৌন্দর্যের তাৎপর্য দেখতে পেয়েছিলেন কীট্‌স। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন এই 'urn'কে কবি সময়োত্তীর্ণ এক শাশ্বত সত্যের প্রতীক রূপে দেখেছিলেন

যা' মানবজীবনের আবেগ ও অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত এক ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন সৌন্দর্যের আধার। যার বাণী হিসেবে কীট্স্ উচ্চারণ করেছিলেন সেই অমোঘ সমীকরণ Beauty is truth, truth beauty' জীবন ও শিল্পের এক আশ্চর্য তুলনা ও ভারসাম্যে এ কবিতাটি এক অভূতপূর্ব উপলব্ধি।' অবসন্নতা তথা আলস্যের শিথিল মেজাজে কবি লিখেছিলেন Ode on Indolence যেটি এই পর্বে লেখা আলোচ্য ওডগুলির মধ্যে প্রথম। নিত্যতা ও শাশ্বতের অবিরাম দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটিও এ' কবিতায় প্রথম আভাসিত হয়েছিলো। কীট্সীয় ইন্দ্রিয়ময়তা, মধুর আলস্য ও মধুর আবেশের স্বপ্নময় ঘোর এ' কবিতায় স্পষ্ট। টেনিসনের The Lotos Eaters' এবং রবার্ট ব্রিজেস-এর Indolenee'-এর সঙ্গে এর মিল বিশেষ লক্ষণীয়। প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কাব্যের আকর্ষণ ও আহ্বানকে উপেক্ষা করে কবি এখানে অলস সুখস্বপ্নের আবেশে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। মানবমনের প্রতিরূপ গ্রীক দেবী 'সাইকি' (Psyche)-র উদ্দেশে রচিত 'Ode to Psyche' টি. এস. এলিয়টের মতে কীট্সের ওডগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কবিতায় সাইকি-কে কবি দেখেছেন অমরত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে। অনুভূতির তীব্রতায় ও চিত্রকল্প তথা শব্দবন্ধের ইন্দ্রিয়পরতায় 'Ode to Psyche' প্রকৃতই অসামান্য রচনা। আনন্দের পাশাপাশি বিষণ্ণতার অনিবার্যতা বিষয়ে কীট্সের উপলব্ধির কথা আছে 'Ode on Melancholy' কবিতায়। এই সময় কবি পড়ছিলেন রবার্ট বার্টন (Burton)-এর 'The Anatomy of Melancholy' গ্রন্থটি। আলো ও ছায়ার যেমন অনিবার্য সহাবস্থান, তেমনি আনন্দের মন্দিরেই অধিষ্ঠান বেদনার বিগ্রহের। এই দুই মেরু-অভিজ্ঞতার সহাবস্থানের উপলব্ধি কীট্সের কবিতাকে বাস্তবতার এক স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছিলো :

> 'She dwells with Beauty—Beauty that must die ;
> And Joy, whose hand is ever at his lips,
> Bidding adieu……'

এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা পরিশীলিত ও নৈর্ব্যক্তিক রচনা Ode to Autumn'। শরৎ ঋতুকে এখানে কীট্স্ দেখেছেন গ্রীষ্মের পূর্ণতা ও পরিপক্কতার সম্প্রসারণ-রূপে। শীতের শুষ্কতার বিপরীতে শারদ প্রকৃতির পরিপূর্ণতা যেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের আত্মঘোষণা। চিত্ররূপময়তা ও অচঞ্চল জীবনবোধ এই কবিতার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা ও শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা, এ' দুয়ের বৈপরীত্য কীট্সের ওডগুলির মর্মবস্তু। শারীরিক অসুস্থতা, ভ্রাতৃবিয়োগের বিরহযন্ত্রণা, ফ্যানি ব্রনের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন—এইসব দুঃখ-বেদনার মাঝেই কবি সন্ধান করছিলেন প্রকৃতি ও শিল্প জগতে সৌন্দর্য ও অবিনশ্বরতা। তাঁর একটি চিঠিতে কীট্স্ যাকে বলেছিলেন 'Negative Capability'—'when a man is capable of being

uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason'—তারই নিদর্শন এই ওডগুলি।

'Lamia' এবং **'The Eve of St. Agnes'** কীট্‌সের অপর দুটি বিশিষ্ট রচনা। বার্টনের **'Anatomy Melancholy'**-থেকে নাগকন্যা লামিয়ার গল্পটি গ্রহণ করেছিলেন কীট্‌স্। লামিয়াকে হার্মিস দিয়েছিলেন সুন্দরী নারীর রূপ, আর সেই মোহিনী রূপে লামিয়া প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করেছিলো করিন্থীয় যুবক লাইসিয়াসকে। রোমাণ্টিক কাব্য-কবিতায় নারীর এই মনোহারিণী রূপ ও প্রতারণার চিত্র বারবার দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে কীট্‌সের **'La Belle Dame Sans Merci'** নামক ব্যালাডের উল্লেখ করা যায়। মোহিনী নারীর প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে জনৈক নাইট কিভাবে গিয়ে পৌঁছেছিলো এক নারকীয় জাদু-গুহায় এবং মুখোমুখি হয়েছিলো সর্বনাশা ধ্বংসের তারই আশ্চর্য কাহিনী **'Le Belle'**-এর বিষয়। **'The Eve of St. Agnes'** অবশ্য রোমাণ্টিক প্রেমের এক চমকপ্রদ রূপকথাধর্মী কাহিনী। বর্ণনার ঐশ্বর্যে ও প্রণয়ীযুগলের প্রেমাকাঙ্ক্ষার উত্তাপে এই কবিতা মধ্যযুগীয় রোমান্সেরই গোত্রভুক্ত। রোমিও ও জুলিয়েটের মতো পরফাইরো **(Porphyro)** ও ম্যাডেলিন **(Madeline)** দুই বৈরী পরিবারভুক্ত এবং সে কারণে এক শীতের রাতে পরফাইরো গোপনে আসে ম্যাডেলিনের পিতার দুর্গ প্রাসাদে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে। ম্যাডেলিন তার প্রেমাস্পদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় একাকী পালন করে **St. Agnes**-এর ব্রত। ম্যাডেলিনের বৃদ্ধা সেবিকা অ্যাঞ্জেলা **(Angela)**কে কোনোভাবে রাজী করিয়ে পরফাইরো তার প্রেমিকার কাছে পৌঁছয়। তারপর ঝড়-বৃষ্টির রাতে সকলের অগোচরে দুর্গ ছেড়ে পালায় পরফাইরো-ম্যাডেলিন। বৈরিতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অতিক্রম করে তারা বেরিয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট জয়যাত্রায়।

সনেট রচনায় কীট্‌সের দক্ষতা ও সাফল্য সর্বজনবিদিত। তাঁর **'On First Looking into Chapman's Homer'**-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য **'When I have fears I may cease to be'** এবং **Bright Star, would I were steadfast as thou art'**। প্রথমে পেত্রার্কীয় কাঠামোয় সনেট রচনা করলেও পরে কীট্‌স্ শেকস্‌পীয়ারের গঠনেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন।

কীটসের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. **প্রকৃতিপ্রেম :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপময় ও বর্ণময় ছবি কীট্‌সের কবিতার বড় আকর্ষণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো প্রকৃতির বাহ্যরূপের গভীরে কোনো অন্তর্জীবনের সন্ধান করেননি কীট্‌স্; কিম্বা প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে কোনো দর্শনলোকের উদ্দেশে ধাবিত হতে চান নি শেলীর মতো। কীট্‌সের কাব্য-কবিতায় প্রকৃতির চিত্ররূপময় জগৎ নিবিড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় চিত্রিত। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রাচীন গ্রীকদের মতো, যাঁরা প্রকৃতির নানাবিধ রূপ ও শক্তিকে মানবীয় সৌন্দর্যের আলোকে দেখেছিলেন।

কীটসের কাব্য-কবিতায় প্রকৃতির সজীব ও রসঘন রূপ অসামান্য নিবিড় ও ইন্দ্রিয়ময় প্রত্যক্ষতায় ধরা পড়েছে। এক গভীর রূপতৃষ্ণা, কখনো বা নেশাগ্রস্ততা যা তাঁর প্রকৃতিপ্রেমকে এক তীব্র আবেগে ঋদ্ধ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

(১) …'the clouds of even and of morn / float
in voluptuous fleeces o'er the hills (Hyperion)

(২) While barred clouds bloom the soft dying day, /
And touch the stubble-plains with rosy hue'…

(Ode to Autumn)

(৩) Above his head / Four lily stalks did their
white honours wed / To make a coronal,
and round him grew / All tendrils green,
of every bloom and hue, / Together intertwin'd
and trammel'd fresh / The vine of glossy
sprout… / Another flew / In through the woven
roof, and fluttering wise / Rained violets upon
his sleeping eyes. (Endymion, Bk II)

প্রকৃতির এই জগৎ রঙ। স্পর্শ-গন্ধময় লাবণ্যের এক নিবিড় জগৎ; চিত্ররূপময়তায়, তীব্র ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষতায় এ' এক স্বতন্ত্র স্বপ্নলোক।

২. **সৌন্দর্যচেতনা:** 'A thing of beauty is a joy for ever,' লিখেছিলেন কীটস্। কাব্যসাধনার সৌন্দর্যই ছিলো কীটসের ধ্রুবতারা। শিল্পে কিম্বা প্রকৃতিতে কিম্বা প্রেমে তিনি নিরন্তর সন্ধান করেছেন সৌন্দর্যের। রূঢ় বাস্তবের দুর্দশা-পীড়নকে বিস্মৃত হতে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। আশ্রয় নিতে চেয়েছেন মধ্যযুগীয় রোমান্স-আর গ্রীক পুরাবৃত্তের জগতে। ধর্মীয় কিম্বা সামাজিক নীতিচিন্তার মাধ্যমরূপে নয়, কবিতাকে কীটস্ দেখেছিলেন সৌন্দর্যপ্রীতির প্রকাশরূপে কবিতার প্রচারমুখিতার 'palpable design' তাঁর ঘোর অপছন্দ হলো। 'I have loved the principle of beauty in all things', বলেছিলেন কীটস্। তাঁর কাব্যজগৎ ইন্দ্রিয়-ভারাতুর এক মাটি-পৃথিবীর জগৎ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক যন্ত্রণাপীড়ন ভুলতে কীটস্ শুদ্ধ ও শাশ্বত সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন পাখির গানে, শিল্পকর্মের অবিনশ্বরতায়, প্রকৃতির পরিপক্ক পূর্ণতায় রোমান্সের স্বপ্নরূপকে, পুরাণ-লোককথা-অতি প্রাকৃতের রহস্যে। তবে কেবলমাত্র শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী ও পলায়নবাদী কবি হিসেবে কীটস্‌কে চিহ্নিত করতে চাইলে তা' হবে এক অতি-সরলীকরণ। সুন্দরকে সত্য বলে তার নিরন্তর অনুসন্ধান কীটসের কবিতায় নিয়ে আসে বাস্তবতার এক ভিন্ন মাত্রা।

৩. **ইন্দ্রিয়পরতা:** সৌন্দর্যপ্রেমী এই কবি তাঁর কাব্য-কবিতায় প্রাকৃতিক তথা

মানব-সৌন্দর্যের যেসব ইন্দ্রিয়ঘন শব্দ-চিত্র উপহার দিয়েছেন তা' সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যে দুর্লভ। দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদের জগৎ যেভাবে কীট্‌সের কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তা' এককথায় অতুলনীয়। নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ

O for a beaker full of the warm South,
Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
And purple stained mouth.

[Ode to a Nightingale]

অথবা, Pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft swell and fall
And so live ever—or else swoon to death,

['Bright Star' Sonnet]

৪ **চিত্ররূপময়তা ঃ** কীট্‌সের কবিতার জগৎ এক আশ্চর্য চিত্ররূপময় জগৎ। শব্দচিত্রের এমন সুন্দর ও সজীব ভাণ্ডার রোমাণ্টিক কাব্যে বিরল। শেলীর বিমূর্ততা কীট্‌সের এইসব ছবিতে নেই। তাঁর চিত্রকল্পগুলি আবেগময়, মূর্ত ও ইন্দ্রিয়ঘন। উদাহরণস্বরূপ **'Ode to Psyche'** থেকে এই চরণদুটি উদ্ধার করা হোলো :

'Mid hush'd, cool-rooted flowers fragrant-eyed,
Blue, silver-white, and budded Tyrian...'

৫ **কাব্যশৈলীর বিশিষ্টতা ঃ** টেনিসনের কবিতা ও প্রি-র‍্যাফেলাইটদের শিল্পে কীট্‌সের কাব্যশৈলীর বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্বে লেই হান্ট ও স্পেনসার এবং উত্তরপর্বে শেকস্‌পীয়ার ও মিলটনের কাব্যের প্রভাবে এক বিস্ময়কর পরিণতি অর্জন করেছিলেন কীট্‌স্‌। গঠনসৌন্দর্যে, রূপক ও চিত্রকল্পের নিবিড়তায় শব্দবন্ধের গীতিমাধুর্যে কীট্‌স্‌ রোমাণ্টিক প্রজন্মের সর্বাপেক্ষা শিল্পবোধসম্পন্ন ও আধুনিক কবিরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।

শেলী ও কীটস ঃ রোমাণ্টিকতার দুই ভিন্ন স্বর ঃ

ফরাসী বিপ্লবের ঝোড়ো উন্দামতা ও প্লেটোনিক ভাবাদর্শের প্রেরণা শেলীর কবিতায় এক মহৎ ও বিরাট সত্যোপলব্ধি, এক আত্মিক শক্তির উদ্বোধনের স্পৃহাকে যেভাবে পরিস্ফুট করেছে কীট্‌সের কাব্যে তেমনটা নেই; কীট্‌সের কবিতার জগৎ ইন্দ্রিয়নির্ভর রূপের জগৎ, সজীব উজ্জ্বল কলানৈপুণ্যমণ্ডিত এক কামনা-বাসনা, দ্বন্দ্ব-স্বপ্ন-মাদকতায় ভরা মর্ত্যজগৎ। বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য, পরিপক্কতার নিবিড় স্পর্শ-ঘ্রাণ, অনিঃশেষ রূপপিপাসা ও ইন্দ্রিয়াবেশের মাধুর্যে কীট্‌সের কবিতায় জীবন ও প্রকৃতি শিশির-শৈবালে, পত্র-পুষ্পে, জীবন্ত শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ। অন্যপক্ষে, শেলী ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুজগতকে অতিক্রম করে অখণ্ড, অসীম, নির্বস্তুক ভাবজগতে

আদর্শ পূর্ণতার সন্ধানে বিচরণশীল। সুতীব্র আবেগ ও ইন্দ্রিয়াতীত ভাবাদর্শের আহবান তাঁকে স্কাইলার্কের মতো গগনবিহারী করে তোলে। সময়-ধৃত মানবিক বাস্তবের দুঃখ-বেদনা-অচরিতার্থতার থেকে তিনি মুক্তি খোঁজেন মহাবিশ্বে, ইন্দ্রিয়াতীত অনন্তে। স্বাধীনতা ও ক্রান্তিদর্শী আবেগী কল্পনায় তিনি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নের ছবি আঁকেন, খন্ডিত বাস্তবের ঊর্ধ্বে আদর্শ প্রেরণার জয় ঘোষণা করেন। বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতা ও প্রাপ্তি থেকে তিনি মুক্ত হতে চান সৌন্দর্য ও আনন্দের এক অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক ভাবজগতে। এমনকি প্রেমের সার্থকতাও শেলী-সন্ধান করেন সুদূর ও স্বর্গীয় এক উজ্জ্বলতার স্বাতিক্রান্ত বলয়ে। শেলীর কবিতা মূলতঃ সামাজিক-রাজনৈতিক বৌদ্ধিক উত্তরণের এক মুখর অভীপ্সা। তিনি আদর্শবাদী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, প্রচারমুখী, অতিন্দ্রিয় ভাবসত্যের অন্বেষক। প্রেমে ও বিপ্লবে তিনি অনন্ত-প্রত্যাশী, বৃহত্তর সম্ভাব প্রসারে উন্মুখ। সে কারণে ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতার তাড়নায় কখনো কখনো তিনি স্বস্তি পান যেন আত্মনিগ্রহে, আত্ম-করুণায়। কীট্‌সে দর্শনভাবনা তথা মতাদর্শের প্রচার নেই, অতীন্দ্রিয় সত্যের পিছু ধাওয়া করে সংশয় ও ব্যর্থতার গ্লানি নেই, অপূর্ণতার তীব্র বিষাদ নেই। কীট্‌সে জীবনের আনন্দ বেদনার সহাবস্থান আছে; মানবিক দ্বন্দ্ব স্পন্দমান অস্তিত্বের টানা পোড়েন, নিবিড় রূপমগ্নতা আছে।

ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিসম্প্রদায় ও রবীন্দ্রনাথ ঃ

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রন, শেলী, কীট্‌সের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ও আত্মীয়তার নানা সূত্র ও প্রসঙ্গ নিয়ে সমালোচক ও গবেষকদের আগ্রহের অন্ত নেই। এ বিষয়ে কোনো বিশদ আলোচনায় না গিয়ে আমরা সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের ভাবনা তথা প্রকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্র পূর্ব উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্যে গীতিময়তা ও ভাবালুতার উচ্ছ্বাস ছিলো হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ, বিহারীলাল প্রমুখের রচনায়। কিন্তু সূক্ষতার অভাবে রোমাণ্টিকতার সে প্রকাশ ছিলো স্থূল ও শিথিল। বিশেষ করে বায়রনের কাব্যের মাদকতা এই পর্বে কবিমানসকে উচ্ছ্বসিত করেছিলো। এই উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনার পরিবর্তে শেলী-কীট্‌স-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'প্রশান্ত বিষাদ' ও 'প্রশান্ত ভাবনা'র গুরুত্ব ও বরণীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'still sad music of humanity' কিম্বা শেলীর 'জ্যোৎস্নার মতো অতি অশরীরী কল্পনা' কিম্বা কীট্‌সের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা ও অনুরাগ তাই বিশেষ মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে।

রোমাণ্টিক কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আধ্যাত্মিকতা তথা প্রকৃতি চেতনা এবং কীট্‌সের ইন্দ্রিয়ঘনত্ব রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করলেও, কবি স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন শেলীর অনুবর্তী। শেলীর মতোই কবি রবীন্দ্রনাথ গতিশীল, বিচরণ

করেছেন বস্তুজগতের সীমার বাইরে এক অনন্ত ও নির্বস্তুক ভাব-জগতে ; এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন আপামর জগৎ চরাচরকে। প্রকৃতপক্ষে বাইশ-তেইশ বছর বয়সে যে কেউ কেউ তাঁকে 'বাংলার শেলী' শিরোপা দিয়েছিলেন 'জীবনস্মৃতি'-তে সে কথা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন সকৌতুকে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত' এবং 'ছবি ও গান'-এর সময়েই এই শিরোপা পেয়েছিলেন তিনি।

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়েই অন্যান্য ইংরেজ ও ফরাসী কবিদের সঙ্গে শেলীর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এরও অনেক আগে ১৮৭৮-এ প্রথমবার ইংলণ্ড যাত্রার সূত্রে শেলীর কাব্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসুক ছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। শেলীর কবিমানসিকতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য লক্ষণ যে আত্মরতি, রোমান্টিক আত্মমগ্নতার সেই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা গেলো প্রথম 'কবিকাহিনী' আখ্যায়িকায়। 'Alastor'-এ সমালোচক হার্ডিং যে 'আত্ম-সম্পৃক্ত মোহাবেশ' তথা 'beautifully worn out' অবস্থার কথা বলেছিলেন, 'কবিকাহিনী'র নায়কের মধ্যে সেই আত্মলীন অবস্থার দেখা পাওয়া গেলো :

জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির।
সঙ্গীত কেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা,
ক্রমশঃ মিলায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।

শেলীর কাব্যের প্রেমিক-নায়ক অ্যালাস্টরের মতোই রবীন্দ্রনাথের কবি নলিনীর ভালোবাসার অতৃপ্তিতে দেশ পর্যটন এবং শেষে হতাশচিত্তে মৃত্যুবরণ। এই কাব্যেই বৃদ্ধ-কবির বিশ্বপ্রেমের মধ্যে শেলীর অন্য রচনা 'The Revolt of Islam'-এর ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় :

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত।
যথা সে হিমাদ্রি হতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্বর।
উচ্ছ্বসিত কবি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়।

যে আত্মপীড়ন সাধারণভাবে রোমান্টিকদের ও বিশেষভাবে শেলীর কাব্যলক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে, তাকে অতিক্রম করে শেলী ক্রমে আত্মচেতনার আদর্শায়িত রূপের সন্ধান করেছেন প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের মধ্যে। আত্মপীড়ন থেকে বিশ্বচেতনায় মহা

মুক্তির এই প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রকাব্যেও স্পষ্ট। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র প্রথম কবিতায় আত্মপীড়নের যে ব্যাধিঘোরের কথা বলেছিলেন, 'আপন জগতে আপনি আছিস / একটি রোগের মতো', 'প্রভাত উৎসব', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতিতে সে জড়তা কেটে গেলো আলোর উন্মেষ ও আনন্দের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে। শেলীর গতিময়তা ও চলমান সৌন্দর্যদীপ্তি 'প্রভাত সঙ্গীতে'র মর্মে। 'ছবি ও গান'-এর জগৎ ইন্দ্রিয়ময়তার ও আধ্যাত্মিক চেতনার জগৎ হলেও তার 'আর্তস্বর', 'বাহুর প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় শেলীর প্রতিচ্ছবি অলক্ষ্য নয়।

'মানসী' কাব্যে কবির বিরহবেদনার অন্তর্লোক থেকে বেরিয়ে এলো 'মূর্তিমতী মর্মের কামনা' মানসী-প্রতিমা, দূরবর্তী সৌন্দর্যের বিষাদ প্রতিমা। এই বিষাদিনী রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যের এক প্রতীক-চরিত্র। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং 'ছবি ও গানে' যে মোহময়ীকে দেখা গিয়েছিলো 'মানসী'র বিষাদিনী তেমন নয়। 'মানসী'তে শুধু শেলী নন, কীটস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রমুখ ইংরেজ কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথাগত ধর্মকে আঘাত হানার প্রবণতা শেলীর কাব্যে জোরালো। তাঁর **'Peter Bell the Third'**-এর মতো রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা' এবং 'পরিত্যক্ত' কবিতা দুটি। 'সোনার তরী' কাব্যে অনির্দিষ্ট সৌন্দর্যলোকের পথে কবির নিরুদ্দেশ যাত্রার যে চালিকা-শক্তি তার উৎসরূপে শেলীর **'Hymn to Intellectual Beauty'**-র কথা ভাবা যেতে পারে। এই অদৃশ্য শক্তি শেলীর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন নামে প্রতিভাত হয়েছে প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের আত্মারূপে। রবীন্দ্রকাব্যে সেই শক্তি 'জীবনদেবতা' ও 'অন্তর্যামী' নামে কবির জীবনতরণীকে চালিত করেছে ভিতর ও বাইরে থেকে। **'Hymn to Intellectual Beauty'** তে শেলী যাকে বলেছিলেন **'the awful shadow of some unseen Power'**, 'চিত্রা' কাব্যে সেই অদৃশ্য শক্তির রহস্য আরো স্পষ্ট হয়েছে।

শেলীর সর্বব্যাপী বিশ্বপ্রেমের সমগোত্রীয় রাবীন্দ্রিক বিশ্বপ্রেম, ঈশ্বর-চেতনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক সত্যোপলব্ধি। প্লেটোর ভাবশিষ্য শেলী এবং ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তার এটি অন্যতম ভিত্তিভূমি। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় সমসাময়িক মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে শেলী যেভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের ছিলো তেমনি উদ্দীপক ভূমিকা। সেদিক থেকে দেখলেও শেলী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাদৃশ্য নজরে আসে।

পশ্চিমা বাতাসের ধ্বংস ও নবসৃষ্টি বিষয়ক শেলীর বিখ্যাত কবিতা **'Ode to the West Wind'**-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটির ভাববস্তুর লক্ষণীয় মিল রয়েছে। প্রকৃতির উদ্দাম শক্তির মধ্যে জীবন-মৃত্যুর আবর্তন-চক্রের ব্যঞ্জনা দুটি কবিতায় মূর্ত। শেলী যেমন পশ্চিমা বাতাসের কাছে তার ধ্বনিযন্ত্র হবার প্রার্থনা ব্যক্ত করেছেন—**'Make me thy lyre'**, রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে বলেছেন, 'আমারে

করো তোমার বীণা'। অনন্তের অভিযাত্রী কবি শেলীর কাব্য-কবিতায় বারবার আবৃত্ত হয়েছে নদী ও নৌকার প্রতীক; 'গীতাঞ্জলি' এবং ঐ পর্বের কাব্যগুলিতেও নদী-নৌকা খেয়াপার ইত্যাদি প্রতীক ও প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে 'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি' কিম্বা 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার' ইত্যাদি পংক্তি।

যে অমরত্ব তথা অনন্ত জীবনের কথা শেলীর **'Adonais'**-এ আছে, 'বলাকা'র বেশ কয়েকটি কবিতার মূলে সেই একই ভাবদর্শন। এ ছাড়া জীর্ণতারূপী শীতের বিরুদ্ধে যৌবনরূপী বসন্তের যে অভিযান তাতেও শেলীর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন রোমের সুরম্য শিল্পসৌন্দর্য যেমন শেলীর চোখে ম্লান হয়েছিলো এক অনন্ত দিব্যলোকের কাছে, ভারত-ঈশ্বর শাজাহানের তাজমহল তেমনই রবীন্দ্রনাথের চোখে তুচ্ছ হয়ে গেছে বিচিত্র জীবনপ্রবাহে।

অদ্বৈতবাদী কবি শেলী তাঁর কাব্য-কবিতায় বারবার এক আবরণ তথা 'V .il'-এর কথা বলেছিলেন, যে আবরণ উন্মোচিত হলে অনন্ত জ্যোতির্ময়ের সাক্ষাৎ মিলবে। উপনিষদিক দর্শন ও প্রজ্ঞায় জারিত কবি রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ এক অমর্ত, হিরন্ময় সত্তার উদ্ভাসের কথা বলেছেন 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'শেষ লেখা'র অনেকগুলি কবিতায়। শেলীর **'White radiance of Eternity'**-র সমর্থন মিলবে এইসব পংক্তিতে:

> 'যে রশ্মি অন্তরে আসে / সে দেয় জানায়ে—
> এই ঘন আবরণ উঠে গেলে / অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
> দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি······
> সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি / চৈতন্য-সাগর-তীর্থ পথে'।

কীট্‌সের সৌন্দর্যপিপাসা ও ইন্দ্রিয়ময়তার স্বপ্নজগৎ প্রভাব ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গান' কাব্যে। দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শসুখের মাদকতাময় কীট্‌সীয় নেশাচ্ছন্নতার নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এইসব চরণে:

> 'বিভোর হৃদয় বুঝিতে পারিলে / কে গায়, কিসের গান
> অজানা ফুলের সুরভি মাখানো / স্বরসুধা কার পান।'

কিম্বা অন্যত্র, যেখানে কীট্‌সের 'Ode to a Nightingale'-এ মধুকণ্ঠী পাখির স্তুতি ও তাকে অনুসরণ করে নৈশ অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার অনুরূপ স্বরবিহ্বলতার প্রসঙ্গ আছে:

> 'যাই যাই ডুবে যাই— / আরো আরো ডুবে যাই,
> বিহ্বল বিবশ অচেতন। / কোন্‌খানে কোন্ দূরে,
> নিশীথের কোন্ মাঝে, / কোথা হয়ে যাই নিমগন।······
> অনন্ত রজনী শুধু / ডুবে যাই নিবে যাই / মরে যাই অসীম মধুরে
> বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে/মিশায়ে মিলায়ে যাই/অনন্তের সুদূরে সুদূরে'

কীট্‌সের 'তন্দ্রাচ্ছন্ন অসাড়তা' (drowsy numbness), বিস্মরণ ও মৃত্যুমোহের অনুরূপ এই বিভোর বিবশ অবস্থা।

আকাশ ও মেঘ, ফুল ও পাখিদের নিয়ে প্রকৃতির যে বর্ণময় জগৎ কীট্‌সের নিবিড় ও চিত্ররূপময় চিত্রকল্প তা অপূর্ব লাবণ্যময়। 'Hyperion', 'Endymion', এবং ওডগুলির অসংখ্য চিত্রকল্প তথা কাব্যপরিবেশের প্রভাব 'ছবি ও গানে' নজরে পড়ে। 'কড়ি ও কোমলে' কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়মাতার স্বাক্ষর আরও পরিণত ও স্পষ্ট। দৃষ্টি ও স্পর্শসুখের এক ইন্দ্রিয়ভারাতুর জগৎ 'কড়ি ও কোমলের' জগৎ। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রূপময়তা ও কীট্‌সীয় কলাসর্বস্বতার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যে বিশেষ লক্ষণীয়। কীট্‌সের প্রিয় ফুল গোলাপ, মধ্যরাতের আকাশে বিস্তৃত সিন্‌থিয়ার দৃষ্টি, 'Bright Star' সনেটে বর্ণিত কবিপ্রিয়ার বক্ষসৌন্দর্য (P... w's upon my fair love's ripening breast) ইত্যাদি 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যে নিবিড় ইন্দ্রিয়াবেশের সঞ্চার করেছিলো। 'যৌবন-স্বপ্ন', 'উর্বশী,' ...ন' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি কীট্‌স্‌ ও রবীন্দ্রনাথের ই কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন: 'আমি যত ইংরাজ কবি জানি সবচেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশী করে অনুভব করি। ...কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে।...কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে।'

কীট্‌সের অবিচল সৌন্দর্য-তৃষ্ণা 'সোনার তরী' ও 'চিত্রায়' অভিব্যক্ত হলেও ...তালি' কাব্যে সে আকাঙ্ক্ষা এক শান্ত মাধুর্যে পরিণত। কীট্‌সের কাব্যে পরি-...তা (mellow fruitfulness) তথা পূর্ণতার চিত্রকল্প ও প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। বিশেষভাবে স্মরণ করা যায় 'Ode to Autumn'-এর পরিপক্ক ও অবনতপ্রায় আঙুর ...ম ইত্যাদি ফলের স্থিরচিত্র:

> ...Conspiring with him how to load and bless
> With fruit the vines that round the thatch-eves run
> To bend with apples the moss'd cottage-trees,
> And fill all fruit with ripeness to the core
> To swell the gourd and plump the hazel shells
> With a sweet kernel......

রসালো অবনত ফলভারের এই ইন্দ্রিয়নিবিড় প্রাচুর্য আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় ...লি'র 'উৎসর্গ' শীর্ষক কবিতার এই পংক্তিগুলি:

'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে / গুচ্ছে গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে / মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে / নুয়ে বুঝি নামিবে ভূতল।
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে / থরে থরে ফলিয়াছে ফল।'

দৃশ্য, স্বাদ, শব্দ, ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় মধুর কীট্‌সীয় জগতের প্রভাব আরো লক্ষ্য করা যায় 'মধ্যাহ্ন', 'গান', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতায়।

যে ইন্দ্রিয়াকুল বিলাসিতা কীট্‌সের কাব্যজগতের প্রধান লক্ষণ, 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'তে তা' ফুটে উঠেছিলো। তাঁর 'Ode on Indolence এ কীট্‌স্ যে 'honied indolence'-এর স্বপ্নাবেশের অবস্থার কথা বলেছিলেন কিম্বা ঐ একই কবিতায় বসুপৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে স্থায়িত্বের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, 'মানসী'র প্রেম ও সৌন্দর্যের কবিতামালায় তার প্রকাশ ঘটেছিলো। এই মধুর আলস্য কেটে 'সোনার তরী'তে একদিকে ইন্দ্রিয়চেতনা, অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণভাবনার উল্লাস লক্ষ্য করা গেলো। 'চিত্রা'য় কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়-পরিবেশ ও বাসনার জগতটি হোলো পরিস্ফুট। 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত 'বর্ষামঙ্গল,' 'পসারিনী,' 'ভ্রষ্টলগ্ন,' 'বসন্ত' ইত্যাদি কবিতায় কীট্‌সীয় মোহঘোর তথা ইন্দ্রিয়পরতার প্রভাব লক্ষণীয়। কীট্‌সের The Eve of St Agnes'-এ বর্ণিত ম্যাডেলিনের সুরম প্রাসাদ এবং রূপসী ম্যাডেলিনের সৌন্দর্যের প্রতিফলন নজরে পড়ে এই কাব্যেরই 'স্বপ্ন' কবিতায়; মালবিকার রূপের নিম্নরূপ বর্ণনার সঙ্গে ম্যাডেলিনের কীট্‌স্-কৃত সৌন্দর্যচিত্রণের সাদৃশ্য স্পষ্ট:

'অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস / ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত-বসন-অন্তরে / চন্দ্রলেখা পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়…।'

Full on this casement shone the wintry moon,
And threw warm gules on Madeline's fair breast
As down she knelt for heaven's grace and boon;
Rose-bloom fell on her hands, together prest,
And on her silver cross soft amethys,
And on her hair a glory, like a saint:
She seemed a splendid angel, newly drest .

অকালপ্রয়াত কবি কীট্‌সের তুলনায় দীর্ঘতর কবিজীবন-রবীন্দ্রনাথের। অভিজ্ঞত ও ভাবনার বৈচিত্র্যে ও সম্পদে সমৃদ্ধ। ইন্দ্রিয়চেতনা তথা সৌন্দর্যপিপাসাকে অতিক্রম করে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি তথা জীবন-মৃত্যুর রহস্যজিজ্ঞাসার গভীে

প্রবেশ করেছেন। বর্ণময়তা, কল্পনানৈপুণ্য ইত্যাদি ছাড়িয়ে জীবন-সত্যের এক ব্যাপকতর পরিধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁর কাব্য-কবিতা।

যে প্রকৃতিপ্রীতির জন্য কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ইংরাজী কাব্যের ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয়, সেই প্রকৃতিপরায়ণতাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কথাসাহিত্য তথা সমগ্র কার্যক্রমকেই এক সমগ্রতা দিয়েছে। তাঁর পত্রাবলীর অসংখ্য পংক্তিতে, তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে, তাঁর অজস্র কবিতা ও গানে এবং সর্বোপরি শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনাদর্শে মানুষ ও প্রকৃতির সংযোগের যে তাৎপর্য ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায় তা এক কথায় অসামান্য। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর 'একাকিনী' ও 'পাগল' কবিতায় 'The Solitary Reaper'-এর ছায়া দেখতে পেয়েছেন। 'ঘুম' শীর্ষক কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরই 'To Sleep'-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতোই প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মানবজীবনের ঐক্যসূত্রটির কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতায় গানে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'পোস্টমাস্টার', 'বলাই', 'আপদ', 'মেঘ ও রৌদ্র প্রভৃতি গল্প কিম্বা 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'র মতো গান।

কোলরিজের অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা রবীন্দ্রকাব্যে তেমন মুখ্য বা আধিপত্যকারী ভূমিকায় দেখা না গেলেও তাঁর কোনো কোনো ছোটোগল্পে বা অন্যত্র গদ্য-রচনায় আধিভৌতিক শিহরণের রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। নাম করা যায় 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি রচনার।

ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট

রোমান্টিক ভাবকল্পনার এক অভিনব নিদর্শন ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার আবির্ভাব লগ্ন হিসেবে উনিশ শতকের প্রারম্ভিক সময়পর্বকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক জর্জ লুকাচ (Lukacs)। অবশ্যই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ঐতিহাসিক বিষয় বা উপাদান অবলম্বনে উপন্যাস রচনার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিলো; কিন্তু সেইসব রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সাজপোশাকের আড়ম্বর ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছিলো। একটি যুগের সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র, বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের ও ঘটনার নিরপেক্ষ ও শিল্পসম্মত উপস্থাপনা এবং সর্বোপরি এক অবিকৃত, বাস্তবসম্মত পটভূমি উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা রোমান্সে পাওয়া যায় নি। এমনকি হোরেস ওয়ালপোল (Walpole) রচিত এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে অভিহিত The Castle of Otranto সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

স্যার ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) ইংরাজী ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনকরূপে সর্বজনস্বীকৃত। ওয়ালপোল প্রমুখের রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে স্থূল ও বাহ্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিলো, কিন্তু স্কট তাঁর কল্পনা ও শিল্পবোধের সমগ্রতায় দূরবর্তী এবং নাতিদূর অতীতের যে

প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পুনর্নির্মাণ উপহার দিলেন পাঠকদের তা ছিলো এক কথায় অভূতপূর্ব। অতীতের মনোহর স্বপ্ন, ঐতিহাসিক দুর্গে ও প্রাসাদে শৌর্য-ঐশ্বর্যের স্মৃতি, ঘটনার ঘনঘটা তথা চরিত্রের চলমানতা নিয়ে এক পুনর্জীবিত ঐতিহাসিক চলচ্ছবি স্কটের পূর্ববর্তী কোনো রচনায় পাওয়া যায়নি। (সমকালীন বা ঈষৎ পূর্ববর্তী উপন্যাসকারেরা যখন মোটের ওপর বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর, সামাজিক জীবনের বিস্তারিত পর্যালোচনায় নিযুক্ত রেখেছিলেন নিজেদের তখন স্কট ডুব দিয়েছিলেন অতীত ইতিহাসের বিচিত্র ও দুঃসাহসিক গভীরতায়। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড তথা মহাদেশীয় অতীত-ইতিহাসের রোমাঞ্চকর অভিযান, মধ্যযুগীয় দুর্গ-প্রাসাদ-গীর্জা-সমাধিক্ষেত্র তথা গিরি-প্রান্তর-পরিখার বিচিত্র চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তথ্যের প্রামাণিকতা নিয়ে কিছু কিছু সংশয় থাকলেও অতীত ইতিহাসের বীর্যবত্তার যে স্পন্দিত উল্লাস স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে অনুভূত হয় তার তুলনা হয় না।)

সাহিত্যজগতে স্কট প্রবেশ করেছিলেন কবিরূপে। বাল্যাবস্থা থেকেই ওয়ালটারের ছিলো অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আর ছিলো দুরন্ত আগ্রহ রূপকথা, প্রাচীন লোকগাথা ও রোমান্সধর্মী আখ্যায়িকাগুলিতে। কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ রোমান্স ও গাথাকবিতার অনুবাদক ও রচয়িতার ভূমিকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে টমাস পার্সি (Percy)-র Reliques of Ancient English Poetry' বালক ওয়ালটারকে যেভাবে পেয়ে বসেছিলো তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া পরিণত বয়সেও অসম্ভব ছিলো। সাহিত্যচর্চার একেবারে প্রাথমিক পর্বে 'The Minstrelsy of the Scottish Border' (1802-1803) এবং 'The Lay of Last Minstrel' (1805) ও 'Marmion' (1808)-এ স্কট ইতিহাসের কাঠামোয় রোমাণ্টিক গাথা পরিবেশনে যে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সেই প্রভাবের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এরও পরে স্কট লেখেন The Lady of the Lake' (1810), 'The Bridal of Triermaid' (1813) 'The Lord of the Isles' (1814)-এর মতো দীর্ঘ কবিতা।

ইতিহাস ও লোকগাথার জগতে মগ্ন এই কবি স্কটই নিজের অজান্তে গড়ে তুলেছিলেন ঔপন্যাসিক স্কটকে। 'Border Minstrelsy'-র সংগ্রাহক এই কল্পনাপ্রবণ কবিমন ছিলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা স্কটের প্রধান প্রেরণা। ১৮১৪ নাগাদ স্কট কাব্যরচনা ছেড়ে উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলে আসেন, আর এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিলো কবি বায়রনের 'Childe Harold's Pilgrimage' (1810) এর অভাবনীয় সাফল্য যা স্কটের গাথা কাব্য ও রোমান্সের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে খর্ব করেছিলো। তাছাড়া উপন্যাসের কাঠামো ও শৈলীর মধ্যেই স্কট তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন ও কল্পনার যথার্থ প্রকাশের সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন।

স্কটের প্রথম উপন্যাস Waverley (1814) বিশাল ও বিশদ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এক চমকপ্রদ ও গতিময় কাহিনী। যুবক এডওয়ার্ড ওয়েভারলির একদল জ্যাকোবাইটের সংস্পর্শে আসা এবং স্কটল্যাণ্ডে সামরিক দায়িত্বে বৃত

অবস্থায় তার প্রেম, বীরত্বের এক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান Waverley. 'ওয়েভারলি' শীর্ষক একগুচ্ছ উপন্যাসের প্রথম রচনা এটি। এর পরই অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হতে থাকে 'Guy Mannering' (1815), 'The Antiquary' (1816), 'The Black Dwarf (1816), "Old Mortalty' (1816), 'Rob Roy' (1818), The Heart of Midlothian' (1818), The Bride of Lammer-moor' (1819) এবং 'A Legend of Montrose' (1819), স্কটল্যাণ্ডের দৃশ্যপটে রচিত হলেও সবগুলি রচনা গুণমানের বিচারে সমান নয় এবং সবগুলি স্কটল্যাণ্ডের অতীত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নয়। ১৭৪৫-এর জ্যাকোবাইট (Jacobite) উত্থান এই উপন্যাস গুচ্ছের সাধারণ বিষয়। ঐতিহাসিক তথ্য বা সত্যের প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও স্কটের 'ওয়েভারলি' উপন্যাসগুলি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবে স্কটের সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মাইলফলক এই 'ওয়েভারলি' উপন্যাসগুচ্ছ। সমালোচক প্যাট্রিক ক্রাটওয়েলের ভাষায়—'Those Novels gave something genuinely new : no earlier work had vitalized history in quite their way or with their effectivness.'

আগেই বলেছি 'ওয়েভারলি' উপন্যাসগুলির গুণমানের তারতম্য ছিলো। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে 'দ্য হার্ট অব্ মিডলোথিয়ান'-এর নাম করা হয়ে থাকে। রোমান্সধর্মী এই ট্র্যাজিক উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ জিনি ডিন্সের চরিত্রে স্কট জাতীয় চরিত্রের মহৎ গুণগুলিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। 'গাই ম্যানারিং' এবং 'রব রয়'-ও পাঠকমহলে পরিচিত। 'গাই ম্যানারিং'-এর নাম-চরিত্র এডওয়ার্ড ওয়েভারলির মতো জনৈক ইংরেজ সমর-নায়ক যে স্কটল্যাণ্ডে এসে তার আকর্ষণে বাঁধা পড়ে। কাহিনীর মূল চরিত্র অবশ্য হ্যারি বার্ট্রাম যে ম্যানারিং-এর প্রিয় পাত্র ও তার কন্যা জুলিয়ার প্রণয়ী। এক ভুল বোঝাবুঝি থেকে ম্যানারিং ও হ্যারির বৈরিতা ও বিচ্ছেদ এবং তারপর নানা ঘটনা ও চক্রান্তের জাল কেটে হ্যারি ও ম্যানারিং-এর পুনর্মিলিত হওয়া, হ্যারি-জুলিয়ার বিবাহে কাহিনীর সুখকর পরিণতি। 'রব রয়' অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা ; এক অর্থে 'ওয়েভারলি'র পুনর্লিখন। রব রয় এ' উপন্যাসে একদিকে এক কঠোর হৃদয় জ্যাকোবাইট রাজদ্রোহী, অন্যদিকে পীড়িত মানুষদের সমব্যথী। লোভী ও চতুর র‍্যাশলে কর্তৃক ফ্রানসিস ও ডায়নার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও রব রয়ের হাতে র‍্যাশলের মৃত্যু এ' উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের চরম বিন্দু। এর পাশাপাশি আবার ছিলো 'দি ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ'-এর মতো দুর্বল উপন্যাস। এই পর্বের কতকগুলি রচনা 'Tales of My Landlord' শিরোনামে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিলো। 'Tales of My Landlord' শিরোনামের তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম রচনা 'The Bride of Lammernoor' সম্পর্কে কিছু কথা বলা অসঙ্গত হবে না। প্রেম ও হিংসার এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে ডনিজেত্তি প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর অপেরা 'Lucia di

Lammernoor' (1835). র‍্যাভেন্‌স্‌উড প্রণয়াসক্ত হন লুসি অ্যাশটন-এর প্রতি ; কিন্তু প্রণয়ীযুগলের মিলনের পথে অন্তরায় তাদের দুই পরিবারের বংশানুক্রমিক শত্রুতা। লুসি'র মা' লুসিকে অন্যত্র পাত্রস্থ করেন লুসিকে ভুল বুঝিয়ে যে র‍্যাভেন্‌স্‌উড প্রেমে অনুগত নয়। অতঃপর র‍্যাভেনস্‌উড প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আসে। লুসি হারায় মানসিক ভারসাম্য। সে খুন করে তার স্বামীকে। র‍্যাভেন্‌স্‌উড ঘোড়া ছুটিয়ে যায় লুসির ভাই ও স্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে। চোরাবালি গ্রাস করে উদ্বেলচিত্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ ট্র্যাজিক নায়কের লক্ষণমণ্ডিত র‍্যাভেন্‌স্‌উডকে।

১৮১৯-এ প্রকাশিত 'Ivanhoe' ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেছিলো। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ছেড়ে এই উপন্যাসে স্কট দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে। 'আইভানহো'-র ঘটনাস্থল ইংলণ্ড ; সময়কাল সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের রাজত্ব, ইউরোপীয় ধর্মযুদ্ধের (Crusade) যুগ। 'আইভান হো'-র বীরত্বের পাশাপাশি এই উপন্যাসের ত্রিমুখী প্রণয়-সম্পর্কের জটিলতা (আইভানহো, রেবেকা ও রাওএনা-র প্রণয়-ত্রিভুজ) পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এছাড়া এই উপন্যাসের গঠনকৌশল ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। মধ্যযুগের ইতিহাস, তৎসহ অতিকথা ও রোমান্সের সার্থক মিশ্রণে এক সজীব ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্কট। যদিও দ্বাদশ শতকে স্যাক্সন-নরম্যান সংঘাতের বিবরণ "anachronism দোষে দুষ্ট, প্রেম ও বীর্যবত্তার এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা তাতে একটুও ক্ষুন্ন হয়নি। এই উপন্যাসের আর এক আকর্ষণ রবিন হুড ও তার সঙ্গীরা। 'The Monastery' (1820) এবং তার শেষভাগ 'The Abbot' (1820)—এই দুটি উপ্যাসে স্কট ফিরে এলেন স্কট-ল্যাণ্ডের ইতিহাস বৃত্তান্তে। 'দি মনাস্টারি' রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়কার একটি মঠের পটভূমিতে রচিত প্রেম, বীরত্ব ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাহিনী ; আর 'দ্য অ্যাবট' -এর প্রধান আকর্ষণ স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরীর চরিত্র ; মেরীর বন্দিত্বই এই উপন্যাসের বিষয়। 'কেনিলওয়ার্থ' (Kenilworth, 18 1) উপন্যাসে ইংলণ্ডের ইতিহাসের অন্যতম মর্মস্পর্শী কাহিনী—স্যার জন রবসার্টের সুন্দরী কন্যা অ্যামি'র দুর্ভাগ্যের তথা করুণ পরিণতির কাহিনী -- পরিবেশন করলেন স্কট। এই উপন্যাসে রানী এলিজাবেথের কোর্টের খণ্ডচিত্রগুলি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সহজেই। ১৫৬০-এ রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিলো অ্যামি'র। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের প্রেক্ষাপটে লিখিত এই উপন্যাসে সেই ট্র্যাজিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গই স্কটের বিষয়।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একের পর এক উপন্যাস লিখেছিলেন স্কট। কালানুক্রমিক-ভাবে নাম করা যায় 'দি পাইরেট' (The Pirate, 1822), 'দি ফরচুন্‌স্‌ অব নাইজেল' (The Fortunes of Nigel, 1822), 'পেভেরিল অব দি পীক' (Peveril of the Peak, 1823), 'কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ড' (Quentin Durward,

1823), সেণ্ট রোনান্স ওয়েল' (St. Ronan's Well, 1824), 'রেডগণ্টলেট' (Redgauntle', 1824), 'দি বিট্রোদড্' (The Betrothed, 1225) এবং 'দি ট্যালিসম্যান' (The Talisman, 1825)। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে এক ঘোর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো স্কটকে যার দায়ভার তাঁকে আমৃত্যু বহন করতে হয়েছিলো বলা যায়। জেমস্ ব্যালানটাইন নামক জনৈক মুদ্রণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায় গিয়ে স্কটকে বিপুল ঋণের বোঝা নিতে হোলো অবশেষে। তবু তার সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষ করেও স্কট পর পর লিখলেন—'উডস্টক' (Woodstock, 1826) 'দি ফেয়ার মেইড অব পার্থ' (The Fair Maid of Perth, 1828), 'অ্যান অব গীয়ারস্টেইন' (Anne of Geierstein, 1829), 'কাউণ্ট রবার্ট অব প্যারিস' (Count Robert of Paris, 1832) এবং 'কাস্‌ল্ ডেঞ্জারাস' (Castle Dangerous, 1832)। মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য স্কটের জীবনাবসান হয় ১৮২২-এর সেপ্টেম্বর মাসে।

১৮২১-এর গ্রীষ্মে হিব্রাইড্‌স্ ভ্রমণকালে স্কট যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন 'দি পাইরেট' উপন্যাসের ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বন্ধুর দৃশ্যপটে তার পুনর্নির্মাণ লক্ষ্য করার মতো। দূরবর্তী জেটল্যাণ্ড (Zetland) ও সমুদ্রের পটভূমিতে প্রেম, বৈরিতা ও দ্বন্দ্বের এক মিলনাত্মক উপন্যাস 'দি পাইরেট'। 'দি ফরচুন্‌স্ অব নাইজেল' ভাগ্যতাড়িত যুবক নাইজেল ওলিফণ্টের ভাগ্যান্বেষণের কাহিনী। চরিত্র-চিত্রণে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন স্কট এই উপন্যাসে। বিশেষ করে প্রথম জেমস্ (James I)-এর চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্রায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ (Charles II)-এর আমলের এক ধর্মীয় সংঘাত নিয়ে স্কট লিখেছিলেন 'পেভেরিল অব দি পীক'। ডার্বিশায়ার-নিবাসী রাজতন্ত্রী স্যার জেওফ্রি পেভেরিল ও তার প্রতিবেশী পিউরিট্যান মেজর ব্রিজনর্থের ঝগড়া এই উপন্যাসের কাহিনী, আর সেই কাহিনীর পশ্চাদপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ১৬৭৮-এর সেই ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যা ইংলণ্ডের ইতিহাসে 'Popish Plot' নামে চিহ্নিত। দ্বিতীয় চার্লস, লর্ড বাকিংহাম, টাইটাস ওটিস্ প্রভৃতি স্মরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্র এ উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ। 'কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ড'-এর প্রধান চরিত্র ফরাসী রাজ একাদশ লুই (Louis XI) ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্গাণ্ডির ডিউক চার্লস দি বোল্ড (Charles the Bold)। রাজার জনৈক প্রহরী কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ডের বীরত্ব প্রেমকাহিনী এই উপন্যাসের নামকরণের পেছনে রয়েছে। 'সেণ্ট রোনান্স্ ওয়েল' উপন্যাসে প্রাচীন ইতিহাস ছেড়ে স্কট ফিরে এসেছিলেন সমকালীন স্কটল্যাণ্ডে। খনিজ জলের একটি প্রস্রবণ-কেন্দ্র এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। অলস ফ্যাশনদুরস্ত সমাজ জীবনের এক ব্যঙ্গাত্মক ছবি তুলে ধরেছেন স্কট এই উপন্যাসে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্কটের প্রত্যাবর্তন 'রেড গণ্টলেটে'। ১৭৪৫-এর বিদ্রোহের পর যুবরাজ চার্লস এডওয়ার্ডের প্রত্যাবর্তন এবং করুণ ব্যর্থতা স্কটের উপন্যাসের বিষয়। জনৈক উগ্র জ্যাকোবাইট রেডগণ্টলেটের কার্যকলাপ, ডারসির অপহরণ, বন্ধু

ডারসির উদ্ধারকল্পে ফেয়ারফোর্ডের অভিযান, রেডগণ্টলেটের পলায়ন ও স্টুয়ার্ট বংশের আশা-ভরসার পরিসমাপ্তি—স্মৃতি ও ইতিকথার উপাদানে স্কট নির্মাণ করেছিলেন এই পত্রোপন্যাস। এই উপন্যাসের অন্তর্গত 'Wandering Willie's Tale' হাস্য-পরিহাস-নাটকীয় উৎকণ্ঠায় ছোটগল্পের এক চমৎকার নিদর্শন। রিচার্ড-সন-এর পত্রোপন্যাসের মতো 'রেডগণ্টলেট'ও পত্রাকারে লিখিত। 'দি বিট্রোদ্‌ড্‌, এবং 'দি ট্যালিস্‌ম্যান' একত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮২৫-এ, 'টেল্‌স্‌ অব দি ক্রুসেডার্স' (Tales of the Crusaders) শিরোনামে। এই দুই উপন্যাসে স্কট ফিরে এসেছিলেন নরম্যান ইতিহাস ও বীর্যগাথায়। 'আইভানহো'র মতো 'ট্যালিস্‌ম্যান' উপন্যাসের ঘটনাকালও ধর্মযুদ্ধের যুগ। প্রথম রিচার্ড (Richard I) -এর চরিত্র-চিত্রণও এখানে সম্পূর্ণ। জনপ্রিয়তার বিচারে 'ট্যালিস্‌ম্যান' উপন্যাসটি আইভানহো'র সমকক্ষ। এই কাহিনীর শুভ স্মারক বা ট্যালিসম্যান লি-পেনি' ধর্মযুদ্ধকালে সংগ্রহ করেছিলেন স্যার সাইমন লকহার্ট। সেই স্মারক দেওয়া হয় উপন্যাসের নায়ক স্যার কেনেথকে, প্রথম রিচার্ডের সময়ে পবিত্রভূমিতে তাঁর অভিযানের কালে।

স্কটের ঔপন্যাসিক জীবনের শেষপর্বে আর্থিক বিপর্যয় ও মানসিক দুর্যোগের মধ্যেও পর পর রচিত হয়েছিলো অনেকগুলি উপন্যাস। 'উডস্টক'-এর সময়কাল ছিলো সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধ (Civil War) লাঞ্ছিত ইংলণ্ড। ইংলণ্ড ছেড়ে দ্বিতীয় চার্লসের পলায়নকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের ঘটনাক্রম। বহুবিধ চরিত্রের সমাগম এই রচনায়; এর মধ্যে অলিভার ক্রমওয়েলের চিত্রণে কিছু ঐতিহাসিক ত্রুটির কথা বলেছেন সমালোচকরা। 'দি ফেয়ার মেইড অব পার্থ' তৃতীয় রবার্ট (Robert III)-এর শাসনাধীন পার্থের পটভূমিকায় রচিত চতুর্দশ শতকের এক রোমাঞ্চকর কমেডি। 'এ্যান অব গীয়ারস্টেইন' এর সময়কাল রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড (Edward IV) এর আমল। 'কাউণ্ট রবার্ট অব প্যারিস' এবং 'কাস্‌ল্‌ ডেঞ্জারাস' উপন্যাস দুটিতে স্কটের প্রতিভার অধোগতি স্পষ্ট। প্রথমটিতে একাদশ দ্বাদশ শতকের কনস্তানতিনোপলে ধর্মযুদ্ধের সূচনাপর্বের বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে চতুর্দশ শতকের গোড়ায় স্কট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ দুর্গ রক্ষার কাহিনী বিধৃত।

স্কটের উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্যায় বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আইভানহো'-র আগে পর্যন্ত প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের স্কট-ল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। ঘটনার ঘনঘটা, নাটকীয় তথা মনস্তাত্ত্বিক গুণ এবং সর্বোপরি চরিত্রসৃষ্টির কুশলতায় এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে স্কট বিশেষভাবে সার্থক। 'আইভানহো' থেকে আমরা স্কটের উপন্যাসে মধ্যযুগ তথা ইংলণ্ডের অতীত ইতিহাসকে মূর্ত হতে দেখলাম। আর 'কেনিলওয়ার্থ'... 'কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ড' ও তার পরবর্তী রচনাগুলিতে স্কটের ঐতিহাসিক কল্পনা ও কাহিনীনির্মাণ প্রতিভা বিস্তৃতি লাভ করলো মহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে, ফ্রান্সে কিংবা ইতালীতে।

অধুনা কবি ও ঔপন্যাসিকরূপে স্কট কিছুটা বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর এক'শ বছর পর পর্যন্ত তিনি ইংরেজী ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় লেখক বলে বিবেচিত হয়েছেন। 'ওয়েভারলি' ও 'রব রয়'-এর মতো উপন্যাসে স্কট সফল হয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে। এছাড়া উনিশ শতকীয় ইংরেজী সাহিত্যে মধ্যযুগ সম্পর্কে যে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাও বলা যায় স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই অবদান। প্রচুর লিখেছেন স্কট। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কৃত্রিম ও কাহিনীবিন্যাসে অতিনাটকীয়তার লক্ষণ স্পষ্ট। ঐতিহাসিক তথ্যের ভ্রান্তিও নজরে পড়ে। তবু তাঁর রসবোধ (humour), বেশ কিছু স্মরণীয় খামখেয়ালী চরিত্র, তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজ বলার রীতি এবং সর্বোপরি ইতিহাস-মনস্কতা স্কটকে ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে।

স্কটের রচনার কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য :

ক. অতীতের পুনরুজ্জীবন : গল্প বলার এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্কট, আর ছিলো এক অসাধারণ স্মৃতি। কৈশোরকাল থেকেই প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথা, কিংবদন্তীতে তাঁর ছিলো অসীম আগ্রহ। এভাবেই স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড তথা মহাদেশীয় ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্যবীর্যের নানা কাহিনী এবং হ্রদ-কানন, গিরি-প্রান্তর, প্রাসাদ-পরিখার বিচিত্র চিত্র স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। মধ্যযুগের নারী-পুরুষ, তাদের জীবনবৃত্তান্ত লাভ করেছে এক অবিশ্বাস্য সজীবতা, এক পুনর্জীবন। এই অতীতচারী রোমাণ্টিক কল্পনাই হয়তো তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের মতো এক যুগক্রান্তির বিরোধিতায় উৎসাহিত করেছে। স্কটের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে (যেমন, ক্লারা রিভ্-এর 'Old English Baron' কিংবা জেন পোর্টারের 'The Scottish Chiefs') ইতিহাস ছিলো নিষ্প্রাণ ; তাতে প্রাণস্পন্দন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন স্কট।

খ. নিসর্গপ্রীতি না ধরণী প্রেম ? : প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অতীতের ভগ্নস্তূপ ইত্যাদির মনোহর রূপ স্কটকে সর্বদাই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলীর মতো অতীন্দ্রিয় অনুভব নয়, স্কটের নিসর্গপ্রীতি আসলে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যজগতের প্রতি এক সহজ ও আন্তরিক শিশুসুলভ অনুরাগ। প্রাচীন দুর্গ, যুদ্ধক্ষেত্র, রুক্ষ-বন্ধুর পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি তাঁকে স্বচ্ছন্দে বশ করেছে। নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কোনো গভীর ভাব উপাদান স্কটের রচনায় নেই। নিছক প্রকৃতিপ্রেম বা উপাসনা নয়, স্কট প্রকৃতপক্ষে সজীব ও সুন্দর ধরণীরই অকৃত্রিম প্রেমিক।

গ. তাঁর মানবিক বোধ : স্কট যে বিশেষ গুণটির দ্বারা বিভিন্ন দেশ ও কালের বহুবিচিত্র ইতিহাসকে গীতময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন সেটি তাঁর সহজ মানবিকতার বোধ। স্কট নীতিবাগীশ ছিলেন না ; জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ, হার্ডির মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও তাঁর আগ্রহ ছিলো না। তাঁর রসবোধেও কদাচিৎ ব্যঙ্গের বক্রতা যুক্ত হয়েছে। সরল ও সাবলীল স্বভাবের অধিকারী এই লেখক তাঁর মানবিক

ঔদার্যে মণ্ডিত করেছেন ইতিহাসের অনেক স্থূল ও বর্বরোচিত ঘটনা তথা চরিত্রকে।

ঘ. ইতিহাসের ব্যবহার : মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক শতাব্দীর ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ইওরোপের ইতিহাসের এক সুবিশাল পরিসর থেকে স্কট আহরণ করেছেন ঘটনা ও চরিত্র। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ঘটনা বা তার পরম্পরাকে বদলেছেন স্কট ; মিশিয়েছেন বাস্তব আর কল্পনাকে। ইতিহাস সম্পর্কে স্কটের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিলো অগাধ ; কিন্তু কাহিনী ও চরিত্রের চাহিদামতো তাঁকে ইতিহাসের তথ্যকে পরিমার্জনা করতে হয়েছে। এতে করে বরঞ্চ তাঁর চরিত্রসমূহ অনেক সজীবতা অর্জন করেছে।

ঙ. গদ্যশৈলী : স্কটের গদ্য তেমন সাবলীল নয় ঠিকই, কিন্তু তা শক্তিশালী ও যথাযথ। এছাড়া স্কটল্যাণ্ডের ভাষা ও উপভাষার ব্যবহারে স্কট সজীব ও স্বাভাবিক। কাডি হেড্রিগ কিংবা জেনি ডিন্সের মতো চরিত্রগুলির মুখে এক প্রাণবন্ত ভাষার যোগান দিয়েছেন স্কট।

স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র :

ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে স্কটের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সার্থক ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা। স্কটের 'ওয়েভারলি' কিংবা 'আইভানহো'-র সঙ্গে হয়তো বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' কিংবা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের তুলনা করা চলে গুরুত্ব ও উৎকর্ষের মাপকাঠিতে। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসেবে উভয়ের সাফল্যের কারণকেই পাঠক তথা সমালোচক মহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে 'বাংলার স্কট' অভিধায় অভিহিত করে থাকেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস এবং প্রথম ইতিহাস আশ্রিত সার্থক রোমাণ্টিক উপন্যাস যার সময়কাল ষোড়শ শতক, ঘটনাস্থল বাংলা, যখন মোগল বাদশা আকবর ভারতের সিংহাসনে সমাসীন। স্কটের 'আইভানহো'-র সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্যের কথা অনেকে বলে থাকেন। 'আইভ্যানহো'-র ঘটনাস্থল মধ্যযুগীয় ইংলণ্ড ; সময়কাল রাজা প্রথম রিচার্ডের আমল অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী। এই উপন্যাসে আইভানহো, রাওএনা, রেবেকার ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতার সঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাসে জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও আয়েষার প্রেমরহস্যের সাদৃশ্য নজরে পড়ে। অবশ্যই 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে সন্নিবেশিত অনেক ঘটনাই অনৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক কাঠামোয় বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক কল্পনা যথার্থ ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণে গড়ে তুলেছে এক সার্থক কাহিনী। ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকলেও স্কট এইভাবেই ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে।

স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের শৌর্য-বীর্যের প্রতি যেমন স্কটের, বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিলো তেমনি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রী.) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭ খ্রী.) উপন্যাস দুটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'চন্দ্রশেখরে' পারি-

বারিক জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রের কথা আছে যা স্কটের উপন্যাসগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র বা উপাদান এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বলা যায় বঙ্কিমের কল্পনায় ইতিহাসের তথ্যাদি ভেঙেচুরে প্রেম ও গার্হস্থ্য জীবনের জটিলতার এক চমকপ্রদ রোমান্স-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'সীতারামের' প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হয়েছিলো যে সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও উপন্যাসে তার ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম বাঙালীর বাহুবল ও তেজস্বীতার তথা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতিভূ তার নৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবনই বঙ্কিমের আলোচ্য। স্কটও প্রথম রিচার্ড, রানী এলিজাবেথ, প্রথম জেম্‌স্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নারী-পুরুষদের চিত্রিত করবার সময় উপন্যাসের প্রয়োজনের তাগিদে খুশিমতো আশ্রয় নিয়েছেন নিজস্ব কল্পনার।

ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টিতে স্কটের বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে বঙ্কিমের সাফল্যও প্রশংসনীয়। রাজসিংহ, ঔরংজেব, মীরকাশেম প্রভৃতি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে স্কটের অধিকাংশ ঐতিহাসিক চরিত্রই উপন্যাসে অপ্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ যেমন, 'আইভানহো'-তে প্রথম রিচার্ড 'কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ডে' একাদশ লুই, 'কেনিলওয়ার্থে' এলিজাবেথ 'উডস্টকে দ্বিতীয় চার্লস ও ক্রমওয়েল প্রমুখ। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ'তে তেমনটা না হলেও সাধারণভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের ভাবকল্পনা তথা কাহিনীর প্রয়োজনে রূপায়িত।

'রাজসিংহ'ই ১৮৮২ খ্রী. প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রে 'প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস যার বিষয়ই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয় উপন্যাসের প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করার কথা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সাফল্য লাভের দুরূহতার কথাও বলেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' 'চন্দ্রশেখর' ও সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে মানতে চান নি। সর্বোপরি ইতিহাসের ব্যবহার ও ঐতিহাসিকতার সঙ্গে কল্পনার সম্পর্কের জটিলতা বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।'

ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার জন্য নয়, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার জন্য, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে স্কট সাহিত্যানুরাগী মহলে সমাদৃত হবেন।

ভিক্টোরীয় যুগ : ডিকেন্সের উপন্যাস

যুগ-পরিচিতি :

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ (George IV)-এর মৃত্যু এবং ১৮৩৭-এ রানী ভিকটোরিয়ার ব্রিটিশ সিংহাসন লাভ একটি যুগাবসানকে চিহ্নিত করেছিলো। ১৮১৪ র ভিয়েনা কংগ্রেসে ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকার অস্বীকারের তথা সামন্ত-তান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বশেষ আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। কিন্তু সমাজপরিবর্তনের অমোঘ ধারায় সামন্ত-আধিপত্য চিহ্নিত অভিজাততন্ত্র বশ্যতা স্বীকার করেছিলো উদীয়মান বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন ইংলন্ডে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রগতি বাণিজ্যিক উদ্যোগের বিস্তার এবং দ্রুত শিল্পায়নের এই যুগেই আধুনিক ব্রিটেনের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ হয়েছিলো এক বিশাল ও সম্পদশালী শক্তিরূপে। ১৮৩০ থেকে ১৮৮০, এই সময়কালকেই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়ে থাকে।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)-এর প্রভাব ইংলন্ডে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে। যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির আর্থিক লাভের ভিত্তির ওপর ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলো ভিক্টোরীয় ইংলন্ড। কলকারখানাগুলি হলো যাবতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্র আর তাদের ঘিরে গড়ে উঠলো শিল্প শহর ও নগরী। শান্ত ও ধীর গ্রামীণ জীবনযাত্রার অবসান হলো। এই যান্ত্রিকতা, নগরায়ন এবং সর্বোপরি জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনিবার্য সামাজিক কুফল হিসেবে দেখা দিলো আবাসনের সমস্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা কর্মসংস্থান তথা মজুরির সমস্যা ইত্যাদি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশের এই যুগে এইসব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো প্রদীপের নিচে চাপ চাপ অন্ধকার।

শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে যে হারে শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা নানাবিধ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছিলো ইংলন্ডে তা এককথায় ছিলো অভাবনীয়। গ্যাসের আলো, রেলের গাড়ি কল-কারখানা, জনবহুল শব্দমুখর নাগরিক জীবন—এক কথায় ইংলন্ডের মুখাবয়ব গেলো পালটে। এছাড়া ১৮৩২-এর The Great Reform Act ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করেছিলো এবং শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসরমান মধ্যশ্রেণীকে দিয়েছিলো বাড়তি ক্ষমতা ও গুরুত্ব। ১৮৪০-১৮৮০-র দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সময়ে এই মধ্যশ্রেণীই সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রুচিবোধের নিয়ন্তারূপে গণ্য হয়েছিলো। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দ্রুত নগরায়ন, মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের বিস্তার ইত্যাদি ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যকে যারপরনাই প্রভাবিত করেছিলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমান্তরাল উৎকর্ষের এই আলোড়িত ও বিভক্ত যুগপর্বে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা চার্লস ডারউইনের 'On the Origin of Species' (1859)-এর প্রকাশ। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম তো বটেই, এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ডারউইনের বিবর্তনবাদ-তত্ত্ব গভীর প্রভাব

ফেলেছিলো। আরনল্ড, কার্লাইল, হার্ডি প্রমুখের রচনায় ডারউইনীয় দর্শনভাবনার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

রোমান্টিক যুগ ছিলো মূলত কবিতার যুগ এবং ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভের আগেই প্রধান রোমান্টিক কবিদের জীবনাবসান হয়েছিলো। একমাত্র জীবিত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সৃজনীশক্তিও তখন প্রায় নির্বাপিত। এছাড়া স্কট, অস্টেন, ল্যাম্ব ও হ্যাজ্‌লিটও তখন তিরোহিত। ইতোমধ্যে রোমান্টিকদের সমসাময়িক কবি লেখকদের মধ্যে লিখতে শুরু করেছিলেন কার্লাইল ও টেনিসন। ক্রমে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন কবিতায় ব্রাউনিং, আর্নল্ড ও প্রি-র‍্যাফেলাইটরা, আর গদ্যে মেকলে, রাসকিন, এমার্সন, পেটার প্রমুখ। তবে ভিক্টোরীয় সাহিত্যের সর্বাধিক সফল শাখা ছিলো উপন্যাস সাহিত্য। ডিকেন্স ছিলেন এই শাখার উজ্জ্বলতম ও জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক; এছাড়া ছিলেন থ্যাকারে, এমিলি ব্রন্টি, জর্জ এলিয়ট, ট্রোলোপ, কিংস্‌লে, স্টিভেনসন প্রমুখ। বাস্তবতাবোধ এবং জীবন-সমীক্ষা, প্রখর সমাজ-চেতনা এবং সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ভিক্টোরীয় উপন্যাসে এক যুগান্তর সূচিত করেছিলো।

কবিদের মধ্যে টেনিসনকে ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। টেনিসনকে অভিহিত করা হয় 'Victorian Compromise'-এর কবিরূপে যিনি তাঁর যুগমানসকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্বে আতঙ্কিত এই উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন এক স্বীকৃত যুগকণ্ঠ, উচ্চ নৈতিকতার আদর্শের একজন প্রচারক, আঙ্গিকগত সুষমা ও চিত্ররূপময়তার কারণে এক অসামান্য কবি। প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ তথা সৌন্দর্যের উপাসনায়, ছন্দব্যবহারের দক্ষতা তথা গীতিমাধুর্যের বৈশিষ্ট্যে টেনিসনকে শেকস্‌পীয়ার, মিলটন, কোল্‌রিজ ও কীট্‌সের অনুবর্তী বলে মনে করা হয়। নব্যবিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত যাঁর কাব্যে সংশয় ও হতাশার ছায়াপাত ঘটিয়েছিলো সেই ম্যাথু আর্নল্ড টেনিসনের থেকে দূরবর্তী মেরুর এক নৈরাশ্য তথা সন্দেহবাদী কবিচরিত্র। ভিক্টোরীয় যুগের দোলাচল ও অস্থিরতা আর্নল্ডের কবিতায় এক করুণ ভাবুকতার জন্ম দিয়েছিলো। আর্নল্ড প্রকৃতই 'Victorian Unrest'-এর কবি। আর এই দুই প্রান্তীয় অবস্থানের মধ্যবর্তী ছিলেন ব্রাউনিং, যিনি একাধারে যৌবনদৃপ্ত প্রেমের গায়ক, মানবমনের জটিল রহস্যের উদ্ঘাটক এবং আধ্যাত্মিক মহিমা তথা ঐশ্বরিক মঙ্গলশক্তিতে বিশ্বাসী। দুরন্ত আশা, তত্ত্বভাবনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস ব্রাউনিং-কাব্যের মূল সুর। স্মরণ করা যেতে পারে, তাঁর 'Pippa Passes'-এ সরল মেয়ে পিপ্পার গাওয়া গানের এই লাইন দুটি:

'God's in his heaven—
All's right with the world'।

এই ভিক্টোরীয় যুগেই যান্ত্রিকতা ও জড়বাদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিলো 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' কবিগোষ্ঠীর ইন্দ্রিয়ময় রূপতান্ত্রিকতার আদর্শে। ডি. জি. রসেটি, উইলিয়াম মরিস, সুইনবার্ণ ও ক্রিস্টিনা রসেটির কবিতায়

সরল ও বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ যেভাবে চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যে মূর্ত হয়েছিলো তাতে সৌন্দর্যপ্রেমিক কবি কীট্‌সের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে।

যাবতীয় জটিলতা ও পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ভিক্‌টোরীয় যুগকে বলা যায় রোমাণ্টিক যুগেরই সম্প্রসারিত পর্ব। সৌন্দর্যপ্রীতি, অতীতচারিতা, অন্তর্মুখিতা, আবেগমন্থন ইত্যাদি রোমাণ্টিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিকটোরীয় সাহিত্যেও বিশেষ লক্ষণীয় ছিলো। কবিতায় ও গদ্যে তো বটেই, এমনকি সমকালীন সামাজিক সমস্যা-নির্ভর ভিক্‌টোরীয় উপন্যাসেও বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার তথা আবেগময়তা'র মিশ্রণ নজরে আসে। মধ্যযুগের প্রতি আগ্রহ, সৌন্দর্যের সন্ধান, কল্পরাজ্য নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিলো ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাশাসিত ও জড়বাদী বিজ্ঞান তথা বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন ভিক্‌টোরীয় যুগেরই সাহিত্যে। বেঞ্জামিন ডিসরায়েলি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়-আশ্রিত তাঁর উপন্যাসগুলিতে আবেগ ও অন্তর্দৃষ্টির সংমিশ্রণে এক 'রাজনৈতিক রোমাণ্টিকতার' (Political romanticism) উদাহরণ রেখেছিলেন। ১৮৩৩-এ অধ্যাপক জন কেব্‌ল্ (Keble) যে 'অক্সফোর্ড আন্দোলন' (Oxford Movement)-এর সূচনা করেছিলেন সেই আন্দোলন প্রতিফলিত করেছিলো এক 'ধর্মীয় রোমাণ্টিকতার' (Religious romanticism) দৃষ্টিভঙ্গি। এই যুগের অপর মনীষী প্রবন্ধকার কার্লাইল তাঁর রচনায় সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির সমালোচনা করেছিলেন; গণতন্ত্র কিংবা জড়বিজ্ঞানে কার্লাইলের আস্থা ছিলো না; অধ্যাত্মশক্তিকে তিনি উপেক্ষা করতে চান নি। কার্লাইলের রচনায় আমরা দেখি এক 'সামাজিক রোমাণ্টিকতা'র (Social romanticism) নিদর্শন। সবশেষে উল্লেখ করা যায় কার্লাইল-শিষ্য রাস্কিনের প্রসঙ্গ। সৌন্দর্যের পূজারী এই আদর্শপ্রাণ শিল্পবেত্তার দর্শনচিন্তায় ধরা পড়েছিলো 'নান্দনিক রোমাণ্টিকতা'র (Aesthetic romanticism) ভাব-ভাবনা। এই সমস্ত তাত্ত্বিক তথা ভাবপ্রবণতার মূলে ছিলো উদারনীতিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যের সীমার বাইরে যুগযন্ত্রণার উপশম সন্ধান।

বর্তমান গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে ডিকেন্স বাদে অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান ভিক্‌টোরীয় কবি-সাহিত্যিকদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে অতঃপর ডিকেন্সের উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০)

ডিকেন্সের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনাপঞ্জী: নৌবাহিনীর দপ্তরে কর্মরত জনৈক সদাশয় করনিক জন ডিকেন্সের আটটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লসের জন্ম হয়েছিলো ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী, ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলবর্তী পোর্টসি (Portsea)-তে। আর্থিক ব্যাপারে জনের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ছিলো এবং সেজন্য ডিকেন্স পরিবারকে যথেষ্ট ভুগতে হলেও চার্লসের বাল্যজীবন ছিলো

মোটের ওপর সুখকর এবং জন ডিকেন্স ছিলেন পরম স্নেহপরায়ণ পিতা। চার্লসের শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছিলো প্রথমে লণ্ডন ও পরে নিকটবর্তী নৌকেন্দ্র চ্যাথামে। এই চ্যাথামেই তাঁর বিদ্যাভ্যাসের সূত্রপাত হয়েছিলো। এই সময় থেকেই বালক চার্লস বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়েছিলেন ফিল্‌ডিং, স্মলেট সারভানটেস্‌-এর রচনার প্রতি। এছাড়া বাল্যাবস্থাতেই নাটক সম্পর্কে তাঁর জন্মেছিলো দারুণ আগ্রহ। তাঁর উপন্যাসে অষ্টাদশ শতকের পূর্বোক্ত লেখকদের এবং থিয়েটারের লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছিলো।

১৮২২ থেকে ডিকেন্স-পরিবারে দুর্যোগের দিন শুরু হলো। তাঁরা চলে এলেন শহরে। দেনার দায়ে জন ডিকেন্সকে কারাবদ্ধ হতে হলো। বিক্রি হতে থাকলো ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। অবশেষে আর্থিক দুরবস্থার চাপে বালক চার্লসকে বারো বছর বয়সে কাজ নিতে হলো জুতোর পালিশ তৈরির এক কারখানায়। এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাঁর স্মৃতিতে জাগ্রত ছিলো আজীবন এবং স্থান পেয়েছিলো তাঁর উপন্যাসেও। চূড়ান্ত অসম্মান ও আত্মগ্লানির এই দিনগুলিতেই ডিকেন্সের লণ্ডন দেখার শুরু, যে জীবনযাত্রার বাস্তব ও তথ্যনির্ভর চিত্র আমরা পাই তাঁর উপন্যাসে।

বাবা কারান্তরাল থেকে মুক্ত হবার পর চার্লস গেলেন ওয়েলিংটন হাউস একাডেমীতে বিদ্যাচর্চা পুনরারম্ভ করতে। এখানে বছর দুয়েক কাটিয়ে ১৮২৭-এ একটি আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্নিকের চাকরি নিয়ে এলেন চার্লস। এই সময়ই লণ্ডন ও তার জীবনের সঙ্গে আরো গভীর পরিচয় হলো তাঁর। একইসঙ্গে পড়াশোনা চালাতে লাগলেন ও শর্টহ্যাণ্ডে তালিম নিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে, সাংবাদিকের পেশা গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে। ১৮২৯-এ জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর কন্যা মারিয়া বিডনেল (Maria Beadnell)-এর প্রেমে পড়লেন চার্লস, কিন্তু মারিয়ার পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এ সম্পর্কে সায় দিলেন না। চার বৎসরাধিক কাল স্থায়ী সম্পর্ক ভেঙে গেলে যারপরনাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন তরুণ চার্লস। কৈশোরে কারখানায় দৈনিক বারো ঘণ্টা পরিশ্রমের মতোই গ্লানিকর এই ব্যর্থতা ডিকেন্সের উপন্যাসে মর্মস্পর্শী রসদ জুগিয়েছিলো।

চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিজস্ব দক্ষতার গুণে ১৮৩২-এ সংসদীয় সংবাদদাতার কাজ পেলেন ডিকেন্স সান্ধ্য পত্রিকা 'The True Sun'-এ। পরের বছরই যোগ দিলেন 'The Morning Chronicle'-এ। এই সময়ই তাঁর সাংবাদিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অবলম্বনে ডিকেন্স লিখতে শুরু করলেন ছোটো নক্‌শাধর্মী কিছু রচনা 'Boz' এই ছদ্মনামে। 'The Monthly Magazine'-সহ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাগুলি ১৮৩৬-৩৭-এ 'Sketches by Boz' নামে দু'খণ্ডে সংগৃহীত হয়। ১৮৩৬-এই ডিকেন্স লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এক সরস ধারাবাহিক নকশা যার অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে অর্থ ও খ্যাতি দুইই দিয়েছিলো। 'Pickwick Papers' নামে বিখ্যাত এই ধারাবাহিক রচনা ১৮৩৬-এর এপ্রিল থেকে

১৮৩৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত কুড়িটি মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৮৩৬-এর এপ্রিলেই চার্লস পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন সহকর্মী বন্ধু জর্জ হোগার্থের কন্যা ক্যাথেরিনের সঙ্গে। দীর্ঘ বাইশ বছর স্থায়ী হয়েছিলো চার্লস ও ক্যাথেরিনের দাম্পত্য জীবন, যদিও ক্যাথেরিনের মধ্যে আদর্শ জীবনসঙ্গিনীকে ডিকেন্স খুঁজে পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

'পিক্‌উইক্ পেপার্স'-এর সাফল্যের পর ডিকেন্সকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে প্রকাশিত হয়েছে 'Oliver Twist' (1838), 'Nicholas Nickleby' (1839), 'The Old Curiosity Shop' (1841) ও 'Barnaby Rudge' (1841), এই সমস্ত উপন্যাসই পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলো মাসিক কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে। এই ধারাবাহিক প্রকাশনার মাধ্যমে ডিকেন্স যেমন অর্জন করেছিলেন বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা, তেমনি এতে করে প্রভাবিত হয়েছিলো তাঁর উপন্যাসের গঠন ও চরিত্র নির্মাণশৈলী।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডিকেন্স গেলেন আমেরিকা ভ্রমণে যার ফলশ্রুতি 'American Notes' (1842) ও 'Martin Chuzzlewit' (1844)। দুটি রচনাই মার্কিন পাঠকদের বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয়েছিলো। ১৮২৪-এ ইতালী পর্যটনের পূর্বে প্রকাশিত হলো তাঁর 'A Chritsman Carol' (1843) আর সুইজারল্যান্ড ভ্রমণকালে লিখলেন 'Dombey and Son' (1848)। ১৮৪৯ থেকে মাসিক কিস্তির আকারে প্রকাশ পেতে লাগলো তাঁর অবিস্মরণীয় আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'David Coppe field' ; আর তারপর একে একে বেরোতে লাগলো 'Bleak House' (1853), 'Hard Times' (1854), Little Dorrit' (1857), 'A Tale of Two Cities' (1859), 'Great Expectations' (1861) এবং 'Our Mutual Friend' (1861)। ১৮৬৭-তে দ্বিতীয় বার আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন ডিকেন্স তাঁর নিজের রচনার প্রকাশ্য পাঠের কর্মসূচী নিয়ে, যে কর্মসূচী এর আগেই ইংলণ্ডে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিলো। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শুরু করেছিলেন নতুন ধারাবাহিক রচনা 'The Mystery of Edwin Drood' যেটি তাঁর মৃত্যুতে অসমাপ্ত থেকে যায়। ১৮৭০-এর ৮ই জুন লিখতে লিখতেই অসুস্থ ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ডিকেন্স ; পরের দিন তাঁর জীবনাবসান হয় রচেস্টার-এর নিকটবর্তী 'গ্যাড্‌স্ হিল' নামক তাঁর একান্ত প্রিয় বাসভবনে।

সার্থক জীবনশিল্পী ডিকেন্স :

বহু বিচিত্র সৃষ্টিতে, ঐকান্তিক সংবেদনশীলতায়, সামাজিক সমস্যাসমূহের উদ্ঘাটনে এবং কৌতুক ও বেদনার এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণে ডিকেন্স ইংরাজী উপন্যাস-সাহিত্যের এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। অষ্টাদশ শতকে ইংরাজী উপন্যাসের ক্রম-পরিণতি ডিকেন্সের রচনায় সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়তার এক নবদিগন্তে উপনীত হয়ে-

ছিলো উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডে। রিচার্ডসনের আবেগাতিশয্য, ফিল্ডিং-এর বিস্তৃতি এবং স্মলেটের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity) এসে মিশেছিলো মানবতন্ত্রী জীবনশিল্পী ডিকেন্সের উপন্যাস-মোহনায়। অজস্র-সহস্র সজীব নারী-পুরুষের এমন এক বিচিত্র ও মর্মস্পর্শী জগৎ ডিকেন্স আমাদের উপহার দিয়েছেন যে কেবলমাত্র শেকস্‌পীয়ারের পাশেই তাঁকে স্থান দেওয়া চলে। চরিত্রচিত্রণের সজীবতায় ও নৈপুণ্যে তথা বৈচিত্র্যের বিস্ময়কর বিস্তারে উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর স্থান বালজাক্ ও ডস্টয়েভস্কির পাশে। বিখ্যাত সমালোচক কুইলার কাউচ (Quiller Couch)-এর বয়ানে—'**If it comes to mere wonderwork of genius—the creation of men and women, on a page of paper, who are actually more real to us than daily acquaintances, as companionable in a crowd...as even our best selected friends, as individual as the most eccentric we know, yet as universal as humanity itself ..there is no writer who could be put second to Shakespeare save Charles Dickens।**' সংখ্যাগত ও গুণগত এই বৈচিত্র্যের কারণেই অপর এক ভাষ্যকার টিলটসন (Tillotson) ডিকেন্সের উপন্যাসের জগৎকে তুলনা করেছেন 'জনাকীর্ণ প্রান্তর' তথা '**a field full of folk**'-এর সঙ্গে।

নানা বয়স, পেশা, পশ্চাদপট ও সামাজিক অবস্থানের নারী পুরুষদের চরিত্র নির্মাণে ডিকেন্সের কুশলতা তর্কাতীত। বাইরের 'সাজ-পোশাক চলন-বলনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মনোজগতের দিক্‌চিহ্নগুলিও ডিকেন্স আলোকিত করেছিলেন। আর এর পাশাপাশি পাঠকদের আরো মুগ্ধ করেছিলো ডিকেন্সের রসসৃষ্টি তথা পরিহাস ও অশ্রুর মিশ্রণ, তাঁর সমাজ সংস্কারের স্পৃহা এবং সর্বোপরি তাঁর জীবনবোধের গভীরতা ও আন্তরিকতা। এছাড়া গল্প বলার ব্যাপারে ডিকেন্স ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাধারণ মধ্য ও নিম্নবিত্ত জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশের ছোটো-খাটো আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলিকে ঔপন্যাসিক ডিকেন্স যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন মানবিক অনুভূতির ছোঁয়ায় তা' স্বভাবতঃই পাঠকহৃদয়ের আবেগতন্ত্রীতে তীব্র অনুরণন তুলেছিলো। সেই অনুরণন ও জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত রয়েছে বলা যায়।

ডিকেন্সের সাহিত্য প্রতিভার প্রথম নিদর্শন **স্কেচেস বাই বজ**। দুটি পর্যায়ে প্রকাশিত এই সংকলনে স্থান পেয়েছিলো তাঁর কিছু প্রবন্ধ, গল্প ও নক্‌শাধর্মী রচনা, যেগুলি ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। লণ্ডন শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তবনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র ফুটে উঠেছিলো এই রচনাগুলিতে। সাংবাদিকতায় শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও সরস অনুভূতিপ্রবণতার স্বাক্ষর ছিলো 'স্কেচেস'-এ সংকলিত বিচিত্র বিষয় ও স্বাদের রচনায়। যা কিছু অদ্ভুত অথচ বর্ণোজ্জ্বল তার প্রতি ডিকেন্সের আগ্রহ এক উচ্চাঙ্গের কমিক প্রতিভার আবির্ভাব সূচিত করেছিলো।

একই ধারায় মাসিক কিস্তিতে ডিকেন্স পরিবেশন করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস **পিক্উইক পেপার্স**, যার পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম ছিলো 'The Posthumous Papers of the Pickwick Club'। জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী সেমোর (Seymour) এর আঁকা স্কেচের সঙ্গে কাহিনী যোগান দিতে গিয়ে এই উপন্যাসভুক্ত রচনগুলির জন্ম। পরে সেমোর আত্মঘাতী হলে ব্রাউন (Browne) নামে জনৈক শিল্পী 'ফিজ' (Phiz) ছদ্মনামে আঁকার কাজ শেষ করেন। 'পিক্উইক্ পেপার্স' ডিকেন্সের এক অতি জনপ্রিয় কমেডি, যদিও উপন্যাস হিসেবে কিস্তিবন্দী রচনার এই সংকলিত রূপ গঠনগতভাবে শিথিল এবং এর কাহিনীবিন্যাস ব্যাহত ও দুর্বল। স্যামুয়েল পিক্উইক্ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পিকউইক ক্লাবের' কতিপয় সদস্যের ইপস্উইচ্, রোচেস্টার, বাথ প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ রোমাঞ্চকর অভিযান ও অভিজ্ঞতা নিয়েই এ উপন্যাস। মি. পিক্উইকের সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা, বদান্যতা ও আত্মম্ভরিতা তাকে বিশেষ আকর্ষণীয় করেছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে পিকউইকের ভৃত্য স্যাম ওয়েলার (Sam Weller), কোচোয়ান টনি (Tony), অভিনেতা আলফ্রেড জিঙ্গল (Alfred Jingle) ইত্যাদির নাম করা যায়। 'স্কেচেস'-এর সরস সাংবাদিকতার ধারায় লিখতে শুরু করলেও ডিকেন্স ক্রমে গড়ে তুলেছিলেন এক বিশদ পিকারেস্ক কমেডি যার বিচিত্র ঘটনাবলী ও প্রাণবন্ত চরিত্রসমূহ 'পিক্উইক্ পেপার্স'কে অসম্ভব জনপ্রিয় করেছিলো। ইংলন্ডের উনিশ-শতকীয় সমাজ পরিবেশের এক বাস্তব চিত্র, বিশেষতঃ শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ইংলন্ডের গ্রাম ও শহরের মুখ, ডিকেন্সের এই রচনায় পরিস্ফুট হয়েছিলো পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায়।

'পিক্উইক্ পেপার্স' শেষ হবার আগেই ১৮৩৭-এর ফেব্রুয়ারী থেকে মাসিক কিস্তির আকারে 'Bentley's Miscellany'তে ডিকেন্স লিখতে আরম্ভ করেছিলেন **অলিভার টুইস্ট**। ১৮৩৮-এ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রথম ডিকেন্স অবতীর্ণ হয়েছিলেন সমাজ সংস্কারক তথা মানবতাবাদী জীবনশিল্পীর ভূমিকায়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অলিভার টুইস্টের জন্ম হয়েছিলো এক আশ্রয়শালার অসহায় পরিবেশে। অলিভারের জন্মের পর তার মা'র মৃত্যু হলে এক নিষ্ঠুর অবস্থার মধ্যে বড় হতে থাকে অলিভার। একসময় আশ্রয়শালার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনার অভাবে অলিভার স্বল্পমেয়াদী শিক্ষানবিশীতে নিজেকে নিযুক্ত করে এবং সেখান থেকে অবশেষে লণ্ডনে পালিয়ে যায়। লণ্ডনেই অলিভার এক সমাজবিরোধী দলের খপ্পরে পড়ে যার পাণ্ডা জনৈক ফাগিন (Fagin) আর আর যাদের আস্তানা লণ্ডনের নোংরা বস্তীতে। এই দলের অন্য সদস্যরা বিল সাইক্স (Bill Sikes), জ্যাক ডকিন্স (Jack Dowkins) ও ন্যান্সি (Nancy)। বিল কুখ্যাত সিঁধেল চোর; জ্যাক দক্ষ পকেটমার; আর ন্যান্সি বিলের সঙ্গিনী এক বারাঙ্গনা। জনৈক মি. ব্রাউনলো (Brownlow) অলিভারকে উদ্ধার করলে ফাগিনের দল তাকে অপহরণ করতে সমর্থ হয়। এরপর বিল

সাইক্‌সের সঙ্গে একটি নৈশ অভিযানে গিয়ে অলিভার গুলিতে আহত হয়। জনৈকা মিসেস মেলাই (Maylie) ও তাঁর পালিতা-কন্যা রোজ (Rose)-এর সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে ওঠে অলিভার। ন্যান্সি ফাগিন ও তার পৃষ্ঠপোষক শয়তান মঙ্কসের (Monks) চক্রান্ত ফাঁস করে দিলে বিল সাইক্‌সের হাতে নিহত হয়। বিলও ঘটনাচক্রে মারা পড়ে, আর ধরা পড়ে ফাগিন ও অবশিষ্ট সাঙ্গপাঙ্গ। 'অলিভার টুইস্ট'-এর মুখবন্ধে পরিষ্কার ভাবেই ডিকেন্স তাঁর এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। লণ্ডন্‌ শহরের সমাজবিরোধী দুষ্টচক্রের ঘৃণ্য চেহারা উদ্ঘাটিত করা এবং ১৮৩৪-এর 'New Poor Law'-এর অমানবিকতার দিকটিকে জনগণের কাছে তুলে ধরাই ছিলো লেখকের মূল অভিপ্রায়। এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন এবং উইলিয়াম হ্যারিসন এইনস্‌ওয়ার্থ-এর 'নিউগেট রহস্যোপন্যাসে' সমাজবিরোধীদের চিত্রিত করা হয়েছিলো সহানুভূতির রোমান্টিক আলোকে। ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট'-এর দুঃস্বপ্নতাড়িত বাস্তব সমাজচিত্র সেই রোমান্টিকতাকে ভেঙেচুরে দিয়েছিলো।

ভাবাবেগের আতিশয্য ডিকেন্সের উপন্যাসসমূহের অন্যতম সাধারণ লক্ষণ। দুরূহ সামাজিক তথা নৈতিক সমস্যাগুলিকে ডিকেন্স নিরসন করতে চেয়েছিলেন বৌদ্ধিক নয়, ভাবাবেগের একটি হার্দ্য স্তরে। **নিকোলাস নিক্‌লবি** এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্ত চক্রান্ত ও পীড়ন এখানে অত্যাশ্চর্যভাবে শেষ হয় চেরিবুল্‌ (Cherryble) ভ্রাতৃদ্বয়ের মহানুভবতায়। বাবার মৃত্যুর পর অসহায় নিকোলাস, তার বোন কেট (Kate) এবং তাঁদের মা' মৃত নিক্‌লবির ভাই র‍্যাল্‌ফের শত্রুতার শিকার হয়। নিকোলাসকে শিক্ষকতার কাজ দিয়ে পাঠানো হয় ইয়র্ক-শায়ারের 'ডোথবয়েজ হল' নামক স্কুলে যার সর্বময় কর্তা হৃদয়হীন শিক্ষক ওয়াকফোর্ড স্কুইয়ার্স (Squeers) অযত্ন-লালিত ছাত্রদের বেদম প্রহার করে। অন্যদিকে কেট জনৈকা ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনি (Madame Mantalini)-র পোশাক ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশরূপে যোগদান করে র‍্যাল্‌ফ্‌ নিক্‌লিবির বন্ধু স্যার মালবেরি হক (Mulberry Hawk)-এর অসম্মানজনক আচরণের শিকার হয়। নিকোলাস 'ডোথবয়েজ হল' ছেড়ে পালায় স্কুইয়ার্সের আক্রমণের শিকার স্মাইক্‌ (Smike) কে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে অভিনেতারূপে ও পরে চেরিবুল্‌দের ব্যবসায়ে কর্মরত হয়ে নিকোলাস জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। স্যার মালবেরিকে শিক্ষা দেয় নিকোলাস; র‍্যাল্‌ফ্‌ ও তার সঙ্গীদের চক্রান্তও বানচাল করে সে। পীড়িত ও অর্ধ-প্রকৃতিস্থ স্মাইক্‌ তারই ছেলে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ র‍্যাল্‌ফ্‌ পায় স্মাইকের মৃত্যুর পর। র‍্যাল্‌ফ্‌ আত্মঘাতী হয়। নিকোলাস ও কেট তাদের নিজ নিজ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে সানন্দে। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং সে কারণে গঠনগতভাবে দুর্বল এই উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্স বিশেষ সফল, যদিও 'অলিভার টুইস্ট'-এর 'portrait gallery' এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। খলনায়ক

র‍্যাল্‌ফ্‌, ন্যায়নীতিবাদী নিকোলাস, পাঠকের করুণা-উদ্রেককারী স্মাইক্‌ একই-সঙ্গে 'টাইপ' (type) চরিত্র অথচ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো ডিকেন্সের পরবর্তী উপন্যাস **'দ্য ওল্ড কিউরিওসিটি শপ্‌'।** ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাস বেদনার অশ্রুতে বিশেষভাবে আর্দ্র। জনৈক বৃদ্ধ ও তার পৌত্রী নেল (Little Nell)-এর দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর করুণ কাহিনী এ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নেল-এর পিতামহ প্রচুর কর্জ করে ড্যানিয়েল কুইল্প (Daniel Quilp) নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে। টাকা শোধ করতে না পেরে বৃদ্ধ ও তার পৌত্রী পালিয়ে বেড়াতে থাকে কুইল্পের রোষদৃষ্টি এড়িয়ে। উপন্যাসের শেষে যখন পলাতক বৃদ্ধের বিদেশ-প্রত্যাগত ভ্রাতা এসে পৌঁছায় নেল ও তার পিতামহের কাছে, নেল মারা যায় দীর্ঘ যন্ত্রণার ক্লেশে। অব্যবহিত পরে তার সহযাত্রী হয় পিতামহ। টেম্‌স্‌ নদীতে পড়ে প্রাণ হারায় কুইল্প। এ' উপন্যাসে, বিশেষতঃ নেলের মৃত্যুশয্যার দীর্ঘায়িত দৃশ্যে, ভাবাবেগের আতিশয্য নজরে পড়ে। এই অশ্রুসজল মৃত্যুদৃশ্যের আবেগাতিশয্য সম্পর্কে রাসকিনের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। রাসকিনের মতে, জনপ্রিয়তার জন্য নেলকে এভাবে বলি দিয়েছিলেন ডিকেন্স।

বারন্যাবি রাজ ডিকেন্সের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয়টি 'এ টেল অব টু সিটিজ'। লর্ড জর্জ গর্ডন-প্ররোচিত ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ধর্মীয় দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ দাঙ্গার জীবন্ত বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টিতে ডিকেন্সের স্বাভাবিক দক্ষতা। রুবেন হেয়ারডেলের হত্যা ও তার হত্যাকারীর সন্ধানে তার ভাই জিওফ্রের প্রচেষ্টা এবং জিওফ্রের শত্রু স্যার জন চেস্টারের ছেলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে হেয়ারডেল পরিবারের এমার প্রণয়কাহিনী নিয়েই 'বারন্যাবি রাজে'র আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। চরিত্রসমূহের মধ্যে স্মরণযোগ্য রুবেনের হত্যাকারীর অর্ধ-প্রকৃতিস্থ পুত্র বারন্যাবি রাজ; এছাড়া গ্যাব্রিয়েল ভার্ডেন, সাইমন ট্যাপারটিট্‌ ও মিস্‌ মিগস্‌-এর নামও এ' প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

১৮৪২-এর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ডিকেন্সের **আমেরিকান নোট্‌স্‌** ছিলো বাস্তবিকপক্ষে এক পর্যটন-বৃত্তান্ত। একটি প্রজাতন্ত্রী (republican) রাষ্ট্রের সমতা ও ন্যায়ের যে উচ্চ মান তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তিনি তার বিপরীত চিত্রই দেখেছিলেন। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সমালোচনামূলক বিবরণগুলি ডিকেন্সকে সে'সময় আমেরিকায় বিশেষ অপ্রিয় করেছিলো। একই কথা প্রযোজ্য **মার্টিন চাজ্‌ল্‌উইট্‌** প্রসঙ্গেও। ১৮৪৩-এর জানুয়ারী থেকে ১৮৪৪-এর জুলাই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসের নায়কচরিত্র মার্টিন, যে একান্ত স্বার্থপর, এবং সে কারণে তার পিতামহ জ্যেষ্ঠ চাজ্‌ল্‌উইট তার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শিক্ষানবিশের পদ থেকে তাকে অপসারণের জন্য মার্টিনের মনিব পেক্‌স্নিফ্‌ (Pecksniff) কে পরামর্শ দেয়। পেক্‌স্নিফ্‌ একজন স্থপতি এবং চূড়ান্ত শঠতার প্রতিমূর্তি। মার্টিন তার ভৃত্য মাক

ট্যাপ্‌লি (Mark Tapley) কে নিয়ে মার্কিন মুলুকে ভাগ্যান্বেষণে গিয়ে প্রতারিত হয় এবং স্বদেশে ফিরে আসে তার স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে। ইতোমধ্যে জ্যেষ্ঠ চাজ্‌লউইট্ পেক্‌স্নিফের শঠতা ধরতে পেরেছেন। মার্টিনের সঙ্গে তিনি অতঃপর বিবাহের আয়োজন করে তাঁর পালিতা কন্যা মেরি গ্রাহাম (Mary Graham)-এর। এই কাহিনীর পাশাপাশি উপন্যাসে রয়েছে জ্যেষ্ঠ চাজ্‌লউইটের ভ্রাতুষ্পুত্র জোনাস (Jonas)-এর নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা। সে তার বাবাকে হত্যার বন্দোবস্ত করে এবং বিয়ে করে পেক্‌স্নিফের কন্যা মার্সি (Mercy)-কে, মার্সির সঙ্গে অকথ্য দুর্ব্যবহার করে ও খুন করে মণ্টেগু টিগ্ (Montague Tigg) নামে এক জালিয়াতকে। ধরা পড়ার পর আত্মঘাতী হয় জোনাস্। মোটের ওপর পিকারেস্ক উপন্যাসের গঠনের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও 'মার্টিন চাজ্‌লউইট্' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে একটি নৈতিক প্রশ্ন, ন্যায়-অন্যায় তথা ভাণ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্স যথাপূর্ব সফল। পূর্ণাঙ্গ চরিত্রগুলির মধ্যে পেক্‌স্নিফ্ এবং ট্যাপ্‌লি তো বটেই, অন্যান্যদের মধ্যে পেক্‌স্নিফের একান্ত অনুগত, সরলস্বভাব টম পিন্‌চ্ (Tom Pinch) ও বৃদ্ধা নার্স মিসেস গ্যাম্প (Mrs. Gamp) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ক্ষুদ্রায়তন **এ ক্রিসমাস ক্যারল**, যাকে ডিকেন্স বলেছিলেন 'ghost little book', একটি 'নভেলা' (Novella)। ঘটনার শুরু বড়দিনের প্রাক্কালে যখন এক কৃপণ বৃদ্ধ স্ক্রুজ (Scrooge) তার মৃত ব্যবসাসঙ্গী ম্যারলি (Marley)র প্রেতের সাক্ষাৎ পায়। সে তার নিজের মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে পায় স্বপ্নের ঘোরে। যখন স্ক্রুজ জেগে ওঠে ক্রিসমাসের ভোরে তখন সে এক রূপান্তরিত মানুষ। ডিকেন্সের 'Christmas Books'-এর মধ্যে 'এ ক্রিসমাস ক্যারল'-ই ছিলো প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা।

দুর্জন তথা হৃদয়হীন খল চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ডিকেন্সের উপন্যাসে একাধিক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। 'পিকউইক পেপার্স'-এ গ্যাব্রিয়েল গ্রাব (Gabriel Grub), 'এ ক্রিসমাস ক্যারল'-এ স্ক্রুজ, 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এ মি. মিকবার (Mr. Micawber) প্রমুখের কথা এ' প্রসঙ্গে মনে পড়ে। অনুরূপ হৃদয়-পরিবর্তনের নীতিকথার আদলে রচিত **ডম্বি এ্যান্ড সন**, যেটি ১৮৪৬-এর অক্টোবর থেকে ১৮৪৮-এব এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। জনৈক ধনী জাহাজব্যবসায়ী মি. ডম্বি (Dombey) এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। পুত্র পলের জন্মের পর স্ত্রীর মৃত্যু হলে ডম্বির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে জন্মগতভাবে রুগ্ন পল। অন্যদিকে প্রথম কন্যাসন্তান ফ্লোরেন্স অনাদরে, অবহেলায় বড় হয়। পলের মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সের সঙ্গে ডম্বির ব্যবধান দীর্ঘতর হয়। ফ্লোরেন্সের প্রণয়ী ওয়াল্টার গে (Gay) কে ডম্বি কর্মসূত্রে পাঠিয়ে দেন দূর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। পথে সে জাহাজডুবির শিকার হয়। ডম্বি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন জনৈকা এডিথ গ্র্যাঞ্জার (Granger)-কে; কিন্তু এডিথ ডম্বির

দুর্ব্যবহারের কারণে তাঁরই ম্যানেজার কার্কারের সঙ্গে পালিয়ে যায় ফ্রান্সে। অতঃপর এডিথ ছেড়ে যায় কার্কারের সঙ্গ এবং কার্কার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ডম্বি ব্যবসায়িকভাবেও দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অবশেষে তার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় ফ্লোরেন্সের প্রীতিময় সাহচর্য। গর্বোদ্ধত ডম্বির এই মানবিক পরিবর্তনই 'ডম্বি অ্যান্ড সন'-এর উপজীব্য। নীতিমূলক উপন্যাস না হলেও এই উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ ও লেখকের নৈতিক অভিপ্রায়ের চমৎকার সমন্বয় লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে পিকারেস্ক ধারায় মুখ্য চরিত্র একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। 'অ্যান্ড সন'-এ আমরা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে উপস্থাপিত হতে দেখি।

ডিকেন্সের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস **ডেভিড কপারফিল্ড** বিগত দেড়শ' 'বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। উপন্যাসটির ভূমিকায় ডিকেন্স এই রচনাটি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছিলেন: **'Of all my books I like this the best···I am a fond parent to every child of my fancy···But, like many fond parents, I have in my heart of hearts a favourite child. And his name is DAVID 'COPPERFIELD.'** নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধনা-সংগ্রামের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে অবলম্বন করে ডিকেন্স লিখেছিলেন 'ডেভিড কপারফিল্ড'। মে, ১৮৪৯ থেকে ১৯টি মাসিক কিস্তিতে ও ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই উপন্যাসে ডেভিড কপারফিল্ডের জবানীতে ডিকেন্স পরিবেশন করেছিলেন এক যুবালেখকের জন্ম ও ক্রমপরিণতির মর্মস্পর্শী কাহিনী যা' আসলে ডিকেন্সেরই জীবনবৃত্তান্ত। তার জন্মের ছ'মাস আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন ডেভিডের বাবা। মা' ক্লারা ছিলেন দুর্বল এবং ডেভিডের বাল্যকালের আনন্দ ধ্বংস করেছিলেন ক্লারার দ্বিতীয় স্বামী মি. মার্ডস্টোন নামে জনৈক পাষণ্ড। মি. মার্ডস্টোন ও তার বোনের নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিলো বালক ডেভিডকে। তাকে এক হৃদয়হীন শিক্ষক মি. ক্রিক্‌লসের 'সালেম হাউস'-এ পাঠানো হয়েছিলো ছাত্র হিসেবে। ডেভিডের কাছে চরম দুঃস্বপ্নের ছিলো মা'র মৃত্যুর পর মার্ডস্টোনদের লণ্ডনস্থিত কারখানায় ভয়াবহ পরিবেশে দুঃসহ কায়িক শ্রম। এই সময়ই ডেভিডের পরিচয় হয় ডিকেন্স সাহিত্যের চিরস্মরণীয় কমিক চরিত্র মিঃ মিকবার ও তার পরিবারের সঙ্গে। এরপর লণ্ডন থেকে পালিয়ে ডোভারে ডেভিড আশ্রয় নেয় তার খুড়ি বেট্‌সি ট্রটউডের কাছে এবং লেখাপড়া চালাতে থাকে বেট্‌সির আইনজীবী মি. উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীতে থেকে। এখানেই উইক্‌ফিল্ড-তনয়া অ্যাগ্‌নেসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। অতঃপর জনৈক মি. স্পেন্‌লোর অধীনে আইন ব্যবসায় কর্মরত হয় ডেভিড; প্রেমে পড়ে ডোরা স্পেন্‌লোর এবং তাদের বিবাহও সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে ডেভিড সংসদীয় সংবাদদাতার পেশা গ্রহণ করে। ডেভিড-ডোরার দাম্পত্য জীবন সুখকর হয় না

এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ডোরার মৃত্যু হয়। ডেভিড ততদিনে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, অর্জন করেছে জনপ্রিয়তাও। ভারাক্রান্ত চিত্তে দেশে-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে ডেভিড পুনরাবিষ্কার করে অ্যাগ্‌নেসের প্রেম। তাদের বিবাহিত জীবন হয় অতীব সুখকর। শিথিলগঠন, ক্ষেত্রবিশেষে অতিনাটকীয় ও অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট ডিকেন্সের এই উপন্যাসে ডেভিডের মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে বহু বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনা। বেট্‌সির আশ্রিত অপ্রকৃতিস্থ ডিক্‌, বালক ডেভিডের মাতৃসমা মিসেস পেগোটি, ইয়ারমাউথের হ্যাম ও এমিলি, নৌকাডুবির শিকার ডেভিডের সহপাঠী ও বন্ধু স্টিয়ারফোর্থ, ধূর্ত ও অসৎ ইউরিয়া হিপ্‌—এইরকম ছোটো বড় অসংখ্য চরিত্র ও তাদের নানা ঘটনার বৈচিত্র্যে 'ডেভিড কপারফিল্ড' পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। প্লটের গঠনে শৈথিল্য কিম্বা আবেগাতিশয্য সমালোচকমহলে এই উপন্যাসের ত্রুটি বলে বিবেচিত হলেও ডিকেন্সের চরিত্রসমূহের সজীবতা, তাঁর রসবোধ, হাসি ও অশ্রুর দোদুল্যমানতা ও প্রকাশভঙ্গী 'ডেভিড কপারফিল্ড'কে অমরত্ব দিয়েছে।

১৮৫২-র মার্চ থেকে ১৮৫৩-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসিক কিস্তির আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো ডিকেন্সের অন্যতম পরিণত রচনা 'ব্লিক হাউস'। 'ব্লিক হাউস' বাস্তবিক পক্ষে ছিলো এক বহুমুখী উপন্যাস, এক মানবিক তথা সামাজিক দলিল। অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ থেকে এক জটিল সমাজচিত্র পরিস্ফুট হয়েছিলো ডিকেন্সের এই উপন্যাসে। জনৈক ভাগ্যতাড়িত যুবক রিচার্ড কারস্টোন (**Carstone**), তার সম্পর্কিত বোন অ্যাডা ক্লেয়ার (**Clare**) এবং অ্যাডার সঙ্গিনী এস্‌থার সামারসন (**Summerson**), এই তিনজনের বৃত্তান্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে 'ব্লিক হাউস'-এর কাহিনী। এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ছিলো একটি সম্পত্তি-বিষয়ক মামলাকে কেন্দ্র করে '**Court of Chancery**'-র দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতার উদ্ঘাটন এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গ। এস্‌থারের একাকিত্ব ও দুর্দশাপীড়িত বাল্যকালের বিবরণ দিয়ে উপন্যাসের শুরু। এরপর ডিকেন্স এনেছেন রিচার্ড, অ্যাডা ও এস্‌থারের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ। এরা সকলেই ইয়ার্নডাইস (**Jarndyce**) পরিবারের বাসিন্দা। আর এই ইয়ার্নডাইসদের সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলাই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। রিচার্ড ভালবাসে অ্যাডাকে ও তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু রিচার্ড মামলার দীর্ঘায়ু ও তার হতাশাকর পরিণতির চাপে মারা যায়। উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে স্যার লিস্টার ডেডলক (**Dedlock**) ও তার সুন্দরী স্ত্রী লেডি ডেডলকের কাহিনী যাতে অবৈধ প্রণয় ও হত্যার মতো অতিনাটকীয় ঘটনা স্থান পেয়েছে। উপন্যাসের প্লটের বিন্যাসে ডিকেন্সীয় কৌশলের যান্ত্রিকতা (**contrivance**) দুর্লক্ষ্য নয় এবং চরিত্রচিত্রণে, বিশেষতঃ অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে, ডিকেন্সের গোত্র চিনতে উপন্যাসপাঠকের ভুল হয় না। এ ছাড়া ডিকেন্সের ব্যঙ্গদৃষ্টি পড়েছে মিসেস জেলিবি (**Jellyby**) ও মিসেস পারডিগ্‌ল্‌ (**Pardiggle**)-এর মতো বিপথগামী মানবপ্রেমীদের ওপর।

১৮৫৪-র এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ধারাবাহিকতভাবে 'হাউসহোল্ড ওয়ার্ডস' (Household Words)-এ বেরিয়েছিলো ডিকেন্সের উপকথাধর্মী উপন্যাস **হার্ড টাইমস্**, যার মুখ্য চরিত্র টমাস গ্র্যাডগ্রাইণ্ড (Gradgrind) নামে কোকটাউনের এক শিল্পমালিক যে তথ্য ও ঘটনাকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেয়। গ্র্যাডগ্রাইণ্ডের মেয়ে লুইজা (Louisa) ও ছেলে টম (Tom) স্নেহ-ভালবাসা বর্জিত এক যান্ত্রিক পরিবেশে বড় হয়। দাম্ভিক ধনকুবের জোসিয়া বাউণ্ডারবি (Bounderby) বয়সে লুইজার পিতৃতুল্য হলেও গ্র্যাডগ্রাইণ্ড তার সঙ্গেই মেয়ের বিবাহ দেন। বিবাহিত জীবনে নিদারুণ অসুখী লুইজাকে অতঃপর প্রলুব্ধ করে জেম্স্ হার্টহাউস (Harthouse) নামে এক নব্যযুবা যদিও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লুইজা বাবার আশ্রয়ে ফিরে আসে। গ্র্যাডগ্রাইণ্ড তার ভুল বুঝতে পারে এবং লুইজা ও বাউণ্ডারবির মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে। অন্যদিকে টম তার কর্মদাতার টাকা চুরি করে প্রথমে জনৈক শ্রমিক স্টিফেন ব্ল্যাকপুল (Blackpool)-এর ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করে; কিন্তু শেষে তাকে ধরা পড়তেই হয়। ঘনসংবদ্ধ ও গতিময় এই উপন্যাসে ডিকেন্স দেখাতে চেয়েছেন উপযোগবাদী (utilitarian) যান্ত্রিকতা ও প্রেমহীনতার বেদীমূলে কিভাবে মানুষের সুখ-শান্তি বিসর্জিত হয়। 'হার্ড টাইমসে' বেশ কিছু স্মরণীয় অপ্রধান চরিত্রের বিশিষ্টতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেমন, সার্কাস-মালিক স্লিয়ারি (Sleary), সার্কাস দলেরই সিসি জিউপ্ (Jupe), বাউণ্ডারবি'র গৃহকর্ত্রী মিসেস স্প্যারসিট (Sparsit), শ্রমিক-সংগঠক স্ল্যাকব্রিজ (Slackbridge) প্রমুখ। গ্র্যাডগ্রাইণ্ড ও বাউণ্ডারবি'দের মধ্যে তদ্‌কালীন ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব উপযোগীতাবাদী সমাজের প্রতিভূদের চিহ্নিত করে ডিকেন্স আক্রমণ করেছিলেন ভিক্‌টোরীয় যুগের শিল্প-বাণিজ্যমুখী জীবনবোধের অমানবিক বিবেকহীনতাকে।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৫৭-র জুন পর্যন্ত কুড়িটি মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলো **লিটল ডরিট**। দেনার দায়ে মার্শালসি কারাগারে (Marshalsea Debtor's Prison) বন্দী উইলিয়াম ডরিট (Dorrit)-এর কনিষ্ঠা কন্যা অ্যামি (Amy)-ই এই উপন্যাসের 'লিট্‌ল্ ডরিট'। তার অন্য দুই ভাই-বোনের (ভাই টিপ্ ও বোন ফ্যানি) থেকে আলাদা অ্যামির ভালবাসাই দুর্ভাগা উইলিয়ামের একমাত্র সান্ত্বনা। এই অ্যামি অনুরক্ত হয় আর্থার ক্লেনাম (Clennam) নামে এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির, যে ঘটনাচক্রে এক প্রতারণার শিকার হয় ও মার্শালসি কারান্তরালে অবরুদ্ধ হয়। আকস্মিকভাবে কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকার আসে উইলিয়ামের হাতে। কারান্তরাল থেকে মুক্ত হয়ে ডরিট পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উইলিয়াম যায় ইতালী ভ্রমণে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কারারুদ্ধ ক্লেনামের পরিচর্যা করে অ্যামি। ক্লেনাম অ্যামির অনুরাগকে স্বীকৃতি জানায়, কিন্তু আর্থিক বিপর্যয়ের অবস্থায় অ্যামিকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার সম্ভাবনা দুরাশা বলে মনে হয় তার। উপন্যাসের শেষে বৈষয়িক ব্যবধান

দূর হলে ক্লেনাম ও অ্যামি মিলিত হয়। এই উপন্যাসে একটি পার্শ্বকাহিনী (sub-plot) রয়েছে আর্থার ক্লেনামের অসুস্থ মা ও তাঁর ইচ্ছাপত্রের একটি সূত্রের রহস্যকে কেন্দ্র করে। লেখ চলাকালীন ডিকেন্স এই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'Nobody's Fault'। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের গুরুত্বের কথা সম্ভবতঃ স্মরণ করাতে চেয়েছিলেন ডিকেন্স। বেশ কয়েকটি অপ্রধান কমিক চরিত্র—ফ্লোরা ফিনচিং (Finching), জন শিভেরি (Chivery) ও মিসেস জেনারেল (General)—'লিট্‌ল ডরিটে'-এর অক্ষয় সম্পদ। এছাড়া মার্শালসির কারাগারের দৃশ্যগুলিতে এক চমকপ্রদ বাস্তবতাবোধের পরিচয় রেখেছেন ডিকেন্স।

এ টেল অব টু সিটিজ কার্লাইলের 'The French Revolution'-এর ছায়া অবলম্বনে লেখা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। ১৮৫৯-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই দুই শহরের গল্পের সময়কাল ফরাসী বিপ্লবের উত্তাল ঐতিহাসিক সময়পর্ব। দুই শহরের একটি লন্ডন এবং অন্যটি প্যারিস। কাহিনীর সূত্রপাত জনৈক ফরাসী চিকিৎসক ম্যানেট (Manette)-এর আঠারো বছর বাদে বাস্তিল থেকে মুক্তিলাভ দিয়ে। অভিজাত এভ্রমন্ড (Evremonde) পরিবারের এক গোপন ঘটনার সাক্ষী ড. ম্যানেটকে যেতে হয়েছিলো কারান্তরালে। মুক্তি পেয়ে ডাক্তার আসেন ইংলন্ডে যেখানে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর মেয়ে লুসি (Lucy)। লুসি ভালবাসে চার্লস্ ডারনে (Darnay) নামধারী এভ্রমন্ড বংশজাত এক ব্যক্তিকে। লুসি ও চার্লস পরিণয়াবদ্ধ হয়। বিপ্লবীদের হাতে আটক এক পারিবারিক ভৃত্যকে রক্ষা করতে অতঃপর ডারনে ফ্রান্সে যায়, এবং গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শেষ মুহূর্তে ডারনে রক্ষা পায় সিডনি কার্টন (Carton) নামে এক ছন্নছাড়া চরিত্রের মহানুভবতায়। ডারনে ও কার্টনের চেহারায় বিলক্ষণ সাদৃশ্য থাকায় কার্টন ডারনের পরিবর্তে ফাঁসীকাঠে চড়ে ও ডারনে মুক্তি পায়। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাস সম্ভবতঃ ডিকেন্স প্রতিভার স্বাভাবিক প্রকাশের পক্ষে উপযোগী ছিলো না, যদিও অপ্রধান চরিত্রসৃষ্টিতে ডিকেন্স যথাপূর্ব মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। সমালোচকদের মতানুযায়ী, রসবোধের অভাব ডিকেন্সের এই উপন্যাসের বড় ঘাটতি।

পরবর্তী উপন্যাস **গ্রেট এক্সপেক্টেশনস্** (ধারাবাহিক প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৮৬০ থেকে আগস্ট ১৮৬১ পর্যন্ত)-এর কেন্দ্রে রয়েছে এক নীতিদর্শন যার সঙ্গে যথাযথভাবে চরিত্র ও ঘটনাসমূহকে মেলাতে পেরেছিলেন ডিকেন্স। জনৈক গ্রাম্য বালক ফিলিপ পিরিপ ওরফে পিপ্ (Pip)-এর জবানীতে এ উপন্যাসের শুরু। পিপের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিলো তার দিদির নির্দয় শাসনে, যদিও দিদির স্বামী, পেশায় কর্মকার, জো গার্জেরি (Joe Gargery) ছিলো অতি সদাশয় মানুষ। পিপ্ অতঃপর এক ধনী ও অর্ধ-প্রকৃতিস্থ মহিলা মিস হ্যাভিশ্যাম

(**Havisham**)-এর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাঁর বাড়ীতে আশ্রিতা সুন্দরী এস্টেলা (**Estella**)-র প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ভদ্রলোক হয়ে ওঠার বাসনায় এবং অযাচিতভাবে কিছু অর্থ ও সম্পত্তির বন্দোবস্ত হলে পিপ লণ্ডনে চলে যায় ভদ্রজনোচিত শিক্ষা ও কেতা রপ্ত করতে। পিপ্ জানতে পারে অ্যাবেল ম্যাগউইচ্ (**Magwhitch**) নামে এক পলাতক আসামীই তার হঠাৎ পাওয়া অর্থের যোগানদার। এই অ্যাবেলকেই সে তার বাল্যকালে অভুক্ত অবস্থায় দেখেছিলো ও তার উপকার করেছিলো। অ্যাবেল এখন তার ঋণ শোধ করতে আগ্রহী। পিপ্ অ্যাবেলের দেশান্তরের পরিকল্পনা করলেও তা সফল হয় না। অ্যাবেল আহত অবস্থায় ধরা পড়ে ও বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু বিচারের রায় কার্যকর হবার আগেই মৃত্যু হয় অ্যাবেল ম্যাগউইচের। অন্যদিকে এস্টেলা বিবাহ করে বর্বরস্বভাব বেণ্টলি ড্রামল্ (**Drummle**) কে ; বেণ্টলি তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পীড়ন করে এস্টেলাকে। নিজের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা থেকে পিপ্ শিক্ষা নেয় বিনয় ও আনুগত্যের। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে পিপ্ ও এস্টেলার মিলনে। অবশ্য প্রথমে ডিকেন্স এই প্রণয়ীযুগলকে মেলাতে চান নি ; পরে বুলওয়ার লিটনের পরামর্শক্রমে মিলনাত্মক পরিণতি হয় উপন্যাসের, গতানুগতিকভাবেই। মিস্ হ্যাভিশ্যামের প্রসঙ্গে আবেগাতিশয্য ও অতিনাটকীয়তার উপাদান অতি স্পষ্ট হলেও উপন্যাসটির গঠন ও রচনাটির কেন্দ্রে ডিকেন্সের নৈতিক অভিপ্রায় আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের পাতায় বিধৃত অপ্রধান চরিত্রসমূহের এক বিচিত্র প্রদর্শনশালা—ওপস্‌ল্, পাম্বলচুক্, ওয়েমিক ও আরো অনেকে।

ডিকেন্সের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস **আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড** ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছিলো ১৮৬৪-র মে থেকে ১৮৬৫-র নভেম্বর পর্যন্ত। এটি ডিকেন্সের সামাজিক বিষয়াশ্রয়ী তথা সমালোচনামূলক রচনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংহত ও জটিলতাপূর্ণ। বিভিন্নমুখী কাহিনী ও চরিত্র তথা দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে ডিকেন্স এ' উপন্যাসে বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ এক সমাজ ও সংস্কৃতির হতাশকর চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কাহিনী জন হার্মন (**Harmon**) নামে এক যুবককে কেন্দ্র করে, যে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ইংলণ্ডে ফেরে। পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে, কিন্তু ইচ্ছাপত্রের শর্তানুসারে হার্মনকে বিবাহ করতে হবে বেলা উইলফার (**Wilfer**) কে। হার্মন ছদ্মপরিচয় নিয়ে প্রথমে বেলার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। ঘটনাচক্রে সে আত্মপরিচয় গোপন রেখে জন রোকস্মিথ (**Rokesmith**) নাম নিয়ে মি. বফিন (**Boffin**)-এর সচিবের কাজ নেয়। বিতর্কিত ইচ্ছাপত্রের শর্তানুযায়ী হার্মন বেলাকে বিবাহ না করলে সম্পত্তি বফিনেরই পাওয়ার কথা। বফিন বেলাকে তাঁর কাছেই নিয়ে আসেন এবং হার্মন তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। উদ্ধত ও অর্থলোভী বেলা হার্মনের বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বফিন ইতোমধ্যে রোকস্মিথরূপী হার্মনের পরিচয় জানতে পারেন এবং বেলাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এক নিষ্ঠুর ও কৃপণ ধনীব্যক্তির

াতো দুঃসহ আচরণের দ্বারা বফিন হার্মনকে উত্যক্ত ও পরে কর্মচ্যুত করেন। এতে বেলার চোখ খুলে যায়; সে রোকস্মিথের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। জন হার্মনের এই মূল কাহিনীর সঙ্গে এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ত্রিকোণ প্রেমের সংঘাত। লিজির ভাই চারলির শিক্ষক ব্র্যাডলি হেডস্টোন (Headstone) ভালবাসে লিজিকে, কিন্তু লিজি আকৃষ্ট জনৈক আইনজীবী ইউজিন রেবার্ন (Wrayburn)-এর প্রতি। ঈর্ষাকাতর হেডস্টোন রেবার্নকে হত্যার চেষ্টা করলে লিজি তাকে রক্ষা করে। লিজি ও রেবার্ন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। হেডস্টোনের মৃত্যু হয় দুর্মতি রোগ রাইডারহুড (Riderhood)-এর হাতে এবং রাইডারহুডও মারা পড়ে।

দি মিস্ট্রি অব এডউইন ড্রুড ডিকেন্সের অসমাপ্ত রহস্যকাহিনী যার পরিকল্পিত বারো কিস্তির মধ্যে ছ'টি শেষ করতে পেরেছিলেন লেখক। ক্লয়েস্টারহ্যাম (Cloisterham) শহরের জনৈক গীর্জা-গায়ক জন ইয়াসপার (Jasper)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এডউইন ড্রুডের বড়দিনের আগের রাতে ভয়াবহ ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে রহস্যময় নিরুদ্দেশ-যাত্রা নিয়ে ঐ কাহিনী লেখা হচ্ছিলো। এই কাহিনীর সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে এবং উপন্যাসটিকে শেষ করবার একাধিক চেষ্টাও হয়েছে।

ডিকেন্সের উপন্যাসের বিবিধ প্রসঙ্গ :

১. মানবতন্ত্রী ডিকেন্স : গঠনের শৈথিল্য, অতিনাটকীয়তা, ভাবাতিশয্য ইত্যাদি ত্রুটির কথা সমালোচকরা যতই বলুন না কেন, পাঠকসাধারণের কাছে ডিকেন্সের ধারাবাহিক রচনার জনপ্রিয়তা ছিলো প্রবাদপ্রতিম। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের মাসিক কিস্তির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকতেন অসংখ্য পাঠক যাঁদের চাহিদা অবশ্যই প্রভাবিত করেছিলো ডিকেন্সের চরিত্রচিত্রণ, গঠন ও ভাষাশৈলীকে। ডিকেন্সের এই পাঠক-মনোরঞ্জনের অন্তর্নিহিত রহস্য তাঁর সহজ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসন্নতা। ডিকেন্সের উপন্যাসের জগৎ এক বিচিত্র, উদ্ভট, মনোরম জগৎ যা বহু মানুষের বেশভূষা, আচার-আচরণ, স্বভাব-মানসিকতার বিভিন্নতায় অতীব আকর্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ করা হয় যে ডিকেন্স-সৃষ্ট চরিত্রেরা একমাত্রিক (one-dimensional); কোনো শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি বা উৎকেন্দ্রতার দ্বারা তারা সীমায়িত। এমনও বলা হয়ে থাকে যে অতিশয়োক্তি ও ভাবার্দ্রতা দোষে অধিকাংশ ডিকেন্স-রচনা দুষ্ট। কিন্তু এ সব সমালোচনায় যতই সারবত্তা থাকুক না কেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের বাস্তবতা ও লেখকের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মহত্ব ডিকেন্সের উপন্যাসগুলিকে চিরায়ত সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাসের যে কমেডি জগৎ নির্মাণ করেছেন ডিকেন্স, সেখানে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ঘোর লেগেছে কদাচিৎ। মানবতন্ত্রী ডিকেন্স তার দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতায় জীবনবোধের ব্যাপ্তিতে, পর্যবেক্ষণের আন্তরিকতায় এক রসময় ও স্পন্দমান মানব-জগৎ আমাদের উপহার দিয়েছেন। দ্রুত শিল্পায়ন ও যান্ত্রিকতার যুগে, আত্মতুষ্টি

ও উদাসীনতার সামগ্রিক নিরুৎসাহের মাঝেও ডিকেন্স মানুষের ওপর বিশ্বাস হারান নি। ঈশ্বরের উদার পিতৃসুলভ করুণা, প্রেম ও স্নেহ-প্রীতির অক্ষয় মূল্য, মানুষের মৌলিক মনুষ্যত্ব বিষয়ে ডিকেন্সকে আস্থাহীন হতে দেখা যায় না। মানবিক সম্পর্ক, পারস্পরিক দায়িত্ব ও নির্ভরতা, আন্তরিক আবেগের উষ্ণতা তাঁর উপন্যাসের জগতকে এক মহৎ ও উদার ভারসাম্য দিয়েছে।

২. চরিত্রশিল্পী ডিকেন্স: ডিকেন্সের বাস্তবতাবোধ ও প্রখর পর্যবেক্ষণ-শক্তি সর্বজন স্বীকৃত। সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে অবিস্মরণীয় ডিকেন্সের চরিত্র সমূহ তার স্বাক্ষর বহনকারী। যে কোনো জনপ্রিয় কথাশিল্পীর জনপ্রিয়তা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অমরত্বের ওপর নির্ভরশীল। আর. এ ব্যাপারে ডিকেন্সের সাফল্য পোঁছেছিলো কিংবদন্তীর পর্যায়ে। ডিকেন্সের চরিত্রগুলিকে মোটের ওপর দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ক. যারা সহজ ও স্বাভাবিক; খ. যারা অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক। প্রথম শ্রেণীতে উল্লেখ করা যায় ডিকেন্সের বেশীর ভাগ কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের ও শিশুচরিত্রগুলিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রসমূহ, খলনায়ক তথা অসংখ্য অদ্ভুত ও উৎকেন্দ্রিক অপ্রধান চরিত্র। বিশেষ লক্ষণীয় যে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রধান চরিত্রসমূহের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অস্বাভাবিক, অসামাজিক, উৎকেন্দ্রিক নারী-পুরুষেরা অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। আসলে বাহ্যিক কোনো ত্রুটি বা আতিশয্য কিম্বা স্বভাব বা মনোভঙ্গীর কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলেই তা ডিকেন্সের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, পরিবর্ধিত ও রসায়িত হয়ে পাঠকের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। তাঁর নিকোলাস নিক্‌ল্‌বি, মার্টিন চাজল্‌উইট, ওয়াল্টার গে এবং এমন কি ডেভিড কপারফিল্ডের তুলনায় বিল সাইক্‌স্‌, পেকস্নিফ্‌, টম পিন্‌চ, মিকবার, বেট্‌সি ট্রট্‌উড প্রমুখ চরিত্র অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক।

পিকারেস্ক উপন্যাসের ধারায় ডিকেন্স তাঁর নারী পুরুষদের দেখেছিলেন বাইরে থেকে। তাদের মানসিক জটিলতা কিম্বা আত্মিক দ্বন্দ্ব ও বিকাশের কোনো বিশ্লেষণ ডিকেন্সের উপন্যাসে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে অপর এক ভিক্‌-টোরীয় ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়টের সঙ্গে ডিকেন্সের পার্থক্য স্পষ্ট। আর এই কারণেই সাহিত্যিক-সমালোচক ই. এম. ফরস্টার (Forster) সহ অনেকেই ডিকেন্সের চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের সজীব নারী-পুরুষ না বলে, বলেছেন একমাত্রিক ক্যারিকেচারধর্মী চরিত্র। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'Aspects of the Novel' (1927) গ্রন্থে ফরস্টারকৃত সেই বিখ্যাত মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—'Dickens's people are nearly all flat.' উদাহরণস্বরূপ ফরস্টার উল্লেখ করেছিলেন মিসেস মিকবারের চরিত্রটির। এই সমালোচনার মধ্যে যেমন সারবত্তা রয়েছে, তেমনি এ'কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে ডিকেন্সের কল্পনায় বহুবিচিত্র নারী-পুরুষের বাহ্যিক অস্বাভাবিকতা যেভাবে ধরা পড়েছিলো, সহজ ও স্বাভাবিক চরিত্রগুলি সেভাবে বর্ণময় হয়ে ওঠে নি। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে এটা একই সঙ্গে

ডিকেন্সের দুর্বলতা ও অসামান্য জনপ্রিয়তার অন্যতম চাবিকাঠি। একটি বাক্যে কিম্বা একটি বাহ্যিক তক্‌মায় হয়তো ডিকেন্সের অধিকাংশ চরিত্রকেই বর্ণনা করা যায়, কিন্তু তাদের বিস্ময়কর সজীবতা তাতে বিন্দুমাত্র কমে না ; ফরস্টার স্বয়ং এ সত্যকে স্বীকার করেছেন : **'Nearly everyone can be summed up in a sentence, and yet there is this wonderful feeling of human depth. Probably the immense vitality of Dickens causes his characters to vibrate a little, so that they borrow his life and appear to lead one of their own।'**

আগেই বলা হয়েছে যে ডিকেন্সের প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়িত হয় নি। ডেভিড, অ্যাগনেস, এস্টেলা, এভিথরা এতখানিই ভালো যে বাস্তবসম্মত বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারীচরিত্র চিত্রণেও ডিকেন্স বিশেষ সফল হয়েছেন মধ্যবয়স উত্তীর্ণ ও কোনো চারিত্রিক লক্ষণে চিহ্নিত মহিলাদের ক্ষেত্রে, যেমন, বেট্‌সি ট্রটউড, মিসেস গ্যাম্প, মিস প্রস প্রমুখ। দারিদ্র্য ও অসহায়তার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন বলেই ডিকেন্সের বিশেষ সহানুভূতি ছিলো দরিদ্র ও পীড়িত শিশুদের প্রতি ; উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বালক ডেভিড, বালক অলিভার, লিটল্ নেল ইত্যাদি চরিত্রের। ডিকেন্সের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক নারী-পুরুষ এসেছে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, এমনকি অসামাজিক অন্ধকার জগৎ থেকেও। ব্যঙ্গ-পরিহাসের কুশলী টানে তাদের চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন ডিকেন্স। নাম করা যেতে পারে ফাগিন, সাইক্‌স্, ন্যান্সি, মিস মিগ্‌স্, মিসেস গামিজ, মিসেস জেলিবি, অ্যাবেল ম্যাগউইচ প্রভৃতির। এদের অনেককেই ডিকেন্স কদর্য বস্তীজীবন থেকে তুলে এনেছিলেন তাঁর উপন্যাসের পাতায়।

আর এক ভাবে ডিকেন্স তাঁর চরিত্রগুলিকে সজীবতা দিয়েছিলেন। তা' হোলো সংলাপের চমকপ্রদ ব্যবহার। নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে ডিকেন্সের বিশেষ আগ্রহ ছিলো আর সেই আগ্রহেরই প্রতিফলন ঘটেছিল সংলাপ-রচনায়। মিকবার ও ইউরিয়া হিপের মতো চরিত্র তো তাদের সংলাপের বৈশিষ্ট্যেই স্মরণীয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে ঘাটতি ডিকেন্সের ছিলো তা'র অনেকখানিই পূরণ হয়েছিলো সংলাপের মনোহারিত্বে।

৩. হাস্যরস (Humour) ও করুণরসের (Pathos) মিশ্রণ : জীবনধর্মী শিল্পসাহিত্য কখনো শুদ্ধ সাহিত্য হতে পারে না। শেক্‌স্‌পীয়ারের মতো ডিকেন্সের সাহিত্যেও হাসি ও অশ্রু সর্বত্র মিলেমিশে গেছে। কমেডির সরসতার হাস্যোজ্জ্বল আকাশে ঘোরাফেরা করেছে বিষাদ ও বিরহের কালো মেঘ। 'হিউমার' কে যদি আমরা কার্লাইলের সংজ্ঞা অনুযায়ী বলি **'a sympathy with the seamy side of things'**, তাহলে সহজেই নজরে পড়ে যে মনুষ্যস্বভাবের যা কিছু বিচিত্র ও অদ্ভুত দিক তা ধরা পড়ছে ডিকেন্সের রচনার এক সরস জীবনদৃষ্টির

প্রসন্নতায়। বৈপরীত্য বা স্ববিরোধ, যা থেকে কমেডির হাস্যপরিহাসের জন্ম, তাকে ডিকেন্স প্রকাশ করেছেন কল্পনার সংবেদনে ; ভাষা ও সংলাপের প্রাখর্য ও সরসতা পরিণত হয়েছে তাঁর গদ্যশৈলীর একান্ত বৈশিষ্ট্যে। ডিকেন্সের হাস্য-পরিহাস তাঁর চরিত্রসমূহের বাহ্যিক বা আচরণগত উৎকেন্দ্রতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এবং তাতে আতিশয্য যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু এই 'exaggeration' বাদ দিয়ে ডিকেন্সের উপন্যাস-শিল্প কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না। তবে চারিত্রিক উৎকেন্দ্রতা ছাড়াও পরিস্থিতি (situation) ও সংলাপ (dialogue) ডিকেন্সের রচনায় হাস্যরসের অন্য দুই উৎস। বিশেষ করে 'পিক্‌উইক্‌ পেপার্স' এবং 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর নাম এ' প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

তবে ডিকেন্সের হাস্যরস সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়েছে যখন তা মিশেছে অশ্রুর সঙ্গে। বিশেষ করে যখন তাঁর নিজের শৈশব ও বাল্যের দুঃখ ও অসহায়তার কথা বলেছেন তিনি। কম্পটন-রিকেট (Compton-Rickett) এই অশ্রুসজল পরিহাসকে বলেছেন 'rainbow humour।' পল, ডেভিড আর পিপ্‌দের কথা বলতে গিয়ে দারুণ আবেগ ও আর্তি সহকারে ডিকেন্স স্মরণ করেছেন তাঁর নিজের দুর্যোগ-লাঞ্ছিত ছেলেবেলা। কখনো কখনো মনে হয় আবেগবাহুল্য তথা অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হয়েছে ডিকেন্স-উপন্যাসের কিছু মর্মস্পর্শী দৃশ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় লিট্‌ল্‌ নেল ও পলের মৃত্যুর দৃশ্যগুলি। তবে এ' কথা অনস্বীকার্য যে সকল স্তরের পাঠকই যেমন ডিকেন্স-সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনার সরসতায় হেসেছেন মন খুলে, তেমনই কেঁদে ভাসিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের করুণ মৃত্যু ও যন্ত্রণার দৃশ্যগুলিতে।

৪. **সমাজ সংস্কারক ডিকেন্স :** ব্যক্তিমানুষের বহুবিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি ডিকেন্সের যে আগ্রহ তার বৃহত্তর পটভূমি মানুষের সামাজিক জীবন, আর তাঁর সময়কার সমাজজীবনের বাস্তবানুগ চিত্র ডিকেন্সের উপন্যাসের অন্যতম সম্পদ। কোনো প্রথাগত সামাজিক তথা রাজনৈতিক মতাদর্শ হয়তো তাঁর রচনায় সেভাবে পরিস্ফুট হয় নি, কিন্তু প্রথমাবধি ডিকেন্স সমাজসংস্কারকের এক আন্তরিক স্পৃহা লালন করেছিলেন। দরিদ্র ও দলিত মানবাত্মার ক্রন্দন ও তার নিরসনের দাবী সর্বদা প্রতিধ্বনিত হয়েছে ডিকেন্সের রচনায়। তাঁর সময়কার আবাসিক স্কুলগুলির হৃদয়হীনতার কথা, অনাথ আশ্রম তথা আশ্রয়শালাগুলির প্রকৃত অবস্থা, উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নিষ্ঠুর যান্ত্রিকতা, বিচারব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে উদ্ভূত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ স্থান পেয়েছে ও বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে তাঁর 'অলিভার টুইস্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'ব্লিক হাউস', 'হার্ড টাইম্‌স' প্রভৃতি উপন্যাসে। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সোচ্চার হয়েছেন ডিকেন্স ; 'Poor Laws', 'Debtors, Prison, 'Court of Chancery' র মতো সামাজিক অনুশাসন বা প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আবেগের আলোকে সামাজিক অন্যায়, দমন-পীড়ন-অনাচারকে তীব্রভাবে সমালোচনা

করেছেন। কিন্তু এই সংস্কার প্রবণতা কোথাও খুব উচ্চকিত প্রচারে পরিণত হয়ে তাঁর উপন্যাসশিল্পের ক্ষতিসাধান করেছে এমন মনে হয় না। তাঁর চরিত্রের ও ঘটনার বাস্তবতা সর্বদাই অক্ষুন্ন থেকেছে।

৫. **ডিকেন্সের শৈলী (Style) :** ডিকেন্সের ভাষা ও শৈলী খুব পরিপাটি বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়, কিন্তু মোটের ওপর পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল। তিনি তাঁর লেখক জীবনের আরম্ভে সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তার প্রভাব গদ্যরীতিতে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বেশীর ভাগ রচনাই বৃহদায়তন ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ; তবুও তাঁর গদ্যের সহজ স্বাভাবিকতা ও বৈচিত্র্যের কারণে দীর্ঘ উপন্যাসগুলিও ক্লান্তিকর মনে হয় না। অবশ্যই ডিকেন্সের গদ্য কিছুটা ঝোঁকসর্বস্ব তথা ভাষা ও ভঙ্গীর 'mannerisms'-এর দ্বারা দুষ্ট। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলিকে গতানুগতিক কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য কখনো কখনো পীড়াদায়ক মনে হতে পারে।

ডিকেন্সের গদ্যের প্রাণ তাঁর রসবোধের বিশিষ্টতা যা নাটকীয়তার প্রসাদগুণ সমন্বিত। তাঁর নিখুঁত ও বাস্তব পর্যবেক্ষণলব্ধ বর্ণনা এই সরসতায় মণ্ডিত ; আবার এই সরসতার প্রান্ত ছুঁয়ে থাকে অশ্রু ও বেদনা। ডিকেন্সের গদ্য আড়ম্বরপূর্ণ নয় ; তাকে একেবারে ত্রুটিহীনও বলা চলে না। তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাঞ্জলতা কাব্যিকতা ও সর্বোপরি সরসতা পাঠকমনে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। নীচে 'পিকউইক পেপার্স' থেকে উদাহরণ স্বরূপ একটি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধার করা হোলো :

The particular picture on which Sam Weller's eyes were fixed, as he said this, was a highly coloured representation of a couple of human hearts skewered together with an arrow, cooking before a cheerful fire, while a male and female cannibal in modern attire : the gentleman being clad in a blue coat and white trousers and the lady in a deep red pelisse with a parasol of the same : were approaching the meal with hungry eyes, up a serpentine gravel path leading thereunto'.

৬. **ডিকেন্সের রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি (Defects) :** ডিকেন্সের বিরুদ্ধে সমালোচকদের অঙ্গুলিসংকেত প্রধানত : এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে—গঠনশৈথিল্য, আতিশয্য ও অতিনাটকীয়তা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের অসম্পূর্ণতা, আদর্শবাদী প্রবণতা ইত্যাদি। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ডিকেন্স অর্জন করেছিলেন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। অসংখ্য পাঠক হাঁ করে থাকতে তাঁর প্রতিটি রচনার মাসিক কিস্তির অপেক্ষায়। উপন্যাসের গঠনে ধ্রুপদী শৃঙ্খলা তাই ডিকেন্সের রচনায় আশা করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর উপন্যাসের প্লট 'episodic'। তবে এর মধ্যেও মোটামাটি নিখুঁত প্লট নির্মাণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 'এ টেল অব টু সিটিজ' এবং কিছুটা 'ডেভিড কপারফিল্ডে'ও। ডিকেন্সের ভাবাতিশয্য ও অতিনাটকীয়তা এবং একমাত্রিক চরিত্রসৃষ্টির প্রসঙ্গগুলি ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। আর আদর্শবাদ

ঝোঁকের বিষয়ে এটুকু বলা যায় যে কেবলমাত্র বস্তুতান্ত্রিকতা ডিকেন্সের লক্ষ্য কখনোই ছিলো না। বরং বলা যায় এক ধরনের রোমান্টিকতা, জীবন সম্পর্কে এক আশাবাদ ডিকেন্সের সমস্ত চরিত্র তথা ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শেষ বিচারে ডিকেন্স তাই এক মানবতাবাদী জীবনশিল্পী। 'উপন্যাস' নামক গদ্য-শিল্পটিকে তিনি একজন নির্মাতা হিসাবে গঠন ও রূপের কোনো চমকপ্রদ সৌষ্ঠব দিয়েছিলেন, এমন দাবী যদি নাও করা যায়, এটুকু বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে জীবনবীক্ষণের নিবিড়তায়, গভীর মানবিক সমন্বে ও আবেগময়তার আলোড়নে ডিকেন্স সর্বকালের এক অবিস্মরণীয় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। এ প্রসঙ্গে জি. কে. চেস্টারটনের রচনা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে :—

"Dickens did not write what the people wanted. Dickens wanted what the people wanted......Dickens never talked down to the people. He talked up to the people......His power, then, lay in the fact that he expressed with an energy and brilliancy Quite uncommon the things close to the common mind, we collide with a current error...Plato had the common mind; Dante had the common mind...commonness means the quality common to the saint and the sinner, to the philosopher and the fool; and it was this that Dickens grasped and developed."

ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্র :

মানবতন্ত্রী ও প্রতিবাদী জীবনশিল্পী ডিকেন্সের রচনার পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের জনপ্রিয় ও দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। উভয়েই এক জটিল সময়কালের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও জীবনকে দেখেছিলেন সহজ ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ডিকেন্সের মতোই শরৎচন্দ্র সনাতনী সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত অসহায় ও পীড়িত নারী-পুরুষদের পক্ষে মানবতাবাদের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই', সমাজের নীচুতলার সেইসব মানুষদের হয়ে নালিশ জানাতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র; এ' ব্যাপারেও তিনি ডিকেন্সের সমগোত্রীয়। সমাজসংস্কারে তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ডিকেন্সের মতোই সোচ্চার ছিলেন শরৎচন্দ্র। ডিকেন্সের মতোই কোনো বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিত্তি ছিলো না শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদী চরিত্রের। তিনি কেবল মানবিক সহানুভূতির সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেম ও হৃদয়বিনিময়ের সমস্যা, বিধবাবিবাহ, অরক্ষণীয়া কন্যা, মাতৃত্ব ইত্যাদির সমস্যাগুলিকে পাঠকসমীপে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও মর্মস্পর্শী ঢং-এ। ডিকেন্সের মতোই শরৎচন্দ্রের সমাজসচেতনতা ও প্রতিবাদী মানসিকতার ভেতরে ভেতরে প্রবাহিত হয়েছিলো এক আদর্শবাদী ভাবধারা। মনুষ্যত্বের অবমাননা, সহায়সম্বলহীন মানুষদের নির্যাতন,

উচ্চবর্ণের তথা সনাতনী ভাবধারায় লালিত ও সুবিধাভোগী মানুষদের সংকীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি শরৎচন্দ্রের মতো আর কেউ উদ্ঘাটিত করেন নি। কিন্তু কুৎসিত ও জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে চুরে ফেলার ঘোষণা শরৎচন্দ্রে নেই। এক্ষেত্রেও ডিকেন্সের মতো তিনি একজন মানবতন্ত্রী, সমাজমনস্ক লেখক, কিন্তু বিপ্লবী নন। ডিকেন্সের মতোই শরৎচন্দ্রের চরিত্রেরা—বিশেষতঃ নারী ও শিশুরা—অনেকাংশেই আদর্শায়িত। রমা, সাবিত্রী, কিরণময়ীরা প্রত্যেকেই যাবতীয় বিরূপতার মধ্যেও নম্রতা ও প্রেমের আদর্শ যেন। শরৎচন্দ্রের নায়কেরাও অধিকাংশই নমনীয় ও ভাবালু। তবে অস্বাভাবিক তথা উৎকেন্দ্রিক চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্সের যে অভাবনীয় সাফল্য তেমনটা শরৎচন্দ্রে দেখা যায় না। আবেগ-অনুভূতি তথা হৃদয়বৃত্তিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন উভয় লেখক। ডিকেন্সের মতোই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে আবেগাতিশয্য ও অতিনাটকীয়তার নিশ্চিত প্রাধান্য। তবে ডিকেন্সের রচনায় হাসি ও অশ্রুর যে ভারসাম্য লক্ষণীয়, শরৎচন্দ্রে তা'র জায়গায় বেদনাশ্রুর আধিক্য স্পষ্ট। নিপীড়িত মানবাত্মার হাহাকর শরৎচন্দ্রকে অনুভূতিপ্রবণ পাঠকসাধারণের কাছে তাই এত বেশী গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলো। ডিকেন্সের মতোই সহজ ও সরল ভাষা রীতিতে মানবমনের তন্ত্রীতে করুণ ঝঙ্কার তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

আধুনিক যুগ : বার্নার্ডশ, ইয়েটস ও এলিয়ট

সাহিত্যে 'আধুনিক' ও 'আধুনিকতা'র প্রশ্নে বিতর্কের শেষ নেই। সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা বা মানদণ্ড নিরূপণ করাও অসম্ভব। যে কোনো সাহিত্যকর্মই কোনো একটি যুগের সৃষ্টি এবং সেই যুগের নিরিখে, 'সমসাময়িক' এই অর্থে, 'আধুনিক'; কিন্তু কেবলমাত্র সমসাময়িকতা কিম্বা সাম্প্রতিকতার মানদণ্ডে 'আধুনিকতা'র বিচার বোধ হয় সার্থক হতে পারে না। যেমন ধরা যাক্ নাট্যকার গল্স্ওয়ার্দি এবং ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্সের কথা ; বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একই সময়পর্বে উভয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের রচনাতেই তদের যুগপ্রভাব স্পষ্ট। তবুও গলস্ওয়ার্দিকে আধুনিকতার বিচারে সম্ভবতঃ লরেন্সের সঙ্গে সম-উচ্চতায় স্থান দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ নিছকই 'যুগপ্রভাব' কিম্বা 'সমকালীন জীবনের প্রতিফলন' ইত্যাদির নিরিখে 'আধুনিকতা'র সামগ্রিক রূপটিকে ব্যক্ত করা যায় না।

ইংরাজী তথা ইওরোপীয় সাহিত্যের পর্যালোচনায় 'Modernism' বা আধুনিকতা দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই প্রবণতার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং পূর্ণতর রূপলাভ বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইওরোপে। এত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কার্যক্রম ও শৈলীর মধ্য দিয়ে এই 'মর্ডানিজ্ম্'-এর বৃদ্ধি হয়েছে যে তাকে একটি সমসত্ত্ব (homogeneous) আন্দোলন রূপে বর্ণনা করা কঠিন। বরং বলা যায় ইংরাজী, ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান সাহিত্যের আধুনিকতার সীমানাকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করেছে 'সিম্বলিজ্ম্' (Symbolism), 'ইমপ্রেশনিজম' (Impressionism), 'ফিউচারিজ্ম্' (Futurism), 'ইমেজিসম' (Imagism), 'ভরটিসিজ্ম' (Vorticism) 'ডাডাইজম' (Dadaism) ও 'সুরলিয়ালিজম' (Surrealism) প্রভৃতি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন। প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদি মহানগরের সাহিত্য-চক্রগুলিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সাহিত্যরীতি, গঠনশৈলী ও নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই 'আধুনিকতা'র যাত্রারম্ভ হয়েছিলো। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিলো এই 'আধুনিক' সন্ধানব্রতের অদ্বিতীয় লক্ষণ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা ও সঙ্গীত—সব এসে সাহিত্যজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যরূপকে করে তুললো জটিল ও দুরূহ। এর সংগে আরও যুক্ত হোলো মহাযুদ্ধের ভয়াবহ মারক অভিজ্ঞতা, সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সংকট, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সভ্যতার সর্বগ্রাসী বিপন্নতা ইত্যাদি।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ রাজত্বের অবসান হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেই কারণে ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আধুনিক যুগ' বলতে বিশ শতকের

সাহিত্যকে বোঝাবে, যদিও 'আধুনিকতা'র কিছু কিছু পূর্বলক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিলো উনিশ শতকেরই অন্তিমলগ্নে। আবার বর্তমান শতকের আধুনিক সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধ এক বিভাজনরেখা টেনে দিয়েছে। বার্নার্ড'শ থেকে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পর্ব আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম পর্যায়; দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যকে দেখা যেতে পারে, যুগযন্ত্রণা ও সংশয়ে যা' পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জটিল।

ভিক্টোরীয় যুগ ছিলো সুস্থিতি ও সমৃদ্ধির যুগ; ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, এমনকি পারিবারিক জীবনেও, বিনা দ্বিধায় কর্তৃপক্ষ (Authority) কে মেনে নেওয়ার যুগ। এই যুগদৃষ্টির কেন্দ্রে বিরাজিত ছিলো এই স্থির বিশ্বাস যে সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বই অক্ষয়, অমর। রাষ্ট্র, সংবিধান, ধর্ম এবং পরিবার, সবকিছুকেই মনে করা হয়েছিলো চূড়ান্তভাবে অপরিবর্তনীয়। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন আপোষ ও আনুগত্যের মানসিকতা অন্তর্হিত হয়ে সংশয় ও প্রশ্নজিজ্ঞাসার চিহ্নগুলি ফুটে উঠতে শুরু করেছিলো 'আধুনিকতা'র জন্মলগ্নে; আত্মতুষ্টির বদলে দেখা দিচ্ছিলো অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের বোধ। বিশ শতকের নামকরণ—Age of Interrogation—তাই যথার্থ বলা যায়।

নাটকের ক্ষেত্রে জর্জ বার্নার্ড'শ ইব্‌সেনের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের প্রেরণায় এক নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। মননশীলতা, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, রোমান্টিকতা তথা ভাবাবেগের তীব্র সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তির্যক সরসতা ইত্যাদি ছিলো শ'র থিয়েটারের অভিনবত্ব। বার্নার্ড'শ প্রবর্তিত নাট্যধারায় পরে যোগদান করেন গ্র্যানভিল-বার্কার ও গলসওয়ার্দি। 'আধুনিক' তথা 'Modernist' সাহিত্যের মানচিত্রে এই পর্যায়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্নরূপে মনে করা হয় হেনরি জেম্‌সের 'দ্য অ্যাম্‌ব্যাস্যাডার্স' (The Ambassadors, 1903) এবং জোসেফ কন্‌রাডের 'নসট্রোমো' (Nostromo, 1904) উপন্যাস দুটিকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের রচনার প্রতিনিধিরূপে এই তালিকায় অবশ্যই যুক্ত হবে এলিয়টের নবযুগের হতাশার মহাকাব্য 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' (The Waste Land, 1922), জেমস জয়েসের 'চৈতন্যপ্রবাহ' (Stream of Consciousness) রীতির উপন্যাস 'ইউলিসিস্' (Ulysses, 1922) এবং এজরা পাউন্ড, ডব্লু. বি. ইয়েটস, ভার্জিনিয়া উলফের কাব্য ও উপন্যাস।

'দ্য আমব্যাস্যাডার্স' (১৯০৩), 'দি গোলডেন বোল' (১৯০৪) প্রভৃতি রচনায় হেনরি জেমস গড়ে তুলেছিলেন উপন্যাসের আধুনিক শিল্পিত রূপ। জোসেফ কন্‌রাড ও ভার্জিনিয়া উলফের জটিল মনোবিশ্লেষণী তথা চৈতন্যপ্রবাহী রচনারীতিতে সেই উপন্যাসশিল্প পেলো তার নিজস্ব গতিপথ। জেমস জয়েসের আত্মজৈবনিক 'ইউলিসিসে' সেই নব্যরীতি অন্তর্মুখিতার এক দুরতিক্রম্য দিক্‌চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিশ শতকীয় উপন্যাসের ইতিবৃত্তে এঁদের পাশাপাশি লরেন্স অধিকার করেছিলেন স্থায়ী আসন। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিমতা ও

কপটতার বিরুদ্ধে লরেন্স ফিরে যেতে চেয়েছিলেন উদ্দাম আবেগ ও প্রবৃত্তির এক সহজ ও আদিম জীবনে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই লরেন্সের বিতর্কিত ঔপন্যাসিক জীবনের সূচনা যুদ্ধোত্তর পর্বে এক দশক ধরে লরেন্স কঠিন আত্মানুসন্ধান ও প্রশ্নজিজ্ঞাসায় ব্রতী থেকেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্যে ও রহস্যময়তায় পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলের ডব্লু. বি. ইয়েটস। ইতিহাস, লোকগাথা, পুরাণ, জাদুবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিচিত্র বিষয়ে অশেষ আগ্রহ ও চর্চা ছিলো তাঁর। ফরাসী প্রতীকতন্ত্রী (Symbolist) কাব্যাদর্শ ও কবি ভের্লেনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁর কবিতায়, বিশেষতঃ প্রতীকসমূহের সতর্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করেছিলো। তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে একাধিকবার কাব্যরীতি বদলেছেন ইয়েটস ; নতুনত্বের সন্ধান ছিলো তাঁর স্বভাবধর্ম। সমসাময়িক কালের আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটের নিন্দা ও প্রত্যাখানের ফলশ্রুতিস্বরূপ কবি ইয়েটস অবশেষে উপনীত হয়েছিলেন এক দুরূহ দর্শনতত্ত্ব ও দুরধিগম্য প্রতীক-শৃঙ্খলার জগতে। তবে 'Modernism' বলতে আমরা যে আন্তর্জাতিক 'আভাঁ গাদ' (avant garde) বুঝে থাকি ইংরাজী কবিতায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন টি. এস. এলিয়ট। জর্জীয় কবিতার রোমান্টিক চর্বিত-চর্বণকে বিদায় দিয়ে এই বাস্তুত্যাগী মার্কিন কবি বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর চমকপ্রদ অভিনবত্বে এক দুরূহ, মননশীল, চিত্রকল্প-ঋদ্ধ কবিতার নিদর্শন রেখেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকাকীন এলিয়টের কবিরূপে আত্মপ্রকাশ। যুদ্ধোত্তর পর্বেও তাঁর কাব্যবিষয়ের বৈচিত্র্যে ও প্রকরণের নতুনত্ব পাঠকদের কাব্যরুচিকে শাসন করেছে। ফরাসী প্রতীকতন্ত্রী কবিদের কাছে ইয়েটসের মতো এলিয়টও বিশেষ ঋণী।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছিলো যা 'সিম্বলিস্ট' আন্দোলন-রূপে পরিচিতি লাভ করে। বদ্‌লেয়ার ও এডগার অ্যালেন পো ছিলেন এই আন্দোলনের ভাব-পুরোহিত। প্রতীকতন্ত্রীদের ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনের ঊর্ধ্বে রয়েছে প্রকৃত সত্য ; তাই আভাসে-ইঙ্গিতে 'ফেনোমেনা'র ঊর্ধ্বে' যে পরমবাস্তবতা তাকে জাগিয়ে তোলাই কবিতা তথা সাহিত্যের লক্ষ্য। এই প্রতীকবাদী আন্দোলন এক চরম শুদ্ধতার ধ্যানে পরিণত হয়েছিলো মালার্মে-এর কবিতায়। কবিতাকে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ওয়াগ্‌নার (Wagner)-এর সঙ্গীতের দীপ্যমান সৌন্দর্যের স্তরে। অন্যান্য প্রতীকতন্ত্রী কবি-সাহিত্যকদের মধ্যে ছিলেন ভের্লেন র‍্যাঁবো (Rimbaud), লাফোর্গ (Laforgue), মেটারলিঙ্ক গুরমো (Gourmont) প্রমুখ। আর্থার সাইমন্সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Symbolist Movement in Literature' (1899) ইয়েট্‌স্ ও এলিয়টের কাছে

এই প্রতীকতন্ত্রী ভাবাদর্শের এক রহস্যময় রূপলোকের দরজা খুলে দিয়েছিলো। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছিলো কবি ইয়েট্সের উদ্দেশে এবং ইয়েট্স প্রতীকতন্ত্রী আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন 'the recoil from scientific materialism' রূপে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি তরুণ ও সন্ধানী এলিয়টের হাতে আসে। তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন লাফোর্গ, ভের্লেন ও করবিয়ের (Corbiere)-এর কবিতার প্রতি। এই প্রতীকতন্ত্রী কাব্যাদর্শই বিশ শতকের ইংরাজী কবিতায় আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটনে এলিয়টের প্রেরণাস্থল হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে এজরা পাউন্ড, জয়েস ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতো কবি-সাহিত্যিকেরাও 'সিম্বলিজ্‌ম্'-এর দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বলা যেতে পারে এই 'সিম্বলিজ্‌মের'ই পরিবর্তিত রূপ 'ইমেজিস্ট' কাব্যান্দোলন, যার পথিকৃৎ ছিলেন নন্দনতাত্ত্বিক টি. ই. হিউম। ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত স্থায়ী এই বিস্মৃতপ্রায় কাব্যান্দোলনের লক্ষ্য ছিলো—বিষয়ের প্রত্যক্ষতা, নিরংকুশ ও সংহত প্রকাশরীতি, চিত্রকল্পের স্পষ্টতা, সাংগীতিক বাগ্‌ধারা (musical phrase) পরম্পরায় ছন্দরচনা ইত্যাদি। এফ. এস. ফ্লিন্ট কে সঙ্গে নিয়ে এজরা পাউন্ড 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'ইমেজিসম'-এর একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং তার লক্ষণগুলি নির্দেশ করেন। পাউন্ড সম্পাদিত প্রথম 'ইমেজিস্ট' কাব্য-সংকলন 'Des Imagistes' ১৯১৪-য় প্রকাশিত হয়। পাউন্ড ও ফ্লিন্ট ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে ছিলেন রিচার্ড অ্যালডিংটন (Aldington), হিলডা ডুলিট্‌ল্, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জয়েস, অ্যামি লাওয়েল এবং উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে যেমন জন ডানের অনুসারী 'মেটাফিজিক্যাল' কবিরা তাঁদের চিত্রকল্পের আশ্চর্য আঘাতে পাঠকের রোমান্টিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা দূর করতে চেয়েছিলেন, পাউন্ড ও তাঁর সহযোগীরা 'ইমেজিস্ট' আন্দোলনের দ্বারা এক ব্যতিক্রমী মেজাজ তথা কাব্যভাষা ও শৈলীর প্রবর্তন করে তেমনই এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। এই পরিবর্তনের পূর্ণতা টি. এস. এলিয়টের কবিতা।

এ' কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না যে 'আধুনিকতা' পরিবাহী এই সব বিভিন্ন সাহিত্য বা শিল্প আন্দোলনের পেছনে এক ধরনের হুজুগ কাজ করেছিলো। যেমন ধরা যাক্ 'ইমেজিস্‌ম্'-এরই একেবারে সমসাময়িক 'ভরটি-সিজ্‌ম্'-এর শিল্প আন্দোলন। ব্লুম্‌স্‌বেরী গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত 'ওমেগা ওয়ার্ক-শপ্‌স্' থেকে কলা-সমালোচক রজার ফ্রাই (Fry)-এর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিলেন উইন্‌ড্যাম লিউইস্ (Lewis) এবং তাঁর সমর্থক শিল্পী ও ভাস্করদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'রেবেল আর্ট সেন্টার'। এজরা পাউন্ড লণ্ডনের শিল্প জগতের 'আভাঁগার্দ' স্বরূপটি বোঝাতে 'Vortex' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। লিউইস্ তা' থেকেই 'ভরটিসিজ্‌ম্'এর ব্যবস্থাপত্রটি নির্মাণ করেন যা' আধুনিক

চিত্রকলার ঘনসংবন্ধ শক্তিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলো। কবিদের মধ্যে পাউন্ড এই নতুন আন্দোলনের হুজুগে বিশেষভাবে মেতে উঠেছিলেন।

অন্যান্য আধুনিক আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফিউচারিজম্' যার উদ্ভব হয়েছিলো বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইতালীতে। ইতালীর শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এই আন্দোলনের মুখ্য চরিত্র ছিলেন ফিলিপ্পো মারিনেত্তি (Marinetti)। অপর এক বৈপ্লবিক প্রয়াসের প্রস্তাবনা হয়েছিলো ফ্রান্সে, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে, 'সুরিয়ালিজম' নামে, যার ইস্তাহার রচনা করেছিলেন আঁদ্রে ব্রেঁতো (Breton)। যুক্তি, নীতিবোধ, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রথা ইত্যাদি সমস্ত শর্ত বা নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে স্বয়ংক্রিয় রচনা (automatic writing)-এর মধ্য দিয়ে মানবমনের অবচেতন রহস্যকে শিল্পে ও সাহিত্য তুলে আনাই ছিলো এই পরাবাস্তববাদীদের ঘোষিত লক্ষ্য। এই আন্দোলনের প্রভাব প্রাথমিকভাবে একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো ; ব্রেঁতো ছাড়া এ গোষ্ঠীতে ছিলেন লুই আরাগঁ (Aragon) ও সালভাদর দালি। পরে ইংলন্ড ও আমেরিকায় কবি-লেখকদের এই আন্দোলনের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ডিলান টমাস ও হেনরি মিলার-এর নাম।

আগেই বলেছি বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব-সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব নানাভাবে 'আধুনিকতা'র বিষয় ও রূপসমূহকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের। ডারউইনের 'দ্য অরিজিন অব স্পীসিজ' (The Origin of Species) প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে, এবং তার 'ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর তত্ত্ব সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় পরিমণ্ডলে অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। ডারউইনের সমকালীন লেখকদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, স্যামুয়েল বাট্‌লার ও টমাস হার্ডি বিশেষ উদ্দীপনার সাথে তাঁর তত্ত্বের তাৎপর্যে সাড়া দিয়েছিলেন। আর আধুনিক যুগ পর্বের লেখকদের মধ্যে বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ প্রমুখের রচনায় ডারউইনীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া ও প্রসঙ্গ বিশেভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র প্রশ্নে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের যুগান্তকারী 'মনোবিশ্লেষণ'-তত্ত্ব (Psychoanalysis)। মনস্তত্ত্বের গবেষণা ও চর্চা বিশ শতকের প্রারম্ভে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলো ফ্রয়েডের অব-চেতন-মানস ও যৌনতা বিষয়ক পর্যবেক্ষণ তথা সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েডের প্রধান রচনাগুলি ছিলো—'দ্য ইনটারপ্রিটেশন্‌ অব ড্রিম্‌স্‌' (The Interpretation of Dreams, 1899), 'দি সাইকোপ্যাথলজি অব এভ্‌রিডে লাইফ্‌' (The Psychopathology of Everyday Life, 1601), 'থ্রি এসেজ অন এ থিয়োরী অব সেক্‌সুয়ালিটি' (Three Essays on a Theory of Sexuality, 1905) এবং 'ইন্‌ট্রোডাক্‌টরি লেকচার্স অন সাইকোঅ্যানালিসিস্‌' (Introductory Lectures on Psychoanalysis, 1915-17)। ফ্রয়েডই আমাদের অবহিত করে-

ছিলেন সচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অবচেতন মনের রহস্য বিষয়ে ; দেখিয়েছিলেন যে আমাদের অধিকাংশ মানসিক জটিলতার মূলে রয়েছে অবদমিত যৌনপ্রবৃত্তি। ফ্রয়েডীয় দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশ শতকের সাহিত্যে কতখানি পড়েছিলো তার পরিমাপ সম্ভব নয় ; হয়তো বা নিছক পরিমাপ তেমন প্রয়োজনীয়ও নয়। তবে ফ্রয়েডের অবচেতন-মানসের ধারণা মানবচরিত্র অনুধাবনের লক্ষ্যে সকল প্রকার অন্তর্দৃষ্টি ও মনঃসমীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলো। ডিকেন্স কিম্বা ট্রোলোপের মত করে কাহিনী নির্মাণ ও চরিত্রচিত্রণকে করে তুলেছিলো অসম্ভব ও অসার্থক। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখা গেলো লরেন্স, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রমুখের রচনায়। যৌনতা ছিলো লরেন্সের উপন্যাসের পুনরাবৃত্ত বিষয় ; অন্যদিকে 'ইউলিসিস' উপন্যাসে জয়েস এবং 'মিসেস ডালোওয়ে' উপন্যাসে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ মানবমনের অবচেতন, গূঢ় অভিজ্ঞানকে ধরতে চাইলেন 'ইন্‌টিরিয়র মনোলগ' (interior monologue)-এর মাধ্যমে এক মনোবিশ্লেষণী রীতিতে। এইভাবেই বাস্তববাদী ও প্রকৃতিবাদী কথা সাহিত্যের জায়গা নিলো এক নতুন ধারার কাহিনী—'চেতনাপ্রবাহ উপন্যাস' (Stream of-consciousness Novel)। শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবিতায় এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' এবং পাউণ্ডের 'ক্যান্‌টোজ' মনোবিশ্লেষণ তথা জটিল অন্তর্মুখী অন্বেষার ফ্রয়েডীয় দিক্‌নির্দেশে সাড়া দিয়েছিলো। বিশেষ করে 'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড' কাব্যটি তো গণ্য হয়েছিলো 'আধুনিকতার' শ্রেষ্ঠ সৌধরূপে, যা নির্মাণে এলিয়ট পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, মনস্তত্ত্ব, নৃবিদ্যা সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাই বাদ দেন নি। বিশেষতঃ জেসি ওয়েস্টন কৃত 'ফ্রম রিচুয়াল টু রোমান্স' (From Ritual to Romance, 1920) ও জেম্‌স্ ফ্রেজার-এর 'দি গোল্‌ডেন্ বাও' (The Golden Bough, 1890 1915), এ দুটি মানববিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের কাছে এলিয়টের ছিলো অশেষ ঋণ।

বিশ শতকের প্রথম তিরিশ বছর ইংরাজী সাহিত্যে যেমন ছিলো ফ্রয়েডের অপরিসীম গুরুত্ব, তিরিশ দশকের কবিতায় ও উপন্যাসে তেমনই প্রভাব বিস্তার করেছিলো মার্ক্‌সবাদী চিন্তাদর্শ। আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে বার্নার্ড শ মার্ক্‌স্‌বাদী দর্শন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সংগে ভাবগত নৈকট্যের সূত্রে যুক্ত ছিলেন। পরে শ নিজস্ব এক বিবর্তনবাদী কষ্টকল্পনার মাঝে আশ্রয় নেন। তিরিশ দশকের সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের উত্তাল সময়ে মার্ক্‌সবাদ, বিশেষতঃ বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেরণা, অনুপ্রাণিত করেছিলো অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লুইস ও ম্যাক্‌নিসের মতো কবিদের। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অরওয়েল তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাসে এবং এডওয়ার্ড আপওয়ার্ড (Upward), রেক্‌স্ ওয়ানার (Warner) প্রমুখ তাঁদের রচনায় যুদ্ধ, দারিদ্র্য, ফ্যাসিবাদী হিংসার ছায়াপড়া জীবনের ভয়াবহতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়িত করেছিলেন। স্পেনের

গৃহযুদ্ধের বিষম পরিণতি, হিটলার-স্তালিন চুক্তির অবিশ্বাস্যতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা এই বিক্ষুব্ধ দশককে এক চূড়ান্ত আশাভঙ্গের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো এবং অডেনসহ বামপন্থী কবি-সাহিত্যিকেরা মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের আধুনিক যুগপর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে তিন শীর্ষ-ব্যক্তিত্ব, জর্জ বার্নার্ড শ, ডব্লু. বি. ইয়েটস ও টি, এস. এলিয়েটের সাহিত্যকর্মের বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হোলো।

জর্জ বার্নার্ড শ [George Bernard Shaw, 1856-1950]

জীবন ও রচনা : ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে জর্জ বার্নার্ড শ নামে যে অখ্যাত আইরিশ যুবক ডাবলিন শহর থেকে চলে এসেছিলেন লণ্ডনে, তিনিই যে পরবর্তী এক দশকে ইংলণ্ডের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন এবং অচিরেই আসীন হবেন ইংরেজী নব নাট্য আন্দোলনের চালকের আসনে, তেমনটা একেবারেই আন্দাজ করা যায় নি। ভাবা যায় নি কৃশকায় ও স্বল্পশিক্ষিত এই ভাগ্যান্বেষী প্রোটেস্ট্যাণ্ট যুবা অপরিচিত লণ্ডন শহরে এসে কুড়ি বছরের ব্যবধানেই স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে বলতে পারবেন, **'My destiny was to educate London'**।

স্বাধীনচিত্ততা, আত্মনির্ভরতা ও প্রথাবিরোধিতার প্রথম পাঠ জর্জ পেয়েছিলেন তাঁর মা'র কাছ থেকে। জর্জের বাবা ডাবলিন আদালতের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ব্যবসা করতে যান ও ব্যর্থ হন। অভিভাবকরূপে তিনি ছিলেন অযোগ্য। স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ মিসেস শ তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে স্থায়ীভাবে চলে আসেন লণ্ডনে এবং পরে জর্জও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। মিসেস শ'-র গানের গলা ছিল চমৎকার। গায়িকা ও সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী রূপে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই সূত্রেই জর্জ আকৃষ্ট হয়েছিলেন সঙ্গীতের প্রতি ; মোজার্ট, বেঠোভেন, হ্যান্‌ডেল, মেনডেল্‌সন প্রমুখের রচনার প্রতি।

ডাবলিনের **Wesleyan Connexional School** সহ কয়েকটি বিদ্যালয়ে জর্জের ছাত্রাবস্থার প্রথম পর্ব কেটেছিলো। মাত্র পনেরো বছর বয়সে জর্জ একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে করনিকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেই চাকরী ছেড়ে অবশেষে চলে আসেন লণ্ডনে। শুরু হয় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রাম। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞাপন রচনার কাজ করেছিলেন জর্জ ; আর নিযুক্ত ছিলেন ব্যাপক পড়াশোনায়। ১৮৮৫-তে বন্ধু উইলিয়াম আর্চারের সহায়তায় শ তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন। প্রথমে **'Pall Malf Gazette'**-এ ; পরে শিল্প-সমালোচকরূপে **'The World'**-এ ; সঙ্গীত-সমালোচকরূপে **'The Star'** নামক সান্ধ্য সংবাদপত্রে ; এবং সবশেষে নাট্য-সমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সাপ্তাহিকরূপে **'The Saturday**

Review' পত্রিকায়। নাট্য-সমালোচকরূপে তাঁর সমসাময়িক ইংরেজী থিয়েটারের আবেগসর্বস্ব 'কুনাট্য রঙ্গে'র বিরুদ্ধে 'দি স্যাটারডে রিভ্যুর পাতায় ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত বেশ কিছু আক্রমণাত্মক রচনা পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন বার্নার্ড শ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি অনেক পরে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় 'Our Theatre in the Nineties' 1932 শিরোনামে।

লণ্ডনে এসে রাজনীতি তথা সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন শ। সমাজবাদের প্রতি আগ্রহ জন্মেছিলো তাঁর। সেই আগ্রহ ত্বরান্বিত হোলো ১৮৮-র সেপ্টেম্বরে মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও 'Progress and Poverty' গ্রন্থের লেখক হেনরি জর্জের একটি বক্তৃতা শুনে। তিনি যোগদান করলেন আদর্শবাদী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজতন্ত্রীদের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'ফেবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society)-তে। শরিক হলেন মানব মুক্তির সংগ্রাম তথা 'the liberative war of humanity'-র। ফেবীয় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে শ'র ভাবসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সিডনী ওয়েব, বিয়াট্রিস ওয়েব, উইলিয়াম ক্লার্ক প্রমুখ। উগ্র বিপ্লবী মতাদর্শের পরিবর্তে এক ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এক কার্যক্রম পেশ করেছিলেন ফেবীয় সমাজবাদী তাত্ত্বিকেরা, যার প্রভাব ইংলণ্ডে পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিলো। 'ফেবিয়ান সোসাইটি'র কর্মসমিতির সদস্য ও তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন শ। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো ফেবীয় সমাজবাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণী, 'Fabian Essays'।

১৮৮৬ তে প্রকাশিত 'Cashel Byron's Profession' ছাড়াও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন বার্নার্ড শ'। কিন্তু ঔপন্যাসিকরূপে তিনি সফল হতে পারেন নি। সে সাফল্য নির্দিষ্ট ছিলো নাটকের ক্ষেত্রে বিস্ফোরিত হবার জন্য। নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক্ ইব্সেন আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের পথ প্রদর্শক, আর ইব্সেন সম্পর্কে শ বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন সাংবাদিক ও নাট্য-সমালোচক বন্ধু আর্চারের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে। আর্চার-কৃত ইবসেনের 'Quicksands or, 'The Pillars of Society'-র ইংরেজী ভাষান্তর লণ্ডনে অভিনীত হয় ১৮৮০-তে। বার্নার্ডশ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Quintessence of Ibsenism'। এটি ছিলো তাঁর ভবিষ্যৎ নাট্যচর্চার ইস্তাহার তথা ইবসেনীয় নাট্যাদর্শের স্বীকৃতি-পত্র। সামাজিক সমস্যাসমূহকে চমকপ্রদ ও অভিনব নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ইব্সেন। ইব্সেনীয় রীতির সারকথার আলোচনায় শ তাঁর সমসাময়িক ইংরেজী নাটককে সেই লক্ষ্যপথেই পরিচালিত করলেন।

১৮৯২-এর নয়ই ডিসেম্বর তারিখে বার্নার্ড শ'র প্রথম নাটক 'উইডোয়ারস্ হাউসেস' (Widowers Houses) অভিনীত হোলো ইবসেনের বিখ্যাত রচনা 'The Doll's House' মঞ্চস্থ হওয়ার তিন বছর বাদে। লণ্ডনের ইনডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ এ' নাটক লণ্ডনের বস্তিবাসীদের দুর্দশা ও বস্তি মালিকদের

(slumlandlords) হাতে তাদের নিষ্ঠুর পীড়নের কদর্যতাকে উদ্ঘাটিত করেছিলো। প্রত্যক্ষ ও সমকালীন একটি সামাজিক সমস্যার এমন বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র ইতোপূর্বে কখনো থিয়েটারে দেখা যায় নি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় হেনরি ট্রেনচ (Trench) প্রেমে পড়ে জনৈক অর্থলোভী বস্তিমালিক সারটোরিয়াস (Sartorius)-কন্যা ব্লানশে (Blanche)-র। সারটোরিয়াসের সঞ্চিত সম্পদের উৎস অসহায় দরিদ্র বস্তিবাসীদের নির্দয় শোষণ, এ' কথা জানতে পেরে ট্রেন্চ্ পশ্চাদপসরণ করে। সারটোরিয়াস ট্রেন্চ্কে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে ট্রেন্চের উপার্জনও অনুরূপ উৎসলব্ধ। ট্রেনচ বিবাহে সম্মত হয়। শ'র নিজের কথামতোই এ' নাটক ছিলো উদ্দেশ্যমূলক (didactic) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। বস্তুতপক্ষে ভিক্টোরীয় যুগের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিষ্ঠুর ও কদর্য রূপটিকে চেনাতে চেয়েছিলেন শ এ' নাটকে। দারিদ্র্যকে এক ধরনের অসুখ বলেছিলেন শ'; 'উইডোয়ারস্ হাউসেস'-এ দারিদ্র্যকে দেখানো হয়েছে ধনীর পাপাচারের ফল হিসেবে। ভণ্ডামি ও আত্মপক্ষসমর্থনের অন্তরালে অর্থনৈতিক শোষণ ও পরজীবিতার কুৎসিত রূপ শ পরিস্ফুট করেছেন এই বক্তব্য ও প্রচারধর্মী নাটকে।

১৮৯৮ তে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর 'প্লেইজ : প্লেজাণ্ট অ্যাণ্ড আন্প্লেজাণ্ট (Plays : Pleasant and Unpleasant)। এই নাট্যসংগ্রহে 'অপ্রিয়' শ্রেণীভুক্ত ছিলো 'উইডোয়ারস্ হাউসেস' ছাড়াও 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন' (Mrs. Warren's Profession, 1893) এবং 'দি ফিলানডারার' (The Philanderer, 1893); আর 'প্রিয়' নাটকের পর্যায়ে ছিলো চারটি রচনা—'আর্মস্ অ্যাণ্ড দ্য ম্যান (Arms and the Man, 1894), 'ক্যাণ্ডিডা' (Candida, 1895) 'দি ম্যান অব ডেস্টিনি' (The Man of Destiny, 1895) এবং 'ইউ নেভার ক্যান টেল্' (You Never Can Tell, 1897)। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের মেজাজে নাটকের এ'হেন শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন বার্নাডশ।

'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন'-এর বিষয় ছিলো আর এক জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা। শ' আক্রমণ করেছিলেন সমাজব্যবস্থাকে যা জন্ম দিচ্ছে আর্থিক অসাম্য ও দারিদ্র্যের, কারণ পতিতাবৃত্তি তো তারই অনিবার্য কুফল। এ' নাটক লেখার উদ্দেশ্য ছিলো, শ'র নিজের কথায়, 'to draw attention to the truth that prostitution is caused, not by female depravity and male licentiousness, but simply by underpaying, undervaluing, and maltreating women so shamefully that the poorer of them are forced to resort to prostitution to keep body and soul together।' এই নাটকের নামভূমিকায় যে শ্রীমতী ওয়ারেন তিনি ইওরোপের বিভিন্ন শহরের অনেক গুলি পতিতালয়ের পরিচালিকা। শ্রীমতী ওয়ারেনের সঙ্গে তাঁর সুন্দরী ও স্বাধীনচিত্ত কন্যা ভিভি (Vivie)-র সংঘাতই এ' নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। ভিভির পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে শ্রীমতী ওয়ারেন নিশ্চিত নন; অন্যদিকে মা'র প্রকৃত পরিচয়

পেয়ে ভিভি শিহরিত হয়। আসলে শ্রীমতী ওয়ারেনকে শ' দেখাতে চেয়েছেন **'laissez-faire'** অর্থনীতির বিষময় ফলরূপে। পতিতাবৃত্তি তার পেশা এবং তাই অপরিহার্য। বিতর্কিত এই নাটক সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না পাওয়ায় ১৯২৫-এর আগে কেবলমাত্র গোপনে অভিনীত হয়েছিলো।

১৮৯০-এর দশক ছিলো কলাকৈবল্যবাদীদের শিল্প-সাহিত্যচর্চার দশক। একই সময়ে নাট্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন বার্নার্ড শ, কিন্তু শিল্পসর্বস্বতার আদর্শ থেকে তিনি ছিলেন শত হস্ত দূরে। উদ্দেশ্যমূলকতা তাঁর নাটকের প্রধান লক্ষণ। তাঁর **'Man and Superman'** নাটকের **'Epistle Dedidatory'** অংশে তিনি স্পষ্টভাবে কলাকৈবল্যবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রবল অনীহার কথা জানিয়েছিলেন ঃ **'But "for art's sake" alone I would not face the toil of writing a single sentence'**। তাঁর প্রথম দুটি নাটকের মতো শ'র তৃতীয় রচনাও ছিলো আন্তরিক ও বাস্তবনিষ্ঠ সমালোচনামূলক একটি ব্যঙ্গ নাটক, 'দি ফিলাণ্ডারার'; ছদ্ম ইবসেন-অনুগামীদের ও তাদের নারী-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিদ্রূপ করে লেখা এই নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিষয়ে সংশয় না থাকলেও বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতা 'দি ফিলাণ্ডারার'-কে সফল হতে দেয় নি।

বার্নার্ড শ'র স্থির বিশ্বাস ছিলো যে সাহিত্য সামাজিক শিক্ষার জন্য, জীবনের জন্য। নাট্যশিল্পকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন বিচার-বিশ্লেষণ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজভাবনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রথম দিকের 'অপ্রিয়' (**'Unpleasant'**) নাটকগুলি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি, কারণ বাস্তব জীবনের আয়নায় ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ও নিঃসংকোচ দৃষ্টিভঙ্গীর শাণিত কটাক্ষে বিক্ষত আত্ম-প্রতিকৃতি দেখবার মতো উদারতা ও রসবোধ দর্শকমণ্ডলীর ছিলো না। তাঁর 'প্রিয়' (**'Pleasant'**) নাটকগুলিতে তাই বার্নার্ড শ' প্রত্যক্ষ ও গম্ভীর ভাষা ও রীতি, বর্জন করে গ্রহণ করলেন এক তির্যক, অম্লমধুর ভঙ্গী তথা ভাষাশৈলী যা একইসঙ্গে দর্শকদের আমোদিত করবে এবং ভাবাবে। মানবজীবন ও সমাজ-বিষয়ক ভাবনাগুলি বিভিন্ন আকর্ষণীয় চরিত্র ও নাট্য-পরিস্থিতির মাধ্যমে নাটকে দেখা দিতে লাগলো অনেক উপাদেয় ও শিল্পসম্মতভাবে।

আর্মস্ অ্যাণ্ড দ্য ম্যান এই 'প্লেজাণ্ট প্লে'-গুলির মধ্যে ছিলো প্রথম এবং নিঃসন্দেহে সেরা। রোমান্টিক প্রেম ও প্রথাসর্বস্ব বীরপূজার অন্তঃসারশূন্যতাকে, অভিজাতদের ভণ্ডামি ও অহংকারকে এ' নাটকে শ' উন্মোচিত করেছেন অসাধারণ শ্লেষের তির্যকতায়, উজ্জ্বল ও ক্ষুরধার সংলাপের মধ্য দিয়ে। এ' নাটকের মুখ্য আকর্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সার্বিয় মেজর ব্লাণ্টশ্লি (**Bluntschli**) যে মধ্যরাতে তার প্রাণ বাঁচাতে এসে ঢুকে পড়ে জনৈকা রায়না (**Raina**)-র ঘরে। রায়না এক রোমান্টিক কল্পলোকবাসিনী; স্লিভনিৎজা (**Slivniza**)-র যুদ্ধজয়ী বীর সার্জিয়াস (**Sergius**)-এর বাগ্‌দত্তা রায়না। ব্লাণ্টশ্লি অসম্ভব মেধা ও বাক্-পটুত্বের অধিকারী এক বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন সৈনিক যে সার্জিয়াসকে বর্ণনা করে

ডন কুইক্‌সটের মতো নির্বোধ ও উন্মাদরূপে। অসাধারণ বাস্তবৈনপুণ্যে ব্লাণ্টশ্লি ক্রমে রায়নার মোহভঙ্গ ঘটায়; প্রকৃত বীরত্ব ও সাহস এবং যথার্থ প্রেমের তাৎপর্য বুঝতে পারে রায়না। নাটকের শেষে রায়না স্বামীত্বে বরণ করে ব্লাণ্টশ্লিকেই। সার্জিয়াস আসক্ত হয় পরিচারিকা লুকা (Louka)-র প্রতি। এ' নাটকের অপর দুই বিশিষ্ট চরিত্র রায়নার বাবা ও মা—মেজর পেটকফ (Petkoff) ও ক্যাথেরিন (Catherine) যাঁরা তাঁদের গর্বিত কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীর জন্য নাট্যকারের উপহাসের শিকার হয়েছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সংলাপের চমৎকারিত্বে 'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান' এক সার্থক রোমাণ্টিকতা-বিরোধী কমেডিনাটক যা' অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিলো।

'কাণ্ডিডা' শ'র পরবর্তী 'প্রিয়' নাটক। জনৈক সমাজতন্ত্রী যাজক জেম্‌স্‌ মেভর মোরেল (Morell), মোরেল-পত্নী সরলমনা ক্যাণ্ডিডা (Candida) ও মোরেলের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত এক তরুণ, রোমাণ্টিক কবি উইজিন মার্চব্যাংকস্‌ (Marchbanks) কে নিয়ে এক 'ত্রিকোণ প্রেমকাহিনী' ('the eternal triangle') গড়ে তুলেছেন শ। এই নাটকে তেমন কোনো জোরালো প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, চরিত্র সমূহের আকর্ষণই বড়। বিশেষতঃ ক্যাণ্ডিডার চরিত্রের সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা ও নাটকের পরিণতিতে কল্পনাপ্রবণ মার্চব্যাংকসের বদলে তার নিজ স্বামীর প্রতি আনুগত্যজ্ঞাপন এ' নাটককে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্বের প্রশ্নে ক্যাণ্ডিডা চরিত্রের মধ্য দিয়ে শ উনিশ শতকীয় প্রথাসর্বস্বতাকে আক্রমণ করতে ও নারীত্বের এক স্বতন্ত্র ধারণা উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন।

চরিত্রচিত্রণে শ'র আগ্রহ ও দক্ষতার পরিচয় আরো পাওয়া গেলো 'দি ম্যান অব ডেস্টিনি' নাটকে, বিশেষতঃ নেপোলিয়নের চরিত্রে, এবং 'ইউ নেভার ক্যান টেল্‌'-এ উইলিয়াম (William)-এর পূর্ণতর চরিত্র রূপে। এই একই সময়পর্বে শ' লিখেছিলেন আরো দুটি নাটক—'দি ডেভিলস ডিসাইপ্‌ল্‌ (The Devil's Disciple, 1897) এবং 'ক্যাপটেন ব্রাসবাউণ্ডস্‌ কন্‌ভারসান্‌ (Captain Brassbound's Conversion, 1899)। এর মধ্যে প্রথমটির বিষয় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও দ্বিতীয়টির বিষয় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি ও তার পরিণাম। দুটি নাটকই সুনির্মিত ও চিত্তাকর্ষক এবং দুটিই যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিলো। এই দুটি রচনা এবং 'সিজার অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা (Caesar and Cleopatra, 1898) একত্রে 'থ্রি প্লেইজ ফর পিউরিটান্‌স্‌ (Three Plays for Puritans, 1901) নামে প্রকাশিত হয়। 'সিজার অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' দুই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক রূপায়ণ। সিজারের চরিত্রে শ' এক সাহসী ও উদ্যমী নেতৃত্বের ধারণাকে পরিস্ফুট করেছিলেন।

তরল আবেগসর্বস্বতাকে পরিহার করে ইব্‌সেনের অনুসরণে সামাজিক বিষয়কেন্দ্রিক ও বুদ্ধিনির্ভর যে নাটকের সূত্রপাত করলেন বার্নার্ড শ তা' সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছলো রয়েল কোর্ট থিয়েটারে গ্রান্‌ভিল-বার্কার (Granville-Barker) ও ভেডরেনে (Vedrenne)-র উদ্যোগে নিয়মিত অভিনয়ের মরশুমে। ১৯০৪

থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত শ'-এর এগারোটি নাটকের ৭১১টি অভিনয় হয়েছিলো। প্রথমেই নাম করা যায় আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে রচিত ব্যঙ্গনাটক, 'জন বুলস আদার আইল্যাণ্ড' (John Bull's Other Island, 1904)-এর নাট্য-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, চরিত্রসৃষ্টিতে, ব্যঙ্গের সরসতায় এবং গদ্যভাষার ব্যবহারে শ'উল্লেখযোগ্য নাট্যদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন এই নাটকে।

এই রয়েল কোর্ট থিয়েটারেই ১৯০৫-এর ২৩শে মে অভিনীত হলো শ'-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান (Man and Superman), এক বিস্ময়কর 'থিসিস্ প্লে' (thesis play)। এই নাটকেই বার্নাড শ উপস্থিত করলেন তাঁর 'জীবনশক্তি' তথা 'Life-Force'-এর তত্ত্ব, যে শক্তি মানুষকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে এমন এক উচ্চতায় যখন 'অতিমানব' বা 'Superman'-এর আবির্ভাব ঘটবে। শ'-র 'জীবন-শক্তি'র এই ধারণার উৎসে ছিলো সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর 'elan vital'-এর তত্ত্ব। আবার অন্যদিকে এই সচেতন চালিকাশক্তির সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্য 'Will of God' তথা 'Holy Ghost'-এর খ্রীস্টিয় ধারণার। শ তাঁর এই নাটককে বলেছিলেন 'এ কমেডি অ্যাণ্ড এ ফিলজফি', এবং প্রকৃতই এ' নাটকে ভাবাদর্শের ছিলো নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ; চরিত্রসমূহ, ঘটনা-বিন্যাস এবং নাট্যগঠন সবই হয়ে পড়েছিলো নাটকের দার্শনিক ভাববস্তুর অনুগত। সপ্তদশ শতকের স্পেনীয় সাহিত্যে যে হৃদয়হীন, নারীসঙ্গলোভী প্রতারক ডন জুয়ানের কাহিনী প্রকাশিত ও সমগ্র ইওরোপে প্রচারিত হয়েছিলো, শ'র নাটকের 'নব্য ডন জুয়ান' জন ট্যানার (Tanner) সেই পুরুষ কর্তৃক নারী শিকারের পাশ্চাত্য ধারণাটিকে একেবারে উল্টে দিলো। কোথায় নায়িকা অ্যান্ হোয়াইট-ফিল্ডের আকর্ষণে সে অ্যান (Anne)-এর পিছু ধাওয়া করবে, না তার বদলে আমরা দেখলাম অ্যান্ই ছুটে বেড়াচ্ছে অনিচ্ছুক জনের গলায় বরমাল্য দেবার আকাঙ্ক্ষায়। আসলে বার্নার্ড শ'র কাছে অ্যান্ ও জন 'জীবনশক্তি'র বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ার বাহন ; তাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে 'Creative Evolution'-এর তত্ত্ব ও 'জীবনশক্তি'র অভিপ্রায় সফল হবে না। এই নাটকের অন্য এক বিশিষ্ট চরিত্র গাড়ীর চালক হেনরি স্ট্রেকার (Straker), যার মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি তথা যান্ত্রিকতার যুগের এক নতুন মানবরূপ আভাসিত করেছেন শ। 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান' নাটকের দার্শনিক ভবকেন্দ্র এর তৃতীয় অঙ্কের দীর্ঘ 'নরকে ডন জুয়ানের স্বপ্ন-দৃশ্য'টি। শয়তানের সঙ্গে ডন জুয়ানের এবং উপস্থিত অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এই দৃশ্যে 'Life Force'-এর তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাট্যকার। প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে শ'র আস্থা ছিলো না। তিনি মানুষের ক্রমবিকাশের ও উত্তরণের লক্ষ্যে এক নতুন ধর্ম উপস্থাপিত করলেন। জার্মানদার্শনিক নীট্শের 'সুপারম্যান'-এর ধারণা, স্যামুয়েল বাট্লারের 'জৈবিক বিবর্তন'-এর তত্ত্ব এবং বের্গসঁর 'elan vital'—এইসব ভাব-উপাদানগুলি শ'কে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কার্যক্রমের বাইরে নিয়ে গেলো এক নতুন ধর্মতত্ত্বের আশ্রয়ে। 'ম্যান

অ্যাণ্ড সুপারম্যানে'র সঙ্গে সংযোজিত 'The Revolutionist's Handbook'-এ শ' মানুষকে বর্ণনা করলেন ঐশ্বরিক শক্তির মন্দিররূপে এবং তার উদ্দেশে বললেন—'Ye must be born again and born different!'

দারিদ্র্য অসম্মানজনক ও তা' সবরকম সামাজিক পাপের জন্ম দেয়; আর সেই কারণেই দারিদ্র্যের অবলুপ্তি চেয়েছিলেন বার্নার্ড শ। 'মেজর বারবারা', (Major Barbara, 1905) নাটকের ভূমিকায় শ লিখেছিলেন: '...the greatest of our evils and the worst of our crimes is poverty, and that our first duty to which every other consideration should be sacrificed, is not to be poor।' এই নাটকের চরিত্র জনৈক অস্ত্র ব্যবসায়ী অ্যান্ড্রু আণ্ডরশ্যাফ্‌ট্ (Undershaft) প্রায় একই কথা বোঝাতে চেয়েছিলো তাঁর কন্যা বারবারাকে, যে বারবারা বাবার বৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যোগ দিয়েছিলো স্যালভেশন আর্মি (Salvation Army) তে। আণ্ডারশ্যাফ্‌ট্ বারবারাকে দেখায় কি ধরনের আদর্শ অবস্থায় তার অস্ত্রকারখানার শ্রমিকরা রয়েছে। বারবারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার বাবাই বেশী সফল। আর তা ছাড়া যে স্যালভেশন আর্মি সামাজিক পাপাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চায় তাকে তো নির্ভর করতে হবে সেইসব পাপাচারের জনক বিত্তবানদের বদান্যতার ওপর। বিবেকতাড়নায় বারবারা তার কর্মব্রত ত্যাগ করে। দারিদ্র্য ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়ে লেখা এই নাটকের মর্মবস্তু নাট্যপরিস্থিতির কূটাভাস (paradox) ও বারবারা চরিত্রের সংশয় ও দ্বন্দ্ব।

এইভাবেই লণ্ডনের নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে এক নতুন স্বাদের নাটক হাজির করে থিয়েটারের সমগ্র পরিবেশটিকেই বিদ্যুতায়িত করলেন বার্নার্ড শ। একের পর এক অভিনীত হলো 'দি ডক্টরস্ ডিলেমা', (The Doctor's Dilemma, 1906) চিকিৎসাবৃত্তি বিষয়ক এক মজাদার ব্যঙ্গনাটক; 'সিজার অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা'; বিবাহের প্রথাসমূহ নিয়ে লেখা 'গেটিং ম্যারেড' (Getting Married, 1908); 'দি শিউয়িং আপ অব ব্ল্যাঙ্কো পস্‌নেট্', (The Shewing Up of Blanco Posnet, 1909)—ধর্মান্তরকরণ বিষয়ক একটি রচনা যেটি সেন্সর কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করলে ডাবলিনের অ্যাবে থিয়েটারে প্রথম প্রযোজিত হয়; প্রায় অনালোচিত 'মিস্অ্যালায়েন্স' (Misalliance, 1910); এবং শ'র সৃষ্ট শেক্‌স্‌পীয়ার চরিত্রের জন্য বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক নাটক 'দি ডার্ক লেডি অব দি সনেট্‌স্' (The Dark Lady of the Sonnets, 1910)।

'ফ্যানিজ্ ফার্স্ট প্লে' (Fanny's First Play, 1911) এবং 'অ্যাণ্ড্রোক্লিস্ অ্যাণ্ড দি লায়ন (Androcles and the Lion, 1913)—এই দুটি নাটকে ধর্ম আবার প্রধান বিষয়রূপে দেখা দিলো। প্রথমটিতে ধর্মের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো-পিতা-মাতা ও সন্তানবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক, যা এর আগে 'মিস্অ্যালায়েন্সে'ও আলোচিত হয়েছিলো। দ্বিতীয় নাটকটি খুবই উপভোগ্য কমেডি নাটক যাতে

আন্তরিক সততা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নাট্যকার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ পরীক্ষা করেছেন। তবে কমেডির উপভোগ্যতার অন্তরালে এ' নাটকে চাপা পড়ে যায় নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর গাম্ভীর্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাবর্ষেই লণ্ডনের 'হিজ ম্যাজেস্টিস থিয়েটার' (**His Majesty's Theatre**)-এ মঞ্চস্থ হয়েছিলো জন-মনোরঞ্জক রোমান্টিক কমেডি 'পিগ্ম্যালিয়ন' (**Pygmalion, 1913**), যেটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনাতে। জনৈক অধ্যাপক হিগিন্স্ (**Higgins**) -এর কাছে শিক্ষা পেয়ে গ্রামের ফুলওয়ালী এলিজা (**Eliza**) কিভাবে তার নারীসত্তার সৌন্দর্য তথা মানবিক সংবেদনশীলতাকে গড়ে তুললো তারই এক অনবদ্য ও সরস নাট্যরূপ এই 'পিগ্ম্যালিয়ন,' যেটি ১৯৫৬-তে চলচ্চিত্রায়িত হয় মাই ফেয়ার লেডি (**My Fair Lady**) নামে।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন বার্নার্ড শ; কিন্তু তার অনেক আগেই, বলা যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরগুলিতেই, শ ছিলেন সর্বাধিক আলোচিত জীবিত নাট্যকার। 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান' থেকে বার্নার্ড শ'র খ্যাতি সর্বদাই থেকেছে উর্ধ্বগামী। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে শ'র প্রধান নাট্যকীর্তি হিসেবে নাম করা যায় 'হার্টব্রেক হাউস' (**Heartbreak House, 1920**), 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা (**Back to Methuselah, 1922**), 'সেণ্ট জোন (**Saint Joan, 1923**) এবং 'দ্য আপল্ কর্ট' (**The Apple Cart, 1929**), এই চারটি রচনার।

১৯১৩ সালে 'হার্টব্রেক' হাউস লিখতে শুরু করেছিলেন শ' যদিও এ' নাটক প্রথম প্রযোজিত হয় নিউ ইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে ১৯২০-তে এবং পরের বছর অভিনীত হয় রয়েল কোর্ট থিয়েটারে। নাটকটির পার্শ্বনাম (**sub-title**) থেকেই এর প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে অনুমান করা যায়—'**A Fantasia in the Russian Manner on English Theme**'। মহাযুদ্ধকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্তদের নিয়ে লেখা এই সমালোচামূলক নাটক চেকভের নাট্যরীতির অনুকরণে নির্মিত। অতি দীর্ঘ আলোচনা ও গঠনের শিথিলতা এ নাটককে দুর্বল করলেও এই নাটকের সমাজ-সমালোচনামূলক বক্তব্য ও সুচিত্রিত কয়েকটি চরিত্র আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এক বৃদ্ধ ও উৎকেন্দ্রিক ক্যাপটেন শট্ওভার (**Shotover**) ও তার উদ্ভট জাহাজবাড়ীর বিচিত্র সব আগন্তুকদের নিয়ে তিন অঙ্কের এই ফ্যান্টাসিধর্মী নাটক, যার উদ্দেশ্য ছিলো মহাযুদ্ধপূর্ব ইওরোপের সুসংস্কৃত ও সুবিধাভোগী রূপটিকে উদ্ঘাটিত করা ও তার অনিবার্য ধ্বংস ইঙ্গিত করা। ক্যাপটেন শট্ওভার ও তাঁর অতিথি জনৈকা এলি (**Ellie**)-র দীর্ঘ কথোপকথন সূত্রে বার্নার্ড শ' এই সম্ভাব্য বিপর্যয়ের চিত্রটি ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯২২-এ গ্যারিক থিয়েটারে ও পরের বছর ইংলণ্ডের বার্মিংহাম রিপার্টরী থিয়েটারে প্রযোজিত (ব্যাক্ টু মেথুসেলা) বার্নার্ড শ'র দর্শনচিন্তার এক জটিল ও বিমূর্ত রূপকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল পাঁচটি বিভিন্ন নাটকের এক দীর্ঘ ও

দুর্বোধগম্য চক্র বা 'cycle'-এ। 'জীবনশক্তি'র অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করার অনিবার্য ফলশ্রুতি ধ্বংস ও বিপর্যয়, এ'কথা শ'ঘোষণা করেছিলেন 'হার্টব্রেক হাউস' নাটকেই। 'ব্যাক্ টু মেথুসেলায়' আবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়া তথা 'জীবনশক্তি'র বিকাশমুখী অভিপ্রায়ে। 'Selective Breeding'-এর তত্ত্বের বদলে এ' নাটকে শ'মানুষের অনির্দিষ্টভাবে দীর্ঘ জীবনের কথা বলেছেন যা মানুষকে এক শুদ্ধ চিন্তা ও আনন্দের স্তরে নিয়ে যাবে। শ'র নিজের বর্ণনা মতো এই 'Meta-biological Pentateuch' মঞ্চ প্রযোজনার পক্ষে অতি দুরূহ এক তত্ত্ব-নাটক। এক বিশাল স্থান ও কালপর্বের পটভূমিতে মানবসমাজের বিকাশ প্রক্রিয়ায় একদিকে স্থবিরতা ও অন্যদিকে জঙ্গম সৃজনশক্তির দ্বন্দ্বের বিষয়টি এখানে নাট্যায়িত করেছেন শ'। সভ্যতার জড়ত্ব ও ব্যর্থতার দায় শ আরোপ করেছিলেন ডারউইনের 'Natural Selection'-এর তত্ত্বের ওপর এবং তাঁর ল্যামার্কীয় বিবর্তন-বাদী ধারণাকে বিশ শতকের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। 'Survival of the Fittest'-এর মতো অন্ধ, হৃদয়হীন ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়, সচেতন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা মানুষ তার বিকাশের পথ খুঁজে নেবে, এই ছিলো শ'র 'Creative Evolution'-এর মূলসূত্র : 'If the giraffe can develop his neck by wanting and trying, a man can develop his character in the same way......Indifference will not guide nations through civilization to the establishment of the perfect city of God.' ['ব্যাক্ টু মেথু-সেলা'-র ভূমিকা]।

জোয়ান অব আর্কের প্রতিবাদী চরিত্র অবলম্বনে লেখা (সেন্টজোন) বার্নার্ড শ'র সর্বাধিক শিল্পসম্মত নাট্যসৃষ্টিরূপে ভাষ্যকারমহলে স্বীকৃত। পাঁচশ বছরের পুরানো অথচ কেবল প্রাচীন ইতিহাস নয় এমন এক কাহিনীর মধ্যে শ সম্ভবতঃ খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিকৃতি। ১৪২৯-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪৩১-এর মে পর্যন্ত সময়কালের ফরাসী ইতিহাস থেকে শ' সযত্নে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর নাটকের উপাদান ; গুরুত্ব ও বিন্যাসের হেরফের ঘটিয়ে ইতিহাসকে দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র তাৎপর্য। তার বাল্যাবস্থা থেকে যে জোন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে ও বাণী শুনতে পেতো তাকে প্রতিহত করতে তৎপর হয়েছিলো গীর্জা কর্তৃপক্ষ, কারণ তারাই ঈশ্বরের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিনিধি। জোনের সঙ্গে গীর্জার দ্বন্দ্ব ছিলো সংগঠিত কর্তৃত্বের সংগে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই ছিলো মার্টিন লুথার কর্তৃক সূচিত রিফর্মেশান আন্দোলনের মূল। জোনের আর এক প্রতিপক্ষ তার রাজনৈতিব বিরোধীরা, শ'র নাটকে ওয়ারউইক (Warwick) যে বিরোধিতার সোচ্চার প্রবক্তা। জোনের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতিষ্ঠা ঘটলে ওয়ারউইকদের সামন্তবাদী আধিপত্যের সমূহ বিপদ। কিন্তু রুয়েনের বাজার-এলাকায় প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারলেও প্রেরণা-দাত্রী জোনের ভাবধারাকে মেরে ফেলা যায় নি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে জোনকে দেওয়া

হয়েছে সেন্ট জোন রূপে স্বীকৃত। জোনের চরিত্রের রোমান্টিকতা নয়, শ'র নাটকে জোনের স্বাধীনচিত্ততা, তাঁর ভাবভাবনার চিরন্তনতাই গুরুত্ব পেয়েছে। 'সেন্টজোন' নাটকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হোলো এর প্লটের গঠন, আলোচনা ও বিতর্ক-দৃশ্যের প্রশংসনীয় নিয়ন্ত্রণ, জোনের বিচার দৃশ্যের আবেগ-ময়তা এবং নাট্যকারের গদ্যশৈলীর সবালীলতা ও স্বচ্ছতা।

বার্নার্ড শ'র শেষ গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'দ্য অ্যাপল্ কার্ট' একটি পরিণত ও সরস রচনা। বিশেষভাবে স্মরণ করা যায় এর প্রারম্ভিক সংলাপ, 'ইনটারল্যুড' (**Interlude**) অংশের সরস ঔজ্জ্বল্য ও রাজা ম্যাগনাসের চরিত্রের বিচক্ষণতা। তিরিশ দশকেও অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন শ' ; এগুলি অধিকাংশই ছিলো সমকালীন ইওরোপীয় জীবনের ধারাভাষ্য। উল্লেখ করা যেতে পারে ('টু ট্রু টু বি গুড' (**Too True to be Good. 1932**), 'অন দি রকস্' (**On the Rocks, 1933**), 'দি মিলিয়নেয়ারেস্' (**The Millionairess, 1936**) 'জেনেভা' (**Geneva, 1938**), 'ইন গুড কিং চার্লসেস গোল্ডেন ডেজ' (**in Good King Charles's golden Days, 1939**) প্রভৃতির।

এই শতাব্দীর সর্বাধিক বিতর্কিত ও জনপ্রিয় নাট্যকার বার্নার্ড শ পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে বিস্ময়করভাবে নিয়োজিত ছিলেন নাট্যরচনার কাজে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে লোকান্তরিত হবার ঠিক আগেও অভিনীত হয়েছে তাঁর রচিত একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক, শ'র শেষ রচনা, 'বয়ান্ট বিলিয়নস্' (**Buoyant Billions**) নাট্যকার হিসেবে যেমন, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শ' ছিলেন এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। ফেবীয় সমাজতন্ত্রী, সামাজিক কুপ্রথা ও পীড়নের সোচ্চার সমালোচক বার্নার্ড শ' নির্বিচারে আক্রমণ করেছিলেন বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধ, প্রেম, বিবাহ ইত্যাদি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে বলিষ্ঠ-ভাবে উন্মাটন করেছিলেন তাঁর নাটকে। আবার সেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা'কে, যা' চিহ্নিত করেছে এক উদ্ভট, বৌদ্ধিক কল্পরাজ্য বা '**utopia**'। ক্রিস্টোফার কড্ওয়েলের ভাষায়, '**a planned world imposed from above in which the organisation is in the hands of a bureaucracy of intellectuals**।' সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে যিনি তাঁর অনেকগুলি নাটকে একান্তভাবেই আপোষহীন সেই বার্নার্ড শ'ই দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষতার প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন মুসোলিনি, হিটলার ও স্তালিনকে। রোমান্টিকতা-বিরোধী, যাবতীয় গতানুগতিকতা-বিরোধী ও প্রখর বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন যে বার্নার্ড শ' ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কটাক্ষে সমস্ত কাল্পনিকতাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন, তিনিই শেষাবধি বাঁধা পড়েছেন এক কণ্টকল্পিত অধ্যাত্ম-দর্শনের বেড়াজালে। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী এবং রচনায় এক আগ্রাসী বা আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, তিনিই আবার নিরামিষ ভোজী ছিলেন ও মনুষ্য-খাদ্যের প্রয়োজনে প্রাণীহত্যার বিরোধী ছিলেন।

জীবন-যাপনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী ; বিরত ছিলেন ধূমপান ও মদ্যপানে। সব মিলিয়ে বলা চলে যে শ' আধুনিক ইংরাজী তথা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম বর্ণময় ব্যক্তিত্ব।

বর্নার্ড শ'র নাটকের বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গ সমূহ :

১. ধারণা-প্রধান নাটক—'Comedy of Ideas' : ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, উজ্জ্বল ও শানিত সংলাপ এবং এক অনবদ্য লঘুচপল ভঙ্গী নিয়ে শ' চমৎকৃত করেছিলেন তরল ও আবেগ-সর্বস্ব সামাজিক নাটকের প্রথাসর্বস্বতায় অভ্যস্ত দর্শকমণ্ডলীকে। তাঁর নাটক গুলি ছিলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক মতামত বা ভাবধারার মাধ্যম। চরিত্র ও ঘটনা সমূহ অধিকাংশ রচনাতেই নাট্যকারের ধ্যান-ধারণার বাহন হয়ে উঠেছিলো। প্রথমাবধি শ' নাট্যমঞ্চকে তাঁর প্রতিবাদী ও বিধ্বংসী মতামত প্রকাশের পাদপীঠরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সমাজ-সমস্যামূলক নাটক বা 'Problem Play' গুলিতে সরাসরি আঘাত করেছিলেন সামাজিক অন্যায় ও কুশ্রীতাকে। তাঁর 'অপ্রিয়' তিনটি নাটক তেমন জনপ্রিয় না হওয়ায় পরে শ' 'বিনোদকারী' বা 'entertainer'-এর ছদ্মবেশ নেন এবং তির্যক ব্যঙ্গ-পরিহাসের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরেন তাঁর মতামত তথা প্রতিপাদ্যগুলিকে। সমাজবাদী চিন্তাদর্শের অনুগামী এই নিরলস মস্তিষ্ক চর্চাকারীর নাট্যরচনার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মানুষের কল্যাণ ও বিকাশের একটি কার্যক্রম সম্পাদন। ফেবীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচী থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শ' পৌঁছেছিলেন এক ইউটোপীয় ভাবজগতে। কিন্তু আগাগোড়াই আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে, কখনও দীর্ঘ আবার কখনও সংক্ষিপ্ত অথচ ধারালো সংলাপের মধ্য দিয়ে শ' অকুণ্ঠচিত্তে প্রচার করেছেন তাঁর মতামত তথা ভাবাদর্শ। দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তিসহ নানাবিধ সামাজিক পীড়ন, রোমান্টিক প্রেম, বীরপূজা, বিবাহ, যুদ্ধ, ধর্ম ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে শ' তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন সোচ্চারে। এতে করে অনেক সময়ই তাঁর চরিত্রদের নিছক মত প্রকাশের বাহন মনে হয়েছে ; কথার ভীড়ে ও ঝলমলানিতে থমকে যেতে হয়েছে দর্শক ও পাঠককে ; তবু বার্নার্ড শ' তাঁর বক্তব্য প্রচারের স্রোতে ভাঁটা পড়তে দেন নি। ক্লান্তিকর মনে হলেও 'ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান' কিম্বা 'সেন্ট জোন' নাটকের অন্তর্গত দীর্ঘ আলোচনা দৃশ্যগুলি নাট্যকারের অসাধারণ বাঙ্‌নৈপুণ্যের নিদর্শন এবং তাঁর মতামতের ভাণ্ডার। সঙ্গত কারণেই বার্নার্ড শ'র নাটকগুলিকে অভিহিত করা হয়েছে 'কমেডি অব আইডিয়াজ,' অথবা 'ডিস্‌কাস্‌ন্‌-ড্রামা' (Discussion Drama) অথবা 'থিসিস নাটক' (Thesis Play) নামে। 'Fanny's First Plays'-এর prologue-এ ফ্যানি যা বলেছিলো, সম্ভবতঃ সেটা বার্নার্ড শ-এর মনের কথা—'I had to write it or I should have burst. I could'nt help it'.

২. নাটকের বিশদ 'ভূমিকা' : শ'র প্রায় প্রতিটি নাটকেরই রয়েছে দীর্ঘ 'ভূমিকা' (preface) যাতে নাট্যকার জোরালোভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে

বিবৃত করেছেন। প্রথমে পাঠকসাধারণের কাছে বক্তব্যগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেই এ' ধরনের দীর্ঘ 'ভূমিকা'র আশ্রয় নিয়েছিলেন শ'; কিন্তু ক্রমে এটি এক স্বীকৃত পন্থায় পরিণত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নাটকের থেকে তার 'ভূমিকা'ই নাট্যকারের ভাবাদর্শের স্বচ্ছতর বাহন হয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও অত্যুৎসাহ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করলেও শ'র এই 'প্রিফেস' গুলি ক্ষুরধার ও সরস ভঙ্গীতে লেখা প্রচারধর্মী রচনা যা' থেকে এই বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্বের দর্শন ও মননের চিত্রটি পাওয়া যাবে।

৩. **শ'র নাট্যচরিত্রেরা :** চরিত্রচিত্রণে বার্নার্ড শ' যে বৈচিত্র্য ও বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা' একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যচরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু শেকস্‌পীয়ার প্রধানতঃ আগ্রহী ছিলেন চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমূহের রূপায়ণে আর শ'র নাটকের পাত্র-পাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যকারের বক্তব্য বা মতামতের বাহক। শ'র সামাজিক-রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক ধারণাসমূহকে উপস্থাপিত করাই এইসব চরিত্রের উদ্দেশ্য। ফলে তাদের নিজস্বতা বা সজীবতা বড় একটা দেখা যায় না। তবু 'পিগ্‌ম্যালিয়ন' নাটকের অ্যালফ্রেড ডুলিট্‌ল্‌, 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপার ম্যান'-এর হেনরি স্ট্রেকার, 'জন বুল্‌স্‌ আদার আইল্যাণ্ডে'র ল্যারি ডয়েল, 'দি ডকটরস্‌ ডিলেমা'র স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ ব্লুমফিল্ড বনিংটন প্রভৃতি চরিত্র স্বতন্ত্রভাবে স্মরণীয়। চরিত্রসৃষ্টিতে ডিকেন্সের মতো বার্নার্ড শ'ও বিশেষভাবে সফল হয়েছেন ক্যারিকেচারধর্মী চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে যাদের কোনো একটি উৎকেন্দ্রিক ভাবনা বা আচরণ শ'র ধারালো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হয়েছে।

৪. **বার্নার্ডশ'র ব্যঙ্গ ও সরসতা :** বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা (Wit) শ'র কমেডি নাটক-গুলির প্রাণ। 'উইডোয়ারস্‌ হাউসেস' থেকেই এক শানিত ও সরস ভাষা ও ভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন শ'। এই ভঙ্গী তাঁকে এমন এক সুবিধাজনক দূরত্ব দিয়েছিলো যেখান থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ চালাতে পারবেন যথেষ্ট উদ্দীপনার সাথে। তাঁর এই ব্যঙ্গাত্মক সরসতার অননুকরণীয় ভঙ্গী সম্পর্কে বার্নার্ড শ' নিজেই বলে-ছিলেন; '**My method is to take the utmost trouble to find the right thing to say, and then to say it with the utmost levity. And all the time the real joke is that I am in earnest**।' মননশীল নাট্যকার ও সমাজচিন্তার অক্লান্ত অগ্রদূত বার্নার্ড শ' ব্যঙ্গ-পরিহাসকে একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বুদ্ধিদীপ্ত অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কোমল হাস্যরস উভয়ই শ'র নাটকের উপভোগ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো, কিন্তু আবেগের মাধুর্য বা গভীরতা তাঁর নাটকে তেমন পাওয়া যাবে না, এমন কি 'সেন্ট জোন'-এর মতো নাটকেও না। বার্নার্ড শ' আসলে বুদ্ধিবাদী ও ব্যঙ্গরসিক, তাঁর নিজের কথাতেই তাঁর পদ্ধতি ছিলো '**to introduce a joke and knock the solemn people of their perch**।'

৫. প্রতিমাচূর্ণকারী (Iconoclast) শ' : নাটককে শ' সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমালোচনা ও বিশ্লেষণের হাতিয়ার রূপে দেখেছিলেন। আর এই হাতিয়ার ব্যবহারের পেছনে কাজ করেছিলো তাঁর প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত গতানুগতিক ভাবনা ও আচার বিচারের মূর্তিগুলিকে নির্দয়ভাবে ভেঙেছিলেন শ'। নিছক অভ্যাসবশতঃ জীর্ণ ও বাতিল হয়ে যাওয়া রীতি-নীতিগুলিকে মেনে চলার অর্থ অগ্রগতিকে মন্থর করে দেওয়া। শ' অপ্রচল ও অপ্রয়োজনীয় রীতি ও প্রথাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন মানব উন্নয়নের স্বার্থে।

৬. সংলাপ, মঞ্চ নির্দেশনা : কথা বলার শিল্পে বার্নার্ড শ'র দক্ষতা ছিলো উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর নাটকে সংলাপ-নির্মাণ এক অভাবনীয় সাফল্যের পর্যায়ে পৌঁছে-ছিলো। যেমন ছোটো-ছোটো চোখা বাগ্‌বিনিময়ে, তেমনই দীর্ঘ আলোচনায় শ' এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছিলেন তাঁর নাটকগুলিতে। এছাড়াও তাঁর নাটক-গুলিতে বিশদ মঞ্চ নির্দেশ (stage direction) দিয়েছেন ইব্‌সেনের অনুসরণে। স্বভাবতঃই শ'র নাটক উদ্দেশ্যমূলক নাটক এবং সে কারণে অভিনেতা ও পরিচালককে বিস্তারিতভাবে নাট্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার দরকার ছিলো। বাস্তবতার যথাসম্ভব নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতেও এর প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া আমেরিকা ও জার্মানিতে যখন তাঁর নাটক প্রযোজিত হচ্ছিল তখন ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা শ'র পক্ষে সম্ভব ছিলো না ; অথচ মঞ্চ পরিকল্পনার সযত্ন ও নিখুঁত আয়োজন তাঁর নাটকগুলির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিলো।

৭. নাট্যপ্রকরণ বা কৌশল : তাঁর নাটকগুলি প্রচারধর্মী ও ধারণা-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও বার্নার্ড শ' নাট্যশিল্পের টেক্‌নিক্‌গত দিকগুলি উপেক্ষা করেছিলেন এমন নয়। প্রথম দিকের নাটকগুলিতে থিয়েটারের প্রচলিত প্রথা ও কৌশলগুলি তিনি মেনে চলেছেন এবং অভিনবত্ব বা বিস্ময় যা কিছু দর্শকদের নাড়া দিয়েছে সবই বক্তব্যের অভাবিতপূর্ব চমকের কারণে। 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান'-এর আগে নাট্য-কৌশলের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অভিনবত্ব (innovation) নজরে পড়ে না। তবে জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্য নিশ্চিতভাবে অর্জন করে বার্নার্ড শ' গঠন ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' ও 'সেন্ট জোন' নাটকের 'Epilogue' অংশ এবং 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা'-র বিশালায়তন গঠন বিন্যাসের উল্লেখ করা চলে।

উইলিয়াম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্ [W. B. Yeats, 1865-1939]

জীবন ও রচনা : কবিতা, নাটক ও গদ্যরচনায় যে বিপুল বৈচিত্র্য, চমকপ্রদ সজীবতা ও অনন্য শিল্পসুষমার পরিচয় রেখে গেছেন ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স্ তা সংশয়াতীতভাবেই বর্তমান শতকের সাহিত্যে তাঁকে এক অত্যুচ্চ আসনে বসিয়েছে। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্ম হলেও ইয়েট্‌সের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিলো লন্ডনে। ১৮৮১ তে ইয়েট্‌স্-পরিবার আয়ারল্যান্ডে ফিরে গেলে

উইলিয়াম 'মেট্রোপলিটান স্কুল অব আর্ট'-এ ভর্তি হন শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে। এখানেই জর্জ রাসেল (এ. ই. ছদ্মনামে কাব্য রচনা করেছিলেন রাসেল)-এর সঙ্গে ইয়েট্‌সের পরিচয় হয় এবং উভয়েই মরমিয়াবাদী (Mystic) তথা অতিপ্রাকৃত ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইয়েট্‌স্‌ শিল্পশিক্ষা পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন ডাবলিন হার্মেটিক সোসাইটির।

মরমী ও স্বপ্নপ্রবণ ইয়েট্‌স্‌ একই সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আইরিশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতি, প্রবীণ আইরিশ নেতা জন ও' লিয়ারি (O' Leary)-র সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে। লিখেছিলেন দুটি কাব্য-নাটক 'দ্য আই-ল্যাণ্ড অব স্ট্যাচুজ' (The Island of Statues, 1885) এবং 'মোসাডা' (Mosada, 1886)। ডাবলিনে থাকাকালীন যেমন আইরিশ জাতীয় ঐতিহ্য ও চিত্তস্বাতন্ত্র্য ইয়েট্‌স্‌কে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিলো, গেলিক (Gaelic) কবিতা ও লোক-সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলো আগ্রহ ও শ্রদ্ধা, তেমনই বাল্যকালে একাধিকবার স্লিগোতে মাতামহের বাড়ীতে দীর্ঘ দিন থাকার সূত্রে ইয়েটেসের স্মৃতিতে জাগরূক ছিলো আইরিশ লোকগাথা ও লোককল্পনার উজ্জ্বল সম্পদ-গুলি। কেল্টিক নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা, সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার পূজারী কবি ইয়েট্‌স্‌ তাঁর যুগের আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও ভিক্‌টোরীয় বিজ্ঞানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। চতুষ্পার্শের শ্বাসরোধী জড়বাদের কবল থেকে আত্মাকে মুক্ত করে এক রহস্যমণ্ডিত স্বপ্নজগৎ, এক অনুভূতির সর্বাত্মক পরিমণ্ডলে তাকে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন ইয়েট্‌স্‌।

সৌন্দর্যসন্ধানী ইয়েট্‌স্‌ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'প্রি-র‍্যাফেলাইট'-দের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ওয়াল্‌টার পেটার-নির্দেশিত কলাকৈবল্যবাদী নান্দনিক আন্দোলন (Aesthetic Movement)-এর অন্যতম প্রতিনিধির ভূমিকায়। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে আর্নেস্ট রাইস (Rhys) এবং টি. ডব্লু. রোলেস্টন (Ralleston) কে সঙ্গে নিয়ে ইয়েট্‌স্‌ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'রাইমার্স ক্লাব' (Rhymers' Club), যার আন্যান্য কবি-সদস্য ছিলেন লায়োনেল জনসন এবং আর্নেস্ট ডাউসন। এই ক্লাবসূত্রেই আর্থার সাইমনসের সঙ্গে পরিচিত হন ইয়েট্‌স্‌, এবং সাইমন্‌স্‌ তাঁকে ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকতন্ত্রী আন্দোলনের স্বরূপ ও তাৎপর্য বিষয়ে অবহিত করেন। অবশ্য প্রতীকবাদী তত্ত্বে ইয়েট্‌সের দীক্ষা অনেক আগেই হয়েছিলো নিজস্ব অনুশীলনের মাধ্যমে; ১৮৮৭ থেকে ইয়েট্‌স্‌ ক্রমাগত সন্ধান করেছেন এক অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার, প্রথাগত ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকতার বিকল্প এক বিশ্বাসবোধের। বোহেম (Boehme), সুইডেনবর্গ (Swedenborg) এবং সর্বোপরি ব্লেক (Blake)-এর রচনায়; 'থিওসফি' (Theosophy), 'রসিক্রুসিয়ানিজ্‌ম্‌' (Rosicrucianism), 'নিও-প্লেটোনিজ্‌ম্‌' (Neo-Platonism) ইত্যাদি নানাবিধ অধ্যাত্মভাবী দর্শন তথা কার্যক্রমে। ১৮৮৫ তেই বাবু মোহিনী চ্যাটার্জীর কাছ থেকে ইয়েট্‌স্‌ পেয়েছিলেন ভারতীয় মরমিয়াবাদী দর্শনের

প্রথম পাঠ। ১৮৮৭তে তিনি যুক্ত হন মাদাম ব্ল্যাভাট্স্কি (Blavatsky)-র 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গে। এই সূত্রেই বোহেম ও সুইডেনবর্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ইয়েট্স্ যোগদান করেছিলেন ম্যাক্-গ্রেগর ম্যাথার্স (Mathers)-এর 'রসিক্রুসিয়ান সোসাইটি'তে এবং ম্যাথার্সেরই প্রভাবে পরে 'দি হার্মেটিক অর্ডার অব দি গোল্ডেন ডন' নামক অনুশীলন সঙ্ঘে। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত ব্লেকের রচনাবলী সম্পাদনা ও পাঠের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ইয়েট্স্ এবং ব্লেকই ইয়েট্সের কাছে উদ্ঘাটন করেছিলেন এক নতুন শিল্পধর্ম, ইয়েট্সের ভাষায় 'the religion of art.'

তাঁর কাব্যরচনার সূচনাপর্বে প্রি-র‍্যাফেলাইটদের সৌন্দর্যদৃষ্টি ও চিত্রোপমতার সঙ্গে ইয়েট্স্ মিশিয়েছিলেন তাঁর অলৌকিক স্বপ্নচারিতা। দুঃখভারাক্রান্ত বাস্তব-জগৎ ছেড়ে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন অতীতের সহজ-সরল রূপলোক কিম্বা অজানা রহস্যের কোনো এক কল্পজগতে। বিষয়বস্তুর সন্ধান করেছিলেন আইরিশ রূপ-কথা ও পুরাণে। গভীর সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম কমনীয়তা ও স্বচ্ছন্দ মাধুর্য এই পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রধান আকর্ষণ। এই পর্বের প্রথম রচনা 'দ্য ওয়াণ্ডারিংস অব ঐসিন (The Wanderings of Oisin, 1889) ইয়েট্সকে কবিখ্যাতি দিয়েছিলো এবং এই আখ্যানকাব্যেই ইয়েট্স্ প্রতীক ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ ও কুশলতার নিদর্শন রেখেছিলেন। 'পোয়েম্স্ (Poems, 1895) এবং 'দ্য উইণ্ড অ্যামং দি রীড্স্ (The Wind Among the Reeds, 1899) ইয়েট্সের জনপ্রিয়তা, বিশেষতঃ তাঁর কল্পনাসৌন্দর্য ও লিরিক-দক্ষতা, অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছিলো। ১৮৯২ তে প্রকাশিত 'দি কাউন্টেস্ ক্যাথ্লীন অ্যাণ্ড আদার লেজেণ্ড্স্ অ্যাণ্ড লিরিক্স্ (The Countess Cathleen and Other Legends and Lyrics)-এর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি ইতোমধ্যে 'ক্রস্ওয়েজ' (Crossways) এবং 'দি রোজ' (The Rose) নামক দুটি পৃথক সংগ্রহে সংকলিত হয়েছিলো। 'গোলাপ' বা 'Rose' ইয়েট্সের কবিতায় এক বৌদ্ধিক সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলো 'The Secret Rose,' 'The Rose of the World' সহ 'দি রোজ' সংকলনভুক্ত কবিতাগুলিতে। 'To the Rose Upon the Rood of Time' শীর্ষক কবিতায় ইয়েট্স্ লিখেছিলেন :

> 'Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days !
> Come near me, while I sing the ancient ways.'

সৌন্দর্য, প্রেম ও বীর্যের নিও-প্লেটোনিক ধারণাসমূহের এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের, এক রহস্যজগতের, দ্বার খুলে দিয়েছিলেন কবি ইয়েট্স্। কেল্টিক্ পুরাবৃত্ত, ইতিহাস এবং ধ্রুপদী পুরাণের ব্যবহারে, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় ও ছন্দের বিশিষ্টতায় ইয়েট্স্ তাঁর ক্রম-পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

'দ্য উইণ্ড অ্যামং দি রীডস্'-এ ব্লেক ও অন্যান্য মরমী কবি-লেখকদের প্রভাব স্পষ্ট, এবং এ কাব্যে ইয়েট্সের প্রতীকি কল্পনা এক সূক্ষ্ম ও সার্থক রূপ

পেয়েছিলো বলা যায়। 'হাওয়া' বা 'wind' এ' কাব্যে আত্মা বা আধ্যাত্মিক আকুতির প্রতীক, আর 'শরঘাস'গুলি বা 'reeds' দুর্বল মানবমনকে ইঙ্গিত করছে। শরবনের মধ্য দিয়ে খেলে যাওয়া হাওয়া এখানে এক আদর্শ জগতের আকাঙ্ক্ষায় আকুল মানবমনের আর্তিকে ব্যক্ত করে। ইয়েট্‌সের প্রতীকবাদী চিন্তার মূলে ছিলো এক 'দিব্যদর্শন' বা 'apocalypse'-এর ধারণা ; আদর্শ ভাবজগৎ তথা শাশ্বত সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র পাওয়া যেতে পারে বস্তুজগতের ধ্বংসের পরে, পার্থিব রূপের অবলুপ্তিতে, যখন উদ্ভাসিত হবে দিব্যসৌন্দর্য। 'দ্য উইণ্ড অ্যামং দি রীড্‌স্' কাব্যে এই 'apocalypse'-এর তাৎপর্য ধরা পড়েছিলো 'পাণ্ডুবর্ণ হরিণ', 'কৃষ্ণবর্ণ বরাহ' প্রভৃতি প্রতীকে। তবে 'কল্পনা'র শত্রুদের বিনাশ করবে এমন এক ঐশী প্রাণীরূপের যে সন্ধান ইয়েট্‌স্ চালাচ্ছিলেন, সেই প্রাণী 'ইউনিকর্ন্' (এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট রূপকথার জীব)-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো তাঁর 'হোয়ার দেয়ার ইজ নাথিং' (Where Thers is Nothing, 1902) নাটকে।

ইয়েট্‌সের কবিতা রচনার প্রথম পর্বের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ইন দি সেভেন উড্‌স্' (In the Seven Woods, 1904)। এই কাব্যে কথ্যছন্দ ও সাধারণ জীবনের উপকরণ নিয়ে পরীক্ষার চেষ্টা করেছিলেন কবি। বিষয় ও রীতির এক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো এই কাব্য, বিশেষ করে এর অন্তর্গত 'Adam's Curse' নামক কবিতাটি। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম পর্বের কবিতার ওপর ফিরে তাকাতে গিয়ে ইয়েট্‌স্ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাব্য বদলের কথা বলেছিলেন, 'the normal, passionate, reasoning self, the personality as a whole' কে কবিতায় ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৯১০-এ প্রকাশিত 'দি গ্রীন হেলমেট্ অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' (The Green Helmet and Other Poems)-এ সেই বদলের সূচনা হয়েছিল। প্রাথমিক পর্বের স্বপ্নময়তা কেটে গিয়ে নতুন যুগের পরিবর্তনশীল ও কণ্টকাকীর্ণ বাস্তবতা ছাপ ফেললো ইয়েট্‌সের কাব্যে।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ইয়েট্‌স্ লেডী গ্রেগরীর সান্নিধ্যে আসেন। এই লেডী গ্রেগরী ছিলেন আইরিশ নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ইয়েট্‌স্, জর্জ মুর (Moore) এডওয়ার্ড মার্টিন (Martyn) প্রমুখ 'আইরিশ লিটারির থিয়েটার' পত্তন করেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে এবং এর উদ্বোধন হয় ইয়েট্‌স-রচিত 'দি কাউন্টেস্ ক্যাথ্‌লীন অভিনয়ের মাধ্যমে। ১৯০২-এ এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিলো তাঁর প্রচারমূলক নাটক 'ক্যাথলীন নি হুলিহ্যান্ (Cathleen ni Houlihan)। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ডাবলিনের 'অ্যাবে থিয়েটার'কে কেন্দ্র করে জন্ম নিলো 'আইরিশ ন্যাশ্‌নাল থিয়েটার' ; ইয়েট্‌স, লেডী গ্রেগরী ও জন মিলিংটন সিঞ্জ (Synge) ছিলেন এর তিন পরিচালক। আইরিশ নাট্য-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইয়েট্‌স্ কুড়িটির মতো নাটক রচনা করেছিলেন বটে, তবে প্রথম দিকের নাটকগুলি ছিলো তাঁর লিরিক কবিতারই সম্প্রসারিত রূপ এবং নাট্যশক্তির পরিবর্তে এগুলিতে স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছিলো ইয়েট্‌সের রোমান্টিক কবিকল্পনার। কাব্য, নাট্যদ্বন্দ্ব ও চরিত্রচিত্রণের

যে-ভারসাম্য 'কাব্যনাটক' বা 'poetic drama'-র কুললক্ষণ তা' ইয়েট্‌সের 'দি কাউণ্টেস্ ক্যাথ্‌লীন্' 'দি ল্যাণ্ড অব হার্ট্‌স্ ডিজায়ার' (The Land of Heart's Desire, 1894), 'দি শ্যাডোয়ি ওয়াটার্স' (The Shadowy Waters, 1900) প্রভৃতি রচনায় পাওয়া যায় নি। বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহ লিরিক কাব্যগুলির মতোই পুরাণ বা স্বপ্নকল্পনার জগত থেকে আহৃত; চরিত্রচিত্রণের তেমন কোনো প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় না; চরিত্রগুলি প্রধানতঃ আবেগমণ্ডিত সংলাপ উচ্চারণের যন্ত্র-বিশেষ। সি. এম. বাওরা (Bowra) 'দি শ্যাডোয়ি ওয়াটার্স'কে বলেছেন 'a poem in a dramatic form', তাঁর এই মন্তব্য ইয়েট্‌সের প্রথমদিকের সবকটি নাটক সম্পর্কেই সুপ্রযোজ্য। অবশ্য বাওরা এ' কথাও স্বীকার করেছেন যে 'দি কিংস্ থ্রেশোল্ড' (The King's Threshold, 1904), অন্ বেইলেজ্ স্ট্র্যাণ্ড (On Baile's Strand, 1904) 'ডেয়াড্রে' (Deirdre, 1907) প্রভৃতি নাটকে বস্তুনিষ্ঠতার দিকে, এক অন্যতর কবিতার দিকে, ইয়েট্‌সের যাত্রার চিহ্নগুলি দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ইয়েট্‌স পরিচিত হন 'আধুনিকতা'র অন্যতম হোতা এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে। পাউণ্ড তাঁকে জাপানী Noh নাট্যরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কৃত্রিম নাট্যশৈলীর অনুকরণে ইয়েট্‌স্ কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'অ্যাট দি হকস্ ওয়েল' (At the Hawk's Well, 1917) এবং 'দ্য ওন্‌লি জেলাসি অব এমার' (The Only Jealousy of Emer, 1919)।

কল্পলোকের রহস্যময়তা থেকে বাস্তবের প্রত্যক্ষ ও কঠিন জগতে অবতরণের যে ইঙ্গিত 'ইন দি সেভেন উড্‌স্'-এ ছিলো তাই স্পষ্টতর হোলো ইয়েট্‌সের 'দি গ্রীন হেলমেট অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' কাব্যে। বিশদ ও পল্লবিত রীতি, স্বপ্ন কল্পনা, ছন্দের দোদুল্যমানতা ইত্যাদি কেটে গিয়ে কবিতা হোলো সহজ, প্রত্যক্ষ, কথ্যছন্দ-নির্ভর। প্রতীকের ব্যবহারেও এখানে কবি অনেক মিতব্যয়ী; আবেগের তীব্রতা ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে তিনি মাটির অনেক কাছাকাছি। এই সংকলনের সেরা কবিতা সম্ভবতঃ 'No Second Troy'। একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ 'রেস্‌পনসিবিলিটিজ্' (Responsibilities, 1914)-এ। পাউণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে শব্দ ব্যবহারে ইয়েট্‌স্ অনেক বেশী সংযত। সংহত, শ্লেষাত্মক এক ভঙ্গীও তাঁর আয়ত্তে। সমকালীন ডাবলিন-শহর ও মিউনিসিপ্যাল্ গ্যালারী সংক্রান্ত বিতর্কের প্রসঙ্গও এসেছে এ' সংকলনে। আয়ারল্যাণ্ডের শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, ডাবলিনের অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক জগতের কর্ণধার অসংস্কৃত বস্তুতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে এ' কাব্যে ইয়েট্‌স্ আক্রমণ শানিয়েছেন। শান্ত ও সম্ভ্রান্ত অবকাশময় এক আদর্শ জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই কাব্যসংকলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি কবিতা 'September, 1913' এবং 'To a Shade'।

দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান্‌স্ অ্যাট্ কুলে (The Wild Swans at Coole, 1919)

ইয়েট্‌সের কবিতার সীমানাকে আরো বিস্তৃত করেছিলো। এই সংকলনভুক্ত কবিতাগুলি পূর্ববর্তী কাব্যের রচনাগুলির মতো হলেও কবিত্বশক্তির উৎকর্ষে, রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার চমৎকার মিশ্রণে এগুলি অনেক পরিণত। ইয়েট্‌সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'In Memory of Major Robert Gregory' নামক শোকগাথাটি এই সংকলনেই প্রকাশিত হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে লেখা—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত একগুচ্ছ কবিতা অতঃপর সংকলিত হয় 'মাইকেল রবার্টেস অ্যান্ড দি ড্যান্সার' (Michael Robartes and the Dancer, 1921) নামে। প্রতীকের ঐন্দ্রজালিক রহস্যময়তা ও বাস্তবতা এখানেও মিশেছে ; এখানেও ইয়েট্‌স্ আলো ও অন্ধকার, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পরস্পর প্রতিমুখিতাকে অতিক্রম করার সন্ধানব্রতে ব্রতী। ম্যাকগ্রেগর ম্যাথার্সের আদলে কল্পিত জাদুকর মাইকেল রবার্টেস এ' কাব্যের নাম কবিতাতেই উপস্থিত। প্রেম ও রাজনীতি সংকলনভুক্ত কবিতাগুলির প্রধান দুটি বিষয়। এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'Easter 1916' এবং 'The Second Coming'। ইয়েট্‌সের কাব্য তথা প্রতীকবাদী দর্শনচিন্তার আকর গ্রন্থ 'এ ভিসন্' (A Vision, 1925)-এর বেশ কিছু প্রতীক ও প্রতীকি চরিত্র যথা, 'gyre' (শঙ্কু-আকৃতি কুণ্ডলী), 'airman' (আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক), Major Robert Gregory মহাযুদ্ধোত্তর এই দুটি কাব্যসংগ্রহে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা এবং আয়ারল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা ও উত্তেজনা ইয়েট্‌স্‌কে গভীরভাবে আহত করেছিলো। এই সংকট ও বিপন্নতার পটভূমিতেই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন এক বিশদ, অতীন্দ্রিয়বাদী, অলৌকিক দর্শন প্রণালী গ্রন্থবন্ধ করার। এরই ফল ১৯২৫-এ প্রকাশিত অতি দুরূহ গদ্যগ্রন্থ—'এ ভিসন্'। গ্রন্থটির প্রস্তুতিপর্বও ছিলো অত্যন্ত চমকপ্রদ। ১৯১৭-র অক্টোবর মাসে ইয়েট্‌স্ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন জর্জি হাইড-লিজ (Hyde-Lees)-এর সঙ্গে এবং নবদম্পতির মধুচন্দ্রিমা যাপন কালেই শ্রীমতী ইয়েট্‌সের স্বতঃক্রিয় লেখন (automatic writing)-এর মধ্য দিয়েই এই জটিল ও বিশদ ইয়েট্‌সীয় প্রণালী (System) রূপ পেতে থাকে। ইয়েট্‌সের কাব্যধারণার কেন্দ্রে ছিলো এক 'দ্বন্দ্ব' বা 'conflict'-এর সূত্র। ব্যক্তি-মানুষ ও ইতিহাসের যুগপর্বগুলিকে ইয়েট্‌স্ এই দ্বন্দ্বের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। মানুষের প্রকৃত সত্তা (ইয়েট্‌সের শব্দচয়নে 'Man') এবং তার বাহ্যিক ছদ্মরূপ (ইয়েট্‌স্ বলেছিলেন 'Mask')-এর দ্বন্দ্ব, ইতিহাসের ধারায় একদিকে বৈষয়িকতা বা 'Objectivity' এবং অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা বা 'Subjectivity' (ইয়েট্‌সের শব্দচয়নে যথাক্রমে 'primary' ও 'anti-thetical')-র দ্বন্দ্ব—এইভাবেই ইতিহাস ও ব্যক্তির পরিবর্তনের একটি দুরধিগম্য রূপকল্প নির্মাণ করেছিলেন ইয়েট্‌স্ যাকে বলা যেতে পারে এক নিতান্ত ব্যক্তিগত অতিকথা (personal myth)। ফ্রেজার-কৃত 'দি গোলডেন বাও' যেমন এলিয়টকে 'The

Waste Land' কাব্যের এক বহির্কাঠামো সরবরাহ করেছিলো, জয়েস যেমন তাঁর 'ইউলিসিস্' উপন্যাসে সমকালীন জীবনের নৈরাজ্যকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করেছিলেন হোমারের 'ওডিসি'কে, তেমনি ইয়েট্স্ তাঁর কাব্য ও দর্শনের কেন্দ্রস্থ দ্বন্দ্বের নিরসনে ও সেই দ্বন্দ্বকে একটি বিশেষ গঠনরূপ দিতে তৈরী করেছিলেন তাঁর বিশদ ও দুরূহ প্রণালী। এই দ্বন্দ্বের একটি পূর্বাভাস ছিলো তাঁর অন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থ 'পার অ্যামিকা সাইলেনশিয়া লুনে' (**Per Amica Silentia Lunae, 1917**) তে, যেখানে ইয়েট্স্ 'ম্যান' ও 'মাস্ক্' তথা **'Self'** ও **'anti-self'**-এর প্রতিস্পর্ধিতার কথা বলেছিলেন। 'এ ভিসন্' একটি প্রায়-অপাঠ্যযোগ্য, বিপুলায়তন গ্রন্থ ; কিন্তু এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য এই কারণে যে ইয়েট্সের পরিণত কাব্য-কবিতার অসংখ্য প্রতীক ও প্রসঙ্গ এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 'লিডা ও রাজহংস', 'বাইজ্যান্টিয়াম্', 'টাওয়ার', 'সর্পিল সিঁড়ি' (**winding stair**) প্রভৃতি অনেক রূপক-প্রতীকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কবি হিসেবে ইয়েট্স্ তাঁর প্রতিভার পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন 'দি টাওয়ার' (**The Tower, 1928**) এবং 'দ্য ওয়াইন্ডিং স্টেয়ার' (**The Winding Stair, 1833**)-এ। ১৯১৭-র গোড়ার দিকে লেডী গ্রেগরীর বাসস্থান কুলে পার্কের অনতিদূরে একটি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত টাওয়ার কিনেছিলেন ইয়েট্স্ এবং তাকে পরিণত করেছিলেন তাঁর গ্রীষ্মাবাসে। এই টাওয়ারই তাঁর পরবর্তীকালের কবিতায় হয়ে ওঠে অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রতীক। অনুধ্যান ও অলৌকিকত্ব, কবিসত্তার শান্ত নির্জনতা ও দূরদৃষ্টি, এ' সবেরই প্রতীকরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে 'টাওয়ার' ; 'এ ফিসন্' গ্রন্থে বর্ণিত **'gyres'** বা 'যুগ্মশঙ্কু'র জ্যামিতিক প্রতীকেরই ভিন্নতর রূপ। বাস্তব ও ইন্দ্রিয়াতীত, কথ্যছন্দ ও কাব্যিকতা, শ্লেষ ও মায়াময়তা এক অসামান্য সংহত ও শৈল্পিক কুশলতায় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে এই কবিতাগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **'Sailing to Byzantium', 'Leda and the Swan'** এবং **'Among School Chidren'**। **'Sailing to Byzantium'** এবং 'দ্য ওয়াইন্ডিং স্টেয়ারে' অন্তর্ভুক্ত **'Byzantium'**, এ দুটি কবিতায় প্রাচীন বাইজ্যান্টিয়াম্ কে ইয়েট্স্ দেখেছিলেন এক কল্পনা-নগরী রূপে যা' জৈবিক প্রক্রিয়া ও অবক্ষয়ের অতীত, এক অধ্যাত্মসৌন্দর্যের প্রতিরূপ। ইয়েট্সের এই দার্শনিকতা ও প্রতীক কল্পনার শেষ উজ্জ্বল উদাহরণ 'দ্য ওয়াইন্ডিং স্টেয়ার' নামক কাব্যটি। এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিলো **'Byzantium', 'Coole Park 1929', 'Coole Park and Ballylee'**, বেশ কিছু গান ও বিভিন্ন ধরনের রচনা। জীবন, মৃত্যু, শিল্প ও অমরত্বের টানাপোড়েন ছাড়াও পুতুল-চরিত্র **Crazy Jane, Jack the Journeyman** প্রভৃতির জন্য রচিত কবিতাগুলির আপাতসারল্য এ' কাব্যের পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই কাব্যের শিরোনামে ব্যবহৃত 'সর্পিল সিঁড়ি' বা **'Winding Stair'** পূর্বোল্লেখিত **'gyres'**-এরই অন্য এক প্রতীকরূপ।

কাব্যচর্চার শেষ কয়েকটি বছরে ইয়েট্‌স পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গাথাকবিতা (ballad)-র গঠন, প্রতীকবাদী প্রকাশভঙ্গী, ব্যক্তিগত তথা রাজনৈতিক বিষয়সমূহ নিয়ে। 'Crazy Jane' পর্যায়ের লঘু অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কবিতাও যেমন লিখেছেন, 'Long-Legged Fly'-এর মতো আশ্চর্য শান্ত কবিতা এবং 'Lapis Lazuli'-র মতো বলিষ্ঠ ও দার্শনিক উপলব্ধিসমৃদ্ধ কবিতাও লিখেছেন। এই অন্তিম রচনাপর্বের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা—'The Municipal Gallery Revisited' ও 'The Circus Animais' Desertion'। 'পার্নেলস্ ফিউনারাল অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স্' (Parnell's Funeral and Other Poems) প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৫-এ; এরপর 'নিউ পোয়েম্‌স্' (New Poems, 1938) ও 'লাস্ট পোয়েম্‌স্' (Last Poem, 1939)।

১৯২৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইয়েট্‌স্। এর আগের বছরই আইরিশ সেনেটের সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন 'আইরিশ একাডেমি অব লেটার্স'। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সে জীবনদীপ নির্বাপিত হয় আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের এক আশ্চর্য সৃজনক্ষম প্রতিভার।

ইয়েট্‌সের কাব্যলক্ষণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ :

১. **দুরূহতা :** সাধারণভাবে বলতে গেলে দুরূহতা (Obscurity) আধুনিক সাহিত্যের, মুখ্যতঃ কবিতার, অন্যতম পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন। ইয়েট্‌সের কবিতাও, প্রথম পর্বের কিছু রচনাকে বাদ দিলে, যথেষ্ট দুরূহ। তাঁর কবিজীবনের মধ্য ও অন্তিমপর্বে এই দুরূহতার প্রধান কারণ ক্রমাগত রূপক ও প্রতীকের সন্ধান এবং একান্ত ব্যক্তিগত এক প্রতীক-কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা যা' তাঁর সমগ্র কাব্য তথা জীবনদৃষ্টিকে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি-ক্রিয়ায়, 'কল্পনা' ও 'স্বজ্ঞা'-র ওপর নির্ভর করে, লোকগাথা, জাদুবিদ্যা, অলৌকিক চর্চার নানা বিভাগ, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি মন্থন করে যে কাব্য-কবিতা ইয়েট্‌স্ পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন বিষয় ও ভঙ্গীতে তা' ছিলো অভিনব ও স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত।

২. **প্রতীকতন্ত্রী ইয়েট্‌স্ :** ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত জগতের বিষয়ে এক অদম্য কৌতূহল ইয়েট্‌স্‌কে প্রথমাবধি তাড়না করেছিলো। ব্লেকের কবিতা এবং নানা গোত্রের অধ্যাত্মবাদী অনুশীলনকারী ও তত্ত্বপ্রণেতাদের সংস্পর্শে এসে 'প্রতীক' বা 'symbol' ও তার সতর্ক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন ইয়েট্‌স্। ফরাসী প্রতীকতন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে তাঁর সেই আগ্রহই স্থায়িত্ব ও দিশা লাভ করেছিলো। তবে ইয়েট্‌সের অনেক প্রতীক বা রূপকল্পই নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং একই প্রতীক একাধিক বস্তুকে ইঙ্গিত করেছে এমন নজিরও কম নয়। তাঁর প্রতীকবাদী কাব্য-

রীতি যেমন অনেক ক্ষেত্রে গভীর আবেগ অথবা বৌদ্ধিক সূক্ষ্মতাকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছে, তেমনই অন্য অনেক ক্ষেত্রে দুরূহতার দেওয়াল তুলে দিয়েছে।

৩. **প্রির‍্যাফেলাইট স্বপ্নময়তা থেকে আধুনিক জটিলতায় :** স্পেনসার, শেলী ও রসেটির কাব্যের প্রভাব ছিলো ইয়েট্‌সের প্রথমদিকের কবিতায়। স্বপ্নপ্রবণতা তথা কল্পলোকের মায়াবী আকর্ষণ ইয়েট্‌সের এই পর্বের কাব্য-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'The Stolen Child' কবিতায় এই স্বপ্নালু রাহসিকতার পলায়নী মনোভাবটি ধরা পড়েছিলো :

Away with us he's going,
The solemn-eyed :
He'll hear no more the lowiug
Of the calves on the warm hillside
Or the kettle on the hob
Sing peace into his breast,
Or see the brown mice bob
Round and round the Oatmeal-chest.

কিন্তু রূঢ় ও অস্থির বাস্তবজীবন কবিকে এভাবে তন্ময় হয়ে থাকতে দেয় নি। স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিনি নিজেও ক্লান্ত বোধ করেছেন ('I am worn out with dreams')। স্বপ্নজগৎ থেকে বাস্তবে অবতরণ করেছেন। অবশ্যই সাধারণ অর্থে বাস্তববাদী বলতে আমরা যা' বুঝি, ইয়েট্‌স কখনই তেমনটা ছিলেন না। স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে তাঁর সেতুবন্ধ রচনার নিদর্শন হিসেবে উদ্ধার করা যেতে পারে 'The Lake Isle of Innisfree'-র এই পংক্তিগুলি :

I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore ;
While I stand on the ıoadway, or on the pavements gray,
I hear it in the deep hear's core.

স্বপ্নময়তা ও সৌন্দর্যরহস্যের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে ইয়েটস ঘনিষ্ট হয়েছিলেন ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে। পাউণ্ড-ও এলিয়টের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিলো তাঁর সংযোগ। 'রেস্‌পন্‌সিবিলিটিজ্‌'-এ ইয়েট্‌স্‌ এই ভাব ও ভঙ্গীর পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন : 'রোমান্টিক আয়ারল্যাণ্ড চিরতরে বিদায় নিয়েছে।' এই পরিবর্তনের উদাহরণরূপে 'Easter 1916'-এর এই লাইনগুলি স্মরণ করা যেতে পারে :

I have met them at close of day
Coming with vivid faces
From counter of desk among grey
Eighteenth-century houses.

৪. **শিল্পগুণ :** ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এক বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করেছিলেন কবি ইয়েট্‌স্‌ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে। প্রির‍্যাফে-লাইটদের সহজ আবেগময়তা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা, স্বপ্নাতুরতা ও গীতলতা থেকে ক্রমে ইয়েট্‌স্‌ দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা, ছন্দ ও প্রত্যক্ষ প্রকাশভঙ্গীর কাছাকাছি এসেছিলেন, যদিও তাতে করে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য একটুও ক্ষুন্ন হয় নি। তাঁর পরিবর্তিত সংহত কাব্যশৈলী, শব্দচয়নে সতর্কতা, ভাষার ঘন বুনট, প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে অবশ্যই নব প্রজন্মের কবি ও কবিতাপাঠকদের কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো ; কিন্তু সেই সংযত ও আপাত-সরল ভাষা ও শৈলীর মর্মে এক রহস্যময়তা, এক শিল্পিত আভিজাত্য শেষপর্যন্ত ইয়েট্‌সের কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভাস্বর করে রেখেছিলো। তাঁর কাব্য সম্পর্কে হয়তো এভাবেই বলা যায় :

The rhetorician would deceive his neighbours
The sentimentalist himself ; while art
Is But a vision of reality. **('Ego Dominus Tuus')**

টমাস স্টার্নস্‌ এলিয়ট [Thoms Stearns Eliot, 1888-1965]

জীবন ও রচনা : আধুনিক ইংরাজী কবিতাকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণের ক্ষেত্রে এক অভাবিতপূর্ব সাবালকত্ব দিয়েছিলেন জন্মসূত্রে আমেরিকান, কবি. টি. এস. এলিয়ট। কবি এলিয়েটের পূর্বপুরুষদের বাস ছিলো সমারসেটের ইস্টকোকার গ্রামে ; পরে ইংলণ্ড ছেড়ে তাঁরা চলে এসেছিলেন আমেরিকায় এবং সেণ্ট লুই শহরে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে টমাস স্টার্নসের জন্মের সময় এলিয়ট পরিবার ছিলো সম্মানিত মার্কিন অভিজাত মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। পারিবারিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলিয়টের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। জীবনীকাদের ভাষ্য অনুযায়ী, বালক টমাস স্টার্নসের ওপর তাঁর মা শার্লটের প্রভাব ছিলো সর্বাধিক। শার্লটই সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চার করেছিলেন পুত্রের মনে ; পারিবারিক গ্রন্থাগারে এলিয়টের প্রাথমিক সাহিত্য ও দর্শন অনুশীলনের প্রেরণাও ছিলেন তিনি।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ইংরাজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্ররূপে যদিও তাঁর প্রধান আগ্রহ দেখা গিয়েছিলো প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, গ্রীক ও লাতিন ধ্রুপদী সাহিত্য, মহাকবি দান্তে এবং ফরাসী ও জার্মান ভাষাশাস্ত্রে। হার্ভার্ডে এলিয়টের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জর্জ সান্তায়ানা (**Santayana**) ও আরভিং ব্যাবিট (**Babbitt**)। অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক তথা ঐতিহ্য বিষয়ক এলিয়টের ধারণার পেছনে ব্যাবিট প্রেরণা হিসেবে কাজ করে-ছিলেন। এছাড়া এলিয়টের রোমান্টিকতা-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর উৎসাহদাতাও ছিলেন ব্যাবিট। হার্ভার্ডেরই গ্রন্থাগারে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এলিয়ট আবিষ্কার করেছিলেন সাইমন্‌স-কৃত **'The Symbolist Movement in Literature'** বইটি। এরই

মারফৎ এলিয়ট পরিচিত হলেন ফরাসী প্রতীকতন্ত্রী কবি লাফোর্গ, ভেরলেন, কর্বিয়েরের প্রমুখের কবিতার সঙ্গে। বিশেষ করে লাফোর্গের ব্যঙ্গ ও তির্যকতা, কথ্য ভঙ্গী ও 'ফ্রিভার্সের' প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এলিয়ট ; চিন্তন, অনুভূতি ও ছন্দের এমন সংযোগ তাঁর কাছে অনুকরণযোগ্য মনে হয়েছিলো। হার্ভার্ডেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রাবস্থায় এলিয়ট চর্চা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় আধিবিদ্যা (Metaphysics) এবং এফ. এইচ. ব্র্যাড্‌লির ভাববাদী দর্শন। পরে এখানেই ব্র্যাড্‌লির দর্শনতত্ত্বের ওপর তাঁর গবেষণা-পত্র তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন এলিয়ট, যদিও সে কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি আমেরিকা ছেড়ে ১৯১৪-য় চলে যান জার্মানীতে এবং পরে বিশ্বযুদ্ধের কারণে জার্মানী ছেড়ে ইংলণ্ডে, অক্সফোর্ডে পড়বার আকাঙ্ক্ষায়। এভাবেই দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এলিয়ট যা' তাঁর কাব্যরচনার মানচিত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ১৯১৪-সেপ্টেম্বরে এজরা পাউন্ড তারই মতো মার্কিন দেশীয় তরুণ এলিয়টকে লণ্ডনে দেখে তৎক্ষণাৎ আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাঁর সম্ভাবনা : '(Eliot) is the only American I know of who has made what I can call adequate preparation for writing. He has actually trained himself and modernised himself on his own.'

হার্ভার্ডে অধ্যয়নকালীন এলিয়টকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলো ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা। 'Les Fleurs du Mal' (1857)-র কবি বোদলেয়ারের মর্বিড আত্মচেতনা ও নগর-জীবনের প্রেত-বাস্তবতার সুতীব্র চিত্রকল্প ফরাসী কবিতায় অস্থিরতা ও অস্তিত্ব-যন্ত্রণার এক মর্মস্পর্শী মাত্রা যোগ করেছিলো। এক বিশাল, পৃথুল মহানগরীর নৈরাশ্যজটিল বেদনার যে ছবি এলিয়ট আবিষ্কার করলেন বোদলেয়ারের কবিতায় তা' মিলে গেলো তাঁর নিজের নগর চেতনা ও বিপন্নতাবোধের সঙ্গে। সেন্ট লুইতে বসবাসকালেই এলিয়টের মনে এই নাগরিক বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছিলো। মিসিসিপি নদী পেরিয়ে আসা কলকারখানার ধোঁয়ার কুণ্ডলী, জনবহুল মহানগরের ঘিঞ্জি অলিগলি, ভাণ-ভণিতা-অনাচার ইত্যাদি এলিয়টকে করেছিলো বিক্ষুব্ধ, বিদ্রূপপ্রিয় ও অস্থির। নিউইয়র্ক অথবা প্যারিস, বোস্টন অথবা লণ্ডন, সমস্ত মহানগরেই এলিয়ট দেখেছিলেন একই অবক্ষয় ও নিরানন্দ শূন্যতা। এক বিচক্ষণ ও পরিশ্রমী পাঠক এভাবেই হয়ে উঠেছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ আন্তর্জাতিক, বোদলেয়ারের মতো 'unreal city'-র সংবেদনশীল ভাষ্যকার। তার বোদলেয়ার বিষয়ক প্রবন্ধে ও 'To Criticize the Critic' (1965) গ্রন্থে এলিয়ট 'আধুনিকতা'র এই পুরোধা কবির প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন :

"I think from Baudelaire I learned first, a precedent for the poetical possibilities, never developed by any poet writing in

my own language, of the more sordid aspects of the modern metropolis, of the possibility of fusion between the sordidly realistic and the phantasmagoric, the possibility of the juxtaposition of the matter of fact and the fantastic."

তাঁর 'On Poetry and Poets' (1957)-এর অন্তর্গত মিলটন বিষয়ক একটি প্রবন্ধে ('Milton II') এলিয়ট স্বীকার করেছিলেন যে কবিতায় তিনি আগ্রহ বোধ করেছিলেন মুখ্যতঃ আঙ্গিকগত কারণে। হার্ভার্ডের অনুশীলন পর্বেই তিনি সন্ধানী ছিলেন এক 'authentic speech'-এর, যার খোঁজ তিনি পেয়ে গেলেন সাইমন্‌সের বইয়ের মারফৎ ফরাসী প্রতীকতন্ত্রী কবিতায়, বিশেষতঃ লাফোর্গের কবিতায়। ইংলণ্ডে এসে এজরা পাউণ্ডের সাহচর্য ও পৃষ্ঠপোষকতা এলিয়টের কবিরূপে আত্মপ্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। ১৯১১-তে মিউনিখ ভ্রমণকালে রচিত কবিতা 'The Love Song of J. Alfred Prufrock' পাউণ্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১৯১৫-র জুন মাসে Poetry পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে সোরগোল পড়ে গেলো। তদ্‌কালীন জর্জীয় কবিতার রোমাণ্টিক চর্বিত-চর্বণের মধ্যে প্রুফ্রক্ নামের এক দ্বিধাগ্রস্ত, মাঝবয়সী নগরবাসীর এই অভিনব প্রণয়গীতির ভাষা ও ভঙ্গীর অভিনবত্ব ও নাটকীয়তা ইংরাজী কবিতার মরা গাঙে বান ডেকে আনল। চিত্রকল্পের আকস্মিকতা ও বৈচিত্র্যে, ছন্দের পরীক্ষামূলক, চমকপ্রদ প্রয়োগে, কথ্যরীতির ব্যবহারে এবং সর্বোপরি এক তির্যক শ্লেষে এই 'নাটকীয় একোক্তি' (dramatic monologue) বিশ শতকের ইংরাজী কবিতায় যুগান্তর সূচিত করলে :

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table ;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells···

ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঢাকা আলো-আঁধারি অলি-গলি দিয়ে প্রুফ্রকের যাত্রা কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় নারীর সমীপে ; মনে তাঁর এক সর্বগ্রাসী প্রশ্ন। এই প্রুফ্রকের 'persona' বা মুখচ্ছদের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের কৃত্রিম ভঙ্গীসর্বস্বতা, যৌন স্বেচ্ছাচার ও বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করলেন এলিয়ট এক অভিনব বিদ্রূপ ও বক্রতায়।

প্রুফ্রকের এই প্রণয়গীতি স্থান পেলো এলিয়টের আত্মপ্রকাশ-সংকলন 'প্রুফ্রক অ্যাণ্ড আদার অবজারভেশন্‌স্' (Purfrock and Other Observations, 1917)-এর নাম-কবিতারূপে। এই কাব্যসংগ্রহের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন নাগরিক-জীবনের কৃত্রিমতা ও মরুময়-রুক্ষতা বিধৃত হোলো

লাফোর্গীয় ব্যঙ্গ-পরিহাস ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, বাস্তবনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের রীতিতে। ক্লান্তি, অর্থহীনতা ও ব্যাধি চেতনার এক অনপনেয় বিষণ্ণতা ফুটে উঠলো এক নব্য 'মেটাফিজিক্যাল' (Metaphysical) কাব্য প্রকরণের অভিনবত্বে ; কর্কশ, প্রতীকধর্মী চিত্রকল্পের অভিঘাতে। এই সংকলনেরই অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'Portrait of a Lady' গঠন ও বিষয়বস্তুর বিচারে 'প্রুফ্রকের প্রণয়গীতি'র-ই সমগোত্রীয়। জ্যাকোবীয় নাট্যকারদের মধ্যে ওয়েবস্টার এবং ফরাসী কবি লাফোর্গের কাছে এলিয়টের ঋণ এ' কবিতাতেও স্পষ্ট। 'Preludes'-এ চারটি বিভিন্ন খণ্ডাংশে মহানগরের ক্ষয়, পঙ্কিলতা ও একঘেয়েমির এক বিপর্যয়কর চিত্র তুলে ধরেছিলেন এলিয়ট ; হাওয়ায় কাবাবের গন্ধ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সার্শির ভাঙা কাচ, করাতগুঁড়ো ছড়ানো পথে কাদামাখা পায়ের দাগ, অলস ও অর্ধচেতন এক দেহপসারিনী, নর্দমায় চড়ুই পাখিদের কিচ্‌কিচ্—এইসব টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিগুলিকে সাজিয়ে ক্যালিডোস্কোপের মতো ছবি তৈরী করেছিলেন। 'Rhapsody on a Windy Night' এক ঝোড়ো রাতে কবির নগরপরিক্রমার বিবরণ ; প্রেত-নগরীর অন্ধকার ও কদর্যতার শব্দচিত্রমালা যা' আমাদের ভীষণভাবে বোদ্‌লেয়ারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ভোররাতে জনৈকা রূপজীবিনীর শিকারসন্ধানী চোখের ঝিলিক, বাঁকা হাসি, গুটিবসন্তে দাগানো মুখ আর শরীর-গন্ধের উল্লেখ পাঠককে বিব্রত অথচ আকৃষ্ট করে ঃ

> **She winks a feeble eye,**
> **She smiles into corners···**
> **A washed-out small-pox cracks her face,**
> **Her hand twists a paper-rose,**
> **That smells of dust and eau de cologne,**
> **She is alone······**

যা কিছু এতকাল নিতান্ত অকাব্যিক ও কুৎসিত বলে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো তাকে এলিয়ট স্থান দিলেন তাঁর কবিতায়।

একইরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লেখা এলিয়টের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ 'পোয়েম্‌স্‌' (Poems, 1920)-এব কবিতাগুলি। তবে মেজাজের মিল থাকলেও কাব্যরূপ ও ছন্দের পরীক্ষামূলক নতুনত্বে এই সংকলনভুক্ত কবিতাগুলি ছিলো স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণধর্মী কবিতাগুলির অনিয়মিত 'পদ্য-অনুচ্ছেদ' (verse paragraph)-এর বদলে এখানে এলিয়ট ব্যবহার করেছেন গতিয়ের (Gautier)-এর মিলযুক্ত চার লাইন বিশিষ্ট স্তবক (quatrain)। আধুনিক মানুষের দ্বিধা ও দ্বৈততা, আধুনিক নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও মরুময়তা এই সংকলনের কবিতাগুলির বিষয়। এই সংগ্রহের সেরা কবিতা 'জেরোন্‌শন্‌' (Gerontion) ; এছাড়া উল্লেখ করা যায় 'সুইনি ইরেক্‌ট্‌' (Sweeney Erect), 'দি হিপোপটেমাস' (The Hippopotamns) 'হুইস্‌পার্স আব ইম্‌মরটালিটি' (Whispers of Immortatity) 'মি. এলিয়ট্‌স্‌

ডে মর্নিং সার্ভিস্' (Mr. Eliot's Sunday Morning Service) এবং 'সুইনি ং দি নাইটিংগেল্স্' (Sweeney Among the Nightingales)। 'জেরো-ন্' এক দৃষ্টিহীন, অশক্ত বৃদ্ধের নির্জন আত্মকথন ; প্রাক্তন নাবিক এই বৃদ্ধ ন অক্ষম, এক শুষ্ক মরুদেশের ভাঙা ঘরের অসহায় বাসিন্দা, বৃষ্টির জন্য ীক্ষারত :

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

তার শুরু এবং শেষ শুষ্কতার চিত্রকল্প দিয়ে, এবং এ'দিক থেকে দেখলে বৃষ্টিহীন কতার মাঝে এক বৃদ্ধের জরায়ণের এই 'মনোলগ্' (monologue)-টিকে এলিয়ট-মরুজীবনের মহাকাব্য 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর পূর্বসূরী বলে মনে করা যেতে ব। স্থূল ও জান্তব সুইনিকে নিয়ে অতিকথার সূত্রপাত হয়েছিলো এই সংকলনে।

কবিতাগুলির মধ্যে 'সুইনি ইরেক্ট্' মার্কিন অধ্যাত্মবাদী এমার্সনের ইতিহাস পর্কিত সংজ্ঞার এক শ্লেষাত্মক ভাষ্য। 'মানুষের বিস্তৃত ছায়াই ইতিহাস', বলে-লেন এমার্সন। অথচ এলিয়টের কবিতায় পাওয়া গেলো জান্তব সুইনিকে, পাওয়া লো বিকারগ্রস্ত, শয্যাশায়ী এক নারীকে। বিকৃতি, রুগ্নতা, জিঘাংসার এই ব্যাধিত norbid) জীবনরূপ ব্যঙ্গ করলো এমার্সনের সুউচ্চ দার্শনিকতাকে। 'সুইনি ং দি নাইটিংগেল্স'-এ নরবানর সুইনিকে কিভাবে একটি পতিতালয়ে ইটিংগেলরূপী বারনারীরা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে তার এক প্রতীকি বিবরণ ওয়া যায়। আগামেম্‌ননের কাহিনী থেকে সংগৃহীত একটি কাঠামো বতাটিকে ধারণ করে রেখেছে। জন্ম, বংশবৃদ্ধি ও মৃত্যুর যে একঘেয়ে ও স্থূল াবহতা এলিয়টকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো, আদিম সুইনি তারই প্রতিরূপ। সুইনির াতার বর্ণনা করেছেন এলিয়ট এইভাবে :

'Apeneck Sweeney spreads
Letting his arms hang down to laugh,
The zebra stripes along his jaw
Swelling to maculata giraffe.'

(Sweeney Among the Nightingales)

১৯২২-এ প্রকাশিত হোলো 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (The Waste Land), মহা-দ্ধোত্তর ইওরোপের ধ্বংস ও হতাশার মহাকাব্য তথা 'আধুনিকতা'র সর্বাপেক্ষ রুত্বপূর্ণ দলিল। ব্যক্তিগত জীবনে প্রথমা পত্নী ভিভিয়েন হেই-উড (Haigh-Vood)-কে কেন্দ্র করে অশান্তি ছাড়াও এলিয়টের এই মহাকাব্যের পশ্চাদপট প্রথম বযুদ্ধোত্তর নৈরাশ্য ও সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা, যার নিখুঁত প্রতিলিপি পাওয়া যায় রেন্সের 'ক্যাঙারু' (Kangaroo, 1923) উপন্যাসে : 'In the winter of 1915-6 the spirit of the old London collapsed ; the city in some way erished, from being the heart of the world, and became a vortex

of broken passions, lusts, hopes and horrors।' 'দি বেরিয়াল অব দি ডেড্', 'দি গেম্ অব চেস্' 'দি ফায়ার সার্মন', 'ডেথ্ বাই ওয়াটার,' এবং 'হোয়াট দি থাণ্ডার সেইড্'—এই পাঁচটি খণ্ডে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্য হয়ে উঠেছিলে আধুনিক জীবনের বন্ধ্যাত্ব ও নিরাশার এক আশ্চর্য ও মর্মন্তুদ রূপক কাহিনী।

১৯২২-এর অক্টোবরে এলিয়ট সম্পাদিত **'The Criterion'**-এ এবং ঐ একই বছরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'। জেসি ওয়েস্টনের 'ফ্রম রিচুয়াল টু রোমান্সে' বর্ণিত ফিশার কিং (**Fisher King**)-এর গ্রেইল (**Grail**) উপকথার ভিত্তিতে এর রূপক-কাঠামো ও নামকরণ। এক শুষ্ক ও প্রাণহীন দেশ যা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে কেবলমাত্র উর্বরতা ফিরে এলে, বৃষ্টিপাতে মরুদেশের শুষ্কতা দূর হলে—এমনই এক প্রতীকের আশ্রয়ে এলিয়ট মহাযুদ্ধোত্তর ইওরোপের পোড়ো বন্ধ্যা, জনশূন্য ভগ্নরূপ তুলে ধরেছিলেন 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে'। মূল কাব্যটি ছিলো প্রকাশিত সংস্করণের তুলনায় দীর্ঘতর। পাউণ্ড সেটিকে সংশোধিত ও সংক্ষেপিত রূপ দেন। এলিয়ট তাঁর এই কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন পাউণ্ডকেই।

গঠন, চিত্রকল্প, ছন্দ ও ভাষারীতির অভিনবত্ব, উদ্ধৃতি-উল্লেখের বাহুল্য ইত্যাদি নানা কারণেই 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ছিলো আধুনিক কবিতার এক দিকচিহ্ন। গীতি-কবিতা, নাটক, আখ্যানকাব্য ও পুরাণ—সমস্তকিছুর উপাদানই মিশিয়েছিলেন এলিয়ট তাঁর এই ক্ষুদ্রায়তন মহাকাব্যে। সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন ফ্রি ভার্স। সাধারণ কথোপকথনের ভাষা ও ভঙ্গী তথা কথ্যছন্দকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে। ওভিড্, দান্তে, শেক্স্পীয়ার, ওয়েব্স্টার, বোদ্লেয়ার থেকে শুরু করে বাইবেল, উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদি নানা বিষয়, প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছিলো এলিয়টের এই কাব্যে। সব মিলিয়ে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' আত্মপ্রকাশ করেছিলো এক দুরূহ রচনা হিসেবে যা'র কাব্যরূপ ও পদ্ধতি, প্রতীক ও চিত্রকল্প সর্বাংশে পাঠকদের বুদ্ধিগোচর হওয়া সম্ভব ছিলো না। এলিয়ট নিজে এই কাব্যের সঙ্গে কিছু টীকা ও ভাষ্য যোগ করেছিলেন; তবে সে গুলি যে কবিতাটি বোঝার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, এমন কথা বোধহয় বলা যায় না।

'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর প্রথম পর্ব **'The Burial of the Dead'** আলোচ্য বন্ধ্যা মরুদেশের প্রাণহীনতার ভয়ানক চেহারাটি এক পরিহাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে এইভাবে:

> **April is the cruellest month, breeding**
> **Lilacs out of the dead land, mixing**
> **Memory and desire, stirring**
> **Dull roots with spring rain.**

মহাযুদ্ধোত্তর ধ্বংসের সর্বগ্রাসী রূপটি এলিয়টের নৈরাশ্যলাঞ্ছিত মনোভঙ্গীর বিষণ্ণতায় করুণ অথচ তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে:

Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water.

বোদলেয়ারের মতো, কিম্বা বলা যায় দান্তের মতো, এলিয়টের নরক-দর্শনের অভিজ্ঞতা হয় লণ্ডন শহরের আধুনিক 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর জনতার ভীড়ে :

Under the brown fog of winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.

'A Game of Chess' শিরোনামযুক্ত দ্বিতীয় পর্বের বিষয় যৌনতা যা' ক্ষয় ও মৃত্যুর অনিবার্য লক্ষণাক্রান্ত। বিষয়টিকে দুটি স্তরে চিত্রিত করেছেন এলিয়ট। এই পর্বের প্রারম্ভিক অংশে ক্লিওপেট্রার মতো অপ্রতিরোধ্য, সম্ভ্রান্ত ও সাড়ম্বর এক নারীর উপস্থিতি যার রূপ, বৈভব, বেশবাস ও প্রসাধন প্রলোভন-সৃষ্টিকারী যৌনতার প্রতীক। দ্বিতীয় অংশে একটি রেস্তোরাঁয় নিতান্ত মামুলী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একেবারে ভিন্ন ভাষা ও ছন্দে অনুরূপ প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। উর্বরতার প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়েছে একেবারে সোজাসুজি : 'What you get married for if you don't want childern ?' এই পর্বের শিরোনামটি এলিয়ট পেয়েছিলেন মিড্‌ল্‌টনের 'Women beware Women' থেকে।

'এ গেম্ অব চেস্'-এর তাৎপর্য আরো সম্প্রসারিত হয়েছে পরবর্তী পর্ব 'The Fire Sermon'-এ। মৃত্যু ও শুষ্কতার উপসর্গগুলি গ্রাস করেছে বহতা নদীর গতি :

The river's tent is broken ; the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard.

ইঁদুরের পায়ের শব্দ, হাড়ের শব্দ, অপঘাত মৃত্যু তথা নগ্ন শুভ্র মৃতদেহ ইত্যাদির উল্লেখে ক্রমেই এক ভয়াবহ, শীতার্ত জড়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এলিয়ট। পূর্ববর্তী পর্বের যৌনতার প্রসঙ্গটি পুনরায় এসেছে জনৈকা টাইপিস্টের সঙ্গে এক যুবা করনিকের অবৈধ ও অসামাজিক যৌন-সংসর্গের বর্ণনায়। উভয়েই যন্ত্রের মতো নিরাসক্ত ; আবেগ অথবা নীতিবোধ তাদের কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। এই পর্বের শেষ হয় টেম্‌স্-কন্যাদের গান হয়ে ভগবান বুদ্ধের অগ্নি-বাণী বা Fire Sermon ও সন্ত অগাস্টাইনের আকুতিতে :

To Carthage then I came
Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out

O Lord Thou pluckest
burning.

অতি সংক্ষিপ্ত চতুর্থ পর্ব 'Death by Water'-এ মৃত্যু এসেছে জ্বলন্ত কামনা-বাসনার দাহকে নির্বাপিত করতে। 'দি বেরিয়েল অব দি ডেড্' অংশে মাদাম সস্‌ট্রিস্ নাম্নী ভবিষ্যদ্বক্তা যে মৃত্যুর সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলো তাই এখানে সত্যি হোলো। লেমান নদীপথে যাত্রারও হোলো পরিসমাপ্তি। ফিনিশীয় নাবিক ফ্লেবাসের জলমগ্ন দেহ থেকে তার কামনাকে কুরে খেলো সমুদ্রের ঢেউ; সে ঘূর্ণমান ভাগ্যচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছালো :

A current under sea
Picked his bores in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.

জল ডেকে এনেছে মৃত্যুকে; তবু অন্য এক জলপ্রবাহ, জীবনদায়ী এক ভিন্ন নদীর সন্ধান এলিয়টের কাব্যের অন্তিমপর্ব 'What the Thunder Said'-এর বিষয়। এই পর্বের শুরুতে যন্ত্রণা ও আর্তির প্রসঙ্গ এসেছে; এসেছে খ্রীস্টের মৃত্যু এবং মরণাপন্ন মনুষ্যজন্মের কথা :

He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience.

এক শুষ্ক, প্রাণহীন পাথুরে পার্বত্য ক্ষেত্রের মরুময়তা ও জলের জন্য অপার তৃষ্ণা এলিয়টের রূপককাব্যের ওয়েস্টল্যাণ্ডের শাপগ্রস্ত ভয়াবহতাকে প্রকট করেছে। এই অভিশপ্ত দেশ, এলিয়টের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী, অবক্ষয়িত ও মৃতপ্রায় ইওরোপ। হার্ভার্ডে ছাত্রাবস্থায় এলিয়ট, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি অনুশীলন করেছিলেন। প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে তিনি সম্ভবতঃ এক নির্মোহ শান্ত ভঙ্গী ও এক রাহসিক প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছিলেন। 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' তাই শেষ হোলো উপনিষদের শান্তির বাণী উচ্চারণে :

Datta. Dayadhvan. Damyata.
Shantih shantih shantih.

মহাযুদ্ধোত্তর ইওরোপের বন্ধ্যাত্ব ও ধ্বংসের এই অসামান্য রূপকভাষ্য, অশান্তির এই অভূতপূর্ব মহাকাব্য, শেষ হোলো উপনিষদীয় রীতিতে; লণ্ডনের অব্যাহত বাস্তবতার পরিমণ্ডল উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো এক বিস্তৃত বিশ্ব-পরিসরে।

দান্তে ছিলেন এলিয়টের প্রিয় কবি। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অন্তর্গত 'Inferno' বা নরকের সঙ্গে আধুনিক নগরজীবনের নাটকীয়তার এক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন এলিয়ট। শুধু নরকই বা কেন, দান্তের মহাকাব্যের ত্রিস্তর-বিন্যাস—'Inferno', 'Purgatorio', 'Paradiso'—এলিয়টের কাব্যসাহিত্যের ক্রম-

'বিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে।[১] প্রুফ্রক সংকলন থেকে যে নরকদর্শনের সূত্রপাত তা 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'র মতো রচনা পেরিয়ে তার অন্ধকার ও ভয়াবহতার নিম্নতম ও নির্মমতম বিন্দুতে পৌঁছলো ১৯২৫-এ প্রকাশিত 'দি হলো মেন' (The Hollow Men) কবিতায়। মৃতদের দেশে, পাথর ও কাঁটার দেশে ফাঁপা মানুষদের শুধু টলমল করতে দেখলেন এলিয়ট :

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw.

আশাহীন, বিশ্বাসহীন, নিরালোক এই প্রস্তর দেশ নরকযন্ত্রণার অনিবার্যতায় ধূসর। কবিতাটি শেষও হয় এক ভয়ানক আশাহীনতার ব্যঙ্গে :

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

নৈরাশ্যের এই অতল গর্ভ থেকে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ভূমিতে এলিয়টের উত্তরণ এক অত্যাশ্চর্যকর ঘটনা। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যাংলো-ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেন এলিয়ট এবং ঐ একই বছরে লাভ করেন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব। এই সময় রচিত 'অ্যাশ্ অয়েড্নেস্ডে' (Ash Wednesday) এবং 'এরিয়েল পোয়েম্স্' (Ariel Poems)-এ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও কাব্যরীতির পরিবর্তনের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। এই সংক্ষিপ্ত মধ্যবর্তী পর্যায়কে উপমিত করা চলে দান্তের 'পার্গেটরি'-র সঙ্গে। এই 'পার্গেটরি' হয়েই এলিয়টের যাত্রা পূর্ণতায় পৌঁছয় 'ফোর কোয়ার্টেট্স্' (Four Quartets, 1944)-এ। একঘেয়েমি (boredom), ভয় (horror) পেরিয়ে এলিয়ট উপনীত হন গরিমা (glory)-র প্রশান্ত মহিমময়তায় 'দ্য ইউজ অব পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ইউজ অব ক্রিটিসিজ্ম্'-এ এই যাত্রাপথের কথা বলেছিলেন কবি এইভাবে : 'It is an advantage to mankind in general to live in a beautiful world ; that no one can doubt···But the essential advantage for a poet is not, to have a beautiful world with which to deal : it is to be able to see beneath both beauty and ugliness ; to see the boredom, and the horror and the glory ।'

'অ্যাশ্-ওয়েড্নেস্ডে' (১৯৩০) কবিতায় দান্তের প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্ট। হতাশা ও নৈরাজ্যের কৃষ্ণপক্ষের অবসানে বহু যুগের ওপার হতে বিশ্বাস ও নম্র বিনয়ের কবিকণ্ঠ শুনতে পেলেন এলিয়ট। বাইবেল ও চার্চ রিচুয়াল (ritual) থেকে 'অ্যাশ্-ওয়েড্নেস্ডের ভাষা ও ছন্দ আহরণ করেছিলেন এলিয়ট ; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বক্রতা দূর হয়ে এখানে তাঁর ভাষা হোলো সংযত, উদাত্ত ও কাব্যিকতামণ্ডিত। এক

সংযম ও নৈর্ব্যক্তিকতা, বিনয় ও আত্মোপলব্ধি এলিয়টের কবিতাকে প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের স্তরে নিয়ে গেলো :

Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn
Desiring this man's gift and that man's scop
I no longer strive to strive towards such things...

মধ্যযুগীয় মরমিয়াবাদ ও রূপকল্পনার কাছে এ' কবিতায় এলিয়ট বিশেষ ঋণী। দান্তের 'পার্গেটোরিও'-র সমাপ্তি অংশে তিনি পেয়েছিলেন এর অনুপ্রেরণা ; শ্বেত চিতা (**white leopards**), গোলাপ (**Rose**), জুনিপার গাছ (**juniper tree**) প্রভৃতি রূপক ও চিত্রকল্প সংগ্রহ করেছিলেন বাইবেল থেকে। সর্বোপরি, পুনরাবৃত্তি, ছন্দ ও মিলের ব্যবহার, গীতিময়তা ও অন্তর্লীন ব্যঞ্জনায় 'অ্যাশ্-ওয়েড্নেস্ডে' অর্থের দুরূহতা সত্ত্বেও এক রাহসিক অনুসন্ধান তথা উপলব্ধির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। ঈশ্বরের অভিমুখে এই মানসযাত্রা নির্দেশ করে দান্তের সেই বিখ্যাত পংক্তির দিকে : **'In His Will is our peace'** (**'Paradiso', Canto III**). কবিতাটি শেষ হয় প্রার্থনার আকুতিতে :

Teach us to care and not to care
Teach us to sit still
Even among these roks
Our peace in His will...
Suffer me not to be separated
And let my cry come unto Thee.

লণ্ডনে এসে প্রথমে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন এলিয়ট চার্চগেট স্কুলে ; পরে ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন শহরের একটি ব্যাঙ্কে এবং এই সময়েই তিনি 'দ্য ইগোইস্ট'-এর সহকারী সম্পাদকরূপে স্বল্পকাল কাজ করেন। ১৯২৩-এ এলিয়ট সদ্য প্রতিষ্ঠিত ত্রৈমাসিক 'দি ক্রাইটেরিয়ান'-এর সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৯ পর্যন্ত পত্রিকার সমগ্র আয়ুষ্কাল এই দায়িত্ব নির্বাহ করেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশনসংস্থা 'ফেবার অ্যান্ড গায়ার' (অধুনা 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার')-এর পরিচালক নিযুক্ত হন এলিয়ট এবং তরুণ কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। ভিভিয়েন হেইউডের সঙ্গে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিরিশ দশকের গোড়ায় ভিভিয়েনের সঙ্গে এলিয়টের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

'ম্যারিনা' (**Marina**) বাদে **'Ariel Poems'**-এর অন্যান্য কবিতাগুলি—'জার্নি অব দি ম্যাজাই' (**Journey of the Magi**), 'এ সং ফর সিমিয়ন' (**A Song for Simeon**) ও 'অ্যানিমুলা' (**Animula**)—১৯২৭ থেকে ১৯৩০-এর

মগ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বাইবেল, দান্তে ও শেক্‌স্‌পীয়ার এই কবিতাগুলির উৎস। দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবন বা পুনরুদ্ধারের মহিমা এই রচনাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়। মানবত্রাতা খ্রীস্টের জন্মলগ্নে প্রাচ্যের তিন জ্ঞানী ব্যক্তি আকাশপথে এক নক্ষত্রের সংকেত মতো খড়ের শয্যায় শায়িত নবজাতককে দেখতে এসেছিলেন। বাইবেলের এই কাহিনী অবলম্বনে জীবন ও মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তাকে ধরতে চেয়েছিলেন এলিয়ট তার 'Journey of the Magi' কবিতায়। হিমশৈত্য আর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর সমতুল অবস্থা থেকে নবজন্মের দিকে রাজর্ষিদের এই প্রতীকি যাত্রা জনৈক 'ম্যাগাস্‌'-এর বয়ানে বিবৃত হয়েছে এখানে। এই নবজন্ম একই সঙ্গে সূচিত করে পূর্বতন জীবনের অবসান; অর্থাৎ মৃত্যু। মৃত্যু সুপ্ত রয়েছে নবজীবনের গর্ভে। মৃত্যু ও নবজন্মের এই রূপক আত্মোপলব্ধির এক উচ্চ শিখর ঃ

......Ware we led all that way for
Birth or Death ? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had tought they were different ; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.
We returned to our places, these kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death

বাইবেলে বর্ণিত সিমিয়নের কাহিনীকে এক নবরূপ দিয়েছিলেন এলিয়ট তার A Soug for Simeon' কবিতায়। বৃদ্ধও বিশ্বস্ত সিমিয়ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, এবং ন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে শান্তির —'Grant us thy peace'। প্রার্থনা করে যন দুঃখের আঁধার রাত্রি নেমে আসার আগেই নবজাতক খ্রীস্ট মঞ্জুর করেন, এই শীতিপর বৃদ্ধের কাছে, তাঁর নির্বাচিত প্রজন্মের বাসনা। এই কবিতারও সমাপ্তি াত্মোৎসর্গ তথা সচেতন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজীবনের সম্ভাবনায় ঃ

I am dying in my own death and the deaths of those after me.
Let thy servant depart,
Having seen thy salvation,

ৃত্যু ও নবজন্মের এই গুরুত্ব এলিয়টের অপর এক কবিতারও সারবস্তু। Animula ামে এই রচনাটিও দান্তের 'পার্গেটোরিও' অনুপ্রাণিত। 'জার্নি অব দি ম্যাজাই'-এ ্যাগাস'-এর 'Birth or Death'-এর রহস্য এখানেও আভাসিত ঃ

Pray for us now and at the hour of our birth.

ারিনার হারিয়ে যাওয়া ও তাকে ফিরে পাওয়ার কাহিনী শেক্‌স্‌পীয়ারের 'পেরিক্লেস' নাটকে স্থান পেয়েছিলো। তাঁর 'Marina' কবিতায় এলিয়ট এই

কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন পুনরুদ্ধার ও নবজন্মের এক রূপকালেখ্যরূপে আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রেই জাত কন্যা ম্যারিনা হয়ে দাঁড়ায় নতুন আশা ও সম্ভাবনার প্রতীক।

'বার্নট নর্টন' (Burnt Norton, 1936), 'ইস্ট কোকার' (East Coker, 1940) 'দি ড্রাই স্যালভেজেস্' (The Dry Salvages, 1941) ও 'লিট্ল্ গিডিং' (Little Gidding, 1942)—এই চারটি অংশে সম্পূর্ণ 'ফোর কোয়ার্টেট্স্' (Four Quartets, 1944) আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তথা সত্যানুসন্ধানের এক অসামান্য কাব্যরূপ। অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের সময়প্রবাহে এবং শাশ্বত অনন্তের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি এ কাব্যের সারাৎসার। আগাগোড়াই এলিয়টের কাব্যে নানা ধরনের যাত্রা বা ভ্রমণের উল্লেখ আছে। 'ফোর কোয়ার্টেট্স্'-এ কবির যাত্রা অনন্তের অভিমুখে সত্যের অভিমুখে। সমস্ত তির্যকতাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দূর হয়ে কবিতা এখানে হয়েছে শান্ত গভীর ও রাহসিক। এলিয়ট অবশেষে পূর্ণ করেছেন তাঁর সেই আশা—'to write poetry which should be essentially poetry, with nothing poetic about it,......poetry so transparent that we should not see the poetry, but that which we are meant to see through poetry...To get beyond poetry, as Beethoven, in his later works, strove, strove to get beyond music।'

ভাষা ও প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জটিলতা তেমন ভাবে না থাকলেও বিষয়বস্তুর দুরূহতার কারণে 'ফোর কোয়ার্টেট্স্' অবশ্যই এক দুরধিগম্যতার সৃষ্টি করে। এক প্রশান্ত অনুধ্যানের মেজাজ এই কাব্যে। নাটকীয়তা ও উত্তেজনা এখানে প্রশমিত। কোনো স্পষ্ট কেন্দ্রীয় পারম্পর্য এই কাব্যে চোখে না পড়লেও, এর চারটি কাব্যাংশ গ্রথিত হয়েছে চৈতন্য ও স্মৃতির যোগসূত্রে। সময় ও সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং অনন্তের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বিধৃত করতে চেয়েছিলেন এলিয়ট এই রচনায়। 'বার্নট্ নর্টনের শুরুতেই সময় ও অনন্ত নিয়ে এক মস্ত প্রহেলিকা: 'Time present and time past/Are both perhaps present in time future And time future contained in time past. / If all time is eternally presnt/All time is unredeeemable'। এককথায় বলতে গেলে দান্তের সেই স্মরণীয় পংক্তি, 'The loftest desire of each thing is the desire of returning to its first cause,' এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট্সে'র বিষয় পূর্বতন সত্তার অবলুপ্তি ও এক নতুন সত্তার আবির্ভাব; পূর্ণ সারল্য ও অখণ্ড নীরবতার দিকে যাত্রা: 'Words move, music moves/Only in time; but that which is only living/Can only die. Words, after speech reach/Into the silence (বার্নট নর্টন)', এই নীরবতাই রাহসিক অভিজ্ঞতার নির্যাস, যে অভিজ্ঞতাকে শব্দে রূপায়িত করা অসম্ভব।

'ফোর কোয়ার্টেট্স্'-এ এলিয়টের সময়-ধারণা সরলরৈখিক নয়, বৃত্তাকার। এ

সময়বৃত্তে আভাসিত হয়েছে কবিজীবনের সূচনা ও সমাপ্তি পর্ব ; ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় এবং পরে আবার ইংলণ্ডে। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই মার্কিন কবি ফিরে এসেছিলেন নিজ বাসভূমে, বলতে গেলে আপন অস্তিত্বের উৎসমুখে। **'In my beginning is my end'**, তাঁর সমাধিফলকে উৎকীর্ণ এই পংক্তিটিই ছিলো 'ইস্ট কোকারে'র প্রথম লাইন। 'দ্য ড্রাই স্যালভেজেসে' আভাসিত এক আধ্যাত্মিক শূন্যতা বোধ এবং 'লিট্‌ল্ গিডিং'-এর তীব্র বেদনা অতিক্রম করে কবি এসে পৌঁছোলেন সেই স্থির কেন্দ্রে যেখানে যন্ত্রণার আগুন আর ভালোবাসার গোলাপ মিশে গেছে :

> **A condition of complete simplicity**
> **(costing not less than every thing)**
> **And all shall be well and**
> **All manner of thing shall be well**
> **When the tongues of flame are in-folded**
> **Into the crowned knot of fire**
> **And the fire and the rose are one.** (লিট্‌ল্ গিডিং)

বিনয় ও নম্রতা ব্যতিরেকে ঈশ্বরসমীপে আত্মনিবেদন অসম্ভব। 'ইস্ট কোকারে' ছিলো সেই সমর্পণের সবিনয় প্রস্তুতি : **'We must be still and still moving/ Into another intensity/For a further union, a deeper communion…'**

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে এলিয়টের আগ্রহ ও অনুশীলনের আগেই বলা হয়েছে। 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর উপনিষদের উপাদান স্থান পেয়েছিলো ; স্থান পেয়েছিলো ভারতীয় সংস্কৃতির সমার্থক গঙ্গা নদী। 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্'-এর সময়চেতনা ও নীরবতার মিস্টিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই উপনিষদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া এর 'দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্' অংশে কৃষ্ণ ও ভাগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ প্রদত্ত বাণীর উল্লেখ আছে। সময় বিষয়ক যে কূট (paradox) 'ফোর কোয়ার্টেটস্ কাব্যের মূল, কৃষ্ণের বাণীতে তারই তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিলেন এলিয়ট—**'the way up is the way down, the way forward is the way back।'** 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্-এর প্রারম্ভিক লাইনগুলি—**'Time present and time past……'** বুঝতে গেলেও গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৩২ ও ৩৩ তম শ্লোকগুলি অপরিহার্য মনে হয়। ফলের কথা না ভেবে নিরন্তর কর্মসম্পাদনের যে কর্তব্যের কথা কৃষ্ণ বলেছিলেন, এলিয়টের ভাষায় তারই ভিন্ন বয়ান পাওয়া গেলো : **'Not fare well, / But fare forward voyagers'** ।

১৯৩২-এ হার্ভার্ডে কবিতার চার্লস্ এলিয়ট নর্টন অধ্যাপক পদে বৃত হন কবি এলিয়ট। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে পান নোবেল পুরস্কার এবং 'অর্ডার অব মেরিট'-এর সম্মান। এর আগের বছরই প্রথম স্ত্রী ভিভিয়েনের মৃত্যু হয়েছিলো এক পাগলা গারদে এবং এলিয়ট শোকাভিভূত হয়েছিলেন। ১৯৫৬-র তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ

করেন তাঁরই একান্ত সচিব ভ্যালেরি ফ্লেচারকে। ভ্যালেরির প্রেম ও সাহচর্যে কবি এলিয়ট তাঁর বার্ধক্যে পেয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত পরিতৃপ্তি। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে এলিয়টের মৃত্যুর পরে ভ্যালেরি সম্পাদনা করেছিলেন 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'র মূল পাণ্ডুলিপি; প্রকাশ করেছিলেন কবির চিঠিপত্রসমূহ।

কাব্যনাট্য বা **'verse drama'** কে এক নবজীবন দান করেছিলেন এলিয়ট। 'সুইনি অ্যাগোনিস্টেস্' (**Sweeney Agonistes, 1932**)-এ এই প্রয়াসের সূচনা হয়েছিলো যদিও নাট্যদ্বন্দ্ব বা চরিত্রচিত্রণের মতো বিষয়গুলি এ' রচনায় সেভাবে গুরুত্ব পায় নি। পরবর্তী নাটক 'দি রক্' (**The Rock, 1934**) প্রধানতঃ ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং 'কোরাস'গুলির জন্য স্মরণীয়। নাটক হিসেবে মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিলো 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' (**Murder in the Cathedral, 1935**) যেটি এলিয়ট রচনা করেছিলেন ক্যাণ্টারবেরি উৎসবে অভিনয়ের জন্য। ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ টমাস বেকেটের সঙ্গে রাজকর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং রাজার ঘাতকদের হাতে বেকেটের শহীদের মৃত্যুবরণ নিয়ে এক চমকপ্রদ নাটক রচনা করেছিলেন এলিয়ট। প্রলোভন ও ভয়কে উপেক্ষা করে বেকেট মাথা পেতে নিয়েছিলেন রাজাজ্ঞাবাহী আততায়ীদের উদ্যত তরবারির নীচে। এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি টমাস মূর্ত করে তুলেছিলেন অনন্ত স্থৈর্যের আদর্শ; পৌঁছেছিলেন **'still centre of the turning wheel'**-এ। এই নাটকের মূল আকর্ষণ বেকেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এছাড়া অবিস্মরণীয় ক্যাণ্টারবেরির সাধারণ, অসহায় নারীদের 'কোরাস'গুলি। পরবর্তী নাটক 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' (**The Family Reunion, 1939**)-এ গ্রীক পুরাণ তথা ঈসকিলাসের নাটকের বিষয়কে এলিয়ট প্রয়োগ করেছিলেন আধুনিক ইংলণ্ডের পটভূমিতে। কাব্যশৈলীর ক্ষেত্রে এ' নাটকে এলিয়ট কবিতা ও কথ্য গদ্যের মধ্যেকার ব্যবধান কমাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরের নাটক 'দি কক্টেল পার্টি' (**The Cocktail Party, 1950**)-র চরিত্রেরাও আধুনিক এবং পূর্ববর্তী 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' ও 'ফোর কোয়ার্টেটস্'-এর মতো এ' নাটকও খ্রীস্টধর্মের নবজন্মের বিশ্বাসবোধকে ব্যক্ত করে। তাঁর শেষ দুটি নাটক 'দি কন্ফিডেন্শিয়াল ক্লার্ক' (**The Confidential Clerk, 1954**) এবং 'দ্য এল্ডার স্টেট্স্ম্যান' (**1959**)-ও দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক ধারণার ভারে ভারাক্রান্ত।

এলিয়টের কাব্য-কবিতা-নাটকের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলো তাঁর সাহিত্য, ধর্ম দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি। কবিতা তথা সাহিত্য নিয়ে লেখা তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক রচনা ছিলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজস্ব কাব্যাদর্শেরই সমর্থন ও ব্যাখ্যা। 'ইগোয়িস্ট', 'এথেনিয়াম' ও 'দি টাইম্স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট' প্রাথমিকভাবে সাহিত্য-সমালোচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এলিয়ট। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীর প্রথম সংকলন 'দি সেক্রেড উড্' (**The Sacred Wood, 1920**) প্রকাশিত হলে আধুনিক কাব্যসাহিত্যে রোমাণ্টিক আত্মমগ্নতা-বিরোধী এক ঐতিহ্যানুসারী, ধ্রুপদী কাব্যাদর্শের জয়যাত্রা

সূচিত হোলো। এই সংকলনভুক্ত 'হ্যামলেট' বিষয়ক প্রবন্ধে এলিয়ট ব্যবহার করলেন **'Objective Correlative'** শব্দবন্ধটি, যা' পরবর্তীকালে সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে এক দিকচিহ্নে পরিণত হোলো। এলিয়ট **'Objective Correlative'**-কে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে ঃ **'The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an "objective correltive"; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given the emotion is ımmediately evoked'**। আলোচ্য সংকলনেরই অপর এক প্রবন্ধ 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট'-এ এলিয়ট 'ঐতিহ্য' বা **'Tradition'**-এর এক নতুন ধারণা উপস্থিত করলেন; কাব্যে 'নৈর্ব্যক্তিকতা' **(Impersonality)**-র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এই বলে যে কবিতা আবেগের অর্গল মুক্ত করা **(a turning loose of emotion)** নয়, বরং ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি **(extinction of prsonality)**। এলিয়টের মত অনুযায়ী, কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে ব্যক্তি হিসেবে কবির যন্ত্রণাভোগ এবং নৈর্ব্যক্তিক কবিমানসের মধ্যেকার বিচ্ছেদের ওপর ঃ **'...the more perfect the artist, the more completely sparate in him will be the man who suffers and the mind which creates'**।

এলিয়টের **'Homage to John Dryden' (1924)**-এ সংকলিত হয়েছিল তাঁর অ্যান্ড্রু মার্ভেল এবং মেটাফিজিক্যাল কবিদের নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি। **'The Metaphysical Poets'** শীর্ষক রচনায় এলিয়ট ডান ও তাঁর অনুগামী মেটাফিজিক্যাল কবিদের প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের **'unified sensibility'**-র জন্য; আর সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে ইংরাজী কবিদের রচনায় এলিয়ট দেখেছিলেন অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যে এক বিভাজন, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন **'dissociation of sensibility.'** ডান, মার্ভেল প্রমুখের কবিতায় যে, **'direct sensuous apprehension of thought'** লক্ষ্য করেছিলেন এলিয়ট, রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় কবিদের তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে মনে করেন নি। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য, বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র থেকে নিরন্তর উপাদান সংগ্রহ করেছেন এলিয়ট তাঁর কাব্য-কবিতায়। বোধ ও মনীষার বিস্তৃত জগতের বিচিত্র উপাদানসমূহের এ হেন স্বাঙ্গীকরণ এলিয়ট ও তাঁর পরবর্তী আধুনিক কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। **'Philip Massinger'** প্রবন্ধে বিষয়টি এলিয়ট উপস্থাপিত করেছিলেন এইভাবে ঃ **'One of the surest tests is the way in which a poet borrows. Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets make it into something better or at least something equal'.**

তাঁর অন্যান্য প্রধান গদ্য রচনার মধ্যে 'For Lancelot Andrewes' (1928) এ এলিয়ট নিজেকে বর্ণনা করেছিলেন 'classical in literature, royalist in politics, and Anglo-catholic in religion' রূপে। এই বিবৃতি সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এলিয়টীয় প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছিলো, যদিও তাঁর প্রথম পর্বের কবিতার যাঁরা অনুরাগী ছিলেন তাঁরা এলিয়টের এই অবস্থানে বীতরাগ হয়েছিলেন। এলিয়টের 'নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী' (Selected Essays, 1917-32) প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। চার্চে যোগদানের পর থেকেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে ভাবিত ছিলেন এলিয়ট। জীবন ও সাহিত্যে এক কেন্দ্রগত শৃঙ্খলা তথা কর্তৃত্বের সন্ধানে রত ছিলেন তিনি। হার্ভার্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পরিমার্জিত রূপ পেলো 'The Use of Poetry and the Use of Criticism' (1933)-এ। পরের বছর প্রকাশিত হোলো 'After Strange Gods'। এরপর ১৯৩৯-এ 'The Idea of a Christian Society'; ১৯৪৮-এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-সমালোচনামূলক রচনা 'Notes Towards a Definition of Culture'; ১৯৫৭-র 'On Poetry and Poets'; এবং ১৯৬৫-তে তাঁর তিরোধান বর্ষে 'To Criticize the Critic' এইভাবেই কাব্য, নাটক ও সমালোচনা সাহিত্যকে এক বিরল মর্যাদা দিয়ে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিলেন বর্তমান শতকের সর্বাধিক আলোচিত কিংবদন্তী সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব টি. এস. এলিয়ট।

এলিয়টের কবিতা—বিবিধ প্রসঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য :

১. **দুরূহতা :** কবি অডেন তাঁর 'Poetry as a Game of Knowledge'-এ যেভাবে একজন কবিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন তা' স্বভাবতই এলিয়টের কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়—'A poet is, before anything else, a person who is passionately in love with language।' ভাষা সম্পর্কে এক অদম্য আগ্রহ এবং প্রচলিত ও প্রথানুগ কাব্যভাষা বিষয়ে প্রবল অতৃপ্তি এলিয়টকে কবিতার অনুশীলনক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলো। এক অভিনব শব্দাগ্রহ, চিত্রকল্পকে কাব্যভাষায় রূপান্তরিত করা, বাক্যের গভীর গঠন, তথা ভাষার সজীবতাকে ছন্দ ও ভাষায় ধারণ করার প্রয়াস ব্যাকরণকে উপেক্ষা করে জটিলতা তথা গূঢ়ার্থের আভ্যাস, এ' সবই জর্জীয় কবিতার গতানুগতিকতাকে ছারখার করে দিয়েছিলো। এলিয়টের কবিতা সম্পর্কে পাঠকসাধারণের দুর্বোধ্যতার অভিযোগটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। এলিয়টের প্রথম পর্বের কাব্য কবিতা ভাষা ও প্রকরণগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে ছিলো দুরূহ। প্রকাশভঙ্গীর তির্যক শ্লেষে, কথ্যরীতির খরস্রোতে, স্বরক্ষেপের বিশিষ্টতায়, প্রতীক ও চিত্রকল্পের সুতীব্র অভিঘাতে এলিয়টের পর্যবেক্ষণধর্মী রচনাগুলি পাঠকদের বিস্মিত করেছিলো। তাঁর কবিতায় এলিয়ট যুক্তিগ্রাহ্য পরম্পরা অনেক সময়ই বর্জন করেছিলেন; ব্যাকরণ অনুযায়ী সংযোজক ব্যবহার না করে কবিতার শরীর-প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ কিম্বা চিত্রকল্পসমূহের পরস্পর সংযোগে; বাস্তব ও নাগরিক জীবনের রূঢ়তা ও ক্লৈব্যের চিত্রকল্পসমূহকে বোদ্‌লেয়ারের মতোই স্থান দিয়েছিলেন

তাঁর কবিতায় ; চলচ্চিত্র শিল্পের অনুসরণে বিক্ষিপ্ত খণ্ডচিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ বা যুক্তিসঙ্গত সংহতি ছাড়াই উপস্থাপিত করেছিলেন যা' পাঠকদের অভ্যাসকে যৎ-পরোনাস্তি বিঘ্নিত করেছিলো। এক ধরনের 'dislocoted language'-এর কথা বলেছিলেন এলিয়ট ; চেয়েছিলেন বাক্যগঠনকে নানাভাবে চূর্ণিত করতে ; চিত্রকল্পে 'মেটাফিজিক্যাল'দের ঢঙে বিপরীতের সমাপতন ঘটাতে ; শব্দের আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে তার ব্যঞ্জনাশ্রয়ী অর্থকেই আভাসিত করতে। এলিয়টের ধর্মীয় উত্তরণের সমসাময়িক ও পরবর্তী কাব্যে জটিলতা বা দুরূহতা কিছু কম নয়, যদিও এই পর্বের দুরূহতা যতখানি বিষয় সমূহের অন্তর্নিহিত দুর্বোধ্যতার কারণে, ভাষা বা আঙ্গিকের কারণে ততখানি নয়। এইপর্বে এলিয়টের শৈলী অনেক সহজ ও ভণিতামুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্‌' এর মতো কাব্য কিছুতেই সহজপাঠ্য বিবেচিত হয় না।

প্রকৃত কবিতা বোধগম্য হওয়ার আগেই পাঠক মনে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এমন কথা বলেছিলেন স্বয়ং এলিয়ট। কবিতা শব্দার্থ নির্ভর নয় ; এবং অর্থের প্রচলিত সীমা ছাড়িয়ে কবিতা ছড়িয়ে পড়ে ব্যঞ্জনা তথা [illegible]র বৃহৎ জগতে। 'অর্থ' বা 'meaning' কে এক খণ্ড মাংসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এলিয়ট যেটি চোর ছুঁড়ে দেয় পাহারাদার কুকুরকে ভুলিয়ে রাখতে, এবং সেই সুযোগে সে সমস্ত বাড়ী সাফ করে দেয়। কাজেই কোনো একটি স্পষ্ট তথা সর্বতোভাবে যুক্তিগ্রাহ্য ও স[illegible] ধারাবাহিকতা এলিয়টের কাব্যে খুঁজলে আমাদের হতাশই হতে হবে। এক চূর্ণিত সময়ের যন্ত্রণা ও হতাশাকে কিম্বা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ঐক্যচেতনাকে কা[illegible]রূপ দিতে গিয়ে এক সচেতন ভাষাশিল্পীরূপে এলিয়ট আবির্ভূত হয়েছিলেন আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে। তাঁর নিজের মন্তব্যেই তিনি কবির এই ভূমিকাটি স্পষ্ট করে দিয়ে-ছিলেন : 'Living the poet is carrying on that struggle for the maintenance of a living language, for the maintenance of its strength, its subtlety, for the preservation of quality of feeling, which must be kept up in every generation ; dead, he provides standards for those who take up the struggle after him।'

২. **নগরচেতনা :** আধুনিক জনাকীর্ণ মহানগরের বিপর্যস্ত ও ক্ষ[illegible]ূর্ণ অন্ত-জীবন তাঁর বাল্য ও কৈশোরেই এলিয়টের মনে এক নগরচেতনার জন্ম দিয়েছিলো। নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, মিউনিখ কিম্বা লন্ডন—সর্বত্রই এলিয়ট দেখতে পেয়েছিলেন এক অবক্ষয়িত, ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের শূন্যতা, ভণিতা ও বিকৃতি। হলুদ কুয়াশায় আচ্ছন্ন নাগরিক আবহমণ্ডল, করাত গুঁড়ো ছড়ানো ঘিঞ্জি অলিগলি, আকাশের গায়ে অসাড়, অসুস্থ সন্ধ্যা ইত্যাদি অজস্র চিত্রকল্পের, এলিয়টের নিজের শব্দবন্ধে—'the thou and sordid images', সাহায্যে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব চমৎকারভাবে উদ্ঘাটিত করেছিলেন এলিয়ট। বস্তুতপক্ষে ভাণ ও অঙ্গসজ্জা-সর্বস্ব মহানাগরিক জীবনের সংকটাপন্ন অবস্থায় এলিয়ট নগরকে ব্যবহার করেছিলেন

'মেটাফর' (Metaphor) রূপে। বোদলেয়ারের মতোই এলিয়ট হয়ে উঠেছিলেন নাগরিক জীবনের বিপন্নতার ভাষ্যকার।

৩. **কবি যখন ভ্রাম্যমান আন্তর্জাতিক :** ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে নিরন্তর মানসভ্রমণকারী এলিয়ট যেমন ছাত্রাবস্থায় গিয়েছিলেন হার্ভার্ড, সরবোন ও অক্সফোর্ডে, তেমনি ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন এই বিদগ্ধ, মার্জিত কবি। মার্কিন দেশে জন্ম লাভ করে, মিসিসিপি তীরবর্তী সেণ্ট লুই শহরের বাসভূমি ছেড়ে এলিয়ট এসেছিলেন ইংলণ্ডে ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে চিন্তাভাবনায়, বৈদগ্ধ-মননে, এলিয়ট হয়ে উঠেছিলেন এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমস্ত কাব্য-কবিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃত অথবা কল্পিত, সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডিত যাত্রার প্রসঙ্গ ও বিবরণ।

৪. **রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শের বিরোধিতা :** রোমাণ্টিকদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তথা কল্পনার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক নৈর্ব্যক্তিক, মগজপ্রধান, আভিজাতিক সুমিতিসন্ধানী কাব্যাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন এলিয়ট। আত্মজৈবনিক রোমাণ্টিক শিল্পের বিপরীত নৈর্ব্যক্তিকতাকেই চূড়ান্ত শর্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন তিনি, যদিও তাঁর 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র ধারণাটি তিনি নিজেই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিমার্জনা করেন।

৫. **চিত্রকল্পের ব্যবহার :** আগেই বলা হয়েছে যে প্রখর ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এলিয়ট তাঁর কাব্য-কবিতায় চিত্রকল্পের এক আশ্চর্য জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। ঘনসংবদ্ধতা, আবেগ ও মননের তীব্র সমন্বয়, পুনরাবৃত্ত বাক্‌প্রতিমাসমূহের কুশলী ব্যবহার, চিত্রকল্পের এক শিহরণ-সৃষ্টিকারী বিন্যাস ইত্যাদি এলিয়টের কবিতাকে 'ইমেজিস্‌ম্‌'-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করেছিলো।

৬. **'মিউজিক অব আইডিয়াজ :** আই. এ. রিচার্ডস (Richards) এলিয়েটের কবিতাকে বলেছিলেন 'music of ideas'। একজন দক্ষ সঙ্গীত রচয়িতা যে ভাবে সুরসৃষ্টি কবে থাকেন, সেভাবেই এলিয়ট যুক্তিসর্বস্বতা ও অর্থের প্রচলিত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এবং 'দি হলো মেন'-এ। সুসংগঠিত আকারে নির্দিষ্ট কিছু বলা নয়, বিভিন্ন উপাদানের চমকপ্রদ সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে এমন এক অভিঘাত সৃষ্টি করা যা' পাঠকচিত্তের মুক্তি ঘটাবে, এমনটাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য।

ওয়াল্ট হুইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিরা :

'Song of Myself'-এর মতো দীর্ঘকবিতার রচয়িতা হিসেবে 'Leaves of Grass'-এর কবি হুইটম্যান ঊনিশ শতকের ষাট দশক থেকেই এক আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকা হয়ে হুইটম্যানের কাব্যের দীপ্তি ঊনিশ শতকের শেষে প্রাচ্যদেশগুলিতে এসে পৌঁছোয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের

'অনন্ত প্রেম' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতাদুটির আলোচনা প্রসঙ্গে কবি-সুহৃদ প্রিয়নাথ সেন হুইটম্যানের প্রভাবের কথা বলেছিলেন। 'অহল্যার প্রতি' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—"ইহার ভিতর জড়জগতের সহিত এমন একটি ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে বোধহয় যেন **Walt Whitman**-এর সৃষ্ট বিশাল প্রাণ **Shelley**-র অমর বীণা লইয়া ঝংকার করিতেছে।' ইন্দ্রিয়ানুভব ও প্রজ্ঞা, গভীর জীবনোপলব্ধি ও সংবেদনশীলতার যথাযথ সমন্বয়ে হুইটম্যানের যে অনুপম কবিত্ব, রবীন্দ্রনাথের সংগে তার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়।

হুইটম্যানের বিশাল প্রাণচেতনা, বহিরঙ্গের আড়ালে এক গুপ্ত পরম সত্য, এক অদম্য প্রাণশক্তির তীব্র অনুভব রবীন্দ্রকাব্যেরও চিরস্থায়ী প্রভা। হুইটম্যানের এইসব পংক্তি—"**Afar down I see the huge first Nothing, I know I was even there, / I waited unseen and always, and slept through the lethargic mist, / And took my time, and took no hurt from the fetid carbon. / Long was I hugg'd close long and long. / Immense have been the preparations for me, / Faithful and friendly the arms that have help'd me**" পড়লে 'অহল্যার প্রতি'র জীবনের প্রস্তুতিপর্বের অন্তর্ধান ইতিহাসের কথা মনে আসে—"কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি, / অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি, / নির্বাপিত হোম অগ্নি তাপসবিহীন / শূন্য তপোবনছায়ে! আছিলে বিলীন / বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ, / তখন কি জেনেছিলে তার মাতৃস্নেহ?" 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে মৃত্তিকা অনুভব—"ওগো মা মৃন্ময়ী, / তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই; / দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া…', তা' তো হুইটম্যানের কবিতার ধ্রুবপদ। হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথের মতোই মৃত্তিকাজাত, ভূমানন্দে উজ্জ্বল এক আধ্যাত্মিক কবি-ব্যক্তিত্ব।

প্রাচ্যদর্শনে, ঔপনিষদীয় প্রজ্ঞায়, পাশ্চাত্যের কবি খুঁজে পেয়েছিলেন জড়মুক্ত চৈতন্যের জাগৃতি অনুভব। হুইটম্যান '**A Song of Joys**'-এ সমুদ্রযাত্রার চিত্ররূপে দেবতা মানুষের মিলনের কথা বলেছিলেন—'**O to struggle against great odds, to meet enemies understand! / To be entirely alone with them, to find how much one can stand! / To look strife, torture, prison, popular odium, faccto face!** 'বলাকা'র কবি মানুষকে দেখেছেন মর্ত্যসীমা-চূর্ণকারী অমরত্বের অভিযাত্রীরূপে—'ওরে দেখ, সেই স্রোত হয়েছে মুখর, / তরণী কাঁপিছে থরথর / তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে, / তাকাস নে ফিরে। / সম্মুখের বাণী / নিক তোরে টানি / মহাস্রোতে, পশ্চাতের কোলাহল হতে / অতল আঁধারে-অকূল আলোতে।'

হুইটম্যানের মানবতাবোধ—একেবারে সাধারণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা—রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। '**Song of the open row**' রবীন্দ্র-

নাথের কাব্য-কবিতা তথা কর্মবৃত্তে নিয়ে এসেছিলো সেইসব মানুষদের ভাবনা যারা সভ্যতার পিলসুজ, 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে 'যারা কাজ করে। 'বীথিকা'র 'সাঁওতাল মেয়ে', 'পুনশ্চর 'ছেলেটা' ইত্যাদি কবিতায় এই মানবিক মমত্বের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করে।

হুইটম্যানের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাত্মবোধ, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা, সহজ সরল জীবনের সঙ্গে চিত্ত-সংযোগ রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর রচনায় প্রভাব ফেলেছে। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে হুইটম্যানের যে আত্মীয়তা তার পরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় স্পষ্ট। হুইটম্যানের এইসব পংক্তি—**'We primeval forest felling / We the rivens stemming, Vexing we are piercing / deep the mines within / we the surface board surveying we the virgin soil upheaving'** প্রতিধ্বনিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচিত পংক্তিমালায়—'কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই / ছুতোরের ধরি তুরপুন, / কোন সে অজানা নদীপথে ভাই / জোয়ারের মুখে টানি গুণ। / পাল তুলে দিয়ে কোন সে-সাগরে / জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় / কোন সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ, / কোন অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার ঘায়।' হুইটম্যান যেমন **'tame enjoyment'** কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, 'বিলাস-বিবশ মর্মের মত স্বপ্নের তরে ভাই, / সময় যে হয় নাই'।

বুদ্ধদেব বসু হুইটম্যানের মতো প্রকৃতির কাছে আসতে চান। তবে তা' ততখানি হুইটম্যান-রবীন্দ্রনাথের বিশাল উদার বিশ্ব প্রকৃতি নয়, যতখানি মৌল মানবিক প্রকৃতি, জৈবিক বাসনা-তাড়িত। সেই বাসনার দাহ হুইলম্যানীয় অহং-বোধ ও লরেন্সীয় যৌনতার যোগফল।

ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথ ঃ

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর আগের বছরই রটেনস্টাইনের বাড়ীর এক সান্ধ্য মজলিসে ইয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের। রটেনস্টাইন ইয়েট্‌সের কাছে 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপির নকল পাঠিয়েছিলেন এবং ইয়েট্‌স্‌ যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলেন এক কাব্য-প্রতিভার আবিষ্কারে। ১৯১২ এর শেষাশেষি ইণ্ডিয়া সোসাইটি 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ইয়েট্‌স স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি ভূমিকা রচনা করেন, এবং ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে এসে ইয়েট্‌স্‌ 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদের প্রয়োজনীয় সংশোধনে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েট্‌সের এই সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিলো।

যে সংশয় ও অবিশ্বাসের মরুভূমিতে আধুনিক কবিতার উদ্ভব, সেখানে রবীন্দ্র-নাথকে কখনো পা ফেলতে হয় নি। প্রকৃতি ও মানবপ্রেম তথা ভগবৎসান্নিধ্যের

আকুলতা উপনিষদীয় ঐতিহ্যে লালিত রবীন্দ্র-প্রতিভার কেন্দ্রগত ছিলো। নানা দেশকাল থেকে আখ্যান পুরাণ আহরণ করে কিম্বা অতিলৌকিক প্রতীক-কাঠামোর খামখেয়ালীপনায় ইয়েট্‌সের মতো রবীন্দ্রনাথকে কাব্য তথা যুগসমস্যার নিরাকরণে সচেষ্ট হতে হয় নি।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় টি. এস. এলিয়টের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায় এলিয়ট নানাভাবে উপস্থিত। এলিয়ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও আগ্রহের পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'পনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটিতে, যেটি এলিয়টের **'Journey of the Magi'** এর-অনুবাদ। ঐ একই সংকলনভুক্ত অন্য একটি কবিতা 'শিশুতীর্থ' যার সঙ্গে' 'তীর্থযাত্রী'তথা এলিয়টের মূল কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মানবপবিত্রাতা খ্রীস্টের জন্মলগ্নে প্রাচ্যদেশের তিন জ্ঞানী ব্যক্তি আকাশপথে এক নক্ষত্রের নির্দেশমতো খড়ের শয্যায় শায়িত নবজাতককে দেখতে এসেছিলেন। বাইবেলের এই কাহিনী অবলম্বনে জীবন ও মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তাকে ধরতে চেয়েছিলেন এলিয়ট তার কবিতায়। এলিয়টের এই কবিতার মধ্যে মানবজীবনের তীক্ষ্মাগ্র ও স্পষ্ট বোধ আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যা' তাঁর 'তীর্থযাত্রী' কবিতায় বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। ১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তীর্থযাত্রী' নামক প্রবন্ধেও মৃত্যুরহস্য ও তাকে অতিক্রম করে অমৃত-তীর্থের অভিমুখে মানুষের যাত্রার অধ্যাত্মতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যুগে যুগে নবজন্মের মধ্য দিয়ে মানুষের চলা, অমর জীবনের অভিমুখে। এলিয়ট তাঁর কবিতায় যে মৃত্যু ও নবজন্মের রূপক পরিস্ফুট করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৃত্যুর মধ্যে মানবজীবনের নবায়নের সেই ইষ্টমন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছিলো। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানবপুত্র খ্রীস্টের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এক মহামৃত্যুঞ্জয়ের আত্মপ্রকাশরূপে :

> 'মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে শিশু,
> উষার কোলে যেন শুকতারা।
> দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
> কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,—
> "জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।'
> সকলে জানু পেতে বসল—
> রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—
> উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে,—
> "জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।" (শিশুতীর্থ)

দুঃখ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে অমরত্বের পুণ্যথীর্থে উপনীত হওয়ার আদর্শ স্বয়ং খ্রীস্ট। এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' নাটকে টমাস বেকেট যেভাবে সংশয় ও প্রলোভনকে অতিক্রম করে শান্তচিত্তে আত্মনিবেদন করেছিলেন রাজাজ্ঞাবাহী

আততায়ীদের উদ্যত তরবারির কাছে, তাতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলো অন্তিম ও উজ্জ্বল তীর্থতোরণ স্পর্শের এক দিব্য মহিমা। যন্ত্রণা ও নিগ্রহের মধ্য দিয়ে বেকেটের এই উত্তরণ খ্রীস্টের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মবলিদানের এক 're-enactment'। যে কারণে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীস্টের প্রসঙ্গ এলিয়টের আত্তিক্যবোধে এক চমকপ্রদ মাত্রা যোগ করেছিলো, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'র বেশ কয়েকটি কবিতায় খ্রীস্টের এই কাহিনীকে ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়া 'গীতাঞ্জলি' সহ তাঁর ঈশ্বরভাবনা-বিষয়ক কবিতা ও গানে যন্ত্রণা পীড়ন অতিক্রম করে আনন্দ ও শান্তির পরমার্থে পৌঁছোবার ব্যাকুলতা স্পষ্ট। স্মরণ করা যেতে পারে এইসব পংক্তি :

'আরাম হতে ছিন্ন ক'রো সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।'

'প্রুফ্রক' থেকে 'হলো মেন' পর্যন্ত এলিয়টের কাব্যের যে মেজাজ ও রীতি তার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা অসম্ভব। এই পর্যায়ে এলিয়ট আধুনিক নগরজীবনের ক্লৈব্যের কবি ; স্বভাবতঃই তিনি রোমান্টিকতাবিরোধী, নিরাসক্ত, নিরাবেগ, নৈর্ব্যক্তিক, চিত্রকল্পের এক অভিনব শিল্পী। কিন্তু যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসভূমি, 'এ্যাশ-ওয়েড্‌নেস্‌ডে', 'এরিয়েল পোয়েম্‌স্‌', 'ফোর কোয়ার্টেটস' কিংবা 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রালে' সেই দর্শনচিন্তার প্রভাব এলিয়টে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শান্তচিত্তে ও নিবেদিত প্রাণে অভীষ্ট অমৃত-তীর্থে পৌঁছোনো এলিয়টের উত্তরপর্বের কবিতাগুলির প্রধান আন্তরপ্রেরণা ; আর একই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে যেভাবে ঘুরেফিরে এসেছে, তাতে করে এলিয়ট ও রবীন্দ্র-নাথের ঈশ্বরভাবনা, মৃত্যু ও নবজন্মচেতনা অনিবার্য কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে অমৃত-লোকে উত্তরণ ইত্যাদি বিষয়ে একটি সাধারণ বিচরণক্ষেত্রের মানচিত্র নির্মাণ বোধ হয় অসম্ভব হবে না। ক্যাথলিক ধর্মমত, বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস আর উপনিষদীয় অধ্যাত্ম-ভাবনার কোনো 'common ground' কি নেই ? এলিয়ট তো একদিকে বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্ব, অন্যাদিকে গীতা, উপনিষদ ইত্যাদির কাছে সমান ঋণী।

ইয়েট্‌স্‌ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিতা :

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যে ইয়েট্‌সের প্রভাব সর্বাধিক। ইয়েট্‌সের স্বপ্ন দৃষ্টি, ইতিহাসবোধ, সময়-চেতনা সবই জীবনানন্দের বিপন্ন বিস্ময়ের জগতে উপস্থিত। ইয়েট্‌সের বিখ্যাত কবিতা 'The Second Coming'-এর প্রথম স্তবকে যে আশংকা ও উদ্বেগ বাণীবদ্ধ তারই কাছাকাছি জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী'র লাইনগুলি—দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ; / গ্রাম পতনের শব্দ হয় ; / মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে, / দেয়ালে তাদের ছায়া তবু / ক্ষতি, মৃত্যুভয়, / বিহ্বলতা বলে মনে হয়। তুলনীয় ইয়েট্‌সের Turning and turning in the widening gyre / The falcon cannot hear the falconer ; / Things fall apart ; the centre cannot hold ; / Mere

anarchy is loosed upon the world,/The blood-dimmed tide is loosed, and every where / The ceremony of innocence is drowned...'

ইয়েট্‌সের মতো চারপাশের জড়বাস্তবের চাপে জীবনানন্দও বিচলিত হয়েছেন ; বিতৃষ্ণা, বিবমিষা, বিপন্নতার কথা এসেছে তাঁর কবিতার পর কবিতায়, চিত্রকল্পে ; ইয়েট্‌স্‌-এর মতো স্বপ্নজগতে পলায়নের চেষ্টাও আছে ইতস্ততঃ। ইয়েট্‌স-এর কবিতার হাঁস-পাখি-ঘাস-পাতারা জীবনানন্দে বারবার এসেছে :

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ, / হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা, / ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ, / আমরা দেখেছি...শুপারির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ..."

তুলনীয় ইয়েট্‌সের **'The Falling of leaves'**-এর **Autumn is over the long leaves that love us,/And over the mice in the barley sheaves ; / Yellow the leaves of the rowan above us, / And yellow the wet wild-strawberry leaves "**

জীবনানন্দের 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল' মনে পড়িয়ে দেয় ইয়েট্‌সের **'O Curlew, cry no more in the air.'** অবশ্য এমন সাদৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে জীবনানন্দ নিছকই বিদেশী কবির রচনাকে আত্মসাৎ করেছেন।

ইয়েট্‌স্‌ ও জীবনানন্দ, উভয়েই অতীতচারী ও স্বপ্নবিহারী। উভয়েরই মানসভ্রমণ দূর অতীতের বিশাল ক্ষেত্রভূমি জুড়ে। আর উভয়েই অতীতের স্থান ও কালের স্মৃতি মন্থন করে তুলে এনেছেন অজস্র প্রতীক ও চিত্রকল্প। ইয়েট্‌স-এর 'বাইজানটিয়াম' ও **'gyre'** ; তেমনি জীবনানন্দে মিশর ব্যাবিলন বিদিশা, 'ঘুরানো সিঁড়ির পথ' ইত্যাদি। অনুভবের গভীরতা উভয়েরই কাব্যের অমূল্য সম্পদ। সেই অনুভবের প্রতীকরূপে ইয়েট্‌স্‌-এর **'wild swans' 'white birds'** জীবনানন্দে এসেছে 'বুনোহাঁস' আর 'বনহংস-বনহংসী' রূপে। শেষ পর্যন্ত ইয়েট্‌স-এর আশ্রয় **'An acre of Grass'**-এর সরল বার্ধক্য ; জীবনানন্দও যুগ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অবলম্বন খুঁজেছেন নারী ও প্রকৃতির কোমল বেদ্যমানতায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো কোনো রচনায় যথা 'সংবর্তে'-এর 'উজ্জীবন' শীর্ষক কবিতায়, ইয়েট্‌সীয় চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় ভয়ংকর বিপর্যয়ের আভাস পাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র কিম্বা অমিয় চক্রবর্তীতেও ইয়েট্‌স সময়চেতন বিপন্নতা ও আধ্যাত্মিক প্রসন্নতার ছাপ অনতিলক্ষ্য নয়।

এলিয়ট ও রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিপ্রজন্ম :

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে রেওয়াজ বদলের সূত্রপাত 'কল্লোল' কালীনদের আমল থেকে তাতে এলিয়টের প্রভাব পড়েছিলো নিশ্চিতভাবেই এলিয়টের নগরচেতনা, ঐতিহ্যের তত্ত্ব, চিত্রকল্পের দুরূহতাসহ প্রকরণ তথা টেক্‌নিক্‌ সংক্রান্ত অভিনবত্ব এই নতুন প্রজন্মের কবিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিলো।

এলিয়ট ছাড়া হপ্‌কিন্স কিম্বা হুইটম্যান এবং বামপন্থী শিবিরভুক্ত অডেন ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর কবিদের বিশেষ প্রিয়। ইয়েট্‌সের কিছু কিছু ছায়াপাত হয়তো বা জীবনানন্দ দাশে হয়ে থাকবে।

এলিয়টের ধ্রুপদী কাব্যদর্শনের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বিষ্ণু দে'র রচনায়। বিষ্ণু দে'র পছন্দের কবি ছিলেন এলিয়ট, যাঁর কবিতা-সমূহের একখানি তর্জমা গ্রন্থ বার করে বাঙালী পাঠকমহলে এলিয়টকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করেছিলেন তিনি। এলিয়টের মতো টেকনিকের সাধনাই ছিলো বিষ্ণু দে'র প্রাথমিক অভিপ্রায় অসংলগ্নতা, অপ্রচল ও তৎসম শব্দ ব্যবহারের আধিক্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের নানা উৎস থেকে অবিরাম প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতির ব্যবহার, শব্দ ও পদবিন্যাসে জটিলতা, মগজের অতিরিক্ত প্রাধান্য ইত্যাদি যে সব কারণে বিষ্ণু দে'র কবিতা মোটের ওপর দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে সবই এলিয়টের প্রভাবের ফল রূপে দেখা যেতে পারে। এলিয়টের কাব্য সম্পর্কে বিষ্ণু দে'র অনুরাগ এতই প্রবল যে তাঁকে 'বাংলার এলিয়ট' জাতীয় শিরোপাও দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু দে'র কাব্যে নরক-প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে বারবার এলিয়টীয় ঢঙে; সময়ের বিচূর্ণীকরণ তথা বিকলতার চেতনাও ঘুরে ফিরে এসেছে; জটিল অন্বয় ও উল্লম্ফনের লক্ষণযুক্ত, উদ্ধৃতি-সমাকীর্ণ এক দুরূহ কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন বিষ্ণু দে যার আদর্শস্থল ঐ টি. এস. এলিয়ট। ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনায় মার্ক্‌সবাদী বিশ্ববীক্ষার অনুবর্তী ও রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম পুরোধা বিষ্ণু দে এক আশ্চর্য স্ববিরোধিতায় একদিকে এলিয়টীয় ঐতিহ্যচেতনা ও কাব্যরীতি এবং অন্যদিকে মার্ক্‌স্‌বাদী দর্শনকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাসের জটিলতায় এবং এক ধরনের খাপছাড়া ভঙ্গীর কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে'র কবিতার চরণগুলি প্রায় এলিয়টের অনুকরণে পরিণত :

> 'ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকিছে ববাভয়
> আশ্লেষে তব অন্তবিহীন কৃতোকৃতমের শেষ।'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থে পুরাণের ব্যবহারও এলিয়টের আদর্শে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তরপর্বে বিষ্ণু দে'র কাব্যে এলিয়টের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছাপ স্পষ্ট। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ সেই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে শিষ্য তাকিয়েছেন গুরুর প্রতি :

> 'পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব জমে লাট—কি বেলাট,
> সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ ?
> পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অস্তিমে কি লর্ড এলিঅট
> ওয়েস্টল্যান্ডে হর্ষে যেন আপন স্বদেশ ?'

যে দুর্বোধ্যতা তথা কাব্যভাষা ও রীতির জটিলতার কারণে বিষ্ণু দে'কে এলিয়টের সমগোত্রীয় বলে ভাবা হয়ে থাকে তার মূলে ছিলো মালার্মে ও এলিয়ট প্রস্তাবিত কবিতার এক সাংগীতিক গড়ন যার সঙ্গে সাধারণ কবিতা পাঠকদের কোনো পরিচিতি

ছিলো না। এছাড়া এলিয়টের মতো কবিতার শুরুতে 'এপিগ্রাফ' (epigraph) ব্যবহারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভ্যাস, ঘনঘন কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন শিল্প ও সঙ্গীতের অজস্র চিত্রকল্প ব্যবহার, ভাবাবেগের দমনের মধ্য দিয়ে এক শান্ত ও বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থায় পৌঁছানো, এ সবই, বিষ্ণু দে'কে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক বিশিষ্ট আসন দিয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর নাগরিক জীবনের নৈরাশ্য ও অন্ধকার যেভাবে এলিয়টের প্রথম পর্বের কাব্য-কবিতায় উদ্ঘাটিত হয়েছিলো, যেভাবে আবেগের বদলে মনন কিম্বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বদলে নৈর্ব্যক্তিকতাকে এলিয়ট বিশ শতকের কাব্যাদর্শরূপে তুলে ধরেছিলেন তাতে করে কাব্যরচনা ও কাব্যবিচার উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ, পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো, এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এ' পরিবর্তনের বার্তা যাঁরা বহন করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে'র পাশাপাশি উল্লেখনীয় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাম। এলিয়টের মতো সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধের নান্দীরোলে আক্রান্ত ও ক্লান্ত ; নৈরাশ্য ও মরুময় রুক্ষতা, মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও বন্ধ্যাত্ব— অর্থাৎ এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ডের বুর্জোয়া সংকটচেতনা—প্রতিফলিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের 'ফণিমনসা', 'ভগ্নতরী' কিম্বা 'মরুভূমি'-র চিত্রকল্পসমূহে। এ' প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য 'উটপাখী' কবিতাটি ঃ

> 'আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
> কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে ?
> কোথায় লুকাবে ? ধু ধু করে মরুভূমি ;
> ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।'

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে বারবার নরকের ছবি, প্রকৃতির ধূসরতা ও রিক্ততা, জীবনের কণ্টকিত ও প্রেতায়িত পরিবেশ এক আশাহীন, নিখিল নাস্তির পট রচনা করেছে। স্মরণ করা যেতে পারে 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'নরক' কবিতাটি ঃ

> 'অমেয় জগতে / নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ঃ
> মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রমিত মড়কের কীট ;
> শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।'

কিম্বা 'সংবর্ত' কাব্যভুক্ত 'জেসন্' কবিতার এই লাইনগুলি ঃ

> 'স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা ; / জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
> বিজিগীষা। / যে প্রাক্তন তৃষা
> মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্বাণ হবে তা…'

এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার পথেই সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্তিমপর্বের কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। রাবীন্দ্রিক ধারার বিরুদ্ধে তাঁর দ্রোহ ও মালার্মের কাব্যাদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা (সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'মুখবন্ধে' সুধীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'মালার্মে—প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট') এলিয়টের

কথাই বিশেষভাবে মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের। মালার্মের আভিজাত্যবোধ, নৈরাশ্য ও বেদনা, শব্দের আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে তার ব্যঞ্জনাশ্রয়ী অর্থের আভাস ইত্যাদি সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মালার্মের এই জীবনবোধ ও কাব্যাদর্শের সঙ্গে এলিয়টের সাদৃশ্যও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'স্বগত'-র অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে এলিয়ট, পাউণ্ড, ইয়েট্স্, হপকিন্স প্রমুখ কবি-লেখকদের তথা আধুনিক বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই প্রজন্মের অপরাপর কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে সবিশেষ ধন্য এবং বিশ্বমানবতা তথা বিশ্বনাগরিকত্বের ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। এলিয়টের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে এলিয়েটের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়ে নি; তবে 'ইমেজিস্ট'দের সংহতি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া হপ্‌কিন্সের 'Sprung Rhythm' (ঝাঁপতাল) কে ছন্দমুক্তির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন তিনি নিপুণ কৌশলে। এলিয়টের নগরচেতনার কিছু ছাপ দেখা যায় সমর সেনের কবিতায়। ঝাঁঝালো ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ছন্দের মিল পরিহারের চেষ্টা সমর সেনের পাঠকদের প্রায়শই এলিয়টের কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেবে। জীবনানন্দ দাশ মূলতঃ রোমান্টিক বিষণ্ণতার কবি এবং তাঁর কাব্যে 'ইমেজিস্ট' ও 'সুররিয়ালিস্ট'দে'র প্রকরণের লক্ষণীয় প্রভাব রয়েছে। তবু 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা, অবেলা, কালবেলা'-র মতো গ্রন্থে জীবনানন্দের কাব্যে নাগরিক জীবনের অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের চিত্র তথা সময়ের বিকলতার বোধ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে করে তাঁকেও আর নির্জনতার কবি বলে একান্তে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না:

> 'স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ
> চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
> আরো বেশী কালো-কালো ছায়া
> লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
> মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে...
>
> (তিমির হননের গান)

গ্রন্থনির্দেশিকা

A History of English Literature—Edward Albert.

English Literature—W. J. Long.

A History of English Literature—Arthur Compton-Rickett.

A History of English Literature—E. Legouis and L. Cazamian.

A Critical History of English Literature—David Daiches (4 vols.)

The Pelican Guide to English Literature—(Ed.) Boris Ford. (8 vols.)

The Cambridge Guide to Literature in English—(Ed.) Ian Ousby.

The Concise Oxford Dictionary of English Literature.

The Age of Wordsworth—C. H. Herford.

British Drama—Allardyce Nicoll.

Aspects of the Novel—E. M. Forster.

A Short History of the Eng. Novel—S. Diana Neill.

The English Novel : A Short Critical History—Walter Allen.

Twentieth Century Literature—A. C. Ward.

An Introdnction to the Study of Literature—W. H. Hudson.

A Glossary of Literary Terms—M. H. Abrams.

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

রবীন্দ্র-অন্বেষা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাংলা কবিতা—বারীন্দ্র বসু।